হিন্দুস্থানের

ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষিসমাজের

কৃতকর্মের বিবরণপুস্তক।

---

১ বালম।

শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত।

১৮৩১ সাল।

পরিশিষ্ট।

অঙ্গবঙ্গাদি দেশেতে কৃষিবিদ্যা এবং উদ্যাননির্ম্মাণবিদ্যা বর্দ্ধনার্থক সমাজ নিযুক্তকরণের উলিয়ম্ কেরি সাহেবের অভিলাষজ্ঞাপনপত্রানিদং।

॥ ১ ॥ কোন এক কার্য্যসিদ্ধ্যর্থে অনেক লোক সম্মিলিত হইয়া আপনারদিগকে সমাজরূপে নিযুক্তকরণেতে যে বহুফলোৎপন্ন হয় তাহাতে সকলেই সর্ব্বত্র স্বীকৃত এ তৎপ্রযুক্ত তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত কহা প্রায় নিষ্প্রয়োজন। অপর কোন এক ব্যক্তি যদি একাকী হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তবে তদ্বিষয়ে তাঁহার নৈপুণ্য এবং জ্ঞান ঐ প্রকার কার্য্যেতে নিযুক্ত এক সমাজস্থ তাবল্লোকেরদের সম্মিলিত জ্ঞানাপেক্ষা অত্যল্প অবশ্যই হইবে। তিনি যদি তদ্বিদ্যাবিষয়ে কোন পরীক্ষা করিতে চাহেন কিম্বা তদ্বিষয়ে অবশ্যকর্ত্তব্য কোন কার্য্য সিদ্ধ করিতে চাহেন তাহাতেও তাঁহার সামর্থ্য তৎক্রমে অল্প হয়। অপর যখন কোন এক কার্য্যসিদ্ধ্যর্থে অনেক লোক একত্র হইয়া আপনারদিগকে সমাজরূপে নিযুক্ত করেন তখন তাঁহারা আপনারদিগের জ্ঞান এবং নৈপুণ্যরূপ মূলধন একত্র করাতে তৎসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি তৎকর্ম্মে প্রাপ্ত সকলের সম্মিলিত জ্ঞানলব্ধ হন। সেই সমাজস্থ কোন ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত হন কিম্বা অসিদ্ধমনোরথ হন সেই সকল ভ্রম এবং মনোরথাসিদ্ধি সাবধানপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া রাখিলে তাহা সকলের উপকারক হয় এবং সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পরিশ্রমবিষয় অন্যে জ্ঞাত হইলে সকলের উদ্যোগ বর্দ্ধিত হয় তাহাতে সেই ব্যক্তিরা সমাজস্থ না হইয়া পৃথক্ রূপে কার্য্য কর্ম্ম করিলে যে উদ্যোগ অন্য কোনরূপে হইতে পারিত না এমত অতিশয় উদ্যোগ এবং শ্রম উৎপন্ন হয়। অপর

জ্ঞানি ব্যক্তিরা সম্মিলিত হইয়া সমাজস্থ হওয়াতে যে ফল উৎপন্ন হয় তদ্ভদ্রতাবিষয়ে উৎকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিরা বহুকালাবধি জ্ঞাত আছেন এবং কালানুক্রমে কখনং ঐরূপ সমাজ নিযুক্তকরণের পরামর্শ দিয়া আসিয়াছেন তথাপিও সতর শত সালের পূর্ব্বে কোন এক কার্য্যসিদ্ধ্যর্থে প্রায় কোন এক সমাজ নিযুক্ত হয় নাই এবং ষোল শত চল্লিশ সালপূর্ব্বে কোন এক সমাজ নিযুক্তহওয়ার সম্ভাব নাও ছিল না কিন্তু সে যাহা হউক সতর শত সালাবধি জ্ঞানি ব্যক্তিরা সমাজরূপে নিযুক্তহওয়াতে মনুষ্যেরদের যেং কার্য্যে যেং ফল উৎপন্ন হইয়াছে তাহা উত্তরোত্তর সকলেই জ্ঞাত আছেন। তাহাতে এইক্ষণে ধর্ম্মবিষয়ে বা হউক কিম্বা বিদ্যাবিষয়ে বা হউক কিম্বা কলাদি শিল্পবিদ্যা বর্দ্ধনবিষয়ে বা হউক এমত কোন কার্য্য নাই যে তৎসিদ্ধার্থক কোন এক সমাজদ্বারা সিদ্ধ হয় নাই।

॥২॥ ঐ সকল কথিত বিদ্যার মধ্যে এতৎকালে ইঙ্গলণ্ডদেশে এবং অন্যং দেশে কৃষিবিদ্যাও সমাজকর্ত্তৃক ঐরূপ বহুবর্দ্ধিত হইয়াছে। সেই সকল সমাজহইতে যেং ফল উৎপন্ন হইয়াছে তাহা প্রায় কথনাসাধ্য এবং সেই সকল সম্মিলিত সমাজস্থেরদের শ্রম এবং মনোযোগদ্বারা যেং ভাবি ফলের উৎপত্তিহওয়ার আশা আছে তাহাও অতিশয় আহ্লাদজনিকা জানিবেন। ঐ সমাজস্থেরদের বিদ্যাসংগ্রহেতে ইহা নিশ্চয় প্রমাণ হইয়াছে যে কোন এক দেশের ভূমি তদ্দেশস্থ লোকেরদিগকে অতিশয় ধনবানকরণে সমর্থা। অপর ইঙ্গলণ্ডদেশে ভূমির পূর্ব্ব মূল্য এবং ইদানীন্তন মূল্য বিবেচনা করিলে সামান্যজ্ঞানি ব্যক্তিরও স্বীকৃত হইতে হইবে যে যেং কার্য্যসম্পাদনার্থে সমাজ নিযুক্ত হইতে পারে সেইং কার্য্যের মধ্যে দেশের কৃষিকর্ম্মতুল্য অতিপ্রয়োজনাই অন্য কোন কার্য্য প্রায় নাই।

॥৩॥ অপর যেং ব্যক্তি স্বং ব্যবহার এবং স্বং

জ্ঞান এবং স্বং আত্মসামর্থ্যপ্রযুক্ত ভাল হউক কিম্বা মন্দ হউক সকল কার্য্যেই স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষব্যবহারানুসারে চলে তদ্রূপ লোকদ্বারা দেশেং কৃষিকর্ম্মনির্ব্বাহ হয় অতএব সেপ্রকার ক্ষুদ্র লোক স্বভূমিভিন্ন অন্য দেশীয় ভূমিকৃষির বিষয়ে সুতরাং অতিমূর্খ হয় তাহাতে স্বভূমিমঙ্গলার্থক স্বকীয় পূর্ব্বব্যবহারভিন্ন অন্য কোন রীতি উপস্থিতা হইলে তাহা যেমনিবা লাভজনিকা হয় না কেন তদ্বিষয়ে তাহারদের আশঙ্কা জন্মে। কিন্তু কৃষিবিদ্যাবিষয়ে কোন এক সমাজ নিযুক্ত হইলে সেই সমাজ নানা দেশের এবং নানা দেশের প্রত্যেক পরগনার কৃষিব্যবহারবিষয়ে সম্বাদসংগ্রহ করণেতে ভূমিকৃষিবিষয়ে এবং অশ্বগবাদি প্রতিপালনবিষয়ে অনেক দোষ দৃষ্ট হইবে তাহাতে সে সমাজস্থেরা তদ্দোষের নিবারণের চেষ্টায় থাকিবেন তদ্ভিন্নও কৃষিবিষয়ক অন্যান্য দেশব্যবহারীয় কোন উত্তম মত যদি থাকে তবে তাহা গ্রহণযোগ্য বোধ করিয়া তৎসংস্থাপনে মনোযোগ করিবেন। আরও তৎসমাজকর্তৃক ভিন্নং ভূমির ধর্ম্ম এবং বিশেষং ফসলের লাভালাভ এবং বিশেষং ফসলের কৃষিইত্যাদিবিষয়ে সকলের উত্তরোত্তর উত্তম জ্ঞান জন্মিতে পারে। অপর কৃষিকারকেরদের পশ্বাদি যেরূপ বহুমূল্য এবং তদ্মূল্য যেরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে ইহা উত্তরোত্তর প্রকাশিত হইবে এবং অধিক কি কহিব তৎসমাজদ্বারা সকল প্রকার কৃষিকর্ম্মবিষয়ে অসংখ্য মঙ্গলজনক সৃষ্টি উত্তরোত্তর সংস্থাপিতা হইতে পারিবে।

॥ ৪ ॥ অতএব এই নিদর্শনপত্রাভিপ্রেত অঙ্গবঙ্গাদিদেশে কৃষিকর্ম্মবিষয়ে এক সমাজ নিযুক্ত হইলে এতদ্দেশীয় গৃহস্থেরদের প্রতি এবং জমীদারেরদের প্রতি এবং এতদ্দেশীয় হিতান্বেষক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতি এবং তারদ্দেশের তাবদ্বিষয়ে অবশ্যই বহুপকার জন্মিতে পারে এতদ্রূপ এক সমাজ নিযুক্ত হইলে সামান্য লোকেরদের জ্ঞানবাহুল্য হইবে এবং অনর্থক ব্যবহারানুসারে চলন রীতি উত্ত

রোত্তর হ্রাস হইবে এবং প্রজারদের অন্তর্গত জ্ঞান প্রসন্ন
হইতে পারিবে তাহাতে তাহারা স্বীয় পরিশ্রমের ফল
প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর কর্ম্মে মনোযোগী এবং শিষ্ট এবং
কার্য্যে পটু হইবে। অপর এই এক বিষয় প্রায় অছেল
যে ইঙ্গলণ্ডদেশে কৃষিসমাজ নিযুক্ত পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডদেশীয় কৃ
ষকেরা যেমন মূর্খ ছিল তদপেক্ষা এতদ্দেশীয় গৃহস্থেরা অ
তিশয় মূর্খ নয় তথাপিও ঐ সকল ইঙ্গলণ্ডীয় কৃষকেরা সমা
জরূপে নিযুক্তহওয়ার পূর্ব্বে যে ভূমিতে যত ফল উৎপন্ন
করিয়াছিল তাহাহইতে এখন পঞ্চগুণ উৎপন্ন করে তাহা
তে এতৎকালে ভূমির মূল্য বর্দ্ধিতহওনপ্রযুক্ত খাজানা চতু
র্গুণ হইলেও তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা এইক্ষণে আপনারদের গৃ
হকার্য্য অতিমর্য্যাদাতে চালাইতে পারে। অপর এতদ্দে
শে কৃষিকর্ম্মবিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হইলে জমীদারেরা অ
তিশীঘ্র তদ্দ্বারা লাভবিষয়ে জ্ঞাতা হইবেন যেহেতুক তা
হাতে তাঁহারদের জমীদারীর মূল্য এবং তাঁহারদের রাই
য়তেরদের সুখ বর্দ্ধিত হইবে এবং কর না দেওনের জন্যে
যেং শঠতাইত্যাদি নিত্য হইয়াছে তাহাও উত্তরোত্তর
লোপ হইবে। তদ্ভিন্নও যেং ইঙ্গলণ্ডীয়েরা এতদ্দেশীয়
লোকেরদের হিতবর্দ্ধন চেষ্টায় আছেন তাঁহারা আপ
নং উদ্যোগের ফল দেখিয়া কিবা আহ্লাদপ্রাপ্ত না হই
বেন যেহেতুক এতদ্দেশের মঙ্গল এবং এতদ্দেশীয় লোকে
রদের বর্দ্ধমান শিষ্টতা এবং প্রজারদের বর্দ্ধমান সুখ এ
বং অন্যং দেশে যে সকল কার্য্যেতে মনুষ্যের সুখ বর্দ্ধিত
হয় সেই সকল কার্য্যের বাহুল্য দেখিয়া স্বীয় মনোমধ্যে
আহ্লাদযুক্ত না হয় এমত লোক অতিদুর্লভ।

॥ ৫ ॥ অপর ইঙ্গলণ্ডীয় জাতিরদের মধ্যে যাঁহারা কৃ
ষিকর্ম্মে বিজ্ঞ হইয়া অন্যদেশীয় কৃষিব্যবহারজ্ঞ হইয়া
ছেন তাঁহারদের সহিত এতদ্দেশীয় ভূপতিরদের মিত্রতা এ
বং আলাপ হইলে তাঁহারা উত্তরোত্তর স্বস্বভূমির মূল্যজ্ঞ
হইবেন এবং স্বকীয় ভূমিসকল কিপ্রকারে অধিক উৎকৃ

ষ্ট হইতে পারিবে এবং এতদ্রূপ অতিবাঞ্ছনীয় বিষয় কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে তজ্জ্ঞ হইয়া তাঁহারা আপনারদের রাইয়তেরদের যথার্থ হিত এবং স্বস্বভূমিতে নূতন২ ফলোৎপাদক ব্যবহার স্থাপনের প্রয়োজনজ্ঞ হইবেন। অপর এতদ্দেশে কৃষিসমাজ নিযুক্ত হইলে বিলাদির জল নিস্করণ এবং এতদ্দেশস্থ যেং ভূমি কেবল অকর্ম্মণ্য নয় কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বনজন্তুর নিবাস এবং নানা রোগের আদিকারণ তত্তৎভূমির কৃষি এবং তৎকৃষকেরদের সংস্থান বাহুল্য এবং গৃহকার্য্যে প্রয়োজনার্হ বিষয়ের বর্দ্ধন এবং শিল্পকার্য্যে প্রয়োজনার্হ অন্যং দ্রব্যবর্দ্ধন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের আলস্যস্বভাবের উত্তরোত্তর লোপ এবং গৃহকর্ম্মে অপরিষ্কারাচরণের পরীবর্ত্তনে পরিষ্কারাচার উৎপন্নকরণ এবং আলস্যহেতুক দুঃখের এবং দীনহীনতার পরিবর্ত্তনে গৃহে সুব্যবস্থা এবং আলস্য এবং অসদাচারের পরীবর্ত্তনে শ্রম এবং শুদ্ধাচারইত্যাদি উত্তরোত্তর এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি অতিশয় প্রয়োজনার্হ বোধ হইবে। অতএব এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মোপকারক সমাজ নিযুক্ত হইলে কথিত ফলইত্যাদি অনেক২ উপকারোৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা হয় এবং পরহিতৈষী সকলে অবশ্যই স্বীকৃত হইবেন যে এতদ্রূপে স্বজাতিরদের উপকার করা অতিমনোযোগার্হ কর্ম্ম।

॥ ৬ ॥ অপর যদি এই দেশে কৃষিবিদ্যাবিষয়ক এক সমাজ নিযুক্ত হয় তবে সেই সমাজস্থেরদের প্রথম কার্য্য ইহা হইবে যে দেশদেশান্তরে কৃষিকর্ম্ম বিষয়ে যেং অসংখ্য মত উপস্থিত হয় তাঁহারা তদ্বিষয়ক সমাচারপ্রাপণের চেষ্টায় থাকিবেন। তাহাতে অল্প কালের মধ্যে সেই সমাজস্থেরদের প্রত্যেক কার্য্যবিষয়ক অনেক সমাচার একত্রীভূত হইবে অর্থাৎ নানা লোকের কৃষিকর্ম্মবিষয়ক পরীক্ষা এবং তাঁহারদের ব্যবহার এবং তাঁহারদের নানা করণীয় ধারা এবং তাঁহারদের ভ্রম এবং অসিদ্ধ মনোরথইত্যা

দি যাহা২ তাঁহারদের প্রতি হানিকারক হইয়াছে কিন্তু অন্য মনুষ্যের প্রতি অতিমঙ্গলদায়ক হইবে এমত অনেক সমাচার একত্র হইবেক।

॥ ৭ ॥ অতএব সকল দেশেতে কৃষিকার্য্য অন্য সকল কার্য্যাপেক্ষা বহুপ্রয়োজনাইপ্রযুক্ত শস্যবৃদ্ধ্যর্থে এবং কৃষিকর্ম্মের অন্য সকল কার্য্যসিদ্ধ্যর্থে নানা দেশে যে২ উপায় গৃহীত হইয়াছে সে সকল উপায় ভূম্যনুসারে এবং দেশানুসারে এবং স্থানান্তরে এইমত অতিশয় ভিন্ন যে কোন এক ব্যক্তি স্বয়ংই সে সকল মতজ্ঞ হইতে পারেন না অতএব কৃষিকর্ম্মবৃদ্ধ্যর্থে স্থানান্তরে অন্য২ লোকে যে২ উদ্যোগ করে কিম্বা কৃষিবিষয়ে নানামত পরীক্ষার্থে স্থাননিরূপণ করিয়া যে২ অন্য কোন সাধারণ চেষ্টা করে তদ্বিষয় প্রচুররূপে প্রশংসনীয় হওয়া অসাধ্য যেহেতুক পৃথক্২ পরগনার শস্যোৎপাদনশক্তিজ্ঞানার্থে এবং বহু প্রয়োজনাই পৃথক্২ শস্যোৎপাদনরীতিজ্ঞানার্থে সে সকল অতিশয় প্রয়োজনীয় জানিবেন কিন্তু প্রয়োজনীয় হইলেও স্থানভেদ এবং গ্রীষ্মাগ্রীষ্মভেদ ইত্যাদিবিশিষ্ট এতদ্দেশীয় বৃহদ্রাজ্যের বহুপ্রয়োজনানুসারে এবং তদ্যোগ্যতানুসারে নানামতের পরীক্ষার্থক কোন এক বিশেষ ভূমিখণ্ড নিরূপণ অসাধ্য জানিবেন। অপর মনুষ্যের ভক্ষবিষয়ে অতিপ্রয়োজনাই তরকারিআদি অনেক খাদ্যসামগ্রী উত্তরদেশীয় অতিশয় শীত এবং গ্রীষ্মদেশীয় অতিগ্রীষ্ম ঈশ্বর কৃপাতে সমানরূপে ধৈর্য্য করিতে পারিলেও তথাপি ভিন্ন২ দেশে ঐ প্রকার তৃণের ভিন্ন২ কৃষিমত না হইলে ফল উৎপন্ন হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন ইহাও অতিসুবোধগম্য যে নানা দেশে নানাপ্রকার অতিকর্ম্মণ্য ফলদায়ক বৃক্ষাদি আছে কিন্তু সেগুলি স্বদেশভিন্ন অন্যদেশে দর্শনব্যতিরিক্ত অন্য কোন কার্য্যোপযুক্ত নয় অতএব এতদ্দেশের নানা স্থানে বর্দ্ধন সমর্থ যে বৃক্ষতৃণাদিতে অতিফলদায়ক ক্ষেত্র এবং সুন্দর বাগান এবং উপবন এবং কর্ম্মোপযুক্ত বাণিজ্যার্থক কাষ্ঠ

বন উৎপন্ন হইতে পারে অর্থাৎ যেং বৃক্ষাদি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপর্ব্বতে এবং অতিশয় নীচস্থলীতে এবং বৃহৎ২ সম ভূমিতে মৃত্তিকার ভেদ থাকিলেও উৎপন্ন হইতে পারে ত দ্বৃক্ষতৃণাদির বৃদ্ধ্যর্থে এবং এতদ্দেশে যাহা কখন হয় নাই এবং যাহা একাকী সিদ্ধকরণে কোন ব্যক্তির সাধ্য নাই এমত উপায়স্থাপনার্থে উদ্যোগকরণের অতিপ্রয়োজ ন আছে। তাহাতে এতদ্দেশীয় নানা স্থানের ব্যবহার এবং নানা লোকের কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা একত্র করিয়া নির্ণয়কর ণেতে কৃষিবিদ্যাবিষয়ক সমাজস্থেরা স্বস্ব একত্রীভূতজ্ঞান যদি চালাইতে পারেন তবে তাহাতে সকলের বহুমঙ্গল অবশ্য ই উৎপন্ন হইবে।

॥ ৮ ॥ অপর এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মার্থক সমাজ নিযুক্ত হ ইলে অন্য সকল বিষয়ের মধ্যে তাঁহারা ভূমি উৎকৃষ্টা কর ণবিষয়ে মনোযোগ করিবেন অর্থাৎ যে রীতি উত্তম তাহা গ্রহণ করিবেন এবং ভূম্যর্থে যে প্রকার সার ভাল এবং সে সার যেং প্রকার ও ভূমিতে যে প্রকারে দিলে ভাল হ য় তাহাই স্থির করিবেন এবং কৃষিবিষয়ে উত্তম কৃষকের দের পারিতোষিক দিবেন এবং জলযুক্তস্থানের জল দূর করিয়া তাহাতে পুনর্ব্বার প্রবেশ না হয় এইং সকল উপা য় করিবেন এবং একই ভূমিতে নানাং ফসল যাহাতে উৎপ ন্ন হয় তদুদ্যোগ করিবেন এবং পশ্বাদির জাতিবর্দ্ধনার্থে এ বং সুরক্ষার্থে মনোযোগ করিবেন এইং রূপে তাঁহারা আ পনারদের সম্মিলিত জ্ঞানানুসারে কর্ম্মকার্য্য করিবেন। অপর কোন দেশের কৃষিবিদ্যা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তমা হইতে পারে না ইহা কথন অত্যসঙ্গত যেহেতুক মনুষ্যের মধ্যে এমত কোন বিদ্যা নাই যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতা হই তে পারে না এবং যে দেশেতে শতং বৎসরাবধি কৃষিক র্ম্ম একইরূপে আছে তদ্রূপ দেশে তাহা কত অধিক বা উ ত্তমীকৃত না হইতে পারে অতএব আমরা ইহা নিশ্চয় ক

হিতে পারি যে এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মের বিষয়ে সকলি প্রায় উত্তম করণীয়।

॥ ৯ ॥ ইউরোপ দেশে কৃষকেরা অত্যল্প বৎসর মাত্র ভূমি কৃষিবিনিয়ুক্ত এবং বিশেষ ভূমিতে শস্যপর্য্যায়জ্ঞ হইয়াছেন অতএব এতদ্দেশে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা হঠাৎ তদ্বিষয়জ্ঞ হইবেন ইহা অনুমান করাই অন্যায্য। এতদ্দেশীয় অনেক২ স্থানে কৃষকেরা প্রতিবৎসর একই ভূমিতে একই প্রকার বীজ রোপণ করে এবং তদ্বিষয়ে যদি কোন অন্যথা করে তবে তাহা মৃত্তিকার গুণাগুণ বিবেচনাপূর্ব্বক নয় কিম্বা কৃষকের যে ভূমিতে অধিক ফল প্রাপণেচ্ছাতে নয় কিন্তু কৃষকের সেই সময়ে যে বীজ হস্তে থাকে তাহাতেই নির্ব্বাহ করে। তদ্ভিন্ন ইহা অনুমান হয় যে যে বীজেতে ভূমি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টা হয় এবং যে ফসলেতে ভূমি উত্তরোত্তর অপকৃষ্টা হয় তদ্ভেদ বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরা অদ্যাপর্য্যন্ত জ্ঞাতা নন্ তাহাতে কৃষিবিদ্যার ধারানুসারে বীজরোপণবিষয়েও এতদ্দেশীয় লোকেরা অজ্ঞাতা। সারবিষয়েও অনেক হানি হয় জানিবেন যেহেতুক ভূমি উৎকৃষ্টীকরণে তদ্গুণবিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরা অজ্ঞাতা এবং যে ভূমিতে যে প্রকার সার উত্তম এবং যত দিলে অধিক উপকার হয় এ বিষয়েও অজ্ঞাতা হইয়া ঐ সার কাষ্ঠ ইত্যাদি পরিবর্ত্তনে জ্বালাইয়া ফেলে।

॥ ১০ ॥ অপর এতদ্দেশে কৃষিবিষয়ক সমাজ নিযুক্ত হইলে ঐ সমাজস্থেরদের উদ্যোগেতে এতদ্দেশে অনেক নূতন এবং বহুপ্রকারক কার্য্যোপযুক্ত বৃক্ষ ইত্যাদি অন্য২ দেশ হইতে আনীত হইবে। যেহেতুক এতদ্দেশে যে২ গাছ ইত্যাদি আছে তদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় ভূমির এবং জলের স্বভাবসহ এবং গ্রীষ্মাগ্রীষ্মসহ অনেক অন্য২ গাছ যে আছে ইহা কোন কেহ অপহ্নব করিতে পারিবেন না। অপর এতৎকালে কলবিদ্যা এবং শিল্পবিদ্যাবর্দ্ধনেতে বাণিজ্য

র্থে যেং দ্রব্যের অতিপ্রয়োজন নানা প্রকার ভূমির ধর্ম্মানু সারে তত্তদ্দ্রব্যোৎপাদক নানা গাছের অতিপ্রয়োজন আ ছে জানিবেন অতএব সেইং দ্রব্যের উৎপাদন ও তত্তদ্যুত ন্নতা বিচারবিষয়ে ভদ্রং লোকেরা অল্পই মনোযোগ দিলে অবশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে।

॥ ১১ ॥ অপর কৃষিকর্ম্মোপযুক্ত নানা অস্ত্রনির্ম্মাণা র্থে ইউরোপদেশীয় কলবিদ্যাজ্ঞেরা অতিশয় মনোযোগ দিয়াছেন ঐরূপ মনোযোগদেওনের পূর্ব্বে ইউরোপীয়ের দের মধ্যে যেং অতিতুচ্ছাস্ত্র চলিত ছিল সেই সকল অস্ত্র এতদ্দেশীয় কৃষিকর্ম্মের অস্ত্রাপেক্ষা কার্য্যসম্পাদনার্থে উত্তম অতএব এতদ্দেশে যদি কৃষিকর্ম্মবিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হয় তবে তদ্বিষয়েও সমাজস্থেরা মনোযোগ দিবেন। তাহার মধ্যে ইউরোপীয় লাঙ্গল এবং মই এবং কাস্ত্যা এবং ত্রি শূল এবং অন্যং অস্ত্রাদির এবং কৃষকের ফসলবাহন শ কট ইত্যাদির বহু প্রয়োজন দর্শাওনদ্বারা ক্রমেং এতদ্দে শের কৃষকেরদের মধ্যে সে সকল চলিত না হইলে এবং প্রজারা তদুপযোগিতার স্পষ্টপ্রমাণ না পাইলে তাহারা সে সকল গ্রহণ করিবে না অতএব ঐ সকল অস্ত্রইত্যাদির এরূপে উত্তরোত্তর এতদ্দেশে গৃহীত হইয়া তাহার চলন যে অতিসিদ্ধাই এবিষয়েও কাহারো সন্দেহ হইতে পারিবে না।

॥১২॥ অপর গোমেষাদি পশুজাতিবর্দ্ধনবিষয়ে এবং উত্তমকরণবিষয়ে কোন কেহ অদ্যপর্য্যন্ত মনোযোগ ক রেন নাই বোধ হয় বরঞ্চ আপনি যেমন হইয়াছে তেমনি আছে। ঐ কার্য্যসম্পাদনার্থে যদি নানা লোকেরা উপযু ক্তরূপে মনোযোগ করেন তবে অন্যং দেশে যেমত সেমত এতদ্দেশেও অশ্ব গো মেষ ছাগল ইত্যাদি জন্তুরদের জা তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ণু এবং উত্তমীকৃত হইতে পারিবে বি শেষতঃ ক্রমেতে গবাদির দুগ্ধ অতিরিক্ত এবং উত্তম হই তে পারে মেষলোম উত্তরোত্তর উত্তম হইতে পারে ভারবা

হক এবং শকট ইত্যাদি কর্ষক অশ্ব গবাদি জাতি উত্তরোত্তর অতিবলবান হইতে পারে। এতদ্রূপে শ্রমার্থে বা হউক কিম্বা গৃহকার্য্যার্থে বা হউক কিম্বা খাদ্যবিষয়ে বা হউক পশুইত্যাদির জাতি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টা হইতে পারিবে অতএব এতদ্দেশে কৃষার্থক সমাজ নিযুক্ত হইলে এইং সকল কার্য্যে ঐ সমাজের অধিকার হইবে।

॥ ১৩ ॥ অপর কথিত কার্য্যভিন্ন এতদ্দেশে অন্য এক কার্য্যেতে মনোযোগকরণে অত্যাবশ্যক জানিবেন তাহা এই এতদ্দেশে যেং ভূমি কৃষিকর্ম্মবিষয়ে অযোগ্য সে সকলকে কৃষিযোগ্যাকরণ যেহেতুক এতদ্দেশে যেং ভূমির কৃষি হয় না সে সকল এত অনেক যে কহিলে প্রায় প্রত্যয় জন্মে না বিশেষতঃ নদীতীরস্থ প্রায় সকল ভূমি বৎসরং জলেতে নিমগ্না হয় সেই সকল ভূমি পশুর অখাদ্য খাগড়া বনেতে পরিপূর্ণা এবং গৃহাচ্ছাদন কতকগুলিন উলুখড় ব্যতিরিক্ত অন্য কোন দ্রব্য তাহাতে জন্মে না বর্ষাকালে সেই সকল স্থানে মহিষইত্যাদি বাস করিয়া রাত্রিকালে উক্তভূমির ফসলাদি নষ্ট করে এবং শীতকালে শূকর ব্যাঘ্রইত্যাদি অন্যং হিংসুক জন্তু নির্গত হইয়া প্রজারদের প্রতি অনেক দৌরাত্ম্য করে। অতএব ঐ সকল ভূমিতে পুলবন্দিদ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়দ্বারা সে সকল স্থান যে জলের দৌরাত্ম্যহইতে নিবৃত্ত হয় ইহা অতিপ্রার্থনীয় বিষয় যেহেতুক তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ দেশ উত্তরোত্তর বসতিযোগ্য হওয়াতে রাজ্যের উত্তরোত্তর মঙ্গল বর্দ্ধিত হইবে। তদ্ভিন্নও এতদ্দেশীয় অন্যং অনেক ভূমিতে এইরূপে কেবল বৃক্ষাদি বন জন্মে সেই সকল ভূমি কাষ্ঠদ্বারা এবং পশ্বাদি চরণদ্বারা কিম্বা কৃষিবিষয়ে কোন ফল না জন্মাইয়া বরং দেশের বায়ু মন্দকারিণী হয় এবং বন্য পশুইত্যাদির বসতি স্থান হওয়াতে চতুর্দ্দিকস্থ প্রজারদের হিংসা জন্মায়।

॥ ১৪ ॥ অপর অঙ্গবঙ্গাদিরাজ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট রাজ্যে ও অর্থাৎ এতদ্দেশের যেং অংশে বহুকালাবধি ইঙ্গলণ্ডী য়রদিগের অধিকারহওয়াতে প্রজারদের ভূমিরক্ষণবিষ য়ে অনেক ন্যায় উপস্থিত হইলেও প্রজারা যে স্থানে তাহা রদের ভূপতিকর্ত্তৃক এবং মণ্ডলাদিকর্ত্তৃক নিত্য এমত অন্যা য়প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহার নিবৃত্তি করা প্রায় অসাধ্য এ বং যেং স্থানে ক্ষুদ্রং কৃষক জাতিরা মহালোককর্ত্তৃক যো গ্যরূপে আদৃত নয় এবং যে স্থানে সকল প্রকার লোকে র মূর্খতা এবং আলস্যস্বভাব এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে যে প্রায় সকলেই সমানরূপে নিস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্য হইয়াছে এবং যেং স্থানে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকার না হওয়াতে প্রজারা এ খনও এক রাত্রি স্বচ্ছন্দরূপে বাস করিতে পারে না এইরূপ দেশেতে এবং এতদ্রূপ আচারেতে যে কৃষিকর্ম্মের অনেক হানি হয় এবং যেং স্থানে যৎকিঞ্চিৎ কৃষি হয় সেং স্থা নেও যে তাহা অতিকষ্টে এবং অনেক হানিপূর্ব্বক হয় ই হা অনুমান করা অতিসহজ। পৃথিবীতে প্রায় সর্ব্বাপে ক্ষা উৎকৃষ্ট যে এতদ্দেশ ইহা কৃষিকর্ম্মবিষয়ে মনোযোগ হীনতাপ্রযুক্ত কথিতরূপে প্রায় নষ্ট হইয়াছে জানিবেন যে হেতুক কৃষিবিষয়ে মনোযোগ দিলে তাহাতে কি না উৎ পন্ন হইতে পারে তাহাতে নানা স্থানে নানা প্রকার গ্রীষ্মা গ্রীষ্ম এবং উর্ব্বরাদি নানা প্রকার ভূমি আছে তাহাতে প র্ব্বত এবং জলভূমি এবং নদনদী সর্ব্বত্র ব্যাপ্তা প্রায় ঐ সকল নদীতে বৎসরমধ্যে ছয় মাস নৌকাকর্ম্ম হয় এবং অনেক নদীতে তাবদ্বৎসর কর্ম্ম চলে তাহাতে বাণিজ্যকা র্য্য এবং কৃষিকার্য্যার্থক তাবদ্বিষয় স্বচ্ছন্দে সিদ্ধ হইতে পারে।

॥ ১৫ ॥ অপর এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্মের যেমত দুরবস্থা সেই মত আরামাদির বিদ্যাও অতিদুরবস্থাতে আছে তৎ প্রযুক্ত অনেক টাকা ব্যয় করিয়া আপনারদের খাদ্যা র্থে অস্মৎ দ্রব্যোৎপাদক ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কএক আরাম

ব্যতিরিক্ত অন্যং আরামে কেবল কতকগুলি বনশাকতর কারি ইত্যাদি পাওয়া যায়। অপর এই দেশের আরামাদিতে কেবল কতকগুলি আম্রাদি বৃক্ষ থাকে তাহাতেও ফলের ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া এবং রোপণবিষয়ে বিবেচনা রহিত হইয়া যাহার যেমত ইচ্ছা সেইমত রোপণ করে অতএব ভালং ফল এবং উত্তমং খাদ্যসামগ্রী উৎপত্তিবিষয়ে দেশের মঙ্গলচেষ্টা এইঅবধি করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে তদ্ভিন্ন আরামইত্যাদির সৌন্দর্য্যার্থক পুষ্প ইত্যাদিকৃষি এতদ্দেশে প্রায় কেহই জ্ঞাত নন। অপর উত্তম ফল শাক পুষ্প ইত্যাদির বীজ এইক্ষণে ইউরোপের নানা দেশহইতে আইসে এবং অনেক মূল্যেতে পাওয়া যায় এবং পাইলেও পাঁচ শত বীজের মধ্যে এক বীজও প্রায় গাছ হয় না এবং গাছ হইলেও মালিরদের আলস্যপ্রযুক্ত স্বদেশেতে যেমত সেমত কদাচিৎ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সে সকল যাহা হউক ইহা আমরা নিশ্চয় জানি যে ইউরোপদেশীয় বীজের মধ্যে যে বীজ এতদ্দেশের এক স্থানে হয় না তাহা অন্য স্থানে অবশ্য হইতে পারিবে অতএব এতদ্দেশের পৃথক্ং স্থানবাসি কৃষকেরদের পরস্পর যদি পরিচয় হয় তবে যেং বৃক্ষের যেং ফল ইত্যাদি এক দেশে হয় না সে সকল অন্যত্র রোপিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হইতে পারে। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদিগের এতদ্দেশে অধিকারপরে আলু ইত্যাদি অনেক সামগ্রী এতদ্দেশে চলিত হইয়াছে অতএব যদি অনেকে সম্মিলিত হইয়া এতৎকার্য্যবর্দ্ধনেতে মনোযোগ করেন তবে কি না হইতে পারিবে।

॥ ১৬ ॥ অপর এক ভূমিতে বৎসরমধ্যে বারম্বার ফসল উৎপন্নকরণবিষয়ে এবং পরিষ্কৃতরূপে কার্য্যকরণবিষয়ে এবং যে ভূমিতে ফসল হয় না তাহাতে কৃষিকরণবিষয়ে এবং নূতন কোন ফলোৎপাদনবিষয়ে এবং অশ্বগোমেষ ইত্যাদি পশুজাতির উৎকৃষ্টতাকরণবিষয়ে এবং কৃষিকর্ম্ম সিদ্ধ্যর্থে কোন নূতন অস্ত্রনির্ম্মাণবিষয়ে যদি এতদ্দেশীয়

প্রজারদের পারিতোষিক নিয়ম হয় তবে তাহাতে অবশ্য প্রজারদের মনোযোগ বর্দ্ধিত হইবে এবং কৃষিকর্ম্মবিষয়ে যাহার যে বিদ্যা আছে তাহা উত্তরোত্তর প্রকাশ হওয়াতে কৃষিকর্ম্মবিষয়ে বহু মতাভিলাষসিদ্ধি হইতে পারিবে অতএব এতদ্দেশে যদি কৃষিকর্ম্মবিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হয় তবে তাহাঁরদের দ্বারাতে যে২ কৃষক কর্ম্মযোগ্য বোধ হয় সেই২ কৃষক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে। অপর কৃষিকর্ম্মবিষয়ে যদি কখনো কোন মঙ্গল হয় তবে তাহা নানা স্থানে স্থিত নানা লোকেরদের কৃষিকর্ম্মবিষয়ক বিচার এবং বাক্য প্রকাশকরণেতে হইবে জানিবেন সেই সকল বিচার এবং বাক্য এবং ব্যবহার সফল কিম্বা অসফল হউক তাহা প্রকাশকরণই সমাজের কার্য্য অতএব এতদ্দেশে কৃষিবিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হইলে ঐ সমাজস্থেরা যদি সেই সকল কৃষিকর্ম্মবিষয়ক বিবরণ নিরূপণীয় সময়ে ইঙ্গলণ্ডীয় এবং বাঙ্গলা এবং হিন্দী ভাষাতে নিত্য ছাপা করিয়া প্রকাশ করেন তবে তাহাতে অনেক ফল দর্শিতে পারে।

॥ ১৭ ॥ অতএব বিদ্বানেরা সম্মিলিত হইয়া ভাবি সমাজের কোন এক সংজ্ঞানিরূপণ করিয়া কৃষিবিদ্যা এবং আরামবিদ্যা বর্দ্ধনার্থক এতদ্দেশে যে এক সমাজ নিযুক্ত করেন এ বিষয় অতিবাঞ্ছনীয়। অতএব তৎকার্য্যনির্ব্বাহার্থে যে লোক তিন মাসে অষ্ট টাকা যত দিনপর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিয়া দেন তত দিনপর্য্যন্ত তিনি সে সমাজস্থ হইতে পারিবেন এবং যিনি একেবারে ৪০০ চারি শত টাকা দেন তিনি যাবজ্জীবন তৎসমাজস্থ হইতে পারিবেন। ঐ সমাজের ধারা এইরূপ হইলে ভাল হয় যে তাহাতে এক জন প্রধান এবং তদধীন লোকদ্বয় নিযুক্ত হন এবং সামান্য সমাজস্থ লোকেরদিগের বৎসর২ নিযুক্তকরণই উত্তম বোধ হয় অপর যে২ সমাজস্থেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা এক২ মোহর করিয়া সেলামি দিবেন। অপর এই সমাজে যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা নিযুক্ত হন এবিষয়ও অতিবাঞ্ছ

নীয় যেহেতুক সমাজের প্রধান কার্য্যই তাঁহারদিগের অধি কারের এবং প্রজারদের মঙ্গল জানিবেন অতএব তাঁহারা যে সমাজস্থ হইতে পারিবেন ইহা কেবল নয় কিন্তু অন্যং ভাগ্যবান ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ন্যায় সমাজেতে সকল প্রকার পদস্থ হইতে পারিবেন ইহা অতিবাঞ্ছনীয়।

॥১৮॥ অপর এতদ্দেশীয় ভাবি মঙ্গলাশয়ে এই পত্র এতদ্দেশনিবাসি ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের এবং অন্যং নিবাসির দের প্রতি লেখা যাইতেছে যেহেতুক তাঁহারদের সম্মতি এ বং সাহায্যব্যতিরিক্ত এইরূপ বৃহৎকার্য্য সিদ্ধহওয়া দুঃ সাধ্য তাহাতে এতদ্বিষয়ে কোন কেহ যদি পত্র লিখেন সে বড় আহ্লাদের বিষয় হইবে জানিবেন। অপর অধিক কি কহিব কথিতরূপে সমাজ নিযুক্তকরণে এবং পরেতে তা হার সাহায্যকরণে যদ্যপি এই পত্ররচক কিম্বা তাঁহার স হায়েরা অবকাশানুসারে পরামর্শদ্বারা কোন উপকার ক রিতে পারেন তবে তাহাতে তাঁহারদের অতিসন্তোষ জানি বেন ইতি। তারিখ ১৫ আপ্রিল্ সন ১৮২০।

---

১৪ সেপ্টম্বর তারিখে কতক জন ইউরোপীয় ও এতদ্দে শীয় টৌনহালেতে একত্র হইলে আর শ্রীযুত চার্লস ক্রোবর সাহেব প্রধান চৌকীতে উপবিষ্ট হইলে স্থির করা গেল যে হিন্দুস্থানের কৃষি কর্ম্মের সমাজনামেতে খ্যাত এক সমাজ করা যায় এবং তাহা নীচের লিখিত নিয়মমূলক হইবে।

১ প্রথম। হিন্দুস্থানের মধ্যে বাগানের কৃষিকরা এই সমাজের এক প্রধান কর্ম্ম হইবেক।

২ দ্বিতীয়। সকল দেশীয় সকল বর্ণের মহাশয়েরা তা হাতে পসন্দযোগ্য হইবেন এবং সমাজ করা গেলে পর যাঁহারা তাহাতে গৃহীত হন তাঁহারা তৎকালে সমাজে

যত লোক উপস্থিত হন তাহার অধিক লোক সঙ্কেতদ্বারা গ্রহণ করা যায়।

৩ তৃতীয়। এক জন প্রেসিডেণ্ট ও দুই জন বৈস প্রেসিডেণ্ট ও দুই জন সেক্রেতারি ও এক জন ত্রেজরর নিরূপণ করা যায় এবং কাগজের বিষয় বিবেচনা করিতে ও সমাজের কর্ম্ম করাইতে এক কমিটি নিরূপণ করা যায়। প্রেসিডেণ্ট ও বৈস প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেতারি সাহেবেরা আপনং পদপ্রযুক্ত ঐ কমিটিভুক্ত হইবেন। এক জন বৈস প্রেসিডেণ্ট ও এক জন সেক্রেতারি ইউরোপীয় লোক হইবেন অন্যেরা এতদ্দেশীয়। প্রেসিডেণ্ট সাহেব সর্ব্বদা ইউরোপীয় হইবেন।

৪ চতুর্থ। এই সমাজের অভিপ্রায় সফল করিবার অর্থে টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে আদরপ্রযুক্ত গৃহীত সভাব্যতিরেকে প্রত্যেক জন সভ্য তাহাতে গ্রাহ্য হওয়ার সময়ে ৮ টাকা করিয়া দিবেন এবং তাহার পর তিনং মাসান্তর ৮ টাকা করিয়া দিবেন অথবা যদি তাঁহার মনস্থ হয় তবে একেবারে ৪০০ টাকা দিলে যাবজ্জীবন তিনি সভাপদে নিযুক্ত থাকিবেন।

৫ পঞ্চম। তিনং মাসান্তর কমিটির বৈঠক হইবেক ঐ সময়ে কাগজপত্র পাঠ করা যাইবেক ও সমাজের কর্ম্ম করা যাইবেক।

৬ ষষ্ঠ। হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র থাকা সাহেবেরা আপন নিবাসের জিলার কৃষিকর্ম্মের বিষয়ে সেক্রেতারি সাহেবের নিকটে পত্র লিখিতে প্রার্থিত হন ও ঐ পত্রেতে ঐং জিলার কৃষিকর্ম্মের ভদ্রাভদ্রতা বিষয়ের কথা লেখেন এবং আপন বিচারেতে যেরূপ আরং ভাল হইতে পারিবে তাহাও লেখেন।

৭ সপ্তম। তাহাতে উপযুক্তরূপে বৃত্তান্ত সংগৃহীত হ

হইলে পর সমাজের সকল কর্ম্মের বিবরণ ইঙ্গরেজী ভাষাতে এবং নিদানে হিন্দুস্থানের দুই ভাষাতে ছাপা করা যায়।

৮. অষ্টম। সমাজের কার্য্যকরণেতে যে খরচের আবশ্যক অর্থাৎ ছাপাকরণ ও ডাকের খরচইত্যাদি আবশ্যক টাকার নিমিত্তে লেখাপড়াবিষয়ক কমিটির সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে ত্রেজরর সাহেবকে বরাৎ দিতে ক্ষমতাপণ করেন এবং ঐ২ টাকা দিবার হুকুমেতে কমিটির অধিক জনের সম্মৎ হইলে ত্রেজরর সাহেব নির্ভয়ে সে টাকা দিতে পারিবেন।

আরো স্থির করা গেল যে শ্রীশ্রীযুত মার্কুইস হেষ্টিংসের নিকটে প্রার্থনা করা যায় যে তিনি এই সমাজের পাত্রন হন।

সভ্য হইবার নিমিত্তে অনেক সাহেব উপস্থিত হইতে না পারিলে স্থির করা যায় যে সমাজের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের পসন্দকরণের নিমিত্তে সোমবার ২ অক্টোবর তারিখের পূর্ব্বাহ্নের ১০ দশ ঘণ্টার সময়ে টৌনহালেতে আর এক বৈঠক হয়।

ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের ১৪ দিসেম্বরে কৃষিকর্ম্মের সমাজের বৈঠকে সকলের বিচারে ইহা স্থির হইল যে শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব এক পত্র লিখিতে যাচিত হন ঐ পত্রেতে সমাজের সকল অভিপ্রায় লিখিতে হইবেক এবং তাহা এবং তদ্বিষয়ে কমিটির সাহেবদিগের বিচারকথা আগামি বৈঠকেতে পড়া যায় এই নিমিত্তে কমিটির সাহেবদিগের নিকটে প্রেরণ করেন তাহার পর সমাজের সকল সভ্যদিগের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ১১ মার্চেতে শ্রীযুত লেস্তর সাহেবের ঘরে সমাজের সাহেবদিগের বৈঠকে শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব সমাজে উপস্থিত সকল সভ্যের নিকটে নীচের লিখিত পত্র উপস্থিত করিলেন আর তাহাতে সকলে সম্মত হইলে তাহা ছাপাকরা ও সর্ব্বত্র পাঠাইয়া দেওয়ার হুকুম হইল।

শ্রীযুক্ত অমুক সাহেব মহাশয়েষু।

কৃষিকর্ম্মের সমাজের সাহেবেরা ভূমি ও বাগানের কৃষিকরণসম্পর্কীয় সকল বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান পাইবার ইচ্ছুক হইয়া আপনকার নিকটে প্রার্থনা করেন যে নীচের লিখিত কথাতে মনোযোগ করেন এবং আপনকার অবকাশ ক্রমে সেই সকল বিষয়ে কি তাহার কোন অংশের বিষয়ে যেং কথা লিখিতে পারেন তাহা লিখিলে ঐ সাহেবের আনন্দিত হইবেন।

১ প্রথম। তুমি যে জিলাতে বাস কর সেই জিলার বিশেষ উষ্ণানুষ্ণইত্যাদির কি লক্ষণ এই জিজ্ঞাসার অন্তঃপাতী ঐ জিলার আদ্রতা ও শুষ্কতা ও তাহার শৈত্যাশৈত্য এবং আবরণ ও অনাবরণ এবং ঐ জিলার ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যেতে ঐ উষ্ণানুষ্ণইত্যাদির দ্বারা যে ভদ্রাভদ্র।

২ দ্বিতীয়। ভূমি কি প্রকার তাহা চিক্কণ কি চূর্ণপাথরীয় কি বালীময় এবং তাহার নীচে কিং প্রকার বস্তু থাকে। তাহার উচ্চতা কত তাহাতে ডুবা ভূমি কি জলোৎপাদক সমভূমি কি পর্ব্বত আছে যদি তাহা পর্ব্বতময় হয় তবে ঐ পর্ব্বত কত উচ্চ ও কৃষিকার্য্যের নিমিত্তে তাহার উপযুক্ততানুপযুক্ততা কিরূপ।

৩ তৃতীয়। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়করণ সহজ কি না এবং ঐ বিক্রয়ের উপায় কি। জিলার অতিদূর স্থানহইতে জল

পথে দ্রব্য স্বচ্ছন্দে বড়২ নগরে লইয়া যাওয়া যায় অথবা স্থলপথে লইয়া যাওয়া যায়।

৪ চতুর্থ। নানাপ্রকার ভূমির মালগুজারী কত এবং মালগুজারীর অতিরিক্ত রাইয়তেরদের কিং দিতে হয় এবং রাইয়ত মালগুজারী দিলে আপনার জোতে থাকার নিশ্চয় কি।

৫ পঞ্চম। সামান্যতঃ জোত কত বড়। বিশেষরূপে বর্ণিত বিশেষ কত ভূমি এক জোতে এক রাইয়তকে দেওয়া যায় অথবা রাইয়ত যত ভূমিতে চাস দেয় কেবল তাহার মালগুজারী দেয়।

৬ ষষ্ঠ। ভূমিতে জলদেওয়ার নিরূপিত কোন প্রকার আছে কি না এবং কোন প্রকার থাকিলে তাহা কি পর্য্যন্ত করা যায় তাহা কি কেবল ধান্যভূমি অথবা ঘাসের ভূমি কি অন্যং দ্রব্যের ভূমিতে দেওয়া যায়।

৭ সপ্তম। কৃষিকর্ম্মের কি দাঁড়া। চাকরেতে তাহা করা যায় কি না এবং করা গেলে কত চাকরেতে। ক্ষেত্রের কর্ম্ম এবং ঘরের কর্ম্ম কোনং সময়ে করা যায় পশু কি প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল মাঠে কর্ম্ম করে এবং রৌদ্রের সময়ে বিশ্রাম করে কি অন্য কোন প্রকার করা যায়।

৮ অষ্টম। কত প্রকার পশুইত্যাদি পোষা যায়। বিশেষ কত ভূমিতে চাস দিতে কত হাল বলদের আবশ্যক। পশুজাতির উত্তমতার বৃদ্ধি করিতে মনোযোগ করা যায় কি না দুগ্ধসম্পর্কীয় কর্ম্ম প্রধান অথবা অন্য কোন কর্ম্ম। সামান্যতঃ এক গরু কত দুগ্ধ দেয়। বিশেষ পরিমাণের দুগ্ধেতে কত পনীর কি ঘৃত কি মাখন উৎপন্ন হয় এইং দ্রব্যের উৎপাদন করিতে কিং উপায় করা যায়। মেষজাতি কিপ্রকার এবং ঊর্ণার উত্তমতানুত্তমতার প্রকার কি। মারিবার নিমিত্তে পশু পুষ্ট করা যায় কি না এবং করা গেলে কত করা যায়। পশু কি মাঠেতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় অথবা

তাহারদের পোষণের নিমিত্তে উৎপন্ন দ্রব্যেতে ঘরে পুষ্ট হয় বিশেষ দ্রব্যেতে ঘরে পুষ্ট হইলে ঐ২ দ্রব্য কি। পশু জাতির উত্তমতার বৃদ্ধি করিতে কিছু মনোযোগ আছে কি না।

৯ নবম। সামান্যতঃ কৃষিকর্ম্মেতে কি২ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা যায়। যে২ অস্ত্রশস্ত্র সামান্যতঃ ব্যবহার করা যায় তাহার আরো উত্তমরূপ করা কি তাহাহইতে কার্য্যের উপযুক্ত অন্য দ্রব্য ব্যবহার করিতে কিছু উদ্যোগ হয় কি না। তুমি কি এমন কোন ধনবান ও পরহিতৈষি ব্যক্তিকে চিন যে উত্তম অস্ত্রশস্ত্র পাইলে আপনার জমীদারীতে তাহার পরীক্ষা করিবেন।

১০ দশম। কৃষিকর্ম্মের অবস্থা কি এবং কোন২ দ্রব্য ভূমিতে উৎপন্ন এবং এক২ দ্রব্যের পরিমাণ কত। নানাপ্রকার দ্রব্যের বীজবুনন ও ফসলকাটনের সময় কি। ভূমিতে ফসলের কিছু পর্য্যায় আছে কি না এবং পর্য্যায় কি২ প্রকার। ক্ষেত্র জঙ্গলহইতে কি প্রকারে সাফ রাখা যায়।

১১ একাদশ। জঙ্গলী ভূমির আবাদ করিতে এবং ভূমির গুণের বৃদ্ধি করিতে কিছু মনোযোগ করা যায় কি না। তুমি যে জিলাতে বাস কর ঐ জিলাতে কত জঙ্গলী ভূমি এবং তাহা কি২ প্রকার। বাঁধ কি সর্ব্বত্র করা যায় এবং ঐ বাঁধ কি২ প্রকারে করা যায়।

১২ দ্বাদশ। তোমার চতুর্দ্দিকস্থ দেশের অবস্থা কি জোতসকল পৃথক্২ হইয়া বেড়া দেওয়া যায় অথবা নানা রাইয়তের ভূমি মিশ্রিত থাকে। ভূমির জল বাহিরকরাতে কিছু মনোযোগ আছে কি না এবং অধিক জল থাকিলে তাহা ঐ ভূমিহইতে কি২ উপায়ে বাহির করা যায়।

১৩ ত্রয়োদশ। সারদেওয়ার কোন বিশেষ প্রকার আছে কি না। কি২ প্রকার সার ভূমিতে দেওয়া যায় এবং কি অবস্থাতে দেওয়া যায় এবং ফিবিঘা কি হারে।

১৪ চতুর্দ্দশ। তুমি যে জিলাতে থাক তাহাতে কি ঘাসের নিমিত্তে ভূমি রাখা যায় এবং তাহা কত ও সে ভূমি কি প্রকার তাহা কি উচ্চ ভূমি কি নিম্ন ভূমি। সে ঘাস কাটিয়া পশুর আহারের নিমিত্তে শুকিয়া রাখাতে কিছু যত্ন আছে কি না। ঘাসের ভূমির আর উত্তম করা ও ঘাস কাটিয়া শুষ্ককরা এবং উত্তমরূপে পশুপুষ্টির নিমিত্তে ঐ শুষ্ক ঘাস দেওয়ার কিং উপায়।

১৫ পঞ্চদশ। ফলের নিমিত্তে কি শোভার নিমিত্তে উদ্যানকরাতে কিছু মনোযোগ আছে কি না তাহা থাকিলে কিপর্য্যন্ত। ইউরোপদেশীয় কোন দ্রব্য কি সেখানে উত্তম হয়। যেং গাছ ইউরোপদেশের সর্ব্বত্র তাহা তোমার সে জিলায় বর্ষাকালে বাড়ে কি না। বীন আর মটর ও কবিশাক ও ফুলকবি ও শালগাম ইত্যাদির বীজ কি সে জিলায় পাকে এবং তাহার যে উত্তম গুণ আছে তাহা হইবেক কি তাহার হানি হয়। যেং উপায়েতে ইউরোপ দেশের নানা বাগানের গাছের গুণ বাড়ে ঐ উপায়েতে তোমার সেই জিলার গাছের গুণের বৃদ্ধি হয় কি না।

১৬ ষোড়শ। ফলের বাগানেতে কিছু মনোযোগ করা যায় কি না। কিং ফলের গাছ ঐ বাগানেতে রোপা যায় পৈবন্দকরণেতে কি বীজ বুনিয়া নূতনপ্রকার জন্মাইবার দ্বারা তাহার গুণবৃদ্ধিকরণে কিছু চেষ্টা আছে কি না। অন্যং দেশহইতে নূতনপ্রকার গাছ সে দেশে আনিতে কিছু যত্ন আছে কি না।

১৭ সপ্তদশ। তক্তাইত্যাদি কর্ম্মের নিমিত্তে বড় গাছের বাগান কি প্রকার। কর্ম্মের উপযুক্ত গাছের নূতনং বাগান করা গিয়াছে কি না এবং তাহা কিং উপায়েতে করা গেল। ঐ জিলাতে কিং গাছ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় এবং কিপ্রকার গাছ রুপিলে অধিক লাভ হয়। ছোটং

গাছেতে কিছু লাভ হয় কি তাহা অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১৮ অষ্টাদশ। কৃষিকর্ম্মের উত্তরোত্তর মঙ্গলদায়ক হওয়ার প্রতিবন্ধক কিং তোমার বিবেচনায় আইসে এবং তোমার বুদ্ধিতে তাহার প্রতিকার কি।

১৯ ঊনবিংশ। তোমার জিলাতে থাকা রাইয়তের দের সুখের বৃদ্ধি কিপ্রকারে হইতে পারিবেক তাহারদের শরীরের স্বাস্থ্য এবং সর্ব্বপ্রকার তাহারদের মঙ্গলের বৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে।

২০ বিংশ। এইং সকল বিষয়ে যে উপযুক্ত জ্ঞান তাহা তোমার বিবেচনায় কিপ্রকারে সহজে পাওয়া যায় এবং তাহা পাইলে অন্যান্য লোককে কিরূপে দেওয়া যায়।

শ্রীযুত উলিয়ম কেরি সাহেবস্য।

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ২১ নবেম্বর।

প্রতিবৎসর সমাজের সাহেবদিগকে ১০০০ এক সহস্র টাকাদায়ি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নীচের লিখিত পত্র পাঠ করা গিয়াছে।

হিন্দুস্থানের কৃষিসমাজের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত উলিয়ম কেরির সাহেব মহাশয়েষু।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হিন্দুস্থানের কৃষিকর্ম্মের সমাজকরাতে যেং অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল সে অভিপ্রায়ের গৌরবের বিষয়ে আপনার বিচার প্রকাশ করিবার এবং ঐ সমাজের উন্নতিতে তাঁহার সম্মতি প্রকাশিত এক কর্ম্মের দ্বারা জানাইতে মনস্থ করিয়া ইঙ্গলণ্ডদেশে কৃষি সমাজের সাহেবেরা যে প্রকার ক

রেন দেশের অবস্থাপ্রযুক্ত যে মতান্তরের আবশ্যক বুঝা যায় তাহাতে দৃষ্টি করিয়া আদরসূচক পুরস্কার করিবার নিমিত্তে ১০০০ টাকা ঐ সমাজের সাহেবদিগকে দিতে সন্তুষ্ট হন।

২ দ্বিতীয়। শ্রীযুত কোর্ট ডিরক্তর সাহেবেরা ইহাতে সম্মতি দিলে ঐ প্রকার পুরস্কার প্রতিবৎসর দেওয়া যাই বেক।

৩ তৃতীয়। সব ত্রেজররকে হুকুম দেওয়া গিয়াছে যে সমাজের ত্রেজরর সাহেবকে ঐ টাকা দেন।

কৌন্সেল চেম্বরহইতে ১৮২১
সালের ৯ নবেম্বরের লিখিত।

সরকারের সেক্রেতারি
শ্রীযুত হোল্ট মাকেঞ্জি
সাহেবস্য।

১৮২২ সালের ২০ মার্চ।

শ্রীযুত কিড্ সাহেব শস্যমাড়নের কলের নমুনা সমাজের সাহেবেরদের নিকটে উপস্থিত করিলেন।

শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব প্রস্তাব করিলে নীচের লিখিত পুরস্কার দিতে সকলের সম্মতি হইল।

১ প্রথম। ১০/ বিঘা ভূমির কম না হয় এমত ভূমিতে যে লোক সকলহইতে উত্তম কাফির ক্ষেত্র করে তাহাকে ১০০৲ এক শত টাকা কিম্বা সমাজের স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া যাইবেক। কৃষির প্রকার এবং ভূমির উৎপন্নের বিবরণ লিখিতে হইবেক এবং এক মোনের কম না হয় এমত কাফি সমাজের সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত করিতে হইবেক।

২ দ্বিতীয়। সামান্য যে কাপাসের ক্ষেত্র করা যায় তদ্ব্যতিরেকে ১০/ বিঘা ভূমির কম না হয় এমত ভূমিতে অন্য কোন প্রকার কাপাসের সকলহইতে ভালরূপে ক্ষেত্রকরা প্রযুক্ত ১০০৲ টাকা অথবা সমাজের স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া যাইবেক। কৃষির প্রকার ও ভূমির উৎপন্নের বিবরণপত্র দিতে হইবেক। এক মোনের অন্যূন কাপাস সমাজের সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইতে হইবেক।

৩ তৃতীয়। যে কোন লোক বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে ইউরোপীয় কোন প্রকার উত্তম ফলের গাছ অর্থাৎ সিব কি পের কি প্লম কি চেরী কি এপ্রিকাট কি নেক্টরিন কি স্ত্রাবরী কি রাসবরী কি গুসবরী কি করণ্টইত্যাদির গাছ আনিতে পারিবেক তাহাকে ১০০ টাকা অথবা সমাজের স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া যাইবেক। /৪ চারি সেরের কম না হয় এত ফল সমাজের সাহেবদিগকে দিতে হইবেক।

৪ চতুর্থ। হিন্দুস্থানের কোন দেশজ ফলের নূতন কি অত্যুত্তম প্রকার যে লোক করিতে পারে তাহাকে ১০০৲ টাকা অথবা সমাজের স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া যাইবেক।০ সেরের অন্যূন ফল সমাজের সাহেবদিগকে দিতে হইবেক।

৫ পঞ্চম। পূর্ব্বদিকস্থ উপদ্বীপজাত মাঙ্গোষ্টীন কি দুরিআন কি অন্য কোন ফলের গাছ যে লোক ভালমত করিতে পারিবেক তাহাকে ১০০৲ টাকা অথবা সমাজের স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া যাইবেক।

৬ ষষ্ঠ। যে কোন লোক উয়ারিক্সির পনীরের তুল্য পনীর করিতে পারে তাহাকে ৫০ টাকা অথবা সমাজের রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া যাইবেক যে প্রকারে পনীর করে তাহার বিবরণপত্র এবং দশ পৌণ্ডের অন্যূন একটা পনীর সমাজের সাহেবদিগকে দিতে হইবেক।

শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে সমাজের কর্ম্মের বিবরণপুস্তক অক্তাবোতে ছাপা করিতে আরম্ভ করা যায় এবং তাহা ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানী ভাষাতে ছাপা করা যায় প্রস্তাবিত কথাতে সকলেরি সম্মতি হইল।

১৮২২ সালের ৯ দিসেম্বর সোমবারে কলিকাতাতে কৃষিসমাজের বিশেষ বৈঠক হইলে শ্রীযুত উক্ত সাহেব প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুত লেস্তর সাহেব তাঁহার পোষকতা করিলেন যে যেং কারণেতে আমরা সমাজস্বরূপ হইয়াছি ঐং কারণজনক ও বর্দ্ধক যে মনোনিবেশ ও অভিপ্রায় অনেক নংসর হইয়াছে তাহা স্বীকারকরণের নিমিত্তে এবং শ্রীমতী মার্চনেস হেষ্টিংস এই সমাজের নবীনাবস্থায় তাহার মাতৃবৎ প্রতিপালিকাপ্রায় স্বীকারকরণপ্রযুক্ত আমারদের বড় প্রার্থনা যে তিনি টিটাগড়ের ঘরের এক কামরায় স্থাপনের নিমিত্তে আপনার ছবিকরণার্থে ছবিকরের নিকটে উপবিষ্টা হন।

এই বৈঠকে যত সভ্য উপস্থিত হইলেন তাঁহারদের উপরের লিখিত বাঞ্ছাপ্রযুক্ত শ্রীযুত মেজর জেনরল হার্ড্‌বিক ও শ্রীযুত লেস্তর সাহেব শ্রীমতী মার্চনেস হেষ্টিংসের নিকটে গমন করিলেন সমাজের সাহেবদিগের তাঁহার ছবি প্রার্থনার কথাতে তিনি সন্তুষ্টা হইলেন কিন্তু যেপর্য্যন্ত শ্রীযুত মার্কিস হেষ্টিংসের সহিত পরামর্শ না করিলেন সে পর্য্যন্ত উত্তরদানে বিলম্ব করিলেন সমাজের সাহেবদিগের বাঞ্ছা স্বীকারকারি শ্রীমতী মার্চনেস হেষ্টিংসের নীচের লিখিত পত্র শ্রীযুত লেস্তর সাহেব সমাজে উপস্থিত করেন এবং ঐ কর্ম্মসিদ্ধি করিবার নিমিত্তে শ্রীযুত চিন্নেরি সাহেবের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করেন।

শ্রীযুত লেস্তর সাহেব মহাশয়েষু।

তুমি কৃষিসমাজের সাহেবদিগের নিকটহইতে আমার নিকটে প্রেরিত প্রার্থনার বিষয়ে আমি শ্রীযুত লার্ড হেষ্টিংসের সহিত পরামর্শ করিয়াছি এবং তিনি কহেন যে সমাজের সাহেবেরা আমাকে যে সম্ভ্রম করিতে চাহেন এবং তাহা স্বীকারকরণেতে আমার উপযুক্ত কর্ম্মের অতিরিক্ত কর্ম্ম করিয়া আদরবাঞ্ছাকরণের অপবাদ হইতে পারিবে না তাহাতে পূর্ব্বে আমার মনে যে প্রতিবন্ধক ছিল তাহা গত হইয়াছে এবং আমার যে সম্মান সমাজের সাহেবেরা করিতে ইচ্ছা করেন তদ্বিষয়ে আমার যে কৃতজ্ঞতা তাহা ঐ কার্য্য স্বীকারকরণব্যতিরেকে অন্য প্রকারে হইতে পারিবে না অতএব আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করি যে এই অনপেক্ষিত আদরসূচক কর্ম্মের নিমিত্তে আমি যাহা স্বীকার করি তাহা তুমি তাহারদের নিকটে জানাও।

কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট হৌস
১৮২২ সাল ৯ দিসেম্বর।

শ্রীমতী ফ্লোরাহেষ্টিংস ও ময়রা
ও লৌডন।

শ্রীযুত জর্জ চিনেরি সাহেব মহাশয়েষু।

আমি যে কৃষিকারক সমাজের প্রধান হইয়াছি সেই সমাজের সাহেবেরা সমাজের মাতৃবৎ শ্রীমতী মার্চনেস হেষ্টিংসের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন যে তিনি টীটাগড়ের এক কামরায় রাখিবার নিমিত্তে আপনার ছবি করাওনের কারণ উপবিষ্টা হন শ্রীমতীর ঐ ছবিকরাওনের নিমিত্তে শ্রীমতী যে সময়ে উপবিষ্টা হন সে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমি করিবা। টীটাগড়ের ঘরের উপযুক্ত বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে তাহার দেওয়া

লের যে স্থানে উপযুক্ত তাহা ৫ পাঁচ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট চৌড়া তাহাহইতে ফ্রেমের চৌড়াই বাদ দিতে হইবেক। যদি বুধবার প্রাতঃকালে ১০। ১১ ঘণ্টার সময়ে আসিতে পার তবে এই পত্রের দ্বারা যাহা স্পষ্টরূপ বুঝা না যায় তাহা স্পষ্ট করিয়া কহা যাইবেক।

টিটাগড়;
১৮২৩ সাল ১০ দিসেম্বর।

শ্রীযুত উলিয়ম লেস্তর
সাহেবস্য।

১৮২৩ সালের ১২ মার্চ প্রধান সাহেবের ঘরে সমাজের বৈঠক হইলে প্রেসিডেণ্ট সাহেবের এক পত্র পড়া গেল তাহাতে তিনি পরামর্শ দেন যে সমাজের সাহেবেরদের হিতার্থে ১০০ পৌণ্ডেতে ঐ পৈবন্দকরা যত ফলের গাছ ইঙ্গলণ্ডহইতে পাওয়া যাইতে পারিবেক তাহা পাঠাইতে হুকুম দেওয়া যায় এবং এই দেশীয় এক জনকে সমুদ্রের পথে ঐ গাছের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্তে ইঙ্গলণ্ডে পাঠান যায়।

নিশ্চয় করা গেল যে সমাজের সাহেবেরা একমনেতে পূর্ব্ব লিখিত কথাতে সম্মত আছেন এবং প্রিন্সেস চার্লট নামেতে খ্যাত জাহাজ লিবরপুল শহরে এখন যাইতে প্রস্তুত হইলে তাহাতে ঐ স্থানের বোতানিক বাগানের কর্ম্মকারক শ্রীযুত সেপের্দ সাহেবের নিকটে তদর্থে পত্র লেখা যায় এবং ঐ জাহাজের কাপ্তান অর্থাৎ শ্রীযুত কাপ্তান মাক্লীন ঐ গাছের খবরদারী করিতে অত্যুপযুক্ত জানা গেলে তাঁহার নিকটে পত্র লেখা যায় যে তিনি যখন পুনর্ব্বার এ দেশে আইসেন তখন ঐ গাছ আপন জাহাজে লইয়া তাহার খবরদারী করেন আরো নিশ্চয় করা গেল যে

ঐ গাছ ক্রয়করণের কারণ এক শত পৌণ্ডের বিল লেক্রে তারি সাহেব ত্রেজরর সাহেবকে দিতে আজ্ঞা করেন এবং উপরের উক্ত লিখনানুসারে যাহা নিশ্চয় করা গিয়াছে তাহা সিদ্ধ করিতে যাহা আবশ্যক তাহা করেন।

১৮২৩ সালের ১০ সেপ্তম্বরে চৌরঙ্গীতে সমাজের বৈঠক হইলে প্রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রস্তাবানুসারে নিশ্চয় করা গেল যে লার্ড ও লেডি হেষ্টিংসের পরিবর্ত্তে লার্ড ও লেডি আমহের্ষ্ট এই সমাজের পাত্রন ও পাত্রনেস হন আরো প্রেসিডেণ্ট সাহেব সমাজের সাহেবদিগের নামে তাঁহারদের নিকটে দেওনার্থে এক পত্র প্রস্তুত করেন এবং অবিলম্বে তাঁহারদের নিকটে তাহা উপস্থিত করেন।

১৮২৩ সালের ১১ নবেম্বর প্রেসিডেণ্ট সাহেবের ঘরেতে সমাজের বৈঠক হইলে ১৫ অক্তোবরেতে শ্রীযুত লার্ড আমহের্ষ্ট সাহেবের নিকটে প্রেসিডেণ্ট সাহেবের দ্বারা প্রেরিত নীচের লিখিত পত্র এবং সমাজের সাহেবেরা লার্ড ও লেডি আমহের্ষ্ট তাঁহারদের পাত্রন ও পাত্রনেস হইবার নিমিত্তে যে প্রার্থনা করিয়াছেন ঐ প্রার্থনার স্বীকারকরণসূচক ঐ তারিখের নীচের লিখিত পত্র ঐ তারিখে পড়া গিয়াছে।

শ্রীযুত লার্ড আমহের্ষ্ট নওয়াব গবর্নর জেনরল
বাহাদুর মহাশয় বরাবরেষু।

হিন্দুস্থানের ক্ষেত ও বাগানের কৃষিকরণসমাজের সাহেবদিগের দ্বারা আপনকার নিকটে যাইতে এবং তাঁহারদের আদর ও সম্ভ্রমসূচক প্রমাণার্থে প্রার্থনা করি যে মহাশয় আপনি ঐ সমাজের পাত্রনহওয়াতে তাঁহারদের

আদর করিবেন সমাজের সাহেবেরাও আমার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন যে আপনকার কথাক্রমে তাঁহারদের ভরসা আছে যে শ্রীমতী লেডি আমহের্ষ্ট ঐ সমাজের পাত্রনেসের পদ গ্রহণদ্বারা ঐ সমাজের রক্ষণাবেক্ষণকর্ম্ম গ্রহণ করেন।

হে মহাশয় আমরা নিশ্চয় জানি যে মহাশয়ের ও লেডি আমহের্ষ্টের আমারদের পাত্রনস্বরূপ আমারদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করিলে তাহাতে সমাজের অভিপ্রায় সিদ্ধিকরণের উপকার হইবেক এবং মহাশয়ের তাহাতে সম্মতি হইবেক এমত মনে পূর্ব্বে নিশ্চয় করিয়া আমরা নিঃসন্দেহ জ্ঞান করি যে মহাশয় আমারদের এই প্রার্থনা কথামাত্র জ্ঞান করিবেন না কিন্তু জ্ঞান করিবেন যে আমরা লার্ড ও লেডি আমহের্ষ্টের নিকটে প্রার্থনা করাতে এই দেশের লোকের সুখ ও মঙ্গলবৃদ্ধি যাহাতে অবলম্বন করে এমন যে কৃষিকর্ম্ম তাহার ভদ্রাভদ্র বিবেচক ও তাহার উপকারকরণেচ্ছুক লোকের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।

হে মহাশয় আপনি ও শ্রীমতী এই পদ স্বীকার করিলে আমারদের অভিপ্রায়সিদ্ধির যেং কর্ম্মের আবশ্যক ঐং কর্ম্মেতে আমারদের উদ্যোগের বৃদ্ধি হইবেক এতদ্রূপ সমাজের কর্ম্মের শনৈঃ২ হওয়ার আবশ্যক হইলেও আমরা নিঃসন্দেহে এমন সময়ের অপেক্ষা করি যে তাহাতে প্রমাণ হইবেক যে মার্কিস ও মার্চনেস হেষ্টিংস পাত্রন পদ এবং তদনন্তর শ্রীযুত লার্ড ও লেডি আমহের্ষ্টের পাত্রন পদগ্রহণেতে এই সমাজের উদ্যোগের দ্বারা ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষিকর্ম্মের বৃদ্ধি হইবেক।

টিটাগড়।

১৮২৩ সাল ১৫ অক্টোবর।

শ্রীযুত উলিয়ম কেরি
সাহেবস্য।

হিন্দুস্থানের ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষিসমাজের প্রেসিডেণ্ট
শ্রীযুত উলিয়ম লেস্তর সাহেব মহাশয়েষু।

অদ্যকার তারিখযুক্ত আপনকার যে পত্রেতে শ্রীমত লেডি আমহের্ষ্ট এবং আমাকে হিন্দুস্থানের ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষিকর্ম্মের সমাজের প্রধানের পদ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করা যায় ঐ পত্র পাওয়া গিয়াছে।

সমাজের সাহেবেরা আমারদের যে সম্মান করিতে ইচ্ছুক তাহাতে আমারদের ইচ্ছা যে তাহা আমরা মনের দ্বারা এবং কৃতজ্ঞতাতে গ্রহণ করি।

শ্রীমতী লেডি আমহের্ষ্টের এবং আমার ও তোমারদের এই প্রার্থনা বাক্যমাত্র জ্ঞান না করণের কথাক্রমে তোমারদের সমাজের সাহেবেরা আমারদের বিষয় উপযুক্ত বোধ করিয়াছেন।

ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষিকর্ম্মের সমাজের অভিপ্রায় সকলের সিদ্ধিতে আমরা বড় মনোযোগী এবং দেশের ভদ্রাশ্রেসক সাহেবেরদের হিন্দুস্থানে থাকা ব্রিটনীয় দেশের চিরস্থায়ি মঙ্গলবৃদ্ধির সাধনার্থে উদ্যোগি সাহেবেরদের সহযুক্তহওয়াতে আমারদের অহঙ্কার জন্মে।

তোমারদের উত্তম ফলজনক কর্ম্মের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি এবং মহাশয় আপনি আমার নিকটে সমাজের প্রার্থনা যে উত্তমরূপে উপস্থিত করিয়াছেন তদর্থে আপনাকে ধন্যবাদ করি।

১৮২৩ সাল ১৫ অক্তোবর
বারাকপুর।

শ্রীযুত আমহের্ষ্ট
সাহেবস্য।

১৮২৪ সালের ১৭ মার্চ তারিখে টৌনহালে কৃষিকারক সমাজের বৈঠক হইলে এবং শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব প্রধান চৌকীতে উপবিষ্ট হইলে নিশ্চয় করা গেল যে শ্রীযুত বাবুরামকমল সেন যে সকল বিষয় সমাজের সাহেবদিগের নিকটে জানাইয়াছেন তদর্থে সমাজের সাহেবেরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করেন এবং তিনি যেং কথা লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে নীচে লিখিত নিয়ম স্থির করা যাইতেছে।

১ প্রথম। সমাজের কোন সভ্য হিন্দুস্থানদেশহইতে গেলে তাঁহার ত্রৈমাসিক দাতব্য টাকা দিতে হইবেক না।

২ দ্বিতীয়। এই প্রকার হিন্দুস্থানদেশহইতে গত সভ্যেরা দেশান্তর হইলেও সমাজের সভ্যের মত বোধ করা যাইবেক এবং সভ্যস্বরূপে তাঁহারদের নাম ফর্দ্দেতে থাকিবেক।

৩ তৃতীয়। যে কোন সভ্য হিন্দুস্থানে পুনরায় আইসেন তাঁহার এদেশহইতে যাওনের পূর্ব্বে যে টাকা দাতব্য হয় তাহা শোধ করিতে পত্র পাইবেন।

৪ চতুর্থ। যেং সকল দেনা পরিশোধ করা যায় নাই তাহার বিষয়ে নিশ্চয় করা গেল যে কোন সভ্য আপনার টাকা দিবার সময় গত ১২ মাসের মধ্যে উপযুক্ত পত্র পাইয়া যদি তাহা শোধ না করেন তবে ঐ লোক তদবধি এই সমাজের সভ্য জ্ঞান করা যাইবেন না এবং তাঁহার নাম ফর্দ্দহইতে কাটা যাইবেক।

১৮২৪ সালের ১৮ মাই টৌনহালেতে ক্ষেত্র ও বাগানের সমাজের বৈঠক হইলে এবং সমাজের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব প্রধান চৌকীতে উপবিষ্ট হইলে নিশ্চয় করা গেলে যে ত্রৈমাসিক দাতব্য টাকা সংগ্র

হ্করণের দুষ্করতাপ্রযুক্ত এবং পরিশোধ না করা যে অ নেক টাকা সমাজের পাওনা হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত সোসৈয়ে টির ত্রান্সাক্ত্যান কেতাবের ছাপা করিতে যে খরচ হইবেক ঐ খরচের নিমিত্তে বৎসরে যে ত্রৈমাসিক টাকা দাতব্য তাহা এক সময়ে অর্থাৎ ৩২ টাকা দাতব্য সময়ের পূর্ব্বে শোধ করা যায় এবং জানুআরির ১ তারিখে ঐ টাকা দিতে হইবেক আগামি বৎসরের আরম্ভাবধি এই দাঁড়া হ ইবেক।

যেং পত্র সমাজের ত্রান্সাক্ত্যানের প্রথম বালমে ছাপা ক র্ত্তব্য তাহার ভদ্রাভদ্র বিবেচনার বিষয়ে কমিটির সাহে বেরা যাহাং লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করা গিয়াছে।

আরো নিশ্চয় করা গেল যে কমিটির সাহেবদিগের যে মত বিবেচনা তদ্রূপ করা যায় এবং ঐ কেতাব শ্রীরাম পুরের ছাপাখানার অক্ষরেতে ছাপা যায় এবং প্রেসি ডেন্ট সাহেব তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইবার নিমিত্তে যে এক লিখন প্রস্তুত করিতেছেন সে লিখন তাহার প্রথমে ছাপা যায় এবং এই সমাজের কর্ম্মবিষয়ক যেং সকল কথা পু স্তকে লেখা গিয়াছে তাহাহইতে সমাজের উৎপাদন ও তাহার বৃদ্ধির বিবরণ কথা উদ্ধার করা যায়। আরো নিশ্চয় করা গেল যে সেক্রেতারি মহাশয়েরা এই বৈঠকে যাহা নিশ্চয় করা গেল তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যে কর্ম্মের আবশ্যক তাহা করেন।

১৮২৪ সালের ১৩ জুলাই টৌনহালেতে কৃষিকর্ম্মের সমাজের বৈঠক হইলে ও শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব প্রধান চৌকীতে উপবিষ্ট হইলে শ্রীযুত ডাক্তর উয়ালিক সাহেব সমাজের সাহেবদিগের নিকটে জানাইলেন যে গত বৎসর লিবরপুলহইতে যেং ফলের গাছ আনিতে হুকুম করা গিয়াছে ঐ গাছ উত্তমরূপে প্রন্সেস চার্লৎ জা

হাজেতে আসিয়াছে লিবরপুলের বোতানিক বাগানের
কর্ত্তা শ্রীযুত সেপার্দ সাহেব তাহার পসন্দকরণ ও বাক্সে
তে উপযুক্তমত দেওনের বিষয়ে যে মনোযোগ করিয়া
ছেন তাহাতে অবশ্য ঐ গাছ উত্তমরূপে পঁহুছিয়াছে।
১১ নবেম্বর তারিখযুক্ত শ্রীযুত সেপার্দ সাহেবের পত্র এ
বং তাহাতে লিখিত ঐং গাছের ফর্দ পড়া গিয়াছে এবং
কেতাবে লেখা গিয়াছে এবং সমুদ্রের পথে শ্রীযুত কাপ্তা
ন মাক্কীন সাহেব ঐ গাছের রক্ষণাবেক্ষণে যে মনোযোগ
করিয়াছেন তৎপ্রযুক্তও উত্তমরূপে পহুছিয়াছে।

নিশ্চয় করা গেল যে সমাজের সাহেবদিগের ধন্যবাদ
লিবরপুলের বোতানিক বাগানের অধ্যক্ষ এবং কমিটির
সাহেবদিগের মধ্যে বাগানের কর্ত্তা এবং মালিরদের ঐ
কলের গাছ হিন্দুস্থানে পাঠাইয়া দিবার কারণ তাহা বা
ক্সেতে বদ্ধকরণের অনুমতি দিবার নিমিত্তে তাঁহারা যে অ
নুগ্রহ করিয়াছেন ঐ অনুগ্রহপ্রযুক্ত তাঁহারদিগকে ধন্য
বাদ করি এবং শ্রীযুত সেপার্দ সাহেব ও শ্রীযুত কাপ্তান
মাক্কীন সাহেব এবিষয়ে যে উত্তম উপকার করিয়াছেন তাঁ
হারদিগকেও ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেবের দ্বারা প্রস্তাব করা গেল
এবং তাহাতে সকলের সম্মতি হইল যে সমাজের মোহ
রের নিমিত্তে উপযুক্ত সঙ্কেতসূচক চিহ্ন ও লেখনীয় কথা
প্রস্তুত করিতে শ্রীযুত উইলসন সাহেবের স্থানে প্রার্থনা ক
রা যায় এবং আরো তাহা উপযুক্তরূপে এবং কালেজ
ফোর্ট উলিয়মের আদরসূচক মুদ্রা মত বড় তত্তুল্য বড়
তাহা প্রস্তুত করিতে যে উদ্যোগের আবশ্যক তাহা করি
তেও প্রার্থনা করা যায়।

১৮২৫ সালের মার্চ মাসে কলিকাতাতে কৃষিকারক স
মাজের বৈঠক হইলে শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব প্র

ধান চৌকীতে উপবিষ্ট হইলে ঢাকার নিকটে শ্রীলাম সাহেবের কাফির ভূমিতে উৎপন্ন এক মোন কাফি ঐ সাহেবের নিকটহইতে উপস্থিত করা গেল কাফির প্রথম উৎপাদনের নিমিত্তে সমাজের সাহেবেরা যে মুদ্রা কি পুরস্কার দিতে অনুমতি করিয়াছেন তদনুসারে নিশ্চয় করা গেল যে সমাজের স্বর্ণমুদ্রা শ্রীলাম সাহেবকে দেওয়া যায়।

১৮২৬ সালের ৯ জুন তারিখে কলিকাতাতে কৃষিকর্ম্মের সমাজের বিশেষ বৈঠক হইলে প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুত উলিয়ম লেস্লর সাহেব উপস্থিত হইলে নিশ্চয় করা গেল যে দাতব্য টাকা আদায়করণের নিমিত্তে যেং নিয়ম করা গিয়াছে সেইং নিয়মের মত কর্ম্ম করিলেও কিছু অন্যায় হইবে না কিন্তু সমাজের সাহেবেরা ঐ প্রকার অত্যুক্তিকর্ম্ম না করিয়া বরং সেক্রেটারি সাহেবকে দেনাদারেদের সমীপে অবিলম্বে বাকী টাকা দিবার নিমিত্তে পত্র পাঠাইতে আজ্ঞা করেন এবং তাহা হইলে সমাজের সাহেবেরা আপনং কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে পারেন।

শ্রীযুত হেনরি উড সাহেবের নিকটহইতে ৪ তারিখের এক পত্র পাঠ করা গিয়াছে তাহাতে লেখা আছে যে ১৮২৮ সালের ১ জানুআরিতে যে জন ম্লানিসচেস্নত ও আলিবের অধিক সংখ্যা উৎপন্ন করিয়াছে তাহাকে এক মুদ্রা দেওয়া যায়।

নিশ্চয় করা গেল যে শ্রীযুত উড সাহেবের নিকটে সমাজের সাহেবদিগের ধন্যবাদ জানায় এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে কর্ম্ম করিতে সমাজের সাহেবদিগের বাঞ্ছা তাঁহাকে জানায়।

নিশ্চয় করা গেল যে কলিকাতার বাজারে ফল ও শাক ইত্যাদির ঊনতা ও অধমতাপ্রযুক্ত ঐ বিষয়েতে সমাজের

সাহেবদিগের মনোযোগার্হ ঐ২ দ্রব্যের যে২ উত্তম প্রকার বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইতে পারিবেক এবং ঐ২ দ্রব্য অত্যুত্তমরূপে বাজারে আনিতে যে অতিরিক্ত খরচ হইবে তাহার বিচার করিয়া সমাজের সাহেবেরা এই দেশীয় মালিরদিগকে বীজদেওনের দ্বারা এবং তাহারদের মধ্যে যাহারা ঐ বীজ লইয়া উত্তমরূপে দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারিবেক তাহারদিগকে পুরস্কারের সমাচার জানান যায়। প্রথমেতে সমাজের সাহেবদিগের তাৎপর্য্য এই যে তাহারা এই প্রকার কর্ম্ম করিলে যে২ ফল হইবে তাহা জানায় অতএব ঐ সাহেবেরা প্রথমতঃ ৫০ পৌণ্ডেতে যত শাকইত্যাদির বীজ কেনা যায় তত ইঙ্গলণ্ডহইতে পাঠাইতে হুকুম দেন এবং আগামি নিরূপিত সময়ে যে২ লোক সকলহইতে উত্তম প্রকার মটর ও ফুলকপি ও আলু ও আর্তিচোক ও স্ত্রাবেরী উপস্থিত করিতে পারে তাহারদিগকে ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবেক।

নিশ্চয় করা গেল যে সেক্রেতারি সাহেব পূর্ব্ব লিখিত কথা সফল করিবার নিমিত্তে যে২ কর্ম্মের আবশ্যক তাহা করেন এবং প্রতিদিন যে ছাপাকাগজ প্রকাশ করা যায় তাহাতে ইশ্‌তিহার দেওনের দ্বারা এবং বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানী ভাষাতে ছাপা পত্রের দ্বারা এই কথা সকল লোককে জানান।

৩১ মাই তারিখের শ্রীযুত উইলসন সাহেবের এক পত্র পড়া গেল তাহাতে তিনি সমাজের বৈসপ্রেসিডেণ্ট পদ ত্যাগ করেন।

নিশ্চয় করা গেল যে শ্রীযুত উইল্‌সন সাহেব সমাজের যে উপকার করিয়াছেন তাহাতে ঐ সমাজের সাহেবেরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জানান এবং শ্রীযুত ডাক্তর কেরিসাহেব বৈসপ্রেসিডেণ্টের পদ স্বীকার করিতে প্রার্থিত হন তিনি ঐ পদ স্বীকারকরণের সম্মতি জানাইলেন

দেশীয় সেক্রেতারি মহাশয় সমাজের সাহেবদিগকে জানাইলেন যে ইঞ্জিনির কাপ্তান চিপসাহেব সমাজের কর্ম্ম হইতে আপনার নাম কাটিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

শ্রীযুত ডাক্তর উয়ালিক সাহেব পূর্ব্বদেশে বৃক্ষইত্যাদির সন্ধান করিবার কারণ গমনোদ্যত এই সমাচার পাওয়া প্রযুক্ত শ্রীযুত চার্লস বোল্স রবিসন সাহেব সেক্রেতারির কর্ম্ম করিতে সম্মতহওয়ার কথা কহিলেন অতএব সমাজের আকটিন সেক্রেতারি তাঁহাকে করা গিয়াছে।

১৮২৬ সাল ৯ আগস্ত।

গত বৈঠকেতে যেং উপঢৌকন জানাইতে হুকুম হইল তাহার দফে প্রেসিডেন্ট সাহেব প্রস্তাব করেন যে ঐ ইশ্তেহারানুসারে যেং মালিরা উদ্যোগ করিতে চাহে তাহারদের মধ্যে বাঁটিয়া দিবার নিমিত্তে যেং দ্রব্য উত্তম বীজ ইউরোপ ও কেপঅবগুডহোপ ও নিউসৌত উএল্স ও পাটনাতে পাওয়া যাইতে পারে তাহা কিনিবার কারণ ১০০ টাকা খরচ করিতে অনুমতি পান। বৈঠকের সাহেবেরা ঐ কথাতে সম্মতি দিলেন। যে ফলের বৃক্ষ এখন পাওয়া গিয়াছে আগামি বৎসর ঐ প্রকার ফলের বৃক্ষ এবং তাহার মধ্যে তুত ও গোলাব বৃক্ষ পাইবার নিমিত্তে সমাজের সাহেবেরা লিবরপুলেতে ১০০০ টাকা অর্থাৎ ১০০ পৌণ্ড পাঠান। সমাজের সাহেবেরা ঐ কর্ম্মে সম্মতি দিলেন এবং আজ্ঞা করিলেন যে প্রেসিডেন্ট সাহেবের প্রস্তাবানুসারে ঐ টাকার বিল পাঠান যায়।

শ্রীযুত আইনসলি সাহেব কাল্চীমন সাগুর বাগানের কৃষিকর্ম্মের সমাজহইতে বীজ ও গাছ পাইবার নিমিত্তে আপনার উপকার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ইহা জানা

ইলেন তাঁহার কথা সমাজের সাহেবেরা স্বীকার করিলেন এবং সকল খরচমুদ্ধা ২০ পৌণ্ডেতে যত শাকের ও শস্যের বীজ পাওয়া যাইতে পারে তত কিনিতে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন। যে আলু সেখানহইতে কেনা যায় তাহা শুষ্ক বালীতে মিশ্রিত পা পাতে বন্ধ করিবার কারণ হুকুম হইল।

প্রেসিডেণ্ট সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে লিবরপুলবাসি শ্রীযুত রস্কো ও শ্রীযুত সেপেন্দ সাহেব এই সময়ে প্রেরিত বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে যে শ্রম করিয়াছেন তজ্জন্যক সমাজের সাহেবদিগের ধন্যবাদ তাঁহাকে জানান যায় এবং নর্ত্ত ব্রিটননামক জাহাজের কাপ্তান শ্রীযুত রিচমন্দ সাহেব সমুদ্রের পথে ঐ গাছের যে উপযুক্তরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহাকেও ধন্যবাদ জানান যায়।

কলিকাতা।

১৮২৭ সাল ১ জানুআরি।

ঈশ্বরিচ্ছারের দ্বারা শ্রীযুত লেম্বর সাহেবের ঘরেতে বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে এদেশীয় মালিতে উৎপন্ন শাক ইত্যাদির ভদ্রাভদ্র জানিবার নিমিত্তে এবং সমাজের মুদ্রা ও পুরস্কার দেওনের নিমিত্তে বৈঠক হইল।

ঐ বৈঠকেতে উপস্থিত সাহেবেরা উৎপন্ন সকল শাক ইত্যাদির ভদ্রাভদ্রতা বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন আলুর নমুনা আনিতে হুকুম হইলে ইটালির নিকট বর্ত্তি গোবরার রামতনুব্যতিরেকে এই পুরস্কারের নিমিত্তে আর কেহ উপস্থিত হইল না অতএব সমাজের রৌপ্য মুদ্রা এবং নগদ ৪০ টাকা তাহাকে পুরস্কার দেওয়া গেল।

সকলের উত্তম প্রকার মটরের নিমিত্তে ইটালির হলধরকে সমাজের রৌপ্য মুদ্রা ও নগদ ৪০ টাকা দেওয়া গেল।

এই পুরস্কার পাওনের নিমিত্তে ফেনউইক সাহেবের মালী উপস্থিত হইল সে সকলহইতে উত্তম মটর আনিল কিন্তু কিছু কাল বিবেচনা করিয়া নিশ্চয় করা গেল যে দেশীয় মালিব্যতিরেকে অন্য কেহ পুরস্কার পাইবে না।

সকলের উত্তম ফুলকবির নিমিত্তে সমাজের রৌপ্য মুদ্রা ও নগদ ৪০ টাকা গোবরার রামতনুকে দেওয়া গেল।

ফ্রেজর সাহেবের মালি ফুলকবির পুরস্কারের নিমিত্তে উপস্থিত হইল কিন্তু সকলের উত্তম ফুলকবি উপস্থিত করলেও তাহার নিবেদন নিষ্ফল হইল।

শশধর ঘোষ ও রামতনু যে কবিশাক আনিয়াছিল তাহা তুল্যরূপে উত্তম অতএব সভাস্থ সাহেবেরা সমাজের রৌপ্য মুদ্রা ও নগদ ২০ টাকা রামতনুকে ও ১০ টাকা শশধরকে দিতে হুকুম দিলেন।

যে অত্যল্প লোক পুরস্কারের নিমিত্তে উদ্যোগ করিয়াছিল তাহা দেখাতে সমাজের সাহেবদিগের নৈরাশ্য হইল এবং বীজ বাঁটিয়া দেওন এবং এই বৈঠকের সমাচার বাঙ্গলা পত্রেতে জানাইতে যে যত্ন করা গিয়াছিল তাহা হইলেও যে এপ্রকার নিরুদ্যোগ হইল এ বড় আশ্চর্য্য।

সেক্রেতারি সাহেব তেরিতোরিয়ল গিরিশ্তার সেক্রেতারি সাহেবের নিকটহইতে ১৮ অক্টোবর তারিখের সমাজের সাহেবদিগের পত্র পাওয়া স্বীকারকরণসূচক এক পত্র সেক্রেতারি সাহেব বৈঠকের সাহেবদিগের নিকটে পড়িলেন এবং তাহাতে লিখিত ছিল যে কলিকাতার নিকটে বাগানের নিমিত্তে উপযুক্ত স্থান থাকিলে এবং ঐ

স্থান সমাজের সাহেবদিগকে দেওনেতে সরকারের কর্ম্মের কিছু হানি না হওনের প্রমাণ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ প্রকার ভূমি সমাজের সাহেবদিগকে দিতে প্রস্তুত আছেন। এই২ বিষয়েতে সমাজের সাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ও কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের নিকটে পত্র পাঠাইতে অনুমতি পাইয়াছেন।

কলিকাতা।

১৮২৭ সাল ১২ জানুআরি।

আকটিন সেক্রেতারি সাহেব শ্রীযুত লেম্বর সাহেবের নিকটহইতে নীচের লিখিত লিপি পাইয়া কার্য্যকারক কমিটির সাহেবেরদের মধ্যে তাহাতে যে পত্র গাঁথা গিয়াছে ঐ পত্রের সহিত সকলকে জানাইলেন।

১ জানুআরিঅবধি শাকইত্যাদির যত ডালি আমার নিকটে আনা গিয়াছে তাহাতে আমি বোধ করি যে ১ জানুআরিতে পুরস্কারের নিমিত্তে লোকের অতিশয় অল্পতা হওয়া কেবল দেশীয় মালিরা ভবিষয়ে জ্ঞাপিত না হওনপ্রযুক্ত হইল অতএব বিবেচনাযোগ্য যে ইহার পরে বুধবারের পর যে বুধবার হইবে তাহাতে ঐ২ প্রকার মুদ্রা এবং পুরস্কার দেওয়ার নিমিত্তে আর একবার শাকইত্যাদি উপস্থিত করা যায় তাহাতে অতিশয় খরচ হইবে না এবং আমরা লোককে দেখিব এবং আমরা যে তাহারদের মঙ্গলকরণার্থে উদ্যোগ করিতেছি ইহা তাহারা দেখিবে।

সাহেবদিগের স্বীকার হইলে যে আশী জন মালিকে আমরা বীজ দিয়াছি তাহারদের নিকটে অনায়াসে খবর পাঠাইতে পারি।

শ্রীযুত উইলসন সাহেব ও শ্রীযুক্ত আইন্‌সলি সাহেব ও শ্রীযুত বালার্দ সাহেব ও শ্রীযুত বার্ণেত সাহেব ও শ্রীযুত লিন্‌সি সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব অর্থাৎ ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষিকর্ম্মের সমাজের কমিটির সাহেবেরদের নিকটে প্রেরিত পত্র।

আক্‌টিন সেক্রেতারির তুষ্টিকর কর্ম্ম এই যে শ্রীযুত লেস্টর সাহেবের কথানুসারে কমিটির সাহেবদিগের নিকট সকলহইতে উত্তম আলু ও ফুলকবি ও কবি ও মটরের নিমিত্তে আগামি বুধবারের পর যে বুধবার হইবে তাহাতে দ্বিতীয়বার মুদ্রা ও পুরস্কার দিবার নিমিত্তে প্রস্তাব করা যায় এবং আক্‌টিন সেক্রেতারি সাহেব প্রার্থনা করেন যে কমিটির সাহেবেরা আপনারদের সম্মতি কি অসম্মতির কথা তাহাতে লেখেন।

১৮২৭ সাল ১৩ জানুআরি।

আমরা শ্রীযুত লেষ্টর সাহেবের কথাতে সম্মত আছি।

শ্রীযুত বার্ণেত সাহেবস্য।
শ্রীযুত উইলসন সাহেবস্য।
শ্রীযুত আইন্‌সলি সাহেবস্য।
শ্রীযুত বালার্দ সাহেবস্য।

বাঙ্গলা সমাচারের কাগজেতে সময় ও স্থান জানাইতে উপযুক্ত।

কলিকাতা।

১৮২৭ সাল ২৪ জানুআরি।

পুর্ব্বের লিখিত পত্রের অভিপ্রায়সিদ্ধির নিমিত্তে ইশতিহারদেওনানন্তর অদ্য ১০ ঘণ্টার সময়ে প্রেসিডেন্ট সাহেবের ঘরেতে ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষিকারক সমাজের

বৈঠক হইলে এদেশীয় ৫০ জন মালিতে আনীত নানাপ্রকার শাক ও ফলইত্যাদির ভদ্রাভদ্রতা বিবেচনা করিয়া সমাজের সাহেবেরা নীচের লিখিত মুদ্রা ও নগদ টাকা পুরস্কার দিতে আজ্ঞা করিলেন।

মুচিখোলার য়ুসফ মালিকে কেপের বীজহইতে উৎপন্ন সকলের উত্তম আলুর কারণ রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা নগদ।

মতিঝিলের সরুপ দাসকে সকলের উত্তম মটরের নিমিত্তে রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা নগদ দেওয়া যায়।

আলীপুরের জাকুল্লা মালিকে সকলের উত্তম ফুলকবির কারণ রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা নগদ দেওয়া যায় এই কবি ওজনে ছয় পৌণ্ড।

মুচিখোলার পীতাম্বর দাস মালিকে সকলের উত্তম কবির নিমিত্তে রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা নগদ দেওয়া যায় এই কবি দশ বার সের ওজনে হইল।

শ্রীযুত কমোদোর হেজ সাহেব প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুত উইলসন সাহেব সেই কথার পোষকতা করিলেন ও সকলের সম্মতি হইল যে যাহারা উপরের লিখিত পুরস্কার না পাইয়াছে কিন্তু শাক ফলইত্যাদির উত্তম নমুনা উপস্থিত করিয়াছে তাহারদিগকে আট দশ টাকা পুরস্কার দেওয়া যায়।

অতএব মটর ও কবি ও সালগামের নিমিত্তে খিদিরপুরের হয়বৎঅল্লাকে ১০৲ টাকা দেওয়া গিয়াছে।

ফুলকবির কারণ আলীপুরের কুঁচিল মালিকে ১০৲ টাকা দেওয়া গিয়াছে।

ফুলকবির কারণ আলীপুরের গোলাম মালিকে।
১০৲ টাকা।

বিলায়তী পালঙ্গের কারণ খিদিরপুরের বিনোদ মালিকে।	১০৲টাকা।
ফুলকবি ও কবির কারণ খিদিরপুরের হারু দাসকে।	১০৲
মটর ও ফুলকবির কারণ সোনাইয়ের গোলাব মালিকে।	৮৲
আস্ত আমের কারণ খিদিরপুরের গুরুচরণ মালিকে।	৮৲
পেয়ারার কারণ গোআপুরের সন্ন্যাসি মালিকে।	৮৲
পেয়ারার কারণ ইটালির রাধু মালিকে।	৮৲
মটর ও ফুলকবির কারণ ভয়ভেঙ্গার যুগল মালিকে।	৮৲
নোলকোলের কারণ ইটালির বেচু মালিকে।	৮৲
লালকবির কারণ ইটালির রামতনু মালিকে।	৮৲
ফুলকবির কারণ চিতপুরের কাশীনাথ দাসকে।	৮৲
ফুলকবির কারণ সেখ বারদ্দীনকে।	৮৲
মটরের কারণ দর্পনারায়ণ মালিকে।	৮৲
	২৯০

এই বৈঠকেতে যে২ দ্রব্য উপস্থিত করা গেল তাহার পরিমাণ উন্মান নীচে লেখা যাইতেছে।

শকেদ ও শক্ত কবি ২০ অবধি ২৪ পৌণ্ডপর্য্যন্ত।

ফুলকবি ৬ অবধি ৮ পৌণ্ডপর্য্যন্ত।

নোলকোল।	৩ পৌণ্ড।
সালগাম।	২ পৌণ্ড।
আলু।	৩॥ পৌণ্ড।
ফুলকবি।	আড়ে ৮ ইঞ্চ।
কবি।	আড়ে ১০ ইঞ্চ।
সালগাম।	আড়ে ৯ ইঞ্চ।
নোলকোল।	আড়ে ৫॥ ইঞ্চ।

শ্রীযুত রাবিনসন সাহেবস্য।

পুরস্কারের যে স্ত্রাবরী ও স্পারাগস উপস্থিত করা যাই বে তাহার বিবেচনা এবং পুরস্কার দিবার নিমিত্তে ১৮২৭ সালের ১৬ আপ্রিল সোমবার প্রাতঃকালে ৯ ঘ ণ্টার সময়ে আসিয়াতিক সোসৈয়েটির দালানের মধ্যে করা ক্ষেত্র ও উদ্যানের কৃষিকারক সমাজের সাহেবদিগের বৈ ঠক হইলে উপস্থিত সাহেবেরা তত্রানীত স্ত্রাবরী দেখিয়া বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে রূপার মুদ্রা অথবা ৪০৲ টাকা তাহার কোন কাহাকেও দেওয়া উচিত নহে কেবল তিন জন মালী ঐ প্রকার ফল আনিল এবং ঐ ফল এমত অধম ও অত্যল্প. যে ইশ্‌তিহারানুসারে পুরস্কা রের যোগ্য ছিল না।

উপস্থিতহওয়া স্পারাগস তাহার পর সাহেবেরা বিবেচ না করিলেন এবং তাহাতে সাহেবেরা বড় তুষ্ট হইলেন সাফ ও রঙ্গের উত্তমতাপ্রযুক্ত মতিঝিলের পীতাম্বর দাস যাহা আনিয়াছে তাহা সকলহইতে উত্তম বোধ হইল অ তএব তাহাকে রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা দিতে হুকুম হ ইল তাহার এক শত গাছ সাড়ে আট ইঞ্চ লম্বা ও ৩ পৌণ্ড ১৫ ঔন্স ওজনে।

শ্রীযুত উইলসন সাহেব প্রস্তাব করিলেন আর তাহাতে সকলের সম্মতি হইল যে ঐ বৈঠকেতে যে আট জন মালী সকলহইতে উত্তম দ্রব্য আনিয়া দেখাইল তাহারা ১০৲

টাকা করিয়া পুরস্কার পায় অতএব নীচের লিখিত মালিরা ১০৲ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইল।

প্রথম। স্থাবরী অত্যল্প হইলেও তাহা সকলহইতে উত্তম হইল একারণ ইটালির রামতনু মালী ১০৲ টাকা।

২। মতিঝিলের শুকচরণ মালী সকলহইতে উত্তম স্থাবরীর কারণ। ১০৲

ইহার একশত গাছ সাড়ে আট ইঞ্চ লম্বা এবং ওজন ৪ পৌণ্ড ৬ ঔন্স।

৩ আলীপুরের জারুল্লা মালী।	১০৲
৪ চিতপুরের দুরুক মালী।	১০৲
৫ স্থাবরীর কারণ ইটালির রামতনু মালী।	১০৲
৬ মতিঝিলের রামনারায়ণ মালী।	১০৲
৭ মতিঝিলের গোলাম মালী।	১০৲
৮ স্থাবরীর কারণ চিতপুরের কাশী মালী।	১০৲

১৮২৭ সাল ১০ জুলাই শুক্রবার।

আসিয়াটিক সোসৈয়েটির দালানেতে ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষিবিষয়ক সমাজের সাহেবদিগের বৈঠক হইলে শ্রীযুত গার্ডন সাহেব প্রস্তাব করিলেন এবং সেক্রেটারি সাহেব তাহার পোষকতা করিলেন যে কৃষিকর্ম্মের নানাপ্রকার প্রকরণের বিষয়ে যে সকলের উত্তম কথা রচনা করা যাইবেক তাহাতে স্বর্ণের মুদ্রা দেওয়া যায়। সিদ্ধান্ত হইল যে অধিক বিবেচনার নিমিত্তে সেই কথা সকল সাহেবের নিকটে পাঠান যায়।

১৮২৭ সালের ১২ সেপ্তম্বর বুধবারেতে আসিয়াটিক সোসৈয়েটির দালানেতে ক্ষেত্র ও উদ্যানের কৃষিকারক সমা

জের সাহেবদিগের বৈঠক হইলে সেক্রেতারি সাহেব পুরস্কারের নিমিত্তে লিখিতব্য যে কথার নিমিত্তে গত বৈঠকেতে স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রস্তাব করা গিয়াছিল ও সকল সাহেবের সমীপে যাহা পাঠান গিয়াছিল তাহার এক তফসীল সেক্রেতারি সাহেব উপস্থিত করিলেন।

নিশ্চয় করা গেল যে কমিটির সাহেবেরা যে স্থিরকরণ ও মতান্তরকরণ উপযুক্ত বুঝিলেন তদনুসারে কর্ম্ম করা যায় এবং শ্রীযুত উড সাহেব গত বৈঠকে পশু এবং গ্রাম্য জন্তু আর উত্তম করিবার নিমিত্তে যে কথা উপস্থিত করিলেন সকল সাহেবের বিবেচনায় ঐ সকল বিষয়ে এখন কিছু না করা উপযুক্ত।

নিশ্চয় করা গেল যে পুরস্কারার্থে লিখিত কথার বিষয়ে সমাজের সাহেবেরদের অভিপ্রায় সকলকে জ্ঞাপনার্থে প্রচার করা যায়।

এই সমাজের অভিপ্রায়সিদ্ধির নিমিত্তে ক্ষেত্র ও উদ্যানের কৃষিকর্ম্মের সমাজের সাহেবেরা নীচের লিখিতবিষয়ক সকলের উত্তম রচিত কথার নিমিত্তে স্বর্ণ মুদ্রা দিতে স্বীকার করিয়াছেন সমাজের অন্যান্য সাহেবেরা এ প্রকার বিলাতে যে নিয়মানুসারে কার্য্য করেন তদ্রূপ করিতে তাঁহারা চাহেন অতএব তাঁহারদের বাঞ্ছা আছে যে ঐ রচনার উদ্যোগেতে নীচের লিখিত নিয়মেতে দৃষ্টি রাখা যায়।

ঐ রচনা জাত কোন ভাষাতে হইতে পারিবেক কিন্তু ইঙ্গরেজী ভাষাতে রচিত না হইলে তাহার সহিত ইঙ্গরেজী তরজমা দিতে হইবেক ঐ২ রচনা ১৮২৮ সালের ৩১ দিসেম্বরে কি তাহার পূর্ব্বে ঐ রচনার নিশ্চায়ক লিখিত বাক্য কি অন্য কোন চিহ্নযুক্ত কাগজেতে মোড়া যাইয়া এবং রচনাকর্ত্তার নাম ও বাসস্থানজ্ঞাপক খামকরা এক পত্র তাহার সহিত সেক্রেতারি সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। যে সাহেবকে ঐ মুদ্রা পুরস্কাররূপে দিতে হই

ম হয় তাঁহার নাম নিশ্চয়করণব্যতিরেকে ঐ নামকরা পত্র খোলা যাইবেক না ও নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে যে অন্যং রচিত কথা যাহার আছে প্রার্থনা করিলে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক অথবা নষ্ট করা যাইবেক সমাজের কি সমাজের কমিটির যে কোন বৈঠকে এই লিপির ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতে হয় তাহাতে ঐ কোন বাক্যের রচনা কর্ত্তা উপস্থিত হইতে পারিবেন না।

পুরস্কার পাইবার নিমিত্তে যেং বিষয়েতে কথা রচনা করিতে হইবেক তাহার ফর্দ।

১। হিন্দুস্থানস্থ ভূমি বিশেষতঃ ঐ ভূমির মধ্যগত যে বস্তু এবং ঐ ভূমির যেং গুণাগুণপ্রযুক্ত কোনং দ্রব্যের উৎপাদনের উপযুক্ত এবং অন্য দ্রব্য উৎপাদনের অনুপযুক্ত তাহা।

২। সার বিশেষতঃ নানা পরীক্ষার দ্বারা ঐ সারের মধ্যগত যত বস্তু এবং ঐ সারের দ্বারা কিং ভূমির বিশেষং উৎপন্নের উপকারিত্বাপকারিত্ব।

৩। অন্য দেশীয় অর্থাৎ ইউরোপ ও কেপ গুডহোপ ও নিউ সৌত উএল্সের গাছের এই দেশে থাকনস্বভাব জন্মান এবং এই দেশে গাছ ও মূল ও বীজ আনয়নের যে প্রকার সকলের উত্তম তাহা।

৪। নীলের ক্ষেতকরা এবং মহনীইত্যাদিকরা এবং নানাঅবস্থা হিন্দুস্থানের নানাস্থানে হইলেও নিরূপিত ভূমিসংখ্যাতে যত নীল প্রস্তুত করা যায় তাহা কুতকরণ।

৫। ইক্ষুর ক্ষেতকরা এবং চিনীর কারখানার ব্যাপার এবং তাহার খরচের ফর্দ্দ।

৬। অন্যং দেশীয় কাফির ক্ষেতকরণে যেং ব্যাপার করা যায় তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া হিন্দুস্থানের মধ্যে কাফির

ক্ষেতকরার উত্তমপ্রকার এবং উৎপন্ন যত হইতে পারে তাহা।

১৮২৭ সালের ১৪ নবেম্বর বুধবার আসিয়াতিক সোসৈয়েটির দালানেতে ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষিকরণসমাজের লোকেরদের বৈঠক হইলে প্রেসিডেন্ট সাহেব লিবরপুল হইতে প্রাপ্ত শাকইত্যাদির বীজের এবং পাটনা ও নীলগিরিহইতে প্রাপ্ত বীজের বিলিকরণের নীচের লিখিত রিপোর্ট পাঠ করিলেন।

এই সমাজের সাহেবেরা লিবরপুলহইতে যেং শাকইত্যাদির বীজ পাইয়াছেন তাহা বিলিকরা আমার দ্বারা হইলে আমি তাহার বিবরণ এবং তদ্বিষয়ক অল্প কথা উপস্থিত সাহেবদিগের সমক্ষে প্রস্তাব করিতে চাহি।

প্রাপ্ত একুশ বাক্স বীজের মধ্যে নয় বাক্স বীজ শ্রীযুত কনিঙ্গম সাহেবের স্থানে ৩৫ পৌণ্ড ১০ সিলিন মূল্যেতে ক্রয় করা গেল এবং বারো বাক্স লিবরপুলের বোতানিক বাগানের কর্ত্তা শ্রীযুত সেপের্দ সাহেবের দ্বারা শ্রীযুত জনসন সাহেবের স্থানে ৪০ পৌণ্ডেতে কেনা গেল এবং বাক্স ও বোতল ও জাহাজের ভাড়াইত্যাদি বাজেখরচ আর২০ পৌণ্ড হইল মোটে ৯৫ পৌণ্ড কতক সিলিন।

সেই দুই জনের বীজ তুল্যরূপে নূতন ও উত্তম দেখা যায় এবং তাহা এক দিগে আর্দ্রতাপ্রযুক্ত নোক্‌শানী এক বাক্স মটরব্যতিরেকে উত্তমাবস্থায় পঁহুছিল।

বীজের মধ্যে ফুলকবি ও বুকলিকবিযুক্ত কবি জাতির সপ্তদশ প্রকার ছিল। চারি প্রকার সালাদ ও তিন প্রকার মূলা ও চারি প্রকার পেঁয়াজ ও এক প্রকার সেলরী ও পিতরসলী ও নয় প্রকার মটর ও নয় প্রকার ব্রাবরী ও এক প্রকার আর্তিচোক।

১৬ সেপ্তম্বর শনিবার আমি ঐ২ বাক্স পাইয়াছি এবং ১৮তারিখ সোমবারে আমি বাগানের মালী মিচেল সাহেবকে শ্রীযুত কনিঙ্গম সাহেবের প্রেরিত বীজের অর্দ্ধ এবং অনেক মটর এতদ্দেশীয় মালিরদিগকে ও অন্য যে২ লোক উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ার্থে আনিতে সম্মত ছিল তাহারদিগকে বাঁটিয়া দিবার নিমিত্তে দিলাম এবং সেই দিন এবং তাহার পর মঙ্গলবার ও বুধবারে সাতান্ন জন লোক বিনামূল্যে বীজ পাইয়াছে এবং ২৫ সেপ্তম্বর তারিখের পূর্ব্বে অন্য কুড়ি জন পাইয়াছে। নীলগিরি হইতে ডাকবাঙ্গিতে যাহা আসিয়াছে এবং তাহার মধ্যে নোলকোলের বীজ থাকিলে এতদ্দেশীয় অনিশ্চিতসংখ্যক মালী তাহা পাইতে বড় আকাঙ্ক্ষাকরণপ্রযুক্ত তাহারদিগকে দেওয়া গিয়াছে।

যে২ স্থানেতে আর্ত্তিচোকের গাছ বিলক্ষণ বাড়ে ঐ স্থানবাসি আন্দাজী ত্রিশ জন এবং কলিকাতার সন্নিহিত উদ্যানপ্রিয় কএক সাহেবব্যতিরেকে আর্ত্তিচোকের ও ক্ষারবার বীজ সমাজের সাহেবদিগের হিতার্থে রাখা গিয়াছে।

সমাজের সভ্য লোকেরদিগকে বীজ বিলিকরণেতে এক২ জনকে যাহা দেওয়া উপযুক্ত তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর হইল কিন্তু শেষে আমি নিশ্চয় করিলাম যে ক্ষুদ্র বীজের দুই চার চামিচাভরা এবং মটরের দুই ক্বার্ত্ত প্রত্যেক জনকে দেওয়া উচিত। যে২ লোক সমাজের বীজ কিনিয়াছেন তাঁহারদের বিবেচনানুসারে এক২ জনকে দত্ত বীজের মূল্য ২০৲ টাকা অতএব প্রত্যেক সভ্য লোক বৎসরে ঐ সমাজেতে যত টাকা দেন তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশ পাইয়াছেন এবং বাজারে যে প্রকার বীজ কেনা যায় তাহার মত হিসাব করিলে প্রত্যেক সভ্য লোক বৎসরে যত দেন প্রায় তাহার দ্বিগুণ পাইয়াছেন।

কোনং সাহেব আমার মত বিচার করিলেন যে যাহা দিয়াছি তাহা যথেষ্ট এবং বীজের কতক বিক্রয়করণের নিয়ম করা গেলে যে কোন সাহেব অতিরিক্ত চাহিলেন তিনি তাহা ক্রয় করিতে পারিলেন এবং কেহং তাহা করিলেন।

একং জনের বাঁটের নিমিত্তে যত নিশ্চয় করা গেল আমার ইদানীন্তন বিবেচনানুসারে তাহা উপযুক্ত কেননা পেঁয়াজ ও মূলা ও দুমহেদ কবিইত্যাদি অল্প জাতির কিছু অধিক দিতে পারিলেও অন্যং প্রকার সকল দেওয়া যাইত এবং প্রায় সে সকল দেওয়া গিয়াছে।

অতএব মহাশয়েরা এই প্রকারে ক্ষুদ্র বীজের বাহাত্তর ভাগ এবং চারি শত বত্রিশ ক্বার্ট মটর সভ্য লোকেরদের মধ্যে এবং সমাজের সামান্য অভিপ্রায়ার্থে দেওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সকলের হিতার্থে হিমালয়ইত্যাদি পর্ব্বতীয় দেশে এবং পিনাঙ্গ উপদ্বীপে প্রেরিত বীজ গণিত।

আমরা ইঙ্গলণ্ডদেশহইতে যেং বীজইত্যাদি কিনি আমারদের পুঁজির নাশ না হইবার নিমিত্তে এবং আমারদের কৃত কার্য্যেতে সকল লোকের হিতের নিমিত্তে কতক বীজ বিক্রয়করণদ্বারা ঐ টাকা পরিশোধ করা আমার অতিশয় বাঞ্ছা।

যেং পৈবন্দকরা ফলের গাছ সমাজের সাহেবেরদের আজ্ঞানুসারে দুইবার পাঠান গেল ঐং গাছ বিক্রয়েতে ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল কিন্তু ঐ সময়ে সভ্য লোক যে গাছ পাইয়াছেন তাহার মূল্যও দিয়াছেন কিন্তু যত বীজ পাইয়াছেন তাহার মূল্য দেন নাই।

এই অভিপ্রায়সিদ্ধির নিমিত্তে এবং তাহার ফল বিবেচনাকরণানন্তর বাগানের কৃষিসমাজের কমিটির সাহেবেরদের সহিত বিবেচনা করিয়া বীজের কতক বিক্রয় করি

তে নিশ্চয় করা গেল এবং আমি আনন্দপূর্ব্বক এখন সমাচার দি যে সাত শত কুড়ি টাকার বীজ বিক্রয় করা গিয়াছে ইহাতে আমার ভরসা হয় যে সমাজের সাহেবেরা সন্তুষ্ট হইবেন।

সভ্য সাহেবেরদের নিকটে অন্য কোন কথা জানাইতে আমার ইচ্ছা নাই কিন্তু সমাজের বৃদ্ধির লক্ষণ বিচার করিলে আমি তোমারদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। অদ্য আমারদের বলবৃদ্ধি অতিশয়। আমাদের মধ্যে অচেতন কতক সভ্য লোককে পুনর্ব্বার সচেতন করা গেল। কোন এক বীজের অঙ্কুর হইবার পূর্ব্বে তোমারদের বীজের উৎপন্ন বড় হইল এবং আমারদের কার্য্যের ফলপাওনের দ্বারা সকল লোক আমারদের সহকারী হইল এবং তাহারদের ব্যবহারের ফল আমরা পাইতেছি।

এই প্রকার ফল যত দিন পাওয়া যাইতে পারিবে তত দিন সমাজের বৃদ্ধি হইতে পারিবেক এবং সকল লোকের হিত হইবেক।

শেষে আমি প্রস্তাব করি যে শ্রীযুত রসকোসাহেব এবং লিবরপুলের বোতানিক বাগানের কমিটির সাহেবেরা আমারদের সমাজের হিতার্থে যে মনোযোগ করিয়াছেন ঐ মনোযোগপ্রযুক্ত তাঁহারদিগকে এবং ঐ বীজের ক্রয়কারি ও বাক্সে বদ্ধকারি শ্রীযুত সেপের্দ সাহেবকে এবং বাঙ্গালনামক জাহাজেতে আমারদের বীজের খবরদারী করণপ্রযুক্ত শ্রীযুত কাপ্তান আৎকিন্সকে আমারদের ধন্যবাদ দেওয়া যায়।

এতদ্দেশীয় মালী এবং কলিকাতার বাজারে বিক্রয়কর্ত্তা অন্য যে২ লোক ভূমির কৃষি করে তাহারদের মধ্যে উপরের লিখিত বীজ যাহারা২ বিনামূল্যে পাইয়াছে তাহারদের নাম নীচে লেখা যাইতেছে।

শিবরপুরহইতে প্রাপ্ত বীজ।

১ [illegible]।
২ রাম[illegible]।
৩ বৈদ্যনাথ।
৪ হলধর।
৫ বিচক।
৬ রঘুনাথ।
৭ কুঁচিল।
৮ নিচক।
৯ জগৎ।
১০ রাধামোহন।
১১ রামহরি।
১২ কালীচরণ।
১৩ রক্তচন্দ্র।
১৪ কমলদাস।
১৫ গোবর্দ্ধন।
১৬ পধাসিঙ্গ।
১৭ রামধন।
১৮ রামপ্রসাদ।
১৯ বলরাম ঘোষ।
২০ নীলমণি।
২১ কালীপ্রসাদ।
২২ কাশী ঘোষ।
২৩ মধুসূদন।
২৪ ঈশ্বরচন্দ্র।
২৫ হীরারাম দাস।
২৬ বাঁশী।
২৭ নিমাই।
২৮ কালীচরণ।
২৯ কালীরাম।
৩০ ঠাকুরদাস।
৩১ গৌর দাস।
৩২ গুলামহম্মদ।
৩৩ সিদ্ধিরাম।
৩৪ ঈশ্বর।
৩৫ মেহিন্দি।
৩৬ সরিফ।
৩৭ পীতাম্বর।
৩৮ [illegible]চন্দ্র।
৩৯ [illegible]লধর।
৪০ [illegible]।
৪১ কুঁচিল।
৪২ গোলাবদী।
৪৩ গিরঅল্লা।
৪৪ দররাদ।
৪৫ মুক্তিঅল্লা।
৪৬ গঙ্গারাম।
৪৭ সুবল।
৪৮ বজর্দ্দী।
৪৯ রামতনু।
৫০ সুনর।
৫১ পিরাজউল্লা।
৫২ বৈদ্যনাথ।
৫৩ রামমোহন।
৫৪ সরিয়া।
৫৫ ছিদাম।
৫৬ রামমোহন ঘোষ।
৫৭ গোবর্দ্ধন।

সেপ্তেম্বরের ১৭ তারিখঅবধি ১৯ তারিখপর্য্যন্ত সোম মঙ্গল ও বুধবার নীচের লিখিত লোকদিগকে দেওয়া গেল।

৫৮ বক্সু।	৬১ বেচু।
৫৯ ফকির।	৬২ নিধিরাম।
৬০ হাড়ি।	৬৩ বৃন্দাবন।

২০ সেপ্তেম্বর বৃহস্পতিবার দেওয়া গেল।

৬৪ হাফিউল্লা।	৭০ যুসফ।
৬৫ গৌফর।	৭১ দেব ঘোষ।
৬৬ ইমামমহম্মদ।	৭২ শরণ ঘোষ।
৬৭ ছিদমআলী।	৭৩ অর্জুন ঘোষ।
৬৮ আবদুল্লা।	৭৪ গোবরা।
৬৯ রতন।	৭৫ জালোরিয়া।

২৪ সেপ্তেম্বর সোমবার।

৭৬ ষষ্ঠীরাম।

২৫ সেপ্তেম্বর মঙ্গলবার পাটনার বীজ।

১ বুধিরাম।	৯ রঘুনাথ।
২ রামমোহন।	১০ বিচু।
৩ গোকুল।	১১ নিমাই।
৪ পীতাম্বর।	১২ বংশী।
৫ রামতনু।	১৩ গৌর।
৬ হলধর।	১৪ মধু।
৭ অবল।	১৫ জান ফেনউইক।
৮ রামচন্দ্র।	

দুই সের মটর ও এক সের উইঞ্জরবীন ও দুই ঔন্স ফুলকবি ও এক ঔন্স ছোটাভু সালগাম মোটে ত্রিশ সের মটর ও। ১৫ সের বীন ও ৩০ ঔন্স ফুলকবির বীজ ও ১৫

উক্ত ভোটান্ত শালগামের বীজ যাহারদিগকে বাঁটিয়া দে ওয়া যায় তাহারদের নাম নীচে লেখা যাইতেছে।

১৬ য়িসফ।	৩৩ রূপক।
১৭ তার মহম্মদ।	৩৪ গরীবঅল্লা।
১৮ গুরুপ্রসাদ।	৩৫ হারু।
১৯ বৃন্দাবন।	৩৬ নবকেশব।
২০ মেহেদ্দি।	৩৭ হারু।
২১ সরূপ।	৩৮ বসরী।
২২ হৈবরকতউল্লা।	৩৯ গৌঙ্গার।
২৩ কালিদাস।	৪০ গঙ্গারাম।
২৪ দীপনারায়ণ।	৪১ রঘুনাথ।
২৫ গরউল্লঃ।	৪২ ফকির দাস।
২৬ গোলাবদী।	৪৩ মদন।
২৭ কুঁচিল।	৪৪ নিমাই।
২৮ লালু।	৪৫ চন্দ্ররাম পাল।
২৯ জয়নারায়ণ।	৪৬ কাশী।
৩০ গঙ্গারাম।	৪৭ গোকুল।
৩১ নিধিরাম।	৪৮ মধু।
৩২ দরিপ।	

একবাক্য হইয়া স্থির করা গেল যে সমাজের সাহেবের দের ধন্যবাদ লিবরপুলের শ্রীযুত সেপের্দ সাহেবকে এবং বা ঙ্গালাখ্য জাহাজের কাপ্তান শ্রীযুত আৎকিন্সকে তাঁহারদের বড় উপকারের নিমিত্তে দেওয়া যায় কেননা তাঁহারদের সেই উপকারের দ্বারা উপরের লিখিত সকল বীজ উত্তম রূপে পাওয়াহেতুক সমাজের সাহেবদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

একবাক্যেতে নিশ্চয় করা গেল যে সমাজের বীজ প্রস্তুত করা ও পাঠাইয়া দেওয়ার হুকুম দেওনের দ্বারা শ্রীযুত র স্কো সাহেব সমাজের অভিপ্রায়সিদ্ধির নিমিত্তে যে যত্নো

যোগ করিয়াছেন তদর্থে তাঁহাকে এবং এই বিষয়ে শ্রীযুত সেপের্দ সাহেবকে অনুমতি দেওনপ্রযুক্ত লিবরপূলের বোতানিক বাগানের প্রেসিডেন্ট ও কমিটির সাহেবদিগকে ধন্যবাদ করা যায়।

১৮২৮ সালের নিমিত্তে যেং বীজ লিবরপুলহইতে আনিতে হুকুম দিবার নিমিত্তে ঐ বীজ এবং কতক ফুলের বীজ ও গাছের মূলের ফর্দ্দ প্রেসিডেন্ট সাহেব উপস্থিত করিলেন অনুমান তাহার মূল্য ১১০ পৌণ্ড হইবেক।

নিশ্চয় করা গেল যে ঐ ফর্দ্দেতে সকলের সম্মতি আছে এবং পূর্ব্বে সেক্রেতারি সাহেব যেমন লিখিয়াছেন তেমন শ্রীযুত রক্সো সাহেব ও শ্রীযুত সেপেদ সাহেবকে লেখেন।

১৮২৮ সালের ৯ জানুআরি বুধবার কলিকাতাতে আসিয়াতিক সোসৈয়েটির দালানেতে যেং শাকইত্যাদির বার্ষিক প্রথম প্রকাশ হয় এবং যেং পুরস্কার দেওয়া যায় তাহার বিবরণ।

ঐ বৈঠকেতে উপস্থিত শ্রীযুত লৈস্তর সাহেব প্রেসিডেন্ট।
শ্রীযুত উড সাহেব।
শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব।
শ্রীযুত রাবিসন সাহেব।
শ্রীযুত হটন সাহেব।
শ্রীযুত পার্ব্রিক সাহেব।
শ্রীযুত আলেকজান্দর সাহেব।
শ্রীযুত দুগল সাহেব।
শ্রীযুত মোর সাহেব।
শ্রীযুত চেস্তর সাহেব।
শ্রীযুত আবট সাহেব।
শ্রীযুত হাদো সাহেব।

শ্রীযুত মেলবিল সাহেব।
শ্রীযুত কান্দর সাহেব।
শ্রীযুত রাবর্ত্স সাহেব।
শ্রীযুত গর্দন সাহেব।
শ্রীযুত বালার্দ সাহেব।
শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস।
শ্রীযুত প্লোদন সাহেব।
শ্রীযুত কিদ সাহেব।

সেক্রেতারি শ্রীযুত রামকমল সেন ও শ্রীযুত ডাক্তর উলালিক সাহেব।

উপস্থিত সাহেবেরা নীচের লিখিত দ্রব্যের ভদ্রাভদ্রতা বিবেচনা করিতে ও তাহার পুরস্কার দিতে আরম্ভ করিলেন।

A বিলাতী আলুর কারণ।

১। বাতাবী আলুনামেতে খ্যাত অতিপরিষ্কার ও পাতলা ছালবিশিষ্ট আলুর কারণ যুসফকে সমাজের রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা দেওয়া গিয়াছে। গত বৎসরে ঐ ব্যক্তি এক রৌপ্য মুদ্রা পাইয়াছিল।

২। সোনাইয়ের গঙ্গারাম মালী বড় লম্বা লাল আলুর নিমিত্তে ৩০৲ টাকা পাইয়াছে।

৩। ঐ প্রকার আলুর নিমিত্তে গুরুচরণ ২০৲ টাকা পাইয়াছে।

৪। পীতবর্ণ উত্তম বড় আলুর নিমিত্তে মধু ১০৲ টাকা পাইয়াছে।

৫। ইটালির রাধামোহন ৩৲ টাকা পাইয়াছে।

৬। হলধর ১৲ টাকা পাইয়াছে।

B মারোফাত মটরের কারণ।

১। চিত্তপুরের কাশীনাথ দাস সমাজের রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা পাইয়াছে।

২। ঐ — মুটিরাম দাস ১০৲ টাকা।

৩। ঐ — কুঁচিল দাস ১০৲।

৪। কেনউইক সাহেব ১০৲।

৫। যুসফ ৫৲।

C ফুলকবির কারণ।

১। খিদিরপুরের নবকীর্ত্তন সমাজের রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা পাইয়াছে।

২। আমির ১০৲ টাকা।

৩। গুরুচরণ ১০৲ টাকা।

আলুর কারণও ঐ ব্যক্তি পুরস্কার পাইয়াছে।

৪। মুচিখোলার তারু ১০৲ টাকা।

D সুগরলোফ কবির কারণ।

১। সোনাইয়ের হলধর সমাজের রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা পাইয়াছে তাহার জোত ৪/ চারি বিঘা ভুমি।

২। সোনাইয়ের বসরদি। ১০৲ টাকা তাহার জোত ৮/ বিঘা।

E দুমহেদ কবির কারণ।

১। মতিঝিলের পীতাম্বর ১০৲ টাকা তাহার জোত ১২/ বিঘা ভুমি। গত বৎসরে সে ব্যক্তি সমাজের দুই মোহর পাইয়াছিল।

F বুকলি কবির কারণ।

সোনাইয়ের অর্জুন ও রামচন্দ্র ১০৲ টাকা পাইয়াছে।

G নোলকোলের কারণ।

১। মুচিখোলার তারু ১০৲ টাকা পাইয়াছে তাহার জোত ১২/ বিঘা সে ব্যক্তি অনেক পুরস্কার পাইয়াছে।

২। মতিঝিলের হারু দাস ৫৲ টাকা।

৩। আলীপুরের গোলাবদী ৫৲ টাকা।

H লালপালঙ্কের কারণ।

১। চিতপুরের দর্পনারায়ণ ৫৲ টাকা পাইয়াছে তাহার জোত ১০/ বিঘা।

২। তারু ৫৲ টাকা পাইয়াছে।

৩। চিতপুরের দর্পনাথ ৫৲ টাকা পাইয়াছে তাহার জোত ৯/ নয় বিঘা।

I সালগামের কারণ।

১। ইটালির রামতনু ৫৲ টাকা পাইয়াছে তাহার পূর্ব্বে সে সমাজের তিন মোহর পাইয়াছিল।

২। মুচিখোলার নারায়ণ ঘোষ ৫৲ টাকা।

৩। আলীপুরের কারুল্লা ৫৲ টাকা পুর্ব্বে সে সমাজের এক মোহর পাইয়াছিল।

K বড় লঙ্কামরিচের কারণ।

১। চিতপুরের বিশ্বনাথ ৫৲ টাকা পাইয়াছে।

L লম্বা বার্ত্তাকুর কারণ।

১। গঙ্গানারায়ণ ১৲ টাকা পাইয়াছে।

M সালগামাকৃতি মূলার কারণ।

১। সম্ভু ১৲ টাকা পাইয়াছে।

N পানীরাইয়ের কারণ।

১। গুরুচরণ ১৲ টাকা পাইয়াছে।

যে মালি কিছু ভাল দ্রব্য আনিয়া দেখাইল তাহারদিগকে শেষে তিন২ টাকার অনধিক পুরস্কাররূপে ২৯৲ টাকা দেওয়া গেল।

যত পুরস্কার দেওয়া গেল তাহার মোট ৪০৬ টাকা সকল দেখিয়া বুঝিয়া সভাস্থ লোকেরদের বিচার হইল যে গত বৎসর যেং দ্রব্য উপস্থিত করা গিয়াছিল তাহাহইতে উত্তম এবার আনা গিয়াছে এবং বড় সন্তোষ জন্মিল যে যত মালী পুরস্কারের নিমিত্তে উদ্যোগ করিয়াছিল তাহারদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে এবং পূর্ব্বে তাহারা যেং মুদ্রা পাইয়াছিল তাহা মর্য্যাদাসূচক দ্রব্যের মত যত্ন করিয়া রাখিয়াছে পূর্ব্বে সমাজের যত মুদ্রা দেওয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে একটারও অভাব এই সময়ে ছিল না এবং ঐ মুদ্রাদেওনের উত্তম ফলের প্রমাণে সেইং মুদ্রা দেখান গেল।

প্রেসিডেন্ট সাহেব প্রস্তাব করিলে সকলের সম্মতি হইল যে এই মাসের ১৬ তারিখে অর্থাৎ আগামি বুধবারে এক প্রহরের সময়ে পুনর্ব্বার টৌনহালে দ্রব্যের দর্শন হইবেক।

আরো নিশ্চয় করা গেল যে এই সমাজের শ্রীল শ্রীযুত পাত্রন ও শ্রীল শ্রীমতীর পাত্রনেসের নিকটে প্রার্থনা করা যায় যে তাঁহারা উপস্থিতহওয়াতে সমাজের মর্য্যাদা করেন এবং সম্বাদপত্রেতে ইশ্তিহার দেওয়া যায় যে যত

সাহেব ও বিবি সাহেব ইচ্ছা করেন সে সময়ে উপস্থিত হন।

শ্রীযুত উড সাহেব প্রস্তাব করিলে ও প্রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার পোষকতা করিলে নিশ্চয় করা গেল যে বঙ্গদেশীয় সকলের উত্তম এবং সকলহইতে অধিক দুগ্ধদায়ি গরু যে জন সে সময়ে উপস্থিত করে সে লোক সমাজের রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা পাইবেক।

শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব প্রস্তাব করিলে নিশ্চয় করা গেল যে টিটাগড়ের গোলোকচন্দ্র কর্ম্মকারের কৃত বাষ্পের এক কল উপস্থিত করিতে অনুমতি হয় সে কর্ম্মকার আপনি ইউরোপীয় কোন লোকের উপকারব্যতিরেকে সে কল প্রস্তুত করিল।

১৮২৮ সাল ১৬ জানুআরি।

এই মাসের ৯ তারিখে যেং কথা নিশ্চয় করা গিয়াছিল তদনুসারে কলিকাতার টৌনহালে শাকইত্যাদির চিহ্ন দর্শন এবং পুরস্কারদেওনের সময়ে সমাজের পাত্রশ্রীযুত লার্ড আমহের্ষ্ট।

এবং সমাজের পাত্রনেস শ্রীমতী কৌন্তিস আমহের্ষ্ট।

প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত লেস্তর সাহেব।

সভ্য লোক।

শ্রীযুত জেন্‌ক্রস্ সাহেব।

শ্রীযুত কর্ণেল্‌বারল লিন্সি সাহেব।

শ্রীযুত পাত্রিক সাহেব।

শ্রীযুত বার্লার্দ সাহেব।

শ্রীযুত কৌলিন সাহেব।

শ্রীযুত রাবিসন সাহেব।
শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব।
শ্রীযুত ব্রজ্ঞ সাহেব।
শ্রীযুত কিদ সাহেব।
শ্রীযুত মেজর মেলব সাহেব।
শ্রীযুত মেজর কাম্বলি সাহেব।
শ্রীযুত ব্রিতন সাহেব।
শ্রীযুত আবট সাহেব।
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব।

সেক্রেতারি।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন।
ও শ্রীযুত ডাক্তর উআলিক সাহেব।

দর্শনার্থে আগত।

শ্রীমতী লেডি দেরা আমহের্ষ্ট।
শ্রীমতী লেডি গ্রে।
শ্রীমতী বিবি রাত্রি।
শ্রীযুত সর চার্লস গ্রে সাহেব।
শ্রীযুত সর জান ফ্রাঙ্কস সাহেব।
শ্রীযুত সর এড্বার্ড রৈআন সাহেব।
শ্রীযুত সর রবর্ত কুহন সাহেব।
শ্রীযুত রেবেরন্দ জান মেক সাহেব।
শ্রীযুত রেবেরন্দ উলিয়ম কেরি জুনিয়র সাহেব।
শ্রীযুত রেবেরন্দ বেরেল সাহেব।

এবং অন্য অনেক সাহেবেরা উপস্থিত হইলেন।

নীচের লিখিত ১০৭জন যাত্রী আপনারদের নাম ও বাস স্থান ও মস্ত জোত ও যে২ দ্রব্য আনিয়াছিল তাহা লেখা ইয়া দিতে আনিয়াছিল কিন্তু কর্ম্মকারদের পর আক্রোশ

নেক উপস্থিত হইল এবং তাহারদের মধ্যে কেহ২ ক্ষুদ্র পুরস্কার পাইয়াছে।

নাম।	জোত।	দ্রব্য।
১ নবকিশোর।	খিদিরপুর ৵ বিঘা।	কবি।
২ যুধিষ্ঠির।	ঐ ৪৴।	কবি ও পালঙ্গ ও গাজর।
৩ রামনারায়ণ।	মতিঝিল ৩৴।	ঐ ঐ।
৪ গুরুচরণ।	মুচিখোলা ২৫৴।	ফুলকবি ও আলু।
৫ কেতাবুদ্দীন।	ঐ ৫৴।	ফুলকবি ও কবি ও পালঙ্গ।
৬ সোনাউল্লা।	ঐ ৪৴।	আলু।
৭ তিনকড়ি।	ঐ ঐ।	সালগাম ও পালঙ্গ ও মটর।
৮ কৃষ্ণ।	সোনাই ২॥০।	সালগাম ও কবি।
৯ সাদুউল্লা।	ঐ ১৴।	সালগাম ও ফুলকবি।
১০ বাহাদুরউদ্দীন।	মোলাপুক ৮৴।	কবি ও সালগাম।
১১ ছিদাম।	ভূকৈলাস ৪৴।	কবি ও ফুলকবি।
১২ অর্জুন।	সোনাই ৩৴।	আলু ও বোরকোল।
১৩ বিশ্বনাথ।	মধুলি ১৮৴।	ঐ ঐ।
১৪ যুনস।	মুচিখোলা ১৪৴।	কবি ও ফুলকবি ও আলু।
১৫ গঙ্গারাম।	সোনাই ৩৴।	কবি ও ফুলকবি ও সালগাম।
১৬ [illegible]।	ঐ ঐ।	আলু।

নাম।	জোত।	দ্রব্য।
১৭ কুঁচিল।	মুচিখোলা২/বিঘা।	আলু ও ফুলকবি।
১৮ হারুদাস।	সোনাই ৪/।	কবি ও ফুলকবি।
১৯ গুলমহম্মদ।	মোলিজিহর ২/।	ঐ ঐ।
২০ বিনোদ।	জারুলি ৬/।	ফুলকবি ও আলুইত্যাদি।
২১ ঈশ্বর।	মধুলি ৩/।	আলু ও চীনের আলু।
২২ জয়নারায়ণ।	ক্লেদুপ ২॥০।	বকলি ও কবি।
২৩ রামচাঁদ।	জোসলি ৩/।	আলু।
২৪ রামহরি।	পিকাপাসা ৬/।	মটর ও পালঙ্গ।
২৫ বিশ্বনাথ।	শ্যামবাজার ২/।	লঙ্কামরিচ।
২৬ গোলোক।	শিঙ্গদা ২/।	কবি ও মটর।
২৭ সাধর।	শ্যামবাজার ৬/।	মটর।
২৮ মধু।	পিকাপাসা ৭/।	মটর ও লঙ্কামরিচ।
২৯ তারু।	মুচিখোলা ১২/।	ফুলকবি।
৩০ ভেলু।	মনসাতেঙ্গা ১॥০।	ঐ।
৩১ গৌর।	ঐ ঐ।	ঐ।
৩২ লক্ষ্মীনারায়ণ।	জারুলী ৩/।	আলু ও পালঙ্গ।
৩৩ মাণিক।	বুয়ালাল ২/।	ফুলকবি ও সালগাম।
৩৪ রামচাঁদ।	নিমতা ৩/।	মটর ও আলু।
৩৫ ছিদাম।	নাম্নিয়া ১/।	সালগামইত্যাদি।
৩৬ কৃষ্ণ।	বেলগাছিয়া ৩/।	মটর ও আলু।
৩৭ কালুরে।	সোবসা ৫/।	আলু ও গাজর।
৩৮ কেনারামতারা।	মূল্যর ১২/।	কবি ও ফুলকবি।
৩৯ কুঁচিল।	পিকাপাসা ৪/।	মটর।
৪০ দেবী।	শিস্নার হাট ৬/।	সালগামইত্যাদি।

নাম।	জোত।	দ্রব্য।
৪১ কালাচাঁদ।	রামপুর ৪/ বিঘা।	কবি ও বুকলি।
৪২ পাঁচু।	শিকামাড়া ৪/।	মটর।
৪৩ জলধর।	সোনাই ৪/।	কবিইত্যাদি।
৪৪ হারুউল্লা।	শান্তিপুর ৬/।	শালগাম ও কবি।
৪৫ মনচাঁদ।	চিতপুর ৪/।	মটর ও আলু।
৪৬ কৃষ্ণ।	কাবালি ৮/।	মটর ও পালঙ্গ।
৪৭ জীবন।	আলীপুর ৭/।	শালগাম ও মটর।
৪৮ মৈরকিদি।	সোনাই ৫/।	গাজর ও মটর।
৪৯ রামতনু।	গোবরা ১৪/।	শালগাম ও মটর ইত্যাদি।
৫০ গৌর।	সোনাই ২/।	ব্রকলি ও কবি।
৫১ বৈদ্যনাথ।	কামারডাঙ্গা ১/।	কবি ও গাজর।
৫২ কালাচাঁদ।	নিমলা ২/।	পালঙ্গ ও আলু।
৫৩ নফর।	চন্দননগর।	আলু।
৫৪ রামপ্রকাশ।	শিকামারা ২/।	পালঙ্গ ও গাজর।
৫৫ গোপীধর।	আকরা ১/।	ফ্রেঞ্চবীন।
৫৬ মধু।	উলাশপাড়া।	মটর।
৫৭ শিবু।	সিঙ্গাশহাটী ৮/।	ফুলকবি।
৫৮ রঘুনাথ।	টাঙ্গরা ১/।	ফুলকবি ও আলু।
৫৯ অর্জ্জুন।	সিঙ্গাশহাটা ৩/।	আলু ও গাজর।
৬০ বিশ্বনাথ।	বেকলি ১/।	কবি।
৬১ দর্পনারায়ণ।	ঘুঘুডাঙ্গা ১০/।	ফুলকবি ও মটর।
৬২ রামরত্ন।	কটালি ৫/।	মটর ও আলু।
৬৩ সরূপ।	ঐ ৩/।	আলু।
৬৪ তারাচাঁদ।	দোতলপাড়া ৪/।	কবি ও গাজর।
৬৫ রবি।	আলীপুর ৩/।	কবি ও ফুলকবি।
৬৬ মধু।	মুচিখোলা ৬/।	শালগাম ও মটর।
৬৭ সীতারাম।	পাকদাহালী ৪/।	আলু ও পেঁয়াজ।
৬৮ বিচু।	নাজি ১/।	নোলখোল।

নাম।	জোত।	দ্রব্য।
৬৯ গরীবউল্লা।	আলীপুর২/বিঘা।	শালগাম ও কফি।
৭০ মতিউল্লা।	ঐ ২॥০।	ঐ ঐ।
৭১ শ্রী।	মুচিখোলা ৪/।	শালগাম ও বীজ।
৭২ কালাগিলামা।	ঘুঘুডাঙ্গা ৫/।	গাজর ও কবি।
৭৩ গোরাবক্স।	মুচিখোলা ১/।	কবি ও পালঙ্ক।
৭৪ রামচাঁদ।	গোবরা ৩/।	মটর ও আলু।
৭৫ কালু।	আলীপুর ২॥০।	মটর ও শালগাম।
৭৬ দয়াল।	ঐ ৭/।	ঐ ঐ।
৭৭ রূপচাঁদ।	মুচিখোলা ৩/।	ঐ ঐ।
৭৮ মেহেদো।	ঐ ২/।	কবি ও ফুলকবি।
৭৯ ইমদালাহ।	তালগঞ্জ ৪/।	ফুলকবি ও গাজর।
৮০ কার্ত্তিক।		গাজর ও মটর।
৮১ রামু।	তালগঞ্জ ৩/।	ঐ ঐ।
৮২ নওয়াবদী।	আলীপুর ৩/।	মটর ও শালগাম।
৮৩ অভয়চরণ।	ইটালি ১/।	পালঙ্ক ও গাজর।
৮৪ মোতিরাম।	মুচিখোলা ৩/।	কবি ও মটর।
৮৫ গঙ্গারাম।	শিকামারা ৩/।	মটর ও গাজর।
৮৬ বনমালী।	আখড়া ১/।	ফ্রেঞ্চবীন।
৮৭ রামপ্রসাদ।	সোনাই ॥০ কাটা।	মটর।
৮৮ বিচু।	কোমরভাঙ্গা ৪/।	ফুলকবি।
৮৯ রামচন্দ্র।	গোবরা ২/।	ফুলকবি ও গাজর।
৯০ ছিদাম।	জাকলীয়া ৩/।	গাজর।
৯১ কাশীনাথ।	চিতপুর ৩/।	মটর ও আলু।
৯২ গঙ্গারাম।	ঐ ৭/।	মটর ও পালঙ্ক।
৯৩ দুখিরাম।	শিকামাড়া ৮/।	ঐ ঐ।
৯৪ মধু।	টেঙ্গরা ২৭/।	মটরইত্যাদি।
৯৫ নীলু।	সোনাই ৪/।	ফ্রেঞ্চবীন ও পালঙ্ক।

নাম।	জোত।	দ্রব্য।
৯৬ সরূপ।	মাচাংপুল ঐ।	মটর ও গাজর।
৯৭ মদন।	বাঁকিতৈলা ৩/।	আলু।
৯৮ মদন।	বেলগাছিয়া ২/।	সালগাম।
৯৯ কুঁচিল।	আলীপুর ঐ।	মটর ও ফুলকপি।
১০০ মদন।	মুচিখোলা ৫/।	মটর ও কপি।
১০১ দর্পনারায়ণ।	শিকারপারা ১২/।	মটর ও গাজর।
১০২ জলধর।	মুচিখোলা ঐ।	ঐ।
১০৩ সরূপ।	চৈঙ্গরা ২/।	আলু।
১০৪ নন্দরা।	আলীপুর ৮/।	মটরইত্যাদি।
১০৫ সোনাবদী।	ঐ ৫/।	ফুলকপি ও সাল গাম।
১০৬ রতু।	ঐ ২/।	নোলকোল ও কপি।
১০৭ তনু।	ঐ ৩/।	সালগাম ও কেক্ষরীন।
১০৮ সরূপ।	মুচিখোলা ২/।	ঐ ঐ।
১০৯ মদন।	আলীপুর ১১/।	ঐ ঐ।

সভাস্থ সাহেবেরা নীচের লিখিত দ্রব্যের বিবেচনা করিয়া পুরস্কার দিতে আরম্ভ করিলেন।

A আলুর কারণ।

১। মুচিখোলার সোনাউল্লা সমাজের রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা তাহার জোত ২/ বিঘা।

২। সোনাইয়ের রামচাঁদ ১০৲ টাকা তাহার জোত ২/ বিঘা।

৩। মুচিখোলার পদ্ম ১০৲ টাকা।

৪। সোনাইকের গঙ্গানারায়ণ সম্মা আগুর কারণ ১০৲ টাকা তাহার জোত ৩/ বিঘা।

B ফুলকবির কারণ।

১। সোনাইকের বিশ্বনাথ দাসের রৌপ্য মুদ্রা ও ১০৲ টাকা তাহার জোত ৪/ বিঘা।

C ঢুকশির কারণ।

১। মুচিখোলার হিদু ১০৲ টাকা তাহার জোত ৪/ বিঘা।

D কটকের কারণ।

১। দমদমার রামার কৃষ্ণ দাসের রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা।

২। খিদিরপুরের গোবর্দ্ধন ১০৲ টাকা।

E ফুলদোলো কবির কারণ।

১। মতিঝিলের পীতাম্বর দাসের রৌপ্য মুদ্রা ও ৪০৲ টাকা তাহার জোত ১২/ বিঘা।

F সাবু কবির কারণ।

১। খিদিরপুরের মৈমুদ্দি ১০৲ টাকা তাহার জোত ৫/ বিঘা।

G লাল কবির কারণ।

১। মুচিখোলার যাদব ১০৲ টাকা।

H সালগামের কারণ।

১। আলীপুরের আরুল্লা বড় গোল সালগামের কারণ ৫৲ টাকা।

২। খুড়িখোলা'র মধুসূদন ছোট গোল শালগামের কারণ ৫৲ টাকা।

৩। ফ্রেড্রীক সাহেব শালগাম ও মুলা ও উন্‌[illegible]নের কারণ ১০৲ টাকা।

I নোলকোলের কারণ।

১। নকিসিয়েকের নুরুল্লা সাদাজাতির কারণ ৫৲ টাকা

২। বেলিয়া চৌরাস্তার গোলাম লালজাতির কারণ [illegible] টাকা।

৩। ঐ বীরেণ ৩৲ টাকা।

K শালগামের কারণ।

১। মুচিখোলার যুধিষ্ঠির ৭৲ টাকা।

L গাজরের কারণ।

১। বেলগাছিয়ার মদন ৫৲ টাকা।

M অস্পার্মিরিচের কারণ।

১। শাঁকরাহারের মধুসূদন ৩৲ টাকা।

২। ঐ বিশ্বনাথ ঐ।

ইহার অতিরিক্ত ক্ষুদ্র ২ কতক পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে।

সকলহইতে যে সকল উত্তম গরু সভাস্থ লোকেরদের সমক্ষে দোয়া গেল তাহার কারণ নীচের লিখিত পুরস্কার দেওয়া গেল যে সকল বঙ্গদেশীয় গরু।

১। খিদিরপুরের রামমোহন ঘোষ সমাজের রৌপ্যমুদ্রা ও ৪০৲ টাকা ঐ গরুর দুগ্ধ কাঁচা তিন সের।

২। [illegible]রের পিং ১০, টাকা পূর্ব লিখিত গরহইতে তাহার পরের দুধ কিছু কম।

৩। [illegible]রের মতিরাম ৩০ টাকা।

৪। [illegible]রের নিকটস্থ [illegible] জন [illegible] এক [illegible] এই রূপ [illegible] দ্বারা [illegible]

[illegible]

[illegible] টাকা [illegible]

[illegible]

[illegible]

১৮৬০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি [illegible] কলিকাতার [illegible] সাহেব প্রস্তাব করিলেন।

আপনি কি বিবেচনা করেন যে বীজ থাকিবে তাহা বিক্রয় হইবেক এবং যে প্রকার আমরা বিক্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ সভ্য লোককে অসভ্য লোক হইতে শতকরা ১০, টাকা কম মূল্যেতে বিক্রয় করা উচিত।

আমার এই বাক্যের মূল কারণ এই যে যে সভ্যলোকের বাগান আছে ও যে সভ্যলোকের বাগান নাই ঐ দুই ক্ষেত্রে তুল্য জ্ঞান করা যাইবেক।

বাজারে যে মূল্যেতে বীজ পাওয়া যায় তাহাহইতে সভ্য লোককে যে মূল্যে বেচা যায় তাহাতে তাহারদের বা

র্ষিক দত্ত টাকার চতুর্থাংশ হইবেক পূর্ব্বে এই প্রকার কল্প কাহারু মনে উদয় হয় নাই আর ঐ কল্প বড়।

যেং সভ্য লোকের বড় বাগান আছে তাঁহারা উপরের লিখিত কম মূল্যেতে দুই অংশ পাইতে পারেন ইহার অতিরিক্ত যাহা চাহেন তাহা বাজারের মূল্যানুসারে কিনিতে পারিবেন মফঃসলে থাকা সভ্য সাহেব লোকেরদের নিমিত্তে যত বীজের আবশ্যক তাহা রাখিতে হইবেক এবং এই বীজ বিক্রয় করাতে যত টাকা হয় তাহাও আমারদের পুঁজির শক্তির নিমিত্তে চাহি।

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে প্রতিবৎসর যত টাকা একং সভ্য লোক দেন তাহার অর্দ্ধেক মূল্যের অধিক বীজ দেওয়া যাইতে পারিবে না এবং এই সমাজের পরের উপকারিদের বৃদ্ধি দিনেং হইলে অতিরিক্ত খরচ করা উপযুক্ত নহে।

নিশ্চয় করা গেল যে সমাজের বীজ পঁহুছিলে পর উপরের লিখিত কথানুসারে কর্ম্ম করা যাইবেক।

ভূমি ও বাগানের কৃষিকরণসমাজের সভ্য লোকেরদের নাম।

১৮২৮ সাল ১ জুলাই।

কলিকাতা বাসি লোক।

শ্রীযুত জ. আবট সাহেব।
শ্রীযুত ন. আলেকসান্দর সাহেব।
শ্রীযুত এ. বার্ণেত সাহেব।
শ্রীযুত হনোরাবল উ. হ. বেলি সাহেব।
শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায়।
শ্রীযুত উ. ব্রাকন সাহেব।
শ্রীযুত প. ব্রিটন সাহেব।
শ্রীযুত র. ব্রোন সাহেব।
শ্রীযুত কাপ্তান উ. ক্রেস সাহেব।
শ্রীযুত জ. কালদর সাহেব।
শ্রীযুত উ. কামরূণ সাহেব।
শ্রীযুত ডাক্তর উ. কেরি সাহেব।
শ্রীযুত গ. চেষ্টর সাহেব।
শ্রীযুত কাপ্তান সর র. কুহন সাহেব।
শ্রীযুত আর্চডিকন করি সাহেব।
শ্রীযুত মেজর কাম্বুলি সাহেব।
শ্রীযুত জ. কলেন সাহেব।
শ্রীযুত জ. দুগল সাহেব।
শ্রীযুত জ. ডৌলিন সাহেব।
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর।
শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ আডিড।
শ্রীযুত ডাক্তর ম. জ. এজির্তন সাহেব।
শ্রীযুত গ. জ. গর্ডন সাহেব।
শ্রীযুত সর চার্লস গ্রে সাহেব।

শ্রীযুত স. ও. হাঁদো সাহেব।
শ্রীযুত ন. হালহেদ সাহেব।
শ্রীযুত স. ফ. হন্তর সাহেব।
শ্রীযুত উ. ক হরি সাহেব।
শ্রীযুত ও. হটন সাহেব।
শ্রীযুত ডাক্তর জাকমন সাহেব।
শ্রীযুত কাপ্তান জেঙ্কিন্স সাহেব।
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক।
শ্রীযুত জ. কিদ সাহেব।
শ্রীযুত র. লেসলি সাহেব।
শ্রীযুত উ. লেস্কর সাহেব।
শ্রীযুত জ. মকরিচি সাহেব।
শ্রীযুত মেজর মেলিন সাহেব।
শ্রীযুত ডাক্তর জ. মার্সমান সাহেব।
শ্রীযুত উ. মেলবিল সাহেব।
শ্রীযুত জ. মিঙ্কিন সাহেব।
শ্রীযুত জ. মোর সাহেব।
শ্রীযুত স. নিকলসন সাহেব।
শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর।
শ্রীযুত উ. পাত্রিক সাহেব।
শ্রীযুত স. পাতেনসন সাহেব।
শ্রীযুত ও. প্লৌদন সাহেব।
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।
শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব।
শ্রীযুত বাবু রামধন বন্দ্য।
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন।
শ্রীযুত দ. হ. রেনি সাহেব।
শ্রীযুত চ. ক. রারিসন সাহেব।
শ্রীযুত সর এডার্ড রৈআন সাহেব।
শ্রীযুত জ. ব. স্কট সাহেব।

শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস।
শ্রীযুত স. পী. মিশ্চর সাহেব।
শ্রীযুত মোল্ড সাহেব।
শ্রীযুত অ. স্মর্লিং সাহেব।
শ্রীযুত জ. স্তর্ম সাহেব।
শ্রীযুত চ. জ. ক্রেণ্ডল সাহেব।
শ্রীযুত ফ. পা. স্মঙ্গ সাহেব।
শ্রীযুত চ. ত্রোবর সাহেব।
শ্রীযুত বাবু অভয়চরণ বন্দো।
শ্রীযুত র. উয়াল্‌পোল সাহেব।
শ্রীযুত জ. উইলিস সাহেব।
শ্রীযুত হ. র. উলিসন সাহেব।
শ্রীযুত হ. উদ সাহেব।

কলিকাতার অধিবাসি।

শ্রীযুত চ. রিচর্ড সাহেব।
শ্রীযুত আ. উ. বেগবি সাহেব।
শ্রীযুত মিস্তুরস উ. র. কনার সাহেব।
শ্রীযুত উ. ক্রেকফ্ট সাহেব।
শ্রীযুত জ. কার্টিস সাহেব।
শ্রীযুত [illegible] সাহেব।
শ্রীযুত জ. [illegible] সাহেব।
শ্রীযুত জ. [illegible] সাহেব।
শ্রীযুত উ. [illegible] সাহেব।
শ্রীযুত ম. [illegible] সাহেব।
শ্রীযুত [illegible] চ. র. লিণ্ডি সাহেব।
শ্রীযুত উ. [illegible] সাহেব।
শ্রীযুত [illegible] মেকেঞ্জি সাহেব।
শ্রীযুত উ. জ. মার্টিন সাহেব।
শ্রীযুত জ. মাকেঞ্জি সাহেব।

শ্রীযুত জ. স. মেই সাহেব।
শ্রীযুত হনোরাবল উ. হ. ল. মেলবিল সাহেব।
শ্রীযুত জ. উ. পাক্‌স্তন সাহেব।
শ্রীযুত র রিচাদসন সাহেব।
শ্রীযুত জ. ফ. রৈল সাহেব।
শ্রীযুত উ. ফ. রসিল সাহেব।
শ্রীযুত দ. স্বট সাহেব।
শ্রীযুত জ. সা সাহেব।
শ্রীযুত স্লোন সাহেব।
শ্রীযুত এ. স্তর্লিং সাহেব।
শ্রীযুত র. স্বীতনহাম্ সাহেব।
শ্রীযুত জ. তেলর সাহেব।
শ্রীযুত তমসন সাহেব।
শ্রীযুত জ. এ. উল্‌কিনসন সাহেব।
শ্রীযুত ইযুল সাহেব।

সমাপ্ত।

নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট।

বোম্বেস্থ দ্রাক্ষালতাসম্পর্কীয় ব্যাপার।

শ্রীযুত বালার্দ সাহেবের কৃত।

১৮২৪ সালের ১৮ মে পঠিত।

শ্রীযুত কৃষিসমাজীয় সাহেবসমূহ মহাশয়েষু।

বোম্বেতে দ্রাক্ষালতার উত্তমরূপ বৃদ্ধির নিমিত্তে বালুকা ময় শুষ্ক ভূমি উত্তম চিক্কণ ভূমি দুই তিন ফুটপর্য্যন্ত নর্দ মাকাটনেতে এবং তাহার পর ঐ নর্দমা নারিকেলের বা গানহইতে আনীত বালুকাময় মৃত্তিকার দুই অংশ এবং ক্ষুদ্র সফেদ শাঁখের একাংশ উপর্য্যুপরি ক্রমে দিয়া ঐ নর্দ মা পূর্ণকরণেতে ঐ ভূমি উত্তম হয়।

অক্তোবরের শেষে বর্ষাকালগতে দ্রাক্ষালতার বৃদ্ধির নিবারণার্থে এবং তাহার এক প্রকার কৃত্রিম শীতকাল জন্মাইবার নিমিত্তে শিকড়ের উপরিস্থ মৃত্তিকাসকল বা হির করা যায় এবং গাছের ডাল উপযুক্তরূপে কাটা যায় অর্থাৎ অক্তোবরের ৭ তারিখঅবধি ১০ তারিখ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা বাহির করা যায় তাহার পর ১৫। ১৬ দিন অমনি থাকে তদনন্তর সেই দ্রাক্ষালতার ডাল কাটনেতে সেই লতার শক্তি ও কত বৎসরের গাছ ইহাতে দৃষ্টি রা খিয়া গত বৎসরের ২। ৩। ৪ ডাল রাখিয়া এমত কাটে যে তিন চারি গাঁইট থাকে কেননা এই গাঁইটহইতে আ গামি বৎসরে ফলোৎপাদক ডাল জন্মে। কাটনানন্তর ৭। ৮ দিনের মধ্যে নূতন কুঁড়ি নির্গত হয় এবং তাহা দেখি লে শিকড়হইতে যে মৃত্তিকা বাহির করা গিয়াছে ঐ মৃত্তি কাতে উত্তমরূপে সার মিশাইয়া পুনর্ব্বার তাহাতে দিতে হইবেক এবং যেপর্য্যন্ত ফল বাড়িতে ও পাকিতে না লা গে সেপর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে ঐ লতা তে জল দিতে হইবেক ফল যখন পাকিতে আরম্ভ হয় ত

খন এত জল দেওন উপযুক্ত নহে সে সময়ে তিন চারি দিনান্তর একবার জল দেওনেতে লতা উত্তম থাকে।

উপরের উক্তমত কাটা দ্রাক্ষালতাতে জানুআরি মাসের শেষে খাইবার উপযুক্ত ফল জন্মে এবং এক দ্রাক্ষালতা এক মাস পাঁচ সপ্তাহের অধিক তেজাল না থাকনপ্রযুক্ত আমরা অল্প কাল গতে কতক দ্রাক্ষালতা নবেম্বরপর্য্যন্ত আকাটা রাখিয়াছি এবং কতকও দিসেম্বরপর্য্যন্ত তদনন্তর উপরের উক্ত ব্যবহার করা যায়।

এই উপায়েতে আমরা জানুআরিঅবধি আপ্রিল মাসের শেষ ও কখন২ মে মাসের অর্দ্ধপর্য্যন্ত ক্রমেতে ফল পাই জানুআরি মাসে যে দ্রাক্ষাফল হয় তাহার ফল পাড়নের পর ১৫।১৬ দিন অর্থাৎ মার্চের মধ্যে সে শিকড়ের মৃত্তিকা পুনর্ব্বার তোলা যায় এবং অক্তোবর মাসে যেমন ডাল কাটে ও জল ও সার দেয় তাহার মত পুনর্ব্বার মার্চ মাসে করা যায় কিন্তু এক বৎসরে দুইবার ফলোৎপাদনপ্রযুক্ত লতার হানি হয় এবং দ্বিতীয়বার উৎপন্ন ফল বর্ষাকালের পূর্ব্বে পাকে না অতএব ঐ ফল পাকিবার পূর্ব্বে আমরা তাহা পাড়ি কেননা তাহাতে ভারি জল হইলে তাহার রস যায় ও সে ফল অকর্ম্মণ্য হয়।

নবেম্বর মাসে যে২ দ্রাক্ষালতার ডাল কাটা যায় তাহার ফল ফেব্রুআরিমাসের শেষে পাকে এবং জানুআরি মাসে যাহার ফল পাকে উপরের উক্ত গাছের যেরূপ করিতে হয় তাহারো সেই প্রকার কর্ম্ম করিতে হইবেক শেষে যাহার ডাল কাটা যায় তাহার ফল মার্চ ও আপ্রিলেতে পাকে অতএব তাহার ডাল কাটন বর্ষার আরম্ভেতে হয় কিন্তু তাহার বিষয়ে আমি কিছু স্থির কহিতে পারি না আমার মনে আছে যে সেখানকার উপরের উক্ত কর্ম্মের দ্বারা উত্তম ফলোৎপাদক এক সাহেব আমাকে কহিয়াছেন যে ঐ শেষোক্ত লতার ডাল কেবল বৎসরে একবার কাটা যায়। কেবল কর্ম্মের পরীক্ষার দ্বারা এই

দেশে ইউরোপীয় বৃক্ষাদির ব্যবহার জ্ঞান পাইতে পারি এবং উপরের উক্ত প্রকারে ব্যবহার করা দ্রাক্ষালতার ভালমন্দ জানাইবার নিমিত্তে আর দুইতিন বৎসরের আবশ্যক হইতে পারিবেক।

বাঙ্গালা ও বোম্বেদেশে ঋতুকাল এক প্রকার অতএব আমার বিবেচনাতে ঐ দুই স্থানেতে এক প্রকার ব্যবহার করাতে তুল্য ফল হইতে পারিবেক এবং এ প্রযুক্ত আমি ইহা লিখিয়া দি কেননা উদ্যানকরণের উত্তম প্রকারের বিষয়ে আমি অজ্ঞ আছি ইংগ্লণ্ডদেশীয় শ্রীযুত বাদশাহের প্রধান মালী ফোরসৈত সাহেবের লিখিত এক পুস্তকের মধ্যে দ্রাক্ষালতা এবং অন্য ফলোৎপাদক বৃক্ষের বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে ঐ কেতাবের নাম ফোরসৈত অন ফ্রুট ট্রীজ্ ইতি।

শ্রীযুত বালার্দ সাহেবস্য।

২৩ প্রকরণ

বর্দ্ধমান ও রঙ্গপুরজিলাতে ইক্ষুর ক্ষেত্রকরণ ও চিনীপ্রস্তুতকরণের বিষয়।

১৮২৪ সালের ১৮ মে পঠিত।

নীচের লিখিত প্রথম পত্রে ইক্ষুর ক্ষেত্রকরণ এবং গুড় হইতে চিনী প্রস্তুত করণের খরচের ফর্দ।

দ্বিতীয় পত্রে ইক্ষুর ক্ষেত্রকরণের খরচ এবং যত গুড় প্রস্তুত করা যায় এবং তাহার সামান্য মূল্য।

কোনং বিষয়ে এই দুই পত্রের লিখিত কথা সর্ব্বব্যাপক

নহে বিশেষতঃ বিঘার পরিমাণ ও মোনের ওজন লেখা যায় নাই কিন্তু যাহা লেখা গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে ক্ষেত্রকরণিয়ার এই ক্ষেত্রেতে অন্যক্ষেত্রকরণাপেক্ষা লাভ হয় এবং তদনন্তর গুড় প্রস্তুত করণিয়ারদেরো অধিক লাভ হয়।

প্রথম পত্র বর্দ্ধমানস্থ এক জনের দ্বারা লিখিত। ইক্ষুর ক্ষেত্রকরণবিষয় তাহাতে বিস্তারিতরূপে লেখা গিয়াছে কিন্তু গুড় যেপ্রকারে প্রস্তুত করা যায় এবং এক বিঘার ইক্ষুহইতে সামান্যতঃ যত গুড় করা যায় তাহা লেখা যায় নাই। দ্বিতীয় পত্রেতে যত গুড় পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা ও মূল্য লেখা গিয়াছে কিন্তু তাহাতে যত চিনী হয় তাহা লেখা যায় নাই ঐ পত্র রঙ্গপুরস্থ এক জনের লিখিত।

যেপর্য্যন্ত ইউরোপীয়েরদের ধন ও বুদ্ধি ইক্ষুর ক্ষেত্র করণেতে ও চিনী প্রস্তুতকরণেতে ব্যাপৃত না হয় সে পর্য্যন্ত কহা যাইতে পারে না যে ক্ষেত্রকরণ কি চিনী প্রস্তুতকরণের উত্তমতা কিপর্য্যন্ত হইতে পারিবেক। নিঃসন্দেহে ঐ দুইয়ের উত্তমতার বৃদ্ধি হইতে পারিবেক গরীব রাইয়ত এখন অর্দ্ধ বিঘাবধি ৪। ৫/ বিঘাপর্য্যন্ত ইক্ষুর ক্ষেত্র করে তাহার অধিক ক্ষেত্র প্রায় কখন করে না এবং অধিক ক্ষেত্রকরণোপযুক্ত তাহার বুদ্ধি ও ধনও নাই তাহার আখ মাড়া গাছের দ্বারা ইক্ষু যে ক্ষেত্রেতে জন্মিয়াছে তাহার কোণেতে ঐ গাছের দ্বারা কিছু২ রস নির্গত করে এবং সেখানে রস জাল দিয়া গুড় করে ঐ গুড় চিনীর রস ভিন্নকারি যে কর্ম্মের আবশ্যক ঐ কর্ম্মের পূর্ব্ব অল্প কি অধিককাল ঐ অবস্থাতে রাখা যায় এবং কখন২ দূর দেশে লইয়া যায়।

চিনীর উপযুক্ত কারখানা হইলে গুড়করা কর্ম্ম থাকিবে না এবং অধিক চিনীও জন্মিতে পারিবেক এবং ঐ রস পুনঃ২ পাককরার দ্বারা যদি একেবারে চিনী করা যায় তবে ঐ চিনী সাফ করিবার নিমিত্তে মনোনীততর হইবেক।

বর্দ্ধমান জিলাতে নন্দপাঠনানামক এক স্থানেতে অধিক চিনী প্রস্তুত করা যায়। কহা যায় যে সেই স্থানে প্রতি বৎসর আশী হাজার মোন চিনী প্রস্তুত হয় এবং তাহা ৮। ১০ আট দশ হাজার বিঘা ইক্ষুর ক্ষেত্রহইতে উৎপন্ন অর্থাৎ ভাল সময়ে যত ভূমিতে চারি পাঁচ শত মোন নীল উৎপন্ন হয় তত ভূমিতে। ক্ষেত্রকরণের খরচ এক প্রকারে ২৫০০০ টাকা হইতে পারে অন্য প্রকারে তিন লক্ষের ন্যূন প্রায় হইবেক না।

উপরের উক্ত স্থানেতে যদি ঐ জিলার ৩ তৃতীয়াংশ কিম্বা এক পোআ গুড় কেনা যায় তবে জানা যায় যে ঐ জিলাতে ইক্ষুর ক্ষেত্রেতে চল্লিশ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হয় না অর্থাৎ এখন যে২ ক্ষেত্র করা যায় ঐ২ ক্ষেত্রের কিছু হানি করণব্যতিরেকে যত ভূমিতে ইক্ষুর ক্ষেত্রহইতে পারে তাহার এক পোআ নয়।

শ্রীযুত বালর্দ সাহেবস্য।

শ্রীযুত কৃষিসমাজীয় সাহেবসমূহ মহাশয়েষু।

এখন এই দেশে ইক্ষুর রোপণ ও তাহার সকল কর্ম্মকরণের খরচ আমি যত নিরূপণ করিতে পারি তাহার এক ফর্দ্দ লিখিয়া পাঠাই। ইক্ষু কেবল অত্যল্প পাওয়া যায় এবং তাহাতে অধিক মূল্য লাগে অতএব আমার বিবেচনায় উপযুক্তরূপে পরীক্ষাকরণার্থে আগামি বৎসরে অল্প বিঘা ইক্ষুর ক্ষেত্রকরণ উপযুক্ত এই অভিপ্রায়ে আমি শাবানের সন্নিহিত ফরকানানামক এক স্থান ঠাহরাইয়াছি বর্ষাকালে সাগরের খালে ও হিজলী নদী দিয়া তাহার এক ক্রোশ দূরে যাওয়া যাইতে পারে এবং এখন তাহার চারি ক্রোশ দূরে যাওয়া যায় ঐ প্রদেশে ইক্ষুর গাছ অত্যুত্তম দেখা গেল আমি যত গাছ ইহার পূর্ব্বে দেখিয়াছি তাহাহইতে ঐ গাছ উত্তম সেই স্থানে ২০ বিঘাবধি ৫০ বিঘা পর্য্যন্ত ভূমি পাওয়া যায়।

৫০ বিঘা ইক্ষুর ক্ষেত্রকরণের খরচের ফর্দ্দ।

কোদালীতে ৫০ বিঘা খুঁড়নে বিঘাপ্রতি ৪ চারি টাকার হারে ২০০ টাকা।

একং বিঘা রুপিবার নিমিত্তে ১৫ কাহন বীজ লাগে এক কাহনেতে ১১৫০০ বীজ থাকে দুই কাহন এক টাকাতে পাওয়া যায় এই হারে ১৫ কাহনের মূল্য ৭।৷০ টাকা অতএব ৫০ বিঘারকারণ। ৩৭৫ টাকা

ঐ বীজরোপণ ও তাহাতে জল দেওয়াতে বিঘাপ্রতি ৩ টাকার হিসাবে ৫০ বিঘাতে। ১৫০ টাকা

পুনঃং জল দেওয়াতে ফিবিঘা ১৸০ হিসাবে ৫০ বিঘাতে। ৮৭।৷০

নিড়ান ও পরিষ্কার করাতে ফিবিঘা ১।০ হারে ৫০ বিঘাতে। ৬২।৷০

পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালীন পাওয়া পাঁক ফিবিঘায় ৪ টাকার হারে ৫০ বিঘা। ২০০

গাছ বাঁধা ও তাহার পাতা জড়াইয়া দেওয়ার খরচ বিঘাপ্রতি ৫ টাকা করিয়া ৫০ বিঘাতে। ২৫০

অক্তোবর নবেম্বর দিসেম্বর ও জানুআরি মাসে জল দেওয়ার খরচ বিঘাপ্রতি ৩ টাকার হিসাবে ৫০ বিঘাতে। ১৫০

ইক্ষুর গাছ সাফ করা ও পচাতেপাত খুলিয়া ফেলাইত্যাদির খরচ বিঘা প্রতি ।৷০ আনার হারে ৫০ বিঘা। ২৫

ভুমির খাজানা ফিবিঘা ৫।৷০ টাকার হারে ৫০ বিঘাতে ২৭৫

এদেশীয় লোক যদি ইক্ষু মাড়ে তবে এক বিঘা ভূমির ইক্ষু ১৬ দিনে মাড়িতে পারে অতএব তাহা মাড়নের খরচ ফিবিঘা ১৩ টাকার হিসাবে ৫০ বিঘাতে। ৬৫০

সর্ব্বসুদ্ধা ২৪২৫ টাকা

অতিরিক্ত কিছু খরচ করিলে এই ইক্ষু দ্বিতীয়বার কাটা যাইতে পারে এবং তাহা করিলে ফি বিঘায় ১৫ টাকা পাওয়া যায়।

উপরে লিখিত ফর্দ বাস্তবিক খরচের কিছু কমবেশ হইতে পারিবেক কিন্তু এ দেশীয় যে এক মান্য লোককে গত দুই বৎসর ঐ কর্ম্মে রাখিয়াছি সে জন নিয়ম করে যে এই ফর্দের অতিরিক্ত খরচ লাগিবেক না অতএব তাহার খরচ। ২৪২৫ টাকা।

এই বিষয়ে আমি যত পরীক্ষা করিয়াছি এবং যে সকল বিবরণ পাইতে পারি তাহাতে আমার প্রত্যয় আছে যে ফি বিঘাতে বাজারের ওজনের ১২ বার মোন চিনী পাওয়া যাইবেক আমার কর্ম্মাধ্যক্ষ বলে যে কখন ১৫ কি ১৮ কি ২১ মোন বিঘাপ্রতি পাওয়া গিয়াছে ইহা দেখিয়াছে কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহার ভ্রান্তি থাকিতে পারে অতএব যথার্থের অতিরিক্ত না কহিবার কারণ আমি বলি যে তাহার উৎপন্ন ফি বিঘাতে।

বাজারের ওজনের ৮ মোন চিনী ও তাহার মূল্য মোন করা ৮ টাকার হিসাবে বিঘাপ্রতি ৬৪ টাকা।

দশ মোন গুড় ১।।০ টাকা মোনকরা হারে তাহার মূল্য। ১৫ টাকা।

তাহার গাদ কাটাতে ও আর২ প্রকারে যে সকল বস্তু ফেলা যায় তাহাতে ত্রিশ গালন রম শরাব ফিবিঘাতে হইতে পারে ফিগালনের মূল্য ।।০ আট আনা করিয়া। ১৫ টাকা

পুনর্ব্বার রুপিবার নিমিত্তে বীজ বিক্রয় করা কি রোপা যাইতে পারিবেক তাহার মূল্য ফি বিঘা ১৫ টাকার হারে। ১৫ টাকা

মোটে ১০৯ টাকা

ফিবিঘা ১০৯ টাকা হইলে ৫০৲ বিঘাতে ৫৪৫০ টাকা
অতএব ৫০ বিঘা ভূমিতে লাভ। ৩০২৫ টাকা
আর ইহার অতিরিক্ত দ্বিতীয়বারের ইক্ষুও লাভ থাকে।

এই সময়ে আমি এই দেশে এ বিষয়ে আমার অভিপ্রায়ের মত কর্ম্ম করিতে পারি না ক্ষেত্র করিবার দিন গত হইল এবং ইক্ষুগাছ পাওয়া যায় না আপনকার অনুমত্যনুসারে রাইয়তকে উপযুক্ত সময়ে দাদন দেওয়াতে আমার অতিরিক্ত লাভ হইতে পারিবে এবং আমি তাহা করিতে যত্ন করিব কেননা আমি স্বীকার করিয়াছি যে আমি কৃষি কর্ম্মকরণে বিজ্ঞ নহি কিন্তু এ কর্ম্মে উত্তরোত্তর জ্ঞান পাইবার বাঞ্ছা করি এবং আমার সন্দেহ নাই যে আপনি যে মূল্য লিখিয়াছেন ঐ মূল্যেতে যথেষ্ট ইক্ষু পাইতে পারি।

আমার যে কর্ম্মাধ্যক্ষ গুভরাজপুরে থাকে তাহার যে শেষপত্র আমি পাইয়াছি তাহা আপনকার নিকটে পাঠাই ঐ পত্রেতে সে লেখে যে ফিকাঠা ১০ অবধি ১৬ ষোল টাকাপর্য্যন্ত পাইতে পারি ঐ পত্র পাইয়া আমি অন্য এক সরকার এবং চিনীর কারখানার পাঁচ জন উত্তম লোক সেখানে পাঠাইয়াছি এবং তাহারদের সহিত উপযুক্ত পাত্র এবং টাকাইত্যাদি পাঠাইয়াছি এবং তাহারদিগকে হুকুম দিয়াছি যে পৃথক্‌২ কতক কাঠা ভূমিতে যত ইক্ষু থাকে তাহা গণে ও ওজন করে ও তাহার ভার লেখে এবং যদি হইতে পারে তবে তাহার রসও ওজন করে ও ঐ ইক্ষু যদি এই প্রদেশের ইক্ষুর মত উত্তম হয় তবে যত পাইতে পারে সে সকলের কারণ দাদন দিতে হুকুম করিলাম এবং এই প্রকার কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে সেখানে লোক রাখিয়া শীঘ্র আমার নিকটে ফিরিয়া আসিতে ও ঐ সকল বেওরা জানাইতে আজ্ঞা করিলাম অতএব তাহারদের ১২ দিনপর্য্যন্ত কোন সমাচার না পাওয়াতে আমার যে নৈরাশ্য ও ক্ষতি তাহা আপনি বিবেচনা করুন

কিন্তু স্থান ৭০।৮০ ক্রোশ অন্তর এবং হইতে পারিবেক যে তাহারা ইহার পূর্ব্বে কোন কর্ম্ম করিতে পারে নাই কেননা সে কারখানা ডাকাইতের উপদ্রবেতে নষ্ট হইল ও সে সকল দ্রব্য লুঠ হইল আমার এই খেদ হয় যে আপন কার নিকটে এই সকল বিবরণ পাঠাইতে পারিলাম না।

ঐ দেশে কাজলী ইক্ষুর ক্ষেত্র করা যায় ঐ ইক্ষুতে উত্তম দানাযুক্ত চিনী করা যায় এবং আমি যত চিনী দেখিয়াছি সাফ করিবার নিমিত্তে ইংগ্লণ্ড দেশে পাঠাইবার কারণ আমি সকলহইতে এই চিনী পসন্দ করি এবং ঐ গুড়ের এই গুণ অন্য কোন কর্ম্ম না করিয়া পাক করিলে তৎক্ষ ণে চিনী করা যায় আর২ সকল প্রকার গুড় টুকরীতে কিম্বা থলীতে রাখিয়া এবং তাহার উপর পুনঃ২ কিছু জল দিলে রস নির্গত হয় আমি পুনঃ২ বিবেচনা করিয়াছি যে এই কর্ম্মপ্রযুক্ত কাল হয় এবং সেহেতুক ইংগ্লণ্ড দে শে যে লোক চিনী সাফ করিয়া পাক করে তাহারদের ক র্ম্মোযুক্ত হয় না।

জ্ঞাতব্য যে সকল উপদ্বীপে মস্কোবাদো চিনী প্রস্তুত ক রণের নিমিত্তে চূণের জলব্যতিরেকে অন্য কোন দ্রব্য তা হাতে দেওয়া যায় না এবং তাহা হইলে তাহা পিপাতে রাখে এবং এক মাসপর্য্যন্ত তাহার রস নির্গত হয় তাহা হইলে তাহা প্রস্তুত হয়।

নন্দ পাটনার চিনীকারক অনেক লোক আছে এবং আমি শুনিতে পাইয়াছি যে সেই স্থানেপ্রতিবৎসর ৮০০০ মোন চিনী প্রস্তুত করা যায় তাহারদের চিনীকরণের প্র কার নীচে লিখিতেছি। অল্প জলেতে মিশ্রিত একটা হাঁড়িতে গুড় রাখিয়া তাহা নির্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত জলমিশ্রিত দুগ্ধ পুনঃ২ তাহাতে দেয় তাহার পর এক বস্ত্র দিয়া ছাকে এবং অন্য এক হাঁড়িতে রাখে তাহা তে যেপর্য্যন্ত উপযুক্তরূপে চিনী না হয় সেপর্য্যন্ত পুন র্ব্বার পাক করা যায় ও তাহাতে দুগ্ধ দেওয়া যায় তাহার

পর অল্পেং সেই হাঁড়িহইতে সানকের মত পাত্রে রাখে এবং অল্প সাফ চিনী তাহাতে ছড়াইয়া দেয় পরে যে পর্য্যন্ত তাহার দানা না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা একটা কাঠেতে ঘুঁটে তাহার পর ঝাঁজরী পাত্রে রাখা যায় কিন্তু ঐ ছিদ্র বন্ধ থাকে তাহাতে শক্ত হইবার নিমিত্তে তিন দিন থাকে তাহার পর সিপি খোলা যায় ও রস সকল নির্গত হয় তাহার পর ঐ পাত্রস্থ চিনীর উপর ভাগ উঠিয়া লওয়া যায় এবং পুষ্করিণীতে জাত ঝাঁজিইত্যাদি তাহাতে রাখা যায় তাহাতে রস নির্গত হয় দুই তিন দিন পরে যে চিনী উপরে থাকে তাহা সাদা ও শক্ত হয় তাহার পর পূর্ব্ব প্রকারে তাহা চাঁচিয়া তোলে এবং যেপর্য্যন্ত সকল চিনী প্রস্তুত না হয় সেপর্য্যন্ত এই প্রকার তিন চারিবার করে যে রস তাহাহইতে নির্গত হয় তাহার নাম টিপকানী এবং তাহা পুনর্ব্বার পাক করিলে তাহাতে চিনী হয়।

এই প্রকার প্রস্তুত করা চিনী রৌদ্রেতে রাখা যায় ও বড় কাষ্ঠেতে পিটা যায় তাহাতে অধিক সাদা হয় কিন্তু তাহার দানা নষ্ট হয় অন্যং জিলাতে গুড়ের রস নির্গত হইলে ও চাপা গেলে প্রায় ঐ প্রকার প্রস্তুত করা যায়।

রঙ্গপুর জিলাতে এক বিঘা ইক্ষুর ক্ষেত্রকরণের খরচের বেওরা নীচে লেখা যাইতেছে।

মালগুজারী।	২।০
লাঙ্গল।	৩৵
মজুরী।	৩৵
বীজ।	৩৲
নিড়ানী খরচ।	১।।০
তাহার পর লাঙ্গলের খরচ।	।৵০
মজুরী একবার।	।।৵০
পুনর্ব্বার মজুরী।	২।০
পুনর্ব্বার।	৮৶

পুনর্ব্বার।	।০
প্রস্তুতকরণের খরচ।	৬৲
প্রস্তুতকরণের মজুরী।	৩৲
হাঁড়িকুঁড়ি।	৶৶
সর্ব্বসুদ্ধা।	২৭৶৶

উৎপন্ন ও মূল্য।

ত্রিশ মোন দানাযুক্ত গুড়ের ফিমোন ২।০ আনার হারে মোটে।	৬৭॥০
উপরের লিখিত ক্ষেত্রকরণের খরচ। ...	২৭৶৵০
লাভ।	৩৯॥৵০

---

২৪ প্রকরণ।

ফুল সুগন্ধিইত্যাদি করিবার বিষয়।

শ্রীযুত ডাক্তর নাতানাএলওয়ালিক সাহেব মহাশয়েষু।

সমাজের সাহেবদিগকে এই পত্রের সহিত প্রেরিত উদ্যান করিবার বিষয়ে এক গ্রন্থ ও তাহার তরজমা পাঠাই তাহার মধ্যেতে অনেক অজ্ঞান উপায়ের কথার মধ্যে অল্পং কথা উপকারক হইতে পারিবেক এবং অনিয়মিত প্রত্যয় যেপর্য্যন্ত হইতে পারে ইহার বিবেচনা করাতে বড় কৌতুক হয় আমি যখন এই গ্রন্থ তরজমার নিমিত্তে দিয়াছি তখন আমি বুঝিলাম যে তাহা রাজা মিত্রজিতের কৃত।

শ্রীযুত উলিয়ম লেষ্টর সাহেব ১৮২৪ সাল ২৩ জানুআরির।

উদ্যান ইত্যাদিবিষয়ক একগ্রন্থের কতক কথা।

১ যে বৃক্ষের ফুল সুগন্ধি না হয় ঐ বৃক্ষের মূলহইতে মৃত্তি

কা বাহির করাইয়া তাহার সহিত জাম ও মুথাও খস খস চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত কর তাহার পর নূতন মৃত্তিকা তাহাতে দেও তাহার পর ঐ২ দ্রব্য জলেতে সিদ্ধ কর এবং সেই জল শীতল হইলে ঐ জলেতে গাছ সেচ এই কর্ম্ম করিলে ফুল সুগন্ধি হইবেক সুগন্ধি পুষ্পজনক বৃক্ষেতে এই প্রকার কর্ম্ম করিলে তাহার গন্ধ আরো বাড়িবে এবং ফলবৃক্ষেতে এই কর্ম্ম করিলে ফল সুগন্ধি হইবে কিন্তু আবশ্যক যে চারা গাছেতে ঐ প্রকার কর্ম্ম করা যায়।

ফুলের বর্ণান্তর করিবার নিমিত্তে মঞ্জিষ্ঠা ও সিন্দূর ও ফটিকারী ও কপোতের মাংস কতক লইয়া গোর দুগ্ধের সহিত তাহা চূর্ণ কর এবং ফুলের গাছের মূল তাহাতে লেপন কর তাহার পর আসল মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিয়া শস্যক্ষেত্রহইতে নীত নূতন মৃত্তিকা তাহাতে দেও তাহার পর কতক হরিদ্রা ও পলাশফুল ও মঞ্জিষ্ঠা ও লোধ জলেতে সিদ্ধ কর তাহা শীতল হইলে পর তাহার সহিত সিন্দূর ও ফটিকারী ও দুগ্ধ মিশান ও এবং যেপর্য্যন্ত সেই বৃক্ষের ফুল না হয় সেপর্য্যন্ত ঐ মিশ্রিত জলেতে বৃক্ষ সেচন কর।

শৃঙ্গি পশুরদিগের চরবী ও গরুর দুগ্ধ ও মঞ্জিষ্ঠা ও ঘাটিয়া জলেতে মিশাইয়া সুগন্ধি পুষ্পজনক গাছেতে তাহা সেচন করিলে তাহার সুগন্ধ অধিক হইবেক।

মৃত্তিকাতে দেড় ফুট নীচে ও চারি ফুট বেড়ং এক গর্ত্ত করিয়া তাহা গরুর অস্থিতে পূর্ণ কর তাহাতে আগুন দেও এবং যেপর্য্যন্ত তাহা ভস্মসাৎ না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা পোড়ান যাউক ঐ ছাই ঠাণ্ডা হইলে পর গরুর মাংস জলেতে সিদ্ধ কর এবং ঐ ভস্ম তাহাতে এমত করিয়া মিশাও যে তাহাতে ভূমি কিছু আর্দ্র করা যায় তাহার পর যে কোন বৃক্ষ তোমরা রুপিতে চাহ তাহা ঐ গর্ত্তেতে রোপ ও নূতন মৃত্তিকা তাহার গোড়াতে দিয়া ঐ জলেতে তাহা সেচ এই কর্ম্ম করিলে ঐ বৃক্ষ লতার মত বাড়িবে ও আপনার স্বাভাবিক ফুল ও ফল জন্মাইবেক।

নরগিস ও সৌষণ ও রজনিগন্ধের মূল লইয়া তাহা ঘৃত ও মধুতে লেপন কর তাহার পর অল্পকাল সূতাতে তাহা একত্র করিয়া বাঁধ পরে পুনর্ব্বার ঘৃত ও মধু তাহাতে মা খাইলে পর উত্তম মৃত্তিকায় ঐ সকল মূল একত্র রোপ এ বং যেপর্য্যন্ত ঐ সকলের অঙ্কুর বাহির না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা আর্দ্র রাখ ঐ কর্ম্মকরণের কিছু কাল পরে ঐ গাছের এমত নানা বর্ণের ফুল হইবে যে তাহার যেং রঙ্গ পূর্ব্বে ছিল ইহা কেহ নিরূপণ করিতে পারিবে না।

গোলাব ও করবীগাছের কতক ছোটং কলম কাটিয়া তাহা ঘৃত ও মধুতে লেপন কর তাহার পর একত্র করিয়া বাঁধিলে পুনর্ব্বার ঘৃত ও মধু তাহাতে মাখ এবং উত্তম মৃ ত্তিকাতে রোপ তাহার পর মিষ্ট জলেতে তাহা সেচ এই কর্ম্মকরণে ঐ গাছের নানাবর্ণ ফুল হইবেক দাড়িম্ব গা ছের ডাল ও তাহার সহিত রাখিলে সেই ফল হয়।

কীটেতে যদি লতার হানি হয় তবে তিলের বীজের খলী তে মিশ্রিত জলেতে তাহা সেচ।

কোন বৃক্ষ অথবা ক্ষুদ্র গাছের পাতা কীটেতে নষ্ট হইলে ঘুটিয়ার ছাই এবং পুরাতন ইটের খুরকী তাহার উপর ছড়াইয়া দেও।

স্থূল সর্পের চরবী এবং ধামন সর্প জলেতে সিদ্ধ হই লে এবং লতার উপর তাহা ছিটান গেলে ঐ লতার অতি শয় ফল হইবেক।

দ্রাক্ষা লতার মূলেতে মূর্গের গূ দিলে এবং যে জলেতে সফরী মৎস্য ও শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুরদের মাংস সিদ্ধ হইয়া ছে ঐ জল তাহাতে দিলে অতিশয় ফল হইবেক।

দ্রাক্ষা লতার রোগ দূর করিবার নিমিত্তে তাহার নীচে কিশমিশ ও সশার বীজ ও পুঁটিমাছেতে ধূঁআ কর।

ছোট গাছের উপর ঘৃত ও বাইবেরঙ্গ ও চিনী ও ঘুটি য়ার ধূঁআ করিলে তাহার ফল মিষ্ট হইবেক।

কাঁঠাল গাছ ত্রিফলার রসেতে সেচিলে এবং তাহার গুঁড়ি বিচালীতে ঢাকিলে তাহার বড় এবং সুস্বাদু ফল হইবেক।

ফুলগাছেতে মধু এবং কুথবেলের রস ও যষ্টিমধু ও তিলের বীজেতে মিশ্রিত জলেতে সেচা গেলে তাহার সুগন্ধি ও সুস্বাদু ও বড় ফল হইবেক জাম ও লোধের মূলের ছাল এবং গোধূম ঘৃত ও মধুতে মিশ্রিত হইলে তাহাতে গাছের মূল লেপন কর তাহার পর ১২ দিন পর্য্যন্ত ঐ বৃক্ষের মূলের নিকটে তিল ও মধু ও গোধূমের ধূম কর ইহা করিলে কুল আর ডেঁফল ও আমল ও জামের চারা গাছেতে অতিমিষ্ট ফল হইবেক।

বাইবেরঙ্গ ও মাষ ও তিল ও সর্ষার বীজ ও শ্রীফলজলেতে সিদ্ধ হইলে ও কমলা লেবুর গাছ তাহাতে সেচাগেলে ফল মিষ্ট হইবেক।

বেলফুল ও নাগকেশরের গাছ মুথা ও দধি ও তিলের বীজ ও মদ্য ও গোদুগ্ধ ও কুথবেলের রসেতে মিশ্রিত জলের দ্বারা সেচা গেলে অনেক সুগন্ধি ফুল হইবেক।

বকুল গাছের পাতা পড়িতে লাগিলে এক সুন্দরী যুবতি স্ত্রীকে আপনার মুখে কিছু মধু গ্রহণ করিয়া তাহা গাছের উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতে বলিলে অথবা বৃক্ষের মূল নখেতে আঁচড়িলে তাহার যথেষ্ট ফুল হইবেক।

পারুল বৃক্ষ খসখস ও গোদুগ্ধেতে সেচিলে তাহার যথেষ্ট ফুল হইবে।

ঋতুর বিষয়।

বৎসরে ছয় ঋতু অর্থাৎ শিশির ও বসন্ত ও গ্রীষ্ম ও বর্ষা ও শরৎ ও হিম। মাঘ ও ফাল্গুণ শিশির চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষা আশ্বিন ও কার্ত্তিক শরৎ অগ্রহায়ণ ও পৌষ হিম।

পৌষ মাষে বেলফুলের গাছ বিচালী কি শুষ্ক ঘাসেতে ঢাক ও তাহাতে আগুন দেও তাহার পর ফাল্গুণ মাসে সূর্য্য কুম্ভরাশিতে প্রবিষ্ট হইলে কিছু খসখস জলেতে ভিজা ইয়া এবং গোদুগ্ধেতে মিশাইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহাতে ঐ গাছ সেচ তাহা করিলে ঐ গাছেতে অনেক সুগন্ধি ফুল হইবেক।

ভাত ও দধিমিশ্রিত জল বাগানের কেআরীতে ছিটাইয়া দেওয়া গেলে তাহাতে শিলাবৃষ্টি ঐ কেআরীতে নিবৃত্ত হইবেক।

বৃক্ষের রোগপ্রভৃতির বিষয়।

বৃক্ষের রোগ দুই প্রকার অস্বাভাবিক ও স্বাভাবিক পূর্ব্বোক্ত রোগ স্বয়ং বৃক্ষেতে উৎপন্ন শেষোক্ত রোগ কীট কি হিমানী কি অন্য কোন ঘটিত বিষয়েতে উৎপন্ন।

স্বাভাবিক রোগ তিন প্রকার পিত্তজ বায়ুজ ও কফজ। পিত্তজ রোগের এই চিহ্ন গাছের গুঁড়ি সরু হইয়া যায় ও ডাল বাঁকা ও অনেক গাঁইটবিশিষ্ট পত্র কোঁকড়া ও ফল শক্ত ও শুষ্ক ও অনাস্বাদু এই রোগ ভূমির শুষ্কতাতে জন্মে।

বায়ুজ রোগ হইলে গাছের পত্র হইতে বড় বিলম্ব হয় পত্রের রঙ্গ কিছু পীতবর্ণ ও পত্র কোঁকড়া গাছে নিত্য জল দিলেও ফল ক্ষুদ্র ও অনাস্বাদু বসন্ত কালের আরম্ভে অতিরিক্ত জল হইলে ঐ রোগ জন্মে।

শ্লেষ্মজ রোগ হইলে পত্র হরিদ্রার রঙ্গ ও অতিশীঘ্র ঝরিয়া পড়ে গাছ রোগাটিয়া দেখা যায় এবং ফল ও ফুল ও পত্র শুষ্ক ও বিকৃতবর্ণ দেখা যায়।

অস্বাভাবিক রোগ তিন প্রকার প্রথম কীটেতে গাছের মূলের হানি দ্বিতীয়তঃ অগ্নি ও হিমানী ইত্যাদিতে হানি তৃতীয় কুড়ালী ও অন্য কোন দ্রব্যের আঘাতেতে হানি।

কীটেতে হত বৃক্ষের পত্র পীতবর্ণ হইয়া যায় এবং

রৌদ্রেতে শুকিয়া যায় ঐ২ বৃক্ষ কখন২ প্রচণ্ড বায়ুতে উপ্ড়ান যায় অথবা মধ্যেতে ভাঙ্গা যায় এবং তাহারদের অকালে ক্ষয় হয়।

অগ্নি ও হিমানীত্যাদিতে গাছের অনেক হানি কিম্বা নাশ হয়।

কুড়ালী কিম্বা অন্য অস্ত্রেতে গাছের ক্ষত হইলে যে স্থানেতে আঘাত হইল সেই স্থানহইতে রস নির্গত হয় এবং গুঁড়ি সরু ও ফল অত্যল্প হয় জ্ঞাতব্য যে২ কোন গাছ দৃষ্ট কোন কারণব্যতিরেকে ক্ষতবিশিষ্ট হয় এবং ঐ ক্ষতেতে রস নির্গত হয় ইহা অতিশয় শ্লেষ্মাতে হইয়াছে।

রোগের দূরকরণ বিষয়।

স্বাভাবিক রোগ দূর করিবার কারণ প্রথমতে ঐ গাছ যে প্রকার রোপা গিয়াছে ও সেচা গিয়াছে ও যে প্রকার মৃত্তিকা তাহাতে দেওয়া গিয়াছে ইহা নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিতে হইবেক রোগের কারণ যদি নিশ্চয় না করা যাইতে পারে তবে ঐ গাছেতে মধ্যম প্রকারে জল দেওয়া উপযুক্ত মৃত্তিকার দোষ যদি বোধ হয় তবে উপযুক্ত সময়েতে ঐ বৃক্ষ অন্য স্থানে রোপ এবং যে২ ব্যবস্থা লিখিত আছে তাহার বিপরীত না করিতে যত্ন করিতে হইবেক বায়ুজ ও শ্লেষ্মজ ও পিত্তজ রোগ বীজের দোষে এবং বৃক্ষের অনিয়মিত মতে রোপা যাওনেতে হয় বীজের দোষেতে গাছ অফল হইয়া যায়।

গাছের বিশেষ কোন গন্ধ হইলে বা না হইলে যদি পাতা কোঁকড়া হয় তবে নিশ্চয় জান যে পিঁপড়া তাহার নীচে বাসা করিয়াছে অথবা অতিশয় জলসেচনেতে তাহার হানি হইয়াছে।

শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুর মাংস ও ঘৃত ও গোদুগ্ধ ও তিলের বীজ জলেতে সিদ্ধ ও একত্র মিশ্রিত হইলে পর বায়ুজ রো

গে রোগি গাছ তাহাতে সেচ এই কর্ম্মকরণেতে গাছ হরিদ্বর্ণ হইবেক ও তাহার ফল হইবেক আরো ঐ গাছের গোড়াতে নিমকাষ্ঠ ও গোশৃঙ্গ ও ঘোড়ার খুর ও ঘৃত ও বিড়ালের চরবীতে ধূআ কর।

শ্লেষ্মজ রোগ দূরকরণার্থে তিক্ত ও ঝাল দ্রব্য এবং বিচালী ও বীজ ও কাষ্ঠ লইয়া জলেতে সিদ্ধ কর তাহার পর গোদুগ্ধেতে সিদ্ধ মূলা ঐ জলেতে মিশাও এবং তাহাতে গাছ সেচ এই কর্ম্মকরণের সময়ে প্রথমতঃ গাছের গোড়াহইতে মৃত্তিকা বাহির কর এবং শুষ্ক নূতন মৃত্তিকা তাহাতে দেও তাহার পর শ্বেত সর্ষার কতক বীজ চূর্ণ করিয়া তাহার গোড়াতে দেও।

পিত্তজ রোগ দূর করিবার নিমিত্তে শীতল ও মিষ্ট মশালা জলেতে সিদ্ধ কর তাহার পর গোদুগ্ধ ও যষ্টিমধু ও মধু ও মূলাতে মিশাও ও তাহাতে সেচন কর তাহার পর ত্রিফলার জলে সিদ্ধ করিলে তাহা মধুতে মিশাও এবং কতক দিনপর্য্যন্ত গাছের গোড়া প্রতিদিন ঐ জলেতে আর্দ্র রাখ কীটেতে হত গাছ নীচের লিখিত কর্ম্মেতে ভাল হইবেক।

গাছের গোড়াহইতে মৃত্তিকা বাহির কর এবং যত জিনিস পাওয়া যায় তাহা দূর কর তাহার পর শস্যক্ষেত্র হইতে নীত নূতন মৃত্তিকা তাহাতে দেও এবং ভেলা ও ধান ও গোবর যে জলেতে সিদ্ধ হইল ঐ জল শীতল হইলে পর ঐ প্রকার শীতল জলেতে ঘৃত ও সর্ষা ও তিলের বীজেতে এবং গোদুগ্ধ ও কথবেলের ফুল ও রসেতে মিশাইয়া তাহাতে ঐ গাছ সেচ আরো ঐ গাছের নিকটে সর্ষার বীজ ও হিঙ্গু ও বাইবেরঙ্গ ও তেজপত্র ও পিপ্পলী ও ঘৃত ও গোশৃঙ্গ ও ভেলা ও কথবেলের রসেতে মিশ্রিত কপোতের মাংসে ধূঁআ কর ইহাতে ঐ বৃক্ষ কীট ইত্যাদিহইতে রক্ষা পাইবে।

কুড়ালীইত্যাদিতে ক্ষত গাছের উপর ঘৃত ও গোদুগ্ধেতে মিশ্রিত উত্তমরূপে কুটা বাইবেরঙ্গ ও তিল ও সর্ষার বীজ লেপিতে হইবে এবং শীতল জল ও দুগ্ধ তাহাতে সেচিয়া দিতে হইবেক।

হিমানী কি রৌদ্রেতে যে গাছের হানি হয় ঐ গাছেরউপর কথবেলের রস ও গোদুগ্ধেতে ভিজান বিচালীতে ঢাকিলে ঐ গাছ সমুদয় না মরিলে পুনর্ব্বার তাজা হইবেক।

শুভাশুভজনক বৃক্ষ।

তুলসী ও বেল ও আমড়া ও অশ্বত্থ ও বট ও নিম্ব ও আম্র ও ডুম্বর ও মধুকা ও তেঁতুল ও কথবেল এই সকল বৃক্ষ শুভকর।

আর কুল ও কদলী ও দাড়িম্ব ও নেবু অশুভকর চিরঞ্জ ও ক্ষীরিণী ও দাড়িম্ব ও মাহুআ ও কদলী ও কাঁঠাল স্থানান্তরে রোপণ করা যাইবেক না।

বাবলা ও কাঞ্চন ও বহুআরী ও অর্জ্জুন ও করঞ্জ বাটীর উঠানে রোপণ করিলে অশুভ হয়।

গৃহের প্রবেশ স্থানের নিকটে কি তাহার মধ্যে কোন কাঁটা রুপিলে অমঙ্গল হয় কাঁটাগাছেতে ঘরের আড়কাটা ইত্যাদি করা উপযুক্ত নহে যেহেতুক ঐ সকল অশুভকর।

গৃহের পূর্ব্ব দিগে বট উত্তর দিগে পাকড় ও দক্ষিণ দিগে ডুম্বর শুভকর কোন গাছ স্বর্ণের ফল ফলিলেও গৃহের দ্বারে রোপা উপযুক্ত নহে এবং উঠানের বাহিরে গাছ এমত স্থানে রুপিতে হইবে যে তাহার ছায়া ঘরের উপরে না পড়ে।

উদ্যানের বিষয়।

বসতি ঘরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব কি দক্ষিণ পশ্চিম কোণে উদ্যান করা উপযুক্ত নহে উত্তর কি পশ্চিম কি পূর্ব্ব দিগে করিলে শুভ ফল হয়।

মৃত্তিকার বিষয়।

প্রত্যেক দেশেতে তিন প্রকার ভূমি আছে। প্রথম জঙ্গল ঐ ভূমিতে জল অতিনীচে থাকে। দ্বিতীয় অনূপ ঐ ভূমি অল্প খুঁড়িলে জল পাওয়া যায়। তৃতীয় সমান অর্থাৎ ঐ দুই প্রকারের ভিন্ন।

মৃত্তিকার রঙ্গ ছয় প্রকার এবং তাহার নানা আস্বাদ ও গুণ অর্থাৎ প্রথম কাল ও মিষ্ট। দ্বিতীয় বাদামের রঙ্গ ও টক। তৃতীয় গোধূমের রঙ্গ ও লবণ। চতুর্থ রাঙ্গা ও টক। পঞ্চম শুক্ল ও তিক্ত। ষষ্ঠ পীতরঙ্গ তাহা অগুণকারী।

বিষাক্ত ও প্রস্তরময় ভূমিতে ফল ও ফুলের বৃক্ষ রোপা উচিত নহে এবং সর্প ও ইন্দুরইত্যাদি অন্য হিংস্র জন্তুতে সেবিত অথবা লোণা ভূমি অথবা কূপ কি নদী কি পুষ্করিণীতে ঐ বৃক্ষ রোপা উপযুক্ত নহে যেহেতুক ঐ সকল স্থানে তাহার শিকড় লাগিতে পারে না কিন্তু যে কোমল মৃত্তিকাতে ঘাস হরিদ্বর্ণ হয় এমত স্থানে রুপিলে গাছ অতিশীঘ্র বাড়ে।

যে দেশেতে জল ঊন হয় ঐ দেশেতে কাঁঠাল ও ডেফল ও নেবু ও বাঁশ ও জাম ও কুল ও কদম্ব ও খর্জ্জুর ও জায়ফল ও গুবাক ও কদলী ও দ্রাক্ষা ও নারিকেল ও বিল্ব ও বয়ের ও অশোক ও কেতকী গাছ ভাল হইতে পারে এবং যে দেশেতে জল মধ্যম প্রকারেতে হয় সেখানে দেবদারু ও দাড়িমপ্রভৃতি ভাল হয়।

উপরের লিখিত যেং মৃত্তিকা বিশেষং গাছের উপযুক্ত তদ্ভিন্ন ভূমিতে যদি ঐং গাছ কোনং স্থানে থাকে তবে বুঝা যায় যে ঐ গাছের নীচে ধন পোতা আছে অথবা কোন সুধার্ম্মিক মানুষের গোর অথবা ঐ ভূমির স্বামী অতিধার্ম্মিক অথবা যে জন ঐ গাছ রুপিয়াছে সে তদ্বিষয়ে অতিশয় যত্ন করিয়াছে।

ফলের বৃক্ষ।

ফলের বৃক্ষ চারি প্রকার। প্রথম বনস্পতি ব্যক্ত ফুলব্যতিরেকে তাহার ফল হয় যথা ডুম্বরইত্যাদি। দ্বিতীয় ক্রম তাহার ফুলের পরে ফল উৎপন্ন হয় যথা আমড়াপ্রভৃতি। তৃতীয় লতা অর্থাৎ যেং গাছ অন্য গাছে অবলম্বন করে যথা সশা লাউইত্যাদি। চতুর্থ গুল্ম তাহার মূলহইতে ক্ষুদ্রং ডাল নির্গত হয় ও সে ডাল তাহার ফলের তুল্য যথা ইক্ষু ও পাণইত্যাদি।

কোনং বৃক্ষের বীজ কি আটীতে গাছ উৎপন্ন হয় যথা আম্রপ্রভৃতি অন্য গাছ কলম কাটিয়া রুপিলে হয় যথা গোলাব ও পাণইত্যাদি। অন্য কোন গাছ বীজবুনন ও কলমরোপণের দ্বারা উৎপন্ন হয় যথা দাড়িম্ব ও করবী ও পাকড় ও বটইত্যাদি। কোনং গাছ বীজ বুননেতে কি মূলরোপণেতে জন্মে যথা শালুকপ্রভৃতি।

রোপণ ও বীজবুননের বিষয়।

আম্র ও জাম ও কাঁঠালের পাকা বীজ উত্তম ভূমিতে রোপা উচিত ঐ বীজ শুষ্ক হইলে গোদুগ্ধেতে ধইতে হইবেক তাহার পর গোময়ের সহিত একত্র করিয়া রৌদ্রেতে তাহা শুকাইলে তাহার পর উত্তমরূপে কুটা বাইবেরঙ্গ যে মধুতে মিশ্রিত হইয়াছে ঐ মধুতে সাত দিন রাখিয়া পরে বুনিতে হইবেক।

অন্য প্রকার এই বীজ পাঁচ দিন গোদুগ্ধেতে রাখ তাহার পর তাহা ছায়াতে শুষ্ক কর তাহার পর ঘৃত ও তিলের বীজ ও কণ্টকারীর ভস্মেতে মিশাইয়া রোপ।

কোন বীজের আগা ভাঙ্গিলে ভাল হয় অর্থাৎ ক্ষীরিণী ও শালুক ও সশাইত্যাদি। ঐ বীজ কোন গাছের পাতাতে জড়াইলে পর গুড়েতে রাখিলে একটা আগুনের স্থানের নীচে পুতিয়া রাখিতে হইবেক তিন দিন পরে ঐ বীজ বাহির করিয়া উত্তম ভূমিতে বুন ও বিচালীতে ঢাক বীজের

অঙ্কুর হইলে কিছু জল দিতে হইবে ও বিচালী ফেলিয়া দিতে হইবেক ও মৃত্তিকা আর্দ্র রাখিতে হইবেক।

বীজবুনন কি গাছরোপণের শুভাশুভ দিন।

চতুর্থী একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী তিথি এবং সোমবার ও বুধবার ও বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বীজবুনন ও গাছ রোপণের উত্তম দিন কিন্তু তিথি যদি বারের সহিত মিলে তবে তাহাহইতে উত্তম হয়।

দ্রুমরোপণে প্রত্যেক দ্রুমের অন্তর বিংশতি হস্ত রাখা উত্তম কেহ২ ষোল হাত অন্তর রোপেন আর কেহ২ কেবল চারি হাত অন্তর কিন্তু তাহা বড় মন্দ ইহাহইতে কম অন্তরে রুপিলে গাছ বাড়িবে না।

গুল্ম পাঁচ হাত অন্তর রোপা উপযুক্ত চারি হাত অন্তর হইতে পারে কিন্তু কেহ২ কেবল তিন হাত অন্তর রোপে ইহাহইতে সংকীর্ণ হইলে ভাল হয় না ঐ প্রকারে লতা রোপা উপযুক্ত।

এমত উদ্যানের কারণ ভূমি নীচের লিখিত মত প্রস্তুত করিতে হয় প্রথমে দেড় হাত নীচে ও চারি হাত বেড় গর্ত্ত খুঁড় এবং সেই গর্ত্ত শুষ্ক হইবার কারণ এক মাস অমনি থাকুক তাহার পর ঐ গর্ত্ত ঘুঁটিয়ার গুঁড়া ও গরুর হাড় দিয়া পূর্ণ করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া ভস্ম কর তাহার পর সেই ভস্ম বাহির করিয়া গর্ত্ত পরিষ্কার কর এবং কথবেলের জলেতে তাহা আর্দ্র কর সেই গর্ত্ত শুষ্ক হইলে পর তাহা শস্যক্ষেত্রহইতে আনীত মৃত্তিকাতে পূর্ণ কর আম্র ও দাড়িম্ব ও লাউর চারা এই প্রকারে রোপা গেলে তাহার ফল বড় ও মিষ্ট হইবেক।

সশার নিমিত্তে যেরূপ ভূমি প্রস্তুত করিতে লেখা গিয়াছে ঐ প্রকারে প্রস্তুতকরা কেআরীতে ক্ষুদ্র গাছ রোপণ করা উচিত কমলা নেবু ও টক নেবুর বীজবুননের পূর্ব্বে তাহা মুখে রাখিতে হইবেক।

পাকা কলাতে বীজ রগড়াইয়া রৌদ্রেতে শুষ্ক করিয়া বিচালীর উপর রাখা গেলে এবং তাহার পর উপরের লিখিত মত প্রস্তুতহওয়া কেআরীতে বোনা গেলে ও কূপের জলেতে সেঁচা গেলে গাছ অতিবড় হইবেক।

শাকপ্রভৃতি কুসুমের নিমিত্তে যে কেআরী করা যায় তাহার মত কেআরীতে রোপা যাইবেক ঐ গাছের কলম এক হাত লম্বা পাকা ডালহইতে কাটা এবং নীচের লিখিত মত রোপণের আবশ্যক প্রথম এক হাত নীচে গর্ত্ত কর পরে সমানরূপে মিশ্রিত মৃত্তিকা ও গোময়েতে তাহা পূর্ণ কর তাহার পর ঐ কলমের লম্বাইর তৃতীয়াংশ মাটিতে পোত পরে তিন্দোল মৃত্তিকাতে মিশ্রিত কূপের জলেতে তাহা সেঁচিতে হইবেক।

সিউঁতীগাছের কলম ইক্ষুর কলমের মত রোপা ও জল দেওয়া উচিত দুই মাসের পর অন্য স্থানে তাহা রুপিলে তাহার ফুল উত্তম হইবেক।

দাড়িম ও করবীগাছ এক স্থানে যদি থাকে তবে সেই দুইয়ের ডাল মৃত্তিকাতে বসাও আর কেবল তাহার আগা ভূমির উপর রাখ এবং উত্তমরূপে জল দেও যখন তাহার শিকড় লাগে ও নূতন পত্র নির্গত হয় তখন আসল গাছহইতে তাহা ছেদন কর এবং দুই ডাল একত্র বাড়িতে দেও তাহা হইলে তাহার ফুল নানাবর্ণ হইবেক।

কলাগাছের কলম রোপা গেলে এবং উত্তমরূপে তাহাতে জল সেঁচিলে তাহার ফল বড় ও মিষ্ট হইবেক।

বৃক্ষ অন্য স্থানে রোপণের সময়ে বিবেচনা করিতে হইবে যে সেই গাছ চারা কি বুড়া কেবল চারা গাছ হইবে বুড়া গাছ হইবেক না এবং তাহার মূলে শালুকের বীজ ও ঘৃত ও বাইবেরঙ্গেতে মিশ্রিত মধু লেপিতে হইবেক।

শ্রাবণ মাসে যখন সূর্য্য কর্কটে যান তখন আম্র ও ক্ষীরিণী ও দাড়িম ও বকুল গাছ রুপিলে তাহা বিলক্ষণরূপে

বাড়ে ভাদ্র মাসে আম্র ও ডেঁফল গাছ রুপিতে হয় আশ্বিনে তে বার্ত্তাকুইত্যাদি তরিতরকারী রুপিতে হইবেক কার্ত্তিকমাসে ধনিয়া কিন্তুঅগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘেতে কিছু রোপা উপযুক্ত নহে ফাল্গুণ মাসে পটোল এবং তদ্রূপ অন্য গাছ রুপিলে ভাল হয় চৈত্র মাসে সশা ও তরমুজ ও খরমুজ ও ইক্ষু বৈশাখে কলা গাছ জ্যৈষ্ঠে বৃক্ষ ও সকল প্রকার ক্ষুদ্র গাছ বিলক্ষণরূপে বাড়ে ভূমি উত্তম হইলে ঐ স্থানে থাকা ভাল নহিলে উপরের লিখিত মত প্রস্তুতকরা ভূমিতে রুপিতে হইবেক।

নিম গাছ বাগানের সর্ব্বত্র রোপা উপযুক্ত কেননা অন্য বৃক্ষ তাহার দ্বারা বড় উপকার পায়।

কোন লোক বাগান করিতে মনঃস্থ করিলে প্রথমে ৫ শুভকর বৃক্ষ রুপিবে অর্থাৎ ভেলা ও অশোক ও দেবদারু ও শিরীষ ও নিম তাহার পর যে কোন গাছ রুপিতে ইচ্ছা করে তাহা পারে।

বাগানের চতুর্দ্দিগে খাতেতে পূর্ব্বদিগে করন্দা পশ্চিমদিগে বাঁশ উত্তরদিগে কুল ও কথবেল পশ্চিমদিগে আমড়া ও বেলগাছ রোপণকরা উচিত।

গাছের আরো উত্তমরূপে বৃদ্ধি পাইবার নিমিত্তে আঁসল পুস্তকে বিধি করা গিয়াছে যে তিলের খলি ও বাইবেরঙ্গ জলেতে মিশ্রিত করিয়া ঐ গাছেতে লেপন কর এবং চারা গাছ গরুর দুগ্ধেতে মিশ্রিত জল ও কথবেলের রসেতে সেঁচ এবং তিলের খলি ও ঘৃতের দ্বারা চারার নীচে ধূআ করিতে হইবেক ও এই কর্ম্ম দুই তিনবার করিলে পর গাছ মজবুত হইবেক।

ক্ষুদ্র মৎস্য ও শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুরদের মাংস ও কাল তিলের বীজ জলের সহিত এক হাঁড়িতে সিদ্ধ করা গেলে রোপণানন্তর চারা ঐ জলের দ্বারা এক সপ্তাহপর্য্যন্ত

ঐ চারা সেঁচা যাউক ভূমিও ঐ প্রকার জলেতে ছিটিয়া দেওনের দ্বারা প্রস্তুতকরণ উপযুক্ত।

যে২ গাছ উঠাইয়া স্থানান্তর রোপা গিয়াছে তাহার যে পর্য্যন্ত পাতা ও নূতন পল্লব না হয় সেপর্য্যন্ত তাহাতে ছায়া করিয়া রাখা উচিত প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে প্রতি দিন তাহাতে জলসেচন উপযুক্ত কিন্তু রৌদ্রের সময়ে তাহাতে জল দেওয়া উচিত নয়।

জল দেওনের বিষয়।

জঙ্গলী ভূমিস্থ গাছেতে প্রতিমাসে পনের দিন জল দেওয়া আবশ্যক যে ভূমিতে জল দুর্লভ সেই ভূমিতে প্রতিমাসে পাঁচ দিন এইক্রমে এক দিন সায়ংকাল তাহার পর জল দিবার দিনপ্রাতঃকাল ন্যূনাধিক জল না দিবার কারণ সাবধান করা উচিত জঙ্গল ও অনূপ ভূমি মিশ্রিত হইলে গাছেতে প্রতি মাসে দশ দিন দুইবার মধ্যমমত জল দিতে হইবেক।

অগ্রহায়ণ মাসে বূড়া গাছেতে এক দিনঅন্তর জল দেওয়া উচিত চৈত্র ও বৈশাখে প্রতিদিন সায়ংকালে এবং জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে প্রতিদিন তিনবার।

অগ্রহায়ণ মাসে পুরাণ গাছেতে এক দিনঅন্তর জল দেওয়া আবশ্যক চৈত্র ও বৈশাখে প্রতিদিন সায়ংকালে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে প্রতিদিন তিনবার কিন্তু শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন পৌষ ও মাঘ অর্থাৎ বর্ষা ও শীতকালে জলদেওয়ার আবশ্যক নাই।

যদি ঝড়েতে কোন গাছের মধ্য ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে অথবা কোন ডালের মধ্য পাকান গিয়া থাকে কিন্তু গাছ থাকে তবে যে স্থানেতে ক্ষত হয় সেই স্থানের উপর পাকড় ও ডুম্বুরগাছের উত্তমরূপে কুটা ছাল ঘৃত ও শরাব ও গরুর দুগ্ধেতে মিশ্রিত করিয়া লেপন করা যাইবেক এবং ঐ দ্রব্যেতে লেপা বিচালী তাহার চারি দিগে শক্ত করিয়া বাঁধা যাইবেক পুরাণ মৃত্তিকা তাহার শিকড়হইতে

বাহির করিয়া নূতন মৃত্তিকা দিতে হইবেক এবং ঐ মৃত্তিকা মহিষের দুগ্ধেতে আর্দ্র করা আবশ্যক ও তাহার পর শীতল জলেতে সেঁচা উচিত।

কোন বৃক্ষ আগুন কি হিমানীতে নষ্ট হইলে তাহা উপড়ান উপযুক্ত কেননা কোন কর্ম্মকরাতে কিছু ফল হইবেক না কিন্তু গাছ যদি সমুদয় না মরে ও কিছু কাঁচা থাকে তবে মূলহইতে মৃত্তিকা বাহির করিয়া নূতন মৃত্তিকা তাহাতে দেও ও গোদুগ্ধমিশ্রিত জলেতে তাহা সেঁচ ও ঐ গাছের চারি দিগে কূর্ম্ম কর্কটের ধূআ কর এই কর্ম্ম করিলে গাছ পুনর্ব্বার তাজা হইতে পারিবেক।

যে গাছ জলের অভাবপ্রযুক্ত শুকিয়া গিয়াছে ঐ গাছের প্রতি ঐ কর্ম্ম করিলে উত্তম ফল হইতে পরিবেক।

ইহার অতিরিক্ত গাছের কখনং পেগুনামক রোগ হইলে পাতা পীতবর্ণ হইয়া যায় ও বসন্ত ও শীতকালে একাবস্থাতে নিত্য থাকে ঐ গাছের গুঁড়ি ও ডাল পুষ্করিণী হইতে লওয়া মৃত্তিকা ও বাইবেরঙ্গেতে মিশ্রিত ঘৃতের সহিত লেপন করা এবং ৭ দিনপর্য্যন্ত গোদুগ্ধ ও মধু ও উত্তমরূপে চূর্ণ গোধূম ও যবেতে মিশ্রিত জলের দ্বারা ঐ সকল বৃক্ষের মূল সেচনকরা উচিত।

যে গাছের ফল না হয় কি যে সকল পূর্ব্বে ফলবান হইয়া এক্ষণে অফলা হয় ঐ গাছ গোদুগ্ধেতে মিশ্রিত কথবেলের রসেতে এক সপ্তাহপর্য্যন্ত সেঁচা উচিত অথবা তিলের বীজ ও গোধূম ও কুলত্থ ও মাষকলায় ও মুগ জলেতে সিদ্ধ করিলে ও ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে এক সপ্তাহপর্য্যন্ত সেঁচ।

অধিক জলেতে যদি গাছের হানি হয় তবে মূলহইতে সকল মৃত্তিকা খুঁড়িয়া বাহির কর এবং সকল মূল ও শিকড় নখেতে আঁচড়াইলে উত্তমরূপে কুটা বাইবেরঙ্গের সহিত মিশ্রিত মধুতে তাহা লেপ তাহার পর নূতন মৃত্তিকা তাহাতে দেও আর শীতল জলেতে তাহা সেঁচ।

বাইগুন ও খয়ের ও লাউ ও শাকের রোগ দূর করিবার নিমিত্তে গো ও বিড়ালের হাড় ও বিড়ালের গূইত্যাদির দ্বারা ঐ ক্ষেত্রেতে ধূঁআ কর তাহাতে কীটইত্যাদি ও মারা যায়।

চারা গাছেতে উপরের লিখিত কর্ম্ম অধিক সফল হইবেক কিন্তু বুড়া গাছেতে ঐ২ ঔষধ দিলে ফল হইতে পারিবেক আর যদি তাহাতে প্রতিকার না হয় তবে উপরের লিখিত কথানুসারে অন্য ভূমিতে তাহা রোপ।

উদ্যানকরণবিষয়ক গ্রন্থেতে কতক২ কর্ম্মের কথা।

পাকা আম্রের আটি খরগোশের নূতন চরবীতে এক মাস পর্য্যন্ত রাখ তাহার পর রৌদ্রেতে তাহা শুকাও তদনন্তর তদর্থে প্রস্তুতকরা ভূমিতে তাহা রোপ এবং উপরের লিখিত মতে কথবেলের জল ও বাইবেরঙ্গেতে তাহা সেঁচ এই কর্ম্ম করিলে গাছে বারমাস ফল ফলিবেক।

ক্ষুদ্র গাছ যদি এক মাসপর্য্যন্ত তিলের খলি ও বাইবেরঙ্গ ও গোমাংসেতে মিশ্রিত ইক্ষুরসেতে প্রতিদিন সেঁচা যায় তবে এক মাসের মধ্যে ঐ বৃক্ষেতে ফল ফলিবে।

অম্ল ফল ফলনকারি গাছের মূলহইতে মৃত্তিকা তোলা উপযুক্ত তাহার পর সেই স্থান শালুক আর মধু ও গুড় ও যষ্টিমধুতে পূর্ণ কর তাহার পর তাহাতে নূতন মৃত্তিকা দেও এবং যে জলেতে উপরের লিখিত দ্রব্য সিদ্ধ হইয়াছে এমত জলেতে তাহা সেঁচ এই কর্ম্ম করিলে ফল মিষ্ট হইবেক।

যে গাছের ফল তিক্ত হয় ঐ গাছের মূলের ছাল উঠাইয়া তাহা বাইবেরঙ্গেতে মিশ্রিত গোদুগ্ধেতে লেপ তাহার পর বাইবেরঙ্গ ও যষ্টিমধু ও গোধূম ও গুড় জলেতে সিদ্ধ করিয়া ঐ জলেতে ঐ গাছ সেঁচ এই কর্ম্ম করিলে মিষ্ট ফল হইবেক।

ঐ গাছের মূল মধুকা ও মধু ও যষ্টিমধু ও দ্রাক্ষা ও গুড়

ও গোধূমেতে লেপা গেলে ও নিত্য তাহাতে জল সেঁচিলে ঐ গাছ তিক্ত ফল উৎপন্ন না করিয়া মিষ্ট ফল উৎপন্ন করিবেক।

ফলের গাছের মূল উত্তমরূপে চূর্ণকরা ত্রিফলা ও গোধূম ও আম্রের আটিতে লেপা গেলে এবং উপরের লিখিত দ্রব্য যে জলেতে সিদ্ধ হইয়াছে ঐ জলেতে সেঁচা গেলে ফল কালরঙ্গ হইবেক।

ঐ প্রকারে যদি গাছের মূল গোধূম ও পলাশপুষ্প ও মঞ্জিষ্ঠা ও হরিদ্রা ও তিলের বীজেতে লেপা যায় ও জল উপযুক্তরূপে সেঁচা যায় তবে ঐ গাছেতে রক্তবর্ণ ফল হইবেক।

গাছের মূল যদি শিমূলের ছাল ও হরিদ্রা ও বেল ও ত্রিফলা ও ঘুটিয়া ও শরাবেতে লেপা যায় ও তাহাতে জল সেঁচা যায় তবে সেই গাছের ফল পাকা হইলেও হরিদ্বর্ণ হইবেক।

ভূমিতে এক বাঁউ নীচে গর্ত্ত কর ও তাহা ইটেতে পূর্ণ কর তাহার পর তাহাতে একটা ছোট গাছ রোপ এই গাছ উচ্চ হইবে না কিন্তু স্বভাবের মত বড় ফল ফলিবে।

যে গাছ স্বভাবেতে বড় তাহা যদি ক্ষুদ্ররূপে রাখিতে চাহ তবে সকল ক্ষুদ্র পল্লব কাটিতে হইবেক এবং ঐ সকল ক্ষত অর্দ্ধপোড়া কাটেতে পোড়াইতে হইবেক তাহার পর তাহার সকল ডাল ঘৃত ও গোবর ও সৈন্ধব ও মধুতে লেপন করা গেলে এবং মূলেতে একটা ছিদ্র করিয়া তাহাতে একটা কাষ্ঠের খিল দিলে তাহার পর ভূমিতে রুপিলে ও জল ও দুগ্ধেতে ভূমি সেচন করিলে ঐ গাছ ক্ষুদ্র হইয়া যাইবেক।

কোন বৃক্ষের মূলেতে ছিদ্র কর এবং তাহাতে হস্তির মদেতে ডুবা ঘোড়ার জঙ্ঘার হাড় দেও তাহা দিলে ঐ গাছের ফল বারমাস হইবেক।

দ্রাক্ষালতার মূল যদি তিন চারি স্থানেতে হাতির দাঁতের কয়লাতে তপ্ত করা স্বর্ণের পিনেতে দুই তিন স্থানে বেঁধা যায় তবে তাহার বড় ও অনেক ফল হইবেক।

যদি কোন গাছের বীজ পাতালযন্ত্রেতে চুঁয়া লসুরা বীজের তৈলেতে প্রতিদিন ঘষা যায় এবং রাত্রিতে আকাশে রাখা যায় ও দিনেতে রৌদ্রেতে শুষ্ক করা যায় তাহা এক শতবার করিলে এবং তাহার পর উত্তম মৃত্তিকাতে বুনিলে এবং বৃষ্টির জলেতে আর্দ্র রাখিলে ঐ গাছের চারা বাড়িবে এবং ঐ দিনেতেই ফল ফলিবেক।

তরমুজ ও সশার বীজ যদি গামলাতে রোপা যায় এবং যে জলেতে তিলের খলি এবং শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুর মাংস মিশ্রিত হয় ঐ জলেতে আর্দ্র রাখা যায় তবে তাহার ফল কলসের মত বড় হইবেক।

সশা ও পেথা এক স্থানে বোনা গেলে এবং গাছ হইলে পর একত্র পাকান গেলে এবং মধু ও ঘৃতেতে আর্দ্র রাখা গেলে তাহার পর বিচালীতে বেষ্টিত ও গোবরেতে লেপা গেলে অল্প দিনের মধ্যে দুই ডাঁটা সংযুক্ত হইবেক তাহার পরপেথার গাছ কাটিয়া ফেলিলে ও সশার গাছ রাখিলে তাহাতে পেথার মত বড় ফল হইবেক।

তরমুজের কতক বীজ মধু ও ঘৃতেতে রাখিলে এবং গাছের উপর বর্দ্ধমান কাঁচা পেথাতে একটা ছিদ্র করিয়া তাহাতে রাখ তাহার পর ঐ ছিদ্র ঘৃত ও মধুতে পূর্ণ করিলে তাহাহইতে যে টুকরা কাটা গিয়াছে তাহা তাহাতে ফের বন্ধ কর তাহার পর ঘৃত ও মধুতে মাখানের দ্বারা স্থির রাখিলে পাকা না হওয়াপর্য্যন্ত তাহা রাখ থাকিলে তাহার বীজ বাহির করিয়া উত্তম ভূমিতে বুন তাহাতে তাহার অত্যল্প বীজযুক্ত অতিবড় ফল হইবেক কিন্তু সাবধান করিতে হয় যে ঐ কেআরি তিলের খলি ও শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুর মাংসেতে আর্দ্র রাখা যাইবেক।

যদি শালুকের বীজ মহিষের নূতন গোবরের ঘুঁটিয়াতে এক সপ্তাহপর্য্যন্ত রাখা যায় এবং তাহার পর ভূমিতে বোনা যায় ও বৃষ্টির জলেতে তাহা আর্দ্র রাখা যায় তবে তাহার ফল রক্ত করবীরের মত হইবেক।

তরমুজের ডাল ভূমিতে বসাইয়া শিকড় লাগিলে পর যদি তাহা গাছহইতে কাটা যায় এবং এই কর্ম্ম যদি তিন বার করা যায় তবে তাহার ফল বীজরহিত হইবেক।

যদি বড় সর্পের খোলোস ময়ূরের গূয়েতে পূর্ণ করা যায় এবং পুষ্করিণীর পাঁকেতে রাখা যায় তবে শালুকের গাছ তাহাহইতে বাড়িবে কিন্তু শুষ্ক সময়ে তাহা বর্ষার জলেতে আর্দ্র রাখিতে হইবেক।

২৫ প্রকরণ।

উত্তম এক লাঙ্গলবিষয়ক কথা।

১৮২৪ সালের ১৮ মে পঠিত।

শ্রীযুত ডাক্তর নাতনাএল ওআলিক সাহেব মহাশয়েষু।

আমি সমাজের সাহেবেরদের নিকটে তীরহুতের শ্রীযুত কাহিল সাহেবের নিকটহইতে প্রাপ্ত এক পত্র জানাইতে ইচ্ছা করি।

আমি শ্রীযুত বিট্‌সন সাহেবের কল্টিবেটরের ন্যায় নির্ম্মিত এক লাঙ্গলেতে ভূমি চসাইতেছি তাহার চারি চাকা ঐ ছয় ফাল একং ফাল নয় ইঞ্চি চৌড়া এবং চারি বলদেতে তাহা টানা যায় আমি প্রতিদিন ইংগ্লণ্ডীয় পাঁচ আকর অর্থাৎ ১৫/ বিঘা ভূমি চসি ও বীজ বুনি যে ভূমিতে অনেক ঘাস কি জঙ্গল থাকে তাহাতে ঐ প্রকার লাঙ্গল উত্তম

কেননা প্রত্যেক জঙ্গলী গাছ তাহাতে উপড়ান যায় হিন্দুস্থানি লাঙ্গলেতে তাহা হইতে পারে না এবং সামান্য লাঙ্গলেতে ৩০ ত্রিশ বলদেতে যত ভূমি চসা যায় তত ভূমি আমি ৪ বলদেতে চসি।

আমার বিবেচনায় এই পত্রেতে সমাজের সাহেবেরা সামান্য লাঙ্গলহইতে অত্যুত্তম লাঙ্গল কর্ম্মে আনয়নের দ্বারা দেশের মঙ্গলবৃদ্ধি করিতে পারেন অতএব আমার এই পরামর্শ যে শ্রীযুত কাহিল সাহেবের নিকটে পত্র লেখা যায় যে তিনি তাহার আরো পরীক্ষা করিলে যদি তাহার উত্তমতার বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় মনস্থ হয় তবে তাহা লিখিবেন এবং তাহা হইলে সমাজের খরচেতে দশ কি পনের লাঙ্গল নির্ম্মাণ করেন এবং ঐ জিলাতে যেং রাইয়ত তাহা লইতে ও তাহার উপযুক্ত পরীক্ষা করিতে বাঞ্ছা করে ঐং রাইয়তকে তাহা দেন।

ঐং কর্ম্ম করিলে ঐ লাঙ্গলের ব্যবহার সর্ব্বত্র করা যাইতে পারিবেক এবং ঐং স্থানের কর্ম্মকারক ছুতারইত্যাদি ঐ যত্ন করিলে ঐং পরীক্ষাতে যে অতিরিক্ত লাঙ্গলের আবশ্যক হইবেক তাহা স্বচ্ছন্দে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারিবেক যদি এই কথাতে সমাজের সাহেবদিগের সম্মতি হয় তবে ঐ কর্ম্ম করা শ্রীযুত কাহিল সাহেবঅপেক্ষা অন্য কাহারু দ্বারা ভাল হইতে পারিবেক না ইতি।

শ্রীযুত জর্জ বালার্দ সাহেবস্য।

২৬ প্রকরণ।

গাজীপুর জিলাতে ইক্ষুর ক্ষেত্রকরণ ও চিনীর কারখানাকরণবিষয়ক কথা।

শ্রীযুত কৃষি সমাজীয় সাহেবসমূহ মহাশয়েষু।

শ্রীযুত বালার্দ সাহেবের উপস্থিত করা।

১৮২৪ সালের ১৩ জুলাইতে পঠিত।

যে ভূমি ইক্ষুর ক্ষেত্রের নিমিত্তে উত্তম তাহা ন্যূনাধিক বালী তাহাতে থাকাপ্রযুক্ত মুটিআরী অথবা দোআঁশ মৃত্তিকানামেতে খ্যাত।

বর্ষাকালের আরম্ভাবধি ফাল্গুণের মধ্যপর্য্যন্ত ঐ ভূমিতে পুনঃ২ চাস দিতে হয় ফাল্গুণের অর্দ্ধেকেতে গাছ রোপা যায় এবং চৈত্রের অর্দ্ধেকেতে তাহার শেষ হয়। নয় ইঞ্চি অবধি এক ফুটপর্য্যন্ত ইক্ষুর যে খণ্ডেতে ছয় কি আট কুঁড়ি থাকে তাহা এক হাত অন্তর সিরালীতে রাখা যায় সকলের উত্তম ইক্ষুর নাম খারা দ্বিতীয়ের নাম বুরলী তদতিরিক্ত ইহাহইতে মন্দ আর২ অনেক প্রকার আছে প্রথম প্রকার কেবল চিনী করিবার কারণ ব্যবহার করা যায় অন্য২ প্রকারেতে গুড় করা যায় এবং ঐ প্রকারে ঘরের খরচের নিমিত্তে বিক্রয় করা যায়।

বৃষ্টি হওয়া না হওয়াতে ক্ষতি কি লাভ নাই কিন্তু তাহা সাফরাখা ও বাঁধনের ও বেড়দেওনের নিমিত্তে মনোযোগ করিতে হইবেক।

পৌষ মাসে তাহা কাটিবার উপযুক্ত হয় এবং যত শীঘ্র কাটা যায় তত ভাল। বিবেচনা করা যায় যে এই সময়ে তাহার রস অতিঘন এবং চিনীর দানা গ্রীষ্মকালে প্রস্তুত করা চিনীর দানাহইতে উত্তম।

চিনী প্রস্তুত করিবার সকল দ্রব্যের নির্ম্মাণকরাতে কোন বিদ্যার অপেক্ষা নাই ইক্ষু মাড়া গাছের মূল্য পাঁচ ছয় টাকার অধিক নয় এবং লোহার ডেগের মূল্য বড় ক্ষুদ্রতানুসারে ১৬৲ অবধি ২০ টাকাপর্য্যন্ত ঐ গাছ ঘূরাইবার নিমিত্তে বড় বলবান বলদের আবশ্যক এবং অনেক ইক্ষু

যদি হয় তবে রাত্রিদিন কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে চারি যোড়া বলদের আবশ্যক ঐ প্রকার এক বলদের মূল্য ১৫৲ টাকা।

চিনীর কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ৬ জনের আবশ্যক তাহারা যদি মজুর হয় তবে ২।০ অবধি ২॥০ আড়াই টাকাপর্য্যন্ত মাহিয়ানা পায় এবং তাহারদের আপনং খরচের নিমিত্তে কিছুং রসও তাহারদিগকে দেওয়া যায়। ভিন্নং পরগনাতে ইক্ষুর ভূমির বিঘাপ্রতি মালগুজারী ৬৲ টাকাঅবধি ৯৲ টাকাপর্য্যন্ত ও যেখানে জলসেচনের আবশ্যক সেখানে চসাইত্যাদির খরচ ১৩৲ টাকা যেখানে তাহার আবশ্যক তা নাই সেখানে ৮৲ টাকা ও সর্ব্বসুদ্ধা ২১৲ টাকাঅবধি ৩০৲ টাকাপর্য্যন্ত হইতে পারে।

	টাকা
মালগুজারী।	৮৲
দশবার লাঙ্গল দেওযার খরচ।	২॥০
আটবার কোদালীতে সাফকরার খরচ।	২৲
নয় দিনেতে গাছ রোপণের খরচ।	৯৲
ইক্ষুর বীজের খরচ।	২॥০
তিনবার জলসেচনের খরচ।	৬৲
	৩০৲

উত্তমরূপে চসা ভাল গাছযুক্ত এক বিঘা ভূমিতে ৬০ মোন গুড় উৎপন্ন হইতে পারে রাইয়ত চিনা প্রস্তুতকর্ত্তাকে এই গুড় ॥০ কি ॥৫ সের এক টাকাতে বিক্রী করে।

উত্তম গুড়ের ওজনের তৃতীয়াংশ উত্তম চিনী হয় অবশিষ্টহইতে পঞ্চমাংশের দুই অংশ দ্বিতীয় প্রকার চিনী হয় তৃতীয়াংশ গুড় হইবে এবং অবশিষ্ট অংশ কর্ম্ম করিতে নষ্ট হয় অতএব ক্ষেত্রকরণিযার ফিবিঘাতে ৯৬৷ টাকা লাভ হয় ইতি।

২৭ প্রকরণ।

শ্রীযুত ব্লেক সাহেবের লিখিত বিবরণেতে সংগৃহীত পূর ণিয়া জিলার কৃষিকরণবিষয়ক পত্র।

শ্রীযুত বালার্দ সাহেবের দ্বারা কৃষিসমাজীয় সাহেবদি গকে দেওয়া গেল।

১৮২৫ সালে ১১ জানুআরিতে পঠিত।

পূরণিয়া জিলার গ্রীষ্মাগ্রীষ্ম বিষয়ে বঙ্গ সমুদয় দেশের গ্রী ষ্মাগ্রীষ্মের প্রায় ভেদ নাই যে বড়২ পর্ব্বত তাহার উত্তর সীমাতে আছে তদ্দ্বারা এবং ঐ পর্ব্বতের তলে যে বড় অর ণ্য আছে তদ্দ্বারাও কিছুং ভেদ হইতে পারিবেক কিন্তু তা হার ক্ষেত্রজ দ্রব্যের বিষয়েতে তাহার গুণাগুণ দেখা যায় না ঐ জিলাতে অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়াপ্রযুক্ত ভূমি আর্দ্র থা কে এবং জৈষ্ঠমাসাবধি কার্ত্তিকমাসপর্য্যন্ত অতিশয় আর্দ্র পূর্ব্বীয় বায়ু বহে এবং বায়ুতে যে জলমিশ্রিত হয় তা হার দ্বারা এই জিলার পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগেতে ভূমি এমত আর্দ্র হয় যে তাহা বীজবুননের উপযুক্ত। শীতকালেতে কুআসা পুনঃ২ হয় গ্রীষ্মকালে আকাশ বড় শুষ্ক এবং চৈ ত্রাবধি জ্যৈষ্ঠপর্য্যন্ত তপ্ত পশ্চিমা বায়ুর আধিক্য হয় তাহার পর পূর্ব্বীয় ও উত্তর পূর্ব্বীয় বায়ু হয় আর তাহাতে ভারি বৃষ্টি হয় কিন্তু বায়ু যদি ফিরিয়া দক্ষিণ কি দক্ষিণ পূর্ব্বহই তে বহে তবে প্রায় আকাশ নির্ম্মল।

ঐ দেশের সমভূমি দুই প্রকার অর্থাৎ প্রতিবৎসর নদীর বন্যাতে ডুবা এবং বন্যা যে স্থানে না উঠে এমত ভূমি এ জিলার নক্সাতে পূরণিয়া নগর দিয়া পূর্ব্ব সীমাহইতে

পশ্চিম সীমাপর্য্যন্ত রেখা করিলে ঐ দুই প্রকার ভূমি ব্যক্ত হইবেক ঐ রেখার দক্ষিণদিগে নদীর বার্ষিক উথলনের ভূমি সকল প্রায় ডুবিয়া যায় তাহার উত্তর দিগে অত্যল্প বন্যা মোরঙ্গের নিকটস্থ পর্ব্বতহইতে উত্তরঅবধি দক্ষিণ দিগে পদ্মাপর্য্যন্ত ভূমি ক্রমে২ নিম্ন। উত্তরহইতে এই জিলার যে২ নদী পদ্মায় মিলে ঐ নদীর উত্তর ধার বড় উচ্চ এবং পদ্মার নিকটে দক্ষিণ সীমা পাওয়া গেলে নদীসকল ওসার হইয়া যায় এবং তাহার ধার স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। ঐ২ নদীতে কখন২ জলের এমত শীঘ্র অতিশয় আধিক্য হয় যে সকল নীচ ভূমির উৎপন্ন তাহাতে নষ্ট হইয়া যায়।

ভূমির প্রকার।

ভূমি চারি প্রকার হয় প্রথম শক্ত চিক্কণ ভস্মের বর্ণের মত মাটি তাহাতে বন্যা হইলে জল অধিক কাল থাকে এবং শুকিয়া গেলে ঐ ভূমি বড় ফাটে ঐ ভূমি কেবল ধান্যের উপযুক্ত এবং তাহাতে ধান্য এমত উত্তম হয় যে অন্য কোন দ্রব্য তাহাতে বুনিলে এমত লাভ হয় না। দ্বিতীয় উপরের উক্ত চিক্কণ মৃত্তিকাতে এবং সংলগ্না অসংযোজ্য অতিসূক্ষ্ম বালীতে মিশ্রিত ও ঐ বালীতে জল থাকে না ঐ প্রকার ভূমিতে নদীর জল উঠে তবে তাহাতে ধান্য ও নীল ও ঐ জিলার উৎপন্ন কোন প্রকার শস্য অত্যুত্তম হয়। সময় বড় উত্তম হইলে উচ্চতর ভূমিতে ঐ২ দ্রব্য ভাল হয় কিন্তু ঐ প্রকার ভূমিতে তিন চারি বৎসরের অতিরিক্ত ভাল হইবেক না। তৃতীয় উত্তম কালা ভূমি অল্প চিক্কণ মৃত্তিকা ও বালীতে মিশ্রিত এই বালীইত্যাদি অতিশয় সূক্ষ্ম কিন্তু ঐ ভূমি নদীর নিকটবর্ত্তিহওয়াতে গ্রীষ্ম সময়েতে নিত্য তাহাতে কোন প্রকার গাছ বুনা যাইতে পারিবেক কিন্তু ঐ ভূমি অতিশীঘ্র ডুবিয়া যাওনযোগ্য হওয়া এবং জল তাহাহইতে অতি বিলম্বে নির্গতহওয়াপ্রযুক্ত ধান্য ও নীলব্যতিরেকে প্রায়

আর কিছু তাহাতে উৎপন্ন হয় না। চতুর্থ বালীময় ভূমি। ঐ বালী অতিরিক্ত হওয়াহেতুক চাস দেওয়া অনুচিত ঘাসোৎপাদক যে উচ্চ ভূমিতে বর্ষাকাল ও শীতকালেতে শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুরদের চারণের উত্তম স্থান আছে ঐ সকল এ প্রকার যেং স্থানে বাথান হয় তাহার ভূমি তাহাতে বড় উত্তম হয় অতএব তাহাতে কিছুং বোনা যায়।

সমভূমি ভেদকরণের নিমিত্তে যে রেখার কথা উপরে লেখা গিয়াছে উত্তরঅবধি দক্ষিণপর্য্যন্ত অন্য এক রেখা সে রেখা কাটিলে জিলার ভূমির প্রকার স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবেক। প্রথমতঃ জিলার দক্ষিণ পশ্চিম ভাগ অত্যুত্তম ভূমি তাহা প্রায় সকল উপরের লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার মৃত্তিকা। বড় কুশীর জল তাহাতে উঠিয়া যায় ঐ নদীর দুই ধারের মৃত্তিকা উত্তম ও আর্দ্র এইপ্রযুক্ত যেমত ধান্যের কারণ উত্তম তেমন নীলের নিমিত্তে উত্তম। নদী হইতে কিছু অন্তর গেলে চিক্কণ মাটির আধিক্য হয় তাহাতে জল শীঘ্র নির্গত হয় না অতএব তাহা ধান্যের উপযুক্ত ভূমি এবং প্রায় ঐ সকল ভূমিতেই ধান্য হয়। যে ভূমি এমত উচ্চ যে বন্যা তাহাতে যায় না তাহাতে অতিরিক্ত বালী এবং তাহা এই জিলার স্বাভাবিক ভূমি কেন না ঘাস ও পাতাপ্রভৃতি পচিয়া যাওয়াতে উৎপন্নহওয়া কাল ভূমি এবং চিক্কণ ভূমি নানা কারণপ্রযুক্ত ন্যূনাধিক হয়। কখনং ঐ উচ্চ ভূমিতে অতিরিক্ত এক চাস ও কিছু সার দিলে গোম ও যব ও সর্ষাইত্যাদি উত্তম হয় কখনং ধান্য হয় কিন্তু নীল তাহাতে ভাল হয় না। জিলার এই ভাগের সর্ব্বত্র ভূমির মালগুজারী ৮০ হাত পরিমাণ ফি বিঘা ১।০ এক টাকা চারি আনা। দ্বিতীয় দক্ষিণ পুর্ব্ব ভাগ। পদ্মার নিকটবর্ত্তি ভূমিব্যতিরেকে উপরের লিখিত প্রথম ও চতুর্থ প্রকার মৃত্তিকা। প্রথম প্রকার মৃত্তিকাতে ধান্য উত্তমরূপে উৎপন্ন হয় যে ধান্য রোপা যায় তাহা

বিশেষরূপে হয় এবং ধান্যব্যতিরিক্ত সেখানে আর কিছু ভাল হয় না। শেষোক্ত ভূমিতে অত্যল্প চাস দেওয়া যায় তাহা কেবল এখানে এক সিরালী ওখানে এক সিরালী এ প্রযুক্ত এই জিলার ঐ ভাগের ভূমি প্রায় ভাল নয় এবং সেখানে লোকের বসতিও অধিক নাই ভূমির সমানাসমান হওয়ার কোন কারণপ্রযুক্ত যে২ নদী জিলার এই ভাগেতে বহে তাহা অতিশীঘ্র এবং অতিশয় স্রোতেতে সকল ভূমি উথলিয়া যায় সেইপ্রযুক্ত যে২ মৃত্তিকা জলেতে বসে তাহা প্রায় সকল বালী এবং তাহাতে ভূমির কিছু উপকার নাই। এই ভূমির মালগুজারী ফিবিঘা ৴ কিম্বা ।০ আনা। তৃতীয় উত্তর পূর্ব্ব ভাগ। ঐ ভাগেতে প্রায় সর্ব্বত্র পূর্ব্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার মৃত্তিকা এবং যে নদী তাহা দিয়া বহে ঐ নদীর জল ভূমির উপর উঠে না নীচ ভূমিতে বৃষ্টির জলেতে বন্যা হয় এবং মৃত্তিকা চিক্কণ হওয়াপ্রযুক্ত সেই জল দীর্ঘকাল থাকে। ঐ২ ভূমিতে ধান্য ব্যতিরেকে আর কিছু ভাল হয় না কিন্তু যে উচ্চ স্থানের ভূমি স্বাভাবিক উত্তম তাহাতে ভালরূপে চাস দিলে শস্য ব্যতিরেকে আদা ও হরিদ্রা ও পাট ও ইক্ষু ও উত্তম তামাকু এবং ভেরেণ্ডা গাছ বিলক্ষণরূপে হয় এই ভূমির মালগুজারীর হার ফিবিঘা ৸০ আনা কিন্তু কোন২ স্থানে ৷৷০ আনা কোন২ স্থানে ৩৲ তিন টাকা আছে। চতুর্থঃ উত্তর পশ্চিম ভাগ এবং পূর্ব্বোক্ত উত্তর পূর্ব্বের উত্তর ভাগ। এই জিলার মধ্যে যত ভূমি তাহার অল্প চসা যায় কিন্তু তাহার উচ্চ ও বালীময় ভূমি কএক মাসপর্য্যন্ত তৃণবিশিষ্ট পশুচারণের নিমিত্তে উত্তম ও সেখানে অনেক পশু চরে ব্রাথানের কোন২ স্থানেতে চাস দেওয়া যায় ঐ ভূমির মালগুজারীর হার ফিবিঘা ।০ আনা।

এই চারি ভাগের মিলনস্থান নিম্ন ভূমি এবং তাহাতে চিক্কণ মৃত্তিকার আধিক্য এবং তাহাতে যে ধান্য রোপা যায় তাহা বিলক্ষণ হয় কিন্তু আর কিছু হয় না।

প্রত্যক্ষতঃ এই দেশ উত্তম দৃশ্য নয়। তাহাতে বৃক্ষের আধিক্য নাই এবং ভূমি সমান ও এক প্রকার দেখা যায়। সেখানে নারিকেল গাছ নাই এবং তাল ও খর্জ্জুর গাছ অল্প বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যেমন বাঁশ তেমন সেখানেও আছে। অনেক স্থানে আম্রের বাগান আছে বাবলা ও তেঁতুল ও অশ্বত্থ এবং অন্যান্য বড়, বৃক্ষ অল্প আছে এবং যে বড় অরণ্য তাহার সীমাতে আছে ঐ অরণ্যে থাকা বৃক্ষ অন্যত্র পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই জিলার ভূমি কৃষিকর্ম্মের অত্যুপযুক্ত এবং ঐ জিলায় নানাপ্রকার ভূমি আছে ও তাহার উচ্চনিম্নত্বপ্রযুক্ত বঙ্গদেশেতে যেং দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনের যোগ্য এবং ভূমির আর্দ্রতাহওয়াপ্রযুক্ত সর্ব্বদা চাস দেওয়া বড় সহজহওয়াতে রাইয়তেরা অল্প সংস্থানেতে অধিক ভূমিতে চাস দেওয়াইতে পারে।

রাইয়তেরদের অবস্থা।

এই জিলায় যথেষ্ট মঙ্গলবর্দ্ধক বিষয় আছে কিন্তু তাহা হইলেও তাহাতে থাকা কৃষিকারি সকল লোক প্রায় অতি দরিদ্র ও ক্লিষ্ট। অন্যং জিলাতে এইপ্রকার দুরবস্থা হইতে পারিবেক কিন্তু এই জিলাতে প্রজা অনেক এবং অতিশয় দরিদ্র এবং তাহারা অতিকৃশ পশুর দ্বারা এবং অশিল্পিকৃত যন্ত্রেতে অবিবেচনামতে কৃষিকর্ম্ম করে তথাপি ঐ দরিদ্র রাইয়তেরদের কর্ম্মের দ্বারা ভূমির উৎপন্ন অধিক হয় এবং যত উৎপন্ন হয় তত বিক্রয় করা যায় এবং ভূমির মালগুজারীর তহসীলকরণের খরচ ও আরং খরচা দিলেও ভূমির উৎপন্ন বস্তুর কিছু থাকে।

এই জিলার রাইয়তের এই অতিশয় দরিদ্রতা লোকেরদের বিবেচনায় আনিয়াছে কিন্তু ঐ দরিদ্রতা তাহার

দের কর্ম্মকরণেতে ধনোৎপাদনের যোগ্যতার সহিত বিবেচনা না করিয়া তাহার সকল বিশেষ বুঝা যায় না। ঐ বিষয় যেমন বিবেচনাযোগ্য তেমন তাহার বিবেচনা আমরা এখন করিতে পারি না কিন্তু অসম্পূর্ণ বিবেচনার কথা একবার লেখা গেলে সমাজের সাহেবেরা তদ্বিষয়ে আরং বিবেচনা করিতে পারেন।

অতএব এই সকল অবস্থার বিবেচনা হইলে বুঝা যায় যে রাইয়তেরদের ধারলওয়া টাকাতে নির্ভরদেওন এবং তদুৎপন্ন অন্যায়গ্রস্ত হওয়াহেতুক তাহারদের অত্যল্প ভূমি কৃষি করা যায় তাহাতে এই সকল দুরবস্থা ঘটে।

এখন স্পষ্টরূপে জানা যায় যে রাইয়তের মালগুজারীইত্যাদি অন্য কর্ম্মের নিমিত্তে যে নগদ টাকার আবশ্যক ঐ টাকা মহাজনের কাছে লইলে তাহার সুদ শতকরা বৎসর ৩০। ৪০। টাকা হয়। আরো ঐ ধারলওয়া টাকা শোধকরণের নিমিত্তে সে লোক উৎপন্ন দ্রব্য অত্যল্প মূল্যে মহাজনকে দিতে বন্দোবস্ত করে অতএব বুঝা যাইবেক যে এই অবস্থা থাকিলে সুদের আতিশয্যেতে যে বড় ভার তাহার উপর হয় তাহার প্রতিকার অর্থাৎ বাজারে দ্রব্য বিক্রয়করা তাহাও থাকে না। এবং তাহার নিত্য কর্ম্মের ফলের ভাগ জীবনরক্ষামাত্র। সেই জন কর্ম্মের মজুরীর অধিক কিছু পায় না এবং ঐ কর্ম্মের মজুরী হিসাব করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প অতএব জীবনরক্ষামাত্রের নিমিত্তে যাহার আবশ্যক তাহার কর্ম্মকরণের ফল তাহার অতিরিক্ত নহে।

ক্রমাগত ব্যবহারপ্রযুক্ত এই প্রকার করা স্বাভাবিক হইয়াছে এবং কালক্রমে কারণ ও কার্য্যের এই প্রকার পরস্পর ফল হইয়াছে যে লোকেরা দরিদ্র হওয়াপ্রযুক্ত টাকা ধারে এবং টাকাধারকরণপ্রযুক্ত দরিদ্র হয়। এই কথা সকল

স্বীকার করে অতএব এই লোকেরদের যে২ ধন আছে সে ধনের মূল্যের দ্রব্যোৎপাদনযোগ্য হওয়ার ব্যাঘাতক কোন অবস্থা আছে। গত ৩০ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আর২ অবস্থাতে যে প্রকারান্তর হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত রাইয়ত আর মহাজনেরদের পরস্পর কর্ম্মের শুধরণ ও ন্যায্যকরণ ফল হইল না। ১৭৯৪ সালেতে কোল্‌ব্রোক সাহেব এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এখন ১৮২৪ সালের বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখে এবং ইহার মধ্যবর্ত্তি সকল কালে রাখিয়াছে।

এই আশ্চর্য্য অবস্থাতে যে গোলমাল জন্মে তাহাতে অতি ক্ষুদ্র জোতের ব্যবহার ঐ দুরবস্থার অনুকূল হইতেছে এবং বুঝি যে তাহারি কারণ আছে। কেহ২ মনে করিবে যে ব্রিটনদেশেতে ক্ষুদ্র জোতের পক্ষে অনেক কথা লেখা গিয়াছে কিন্তু ব্রিটনদেশের অতিক্ষুদ্র জোত এই দেশের বড় জোতহইতে অতিবড় এবং ঐ দেশেতে তাহার মন্দ ফলের ব্যাঘাতকরণের অন্য২ কারণো থাকে। আমারদের রাইয়তের বার্ষিক মালগুজারী এবং তাহার সম্পর্কীয় যে২ খরচ হয় তাহা ৩০ অবধি। ৬০ টাকাপর্য্যন্ত হয়। তাহা হইতে ক্ষুদ্র বড় জোতও আছে কিন্তু প্রায় সকল তাহারি মত হইলেও যাহা লিখিয়াছি তাহা প্রায় সত্য বোধ হয় কেননা মালগুজারীভিন্ন ঘরের খরচ ও অন্য২ যত খরচ হয় তাহা ৫০ অবধি ১০০ টাকাপর্য্যন্ত হইতে পারে অতএব বৎসরের মধ্যে এক২ রাইয়তের সর্ব্বসুদ্ধ যত খরচ হয় তাহা ১০০ অবধি ১৬০ টাকাপর্য্যন্তের অধিক হইবেক না।

কর্ম্মের বিবেচনা করিলে এই অতিক্ষুদ্র জোতেতে অনেক মন্দ ফল হয়। প্রথমেতে অধিক টাকা লইয়া যে লোক কারবার করে সে লোক অল্প টাকা লইয়া কারবারকরণিয়ার অপেক্ষা তত্তুল্য টাকা অধিক লাভ করে অর্থাৎ যে

যে জন ১০০০ টাকা লইয়া কারবার করে সে লোক আর সকল বিষয় সমান হইলেও ১০০ টাকা লইয়া কারবারকরণিয়ার অপেক্ষা দশগুণ লাভ করিবেক কিন্তু দরিদ্রের লাভের ন্যূনতা হইলেও তাহার হানি কিছু কম হয় না কেননা যে রোগেতে পশু মারা যায় অথবা যে বন্যাতে ক্ষেত্রসকল নষ্ট করা যায় তাহা ঐ হানিভোগি লোকেরদের শক্ত্যনুসারে নহে। দ্বিতীয় কৃষিকর্ম্মের লাভ আর২ সকল ব্যাপারের লাভের মত মূল টাকার অনুসারে হইলে অতিক্ষুদ্র জোতেতে উৎপন্ন দ্রব্যহইতে রাইয়তের জীবনোপায় এবং পশুইত্যাদির নাশেতে যে হানি হয় তাহার খরচ বাদ দিলে তাহার অত্যল্প অবশিষ্ট থাকে কিন্তু সেই অবশিষ্টের কিছু২ সঞ্চয়হওয়াতে তাহার অবস্থার উত্তমতা হয় এবং তাহার ক্ষুদ্র কর্ম্মেতে যে২ হানি হয় তাহা বিবেচনা করিয়া তাহার অবশিষ্ট টাকার আধিক্যহওয়া বড় দুষ্কর।

দৃঢ়রূপে কহা যায় যে এই ২ সকল মন্দ ফল ক্ষুদ্র জোতেতে নিত্য সংযুক্ত থাকে এবং ঐ ক্ষুদ্র জোত যতদূর ব্যাপিয়া থাকে তত তাহার মন্দ ফল ব্যাপিয়া থাকিবেক অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝা যায় যে পুরণিয়া এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র রাইয়তেরদের অতিদরিদ্রতাবস্থার কারণ এই।

এই বিষয়েতে যাহা কহনোপযুক্ত ফ্রেণ্ডইণ্ডিয়ার ত্রৈমাসিক অষ্টম নম্বরেতে উত্তমরূপে তাহা লেখা গিয়াছে কিন্তু এক বিষয়ে ঐ পত্রলেখকের বিবেচনা এবং আমি যে২ কথা এখানে লিখিয়াছি তাহা পরস্পর বিরুদ্ধ।

কৃষিকর চাকরের বিষয়ে ঐ লেখক কহেন যে এই প্রকার লোকের সংখ্যা অধিক নহে। গৃহস্থ অথবা রাইয়তহইতে তাহারা অল্প কেননা লোকেরা আপন২ বিবেচনাতে এবং ব্যবহারানুসারে আপন২ নামে ক্ষুদ্র জোতের কৃষিক

[illegible] থাকাতে [illegible] করে একইপ্রকার বিবেচনার [illegible] উত্তম পোষকতা হইতে পারিবেক না কেননা তাহাতে আমরা [illegible] ও সুখী রাখিবার [illegible] বীজ [illegible] এই বীজের অঙ্কুর করণের [illegible] এখানে [illegible] তাহার ফল [illegible] প্রমাণ হয় [illegible] কেননা [illegible] কর্ম্মের [illegible] তাহা [illegible] বিবেচনা [illegible] যৌথিকতার [illegible] মত এই লোকেদের [illegible] করিতে পারে।

[illegible] আশা [illegible] এবং [illegible] অতিরিক্ত বেতন [illegible] যুক্ত [illegible] তাহাদের সুখ ও স্বর্ণ হইতে পারে [illegible] থাকিবেক না।

ভূমির স্বত্বাধিকারের বিষয়।

ভূমির স্বত্বাধিকারের বিষয়ে যে বিবাদ আছে তাহা বিবেচনা না করিয়া বলা যায় যে এই জমীদারের ভূমি কর্ষণের অর্থাৎ জমীদারেতে কৃষি করাইবার অধিকার থাকে বস্তুতঃ জমীদার প্রায় কখন কৃষি করে

না, আর কৃষি করিলেও অত্যল্পমাত্র করে ও এ স্থলে তাহা কহিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু কহিলেও কিছু দোষ নাই যে এই জিলাতে সরকার যত মালগুজারী পান তাহা ১১০০০০০৲ এগার লক্ষ টাকা। তাহার মধ্যে টাকার দুই তৃতীয়াংশ তিন জমীদারের দ্বারা আদায় করা যায় অবশিষ্ট ভূমি অনেক ক্ষুদ্র স্বত্বাধিকারিরদের মধ্যে বিভক্ত হয়।

বিবেচনানুসারে বুঝা যায় যে ঐ টাকা, রাইয়তহইতে প্রাপ্ত টাকার নয় আনা। এবং কর্ম্মকারি রাইয়ত যাহা দেয় তাহা তাহার সাত আনা এই গণনা ভাল প্রকার [illegible] কাপট্যমূলক নহে কিন্তু যে কোন২ ভাবগতিকদৃষ্টে অধিক সম্ভাবনা দেখা যায় তন্মূলক। এবং এই জিলাতে চসযোগ্য ও গোচারণযোগ্য সমুদয় ভূমির উৎপন্ন [illegible] আর [illegible] দেখা যায় যে তাহা [illegible] হইতে [illegible] কিছু কম হইতে পারিবেক।

সে ভূমি কোন প্রকার অধিকারিস্বত্বযুক্ত দখল [illegible] ব্যতিরেকে রাইয়তেরা দুই প্রকার দখলেতে ভূমির মালগুজারী দেয় ঐ দুয়ের নাম জোতজমির পাট্টা অর্থাৎ অনিশ্চিত সংখ্যক ভূমির পাট্টা। এবং ঐ ভূমির [illegible] রাইয়ত উৎপন্ন প্রকারানুসারে নিরূপিত হারে [illegible] মালগুজারী দেয় এবং এক আনা পাট্টা অর্থাৎ নিশ্চিত ভূমি সংখ্যার নিশ্চিত মালগুজারীপ্রযুক্ত পাট্টা। এই দুই প্রকার পাট্টার তাৎপর্য্য এই যে রাইয়ত যত কাল মালগুজারী দেয় তত কাল ভূমি দখল করিবে কেননা ইহারও এক পাট্টা এক বৎসরের মিয়াদে এবং অন্য নিশ্চিতসংখ্যক বৎসরের মিয়াদে হইলেও ব্যবহারানুসারে পাট্টা স্থির থাকে এবং আইনানুসারে বহাল হয় অতএব অন্য কোন দেশেতে ভূমির দখল যেমন চির কাল থাকে তেমন এ

দেশেও ক্রমাগত এবং বহু কালস্থায়ী হয় কিন্তু স্বীকার করিতে হইবেক যে রাইয়তেরদের জোত অত্যল্প হওয়া এবং তাহারদের অনেক দুষ্করতা এবং দখল অপ্রধান মূলেতে ধর্ম্মসম্প্রযুক্ত তাহারা অনেক অন্যায্য এবং অশৃঙ্খল কর্ম্মের অধীন কিন্তু এই সকল হইলেও কৃষিকর্ম্মের লাভের অতিশয় ন্যূনতা নাই।

ইহার পরে যে এক পত্র লিখিত মনে করি তাহাতে এই জিলার প্রধান উৎপন্ন বিষয়ের অর্থাৎ ধান্য ও গোম ও অন্য কোন শস্য এবং আদা ও হরিদ্রা ও তামাকু ও লোহা ইত্যাদির কৃষিকরণ এবং বাজারে বিক্রয়ের কারণ প্রভৃত কারবার বিষয়ের কথা লিখি এই বিষয়ের নীচে দুই পাট্টার প্রকার লিখিতেছি।

২ নং।

পুরণিয়া জিলাতে রাইয়তের এক নীচ পাট্টা।

এ পাট্টা সন মৌং কসবা পাট্টাদার মিথুনলালের দস্তখৎ। আমি নীচের লিখিত মালগুজারী পাইবার নিমিত্তে এক পাট্টা লিখিয়া দিয়া পাইয়াছি।

মফস্বল খুরদ শাকা শেখ নেজামদি হোসেন এবং মর্জ্জ নৌং পরগনা হাবেলা জিলার রঘুনন্দনেতে দত্ত কবুলিয়তের অনুসারে পাট্টা দেওয়া যাইতেছে।

মোং শেখ খাকা মুন্সের সরকার।

তোমার নিজ কামত এবং তোমার ভাই শেখ হাদিয়ালীর কামতের মালগুজারী দিলে ইহার পরে অর্থাৎ ১২০১ সাল অবধি ১২০৪ সাল পর্য্যন্ত মিয়াদে পাট্টা দেওয়া যাইবেক। এই দুই কামতের ভূমির নিমিত্তে আমি তোমারদের স্থানে কবুলিয়ৎ লইয়াছি এবং তোমারদিগকে এই পাট্টা দিলাম গ্রামের ভূমি ও তাহার নিকটবর্ত্তি ইমলাকের ভূমি যাহা চাস করিবেক কি চারপার্শে হউক জরিপ অনুসারে তাহার

মালগুজারী ফিবিঘা ১৲ এক টাকার হারে। ঐ দুই কামতে যত ভূমি থাকে তাহার মালগুজারী পূর্ব্বোক্ত হারেতে ধরা গেল যাহা হয় তাহা ব্যবহারে শিগুন খরচ অর্থাৎ ফিটাকাতে ১৬ গণ্ডা এবং পায়া ফিটাকাতে ১০ গণ্ডা এবং জরিব খরচ অর্থাৎ ফিবিঘা ১০ গণ্ডা করিয়া দিতে হইবেক। তোমার কবুলতীর অনুসারে এই সকল মালগুজারী প্রতিবৎসরের কিস্তিতে নিরূপিত কিস্তিমতে জামাকে দিতে হইবেক এই কিস্তির টাকা দিতে ত্রুটি হইলে বাকী টাকার উপর সুদ দিতে হইবেক। এবং ঐ টাকা আদায় করিবার নিমিত্তে চাকর পাঠাইবাতে যে২ খরচ হয় তাহা তোমার স্থানে লওয়া যাইবেক। এই তারিখের পর জঙ্গল হউক কি বন্যাতে নষ্ট হউক কি আকাল হউক কি নদীকিনারাতে ভাঙ্গা গেলে তাহা ভোগ করিয়া জমিবের মত সমুদয় মালগুজারী দিতে যে কোন দাওয়া কি আপত্তি করা যায় তাহা শুনা যাইবেক না। কোন আপত্তি কি বিবাদকরণব্যতিরেকে মালগুজারী দিতে হইবেক। জরিব হস্ত মাপের কাটীতে করা যাইবেক এবং তাহা ঐ এর লিখিত কথানুসারে হইবে।

তোমার নিজ কামতের ভূমি এবং সেখ হাদিমালীর কামতের ভূমি এবং গুমা ভূমি ও কসবাকের ভূমি। ১২৩১ সালে জরিব করিতে হইবেক তাহা চষা অথবা গোচারণ ভূমি হউক তাহার ফিবিঘা ১৲ টাকা। বাজে খরচ শিগুন ফিটাকা ১৬ গণ্ডা পায়া ফিটাকা ১০ গণ্ডা জরিবের খরচ ফিবিঘা ১০ গণ্ডা।

ঐ কবুলিয়তের দ্বারা এই পাট্টা পাঁচ বৎসর মিয়াদে দেওয়া যাইতেছে ভয় ও সন্দেহব্যতিরেকে ভূমির আবাদ তরদুদ করহ এবং তাহাতে যত লাভ করিতে পার তাহা করিবা এবং তাহার উপযুক্ত মালগুজারী দিবা। ১২৩১ ফসলী ১১ জ্যৈষ্ঠ।

জোতজরিবী পাট্টার প্রকার।
লালা মঙ্গলিচন্দ্র রাইয়ত।

এই পাট্টা কারুলালের দেওয়া কবুলিয়তের সহিত মিলাইয়া দেওয়া যাইতেছে। ঐ কারুলাল ধর্ম্মপুর পরগনার পুরণিয়া জিলার নাথু চামগ্রামে বাস করে ও কৃষিকর্ম্ম করে।

ইহার পরে ১৮৩১ সালের নিমিত্তে ভূমি খাস দখল প্রকারে উপরের উক্ত গ্রামের মালিকের ভূমি চসিবা এই নিয়মে যে তুমি যত ভূমি চস কি দখল কর কেবল ঐ ভূমির কারণ [illegible] দিবা অর্থাৎ [illegible] মালগুজারী ও [illegible] খরচ। কিন্তু [illegible] না করিয়া ভূমি [illegible] চাস দেও এবং তাহার উৎপন্ন [illegible] বিক্রয় কর এবং এই পাট্টানুসারে নিরূপিত কিস্তিবন্দীমতে তোমার যে মালগুজারী দিতে হইবে তাহা আমাকে দিবা ঐ নিরূপিত কিস্তিমতে টাকা না [illegible] উপর সুদ দিবা এবং ঐ টাকা দেনা [illegible] ইবাতে [illegible] ওয়া যাইতে [illegible] তাহা তুমি স্বীকার করিবা।

ভূমির [illegible] হাত পরিমাণ দণ্ডেতে করিতে হইবেক তাহার [illegible] হার নীচের লিখিত কথানুসারে হইবেক।

ময়ূর [illegible] ভূমি দখল করিলে ফি বিঘা ১ এক টাকা।
বাগানের পুষ্প বুনিলে ফি বিঘা ১৷৷০ দেড় টাকা।
[illegible] খাজনা ফি বিঘা ৷৷৷৶ চৌদ্দ আনা।
উচ্চ ভূমির [illegible] খাজনা ফি বিঘা ৸০ আনা.
বোনা [illegible] ফি বিঘা ৷৷৶ আনা।

বৎসরের মধ্যে অন্য কোন শস্যের এক ফসল হইলে ফিবিঘা ॥৶ এগার আনা।

চারিমাসিয়া ফসল। অন্য দ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত না হইলে ফিবিঘা ॥০ আট আনা।

জঙ্গলী ফসল অন্য দ্রব্য তাহার সহিত বোনা না গেলে ফিবিঘা।০ চারি আনা।

পশুচারণ ভূমি ফিবিঘা ৶ তিন আনা।

ঘর ছাওয়ার উপযুক্ত খড়ের ভূমি ফিবিঘা ১৲ এক টাকা।

এই নিয়মানুসারে তুমি যে ভূমি চস কি দখল কর কেবল ঐ ভূমির মালগুজারী দিবার নিমিত্তে এই পাট্টা তোমাকে দেওয়া যাইতেছে ফসলী ১২৩১ সাল ১৫ আশ্বিন।

৩ নং।

১৮২৩ অবধি ১৮২৪ পর্য্যন্ত।

বার মাসপর্য্যন্ত মাসে২ ক্ষেত্রের যে২ কর্ম্মকরণ উপযুক্ত ঐ২ কর্ম্মইত্যাদির বিষয়ি লিপি।

মাই।

বৈশাখের মধ্যে রাইয়ত লোকেরা আদা ও হরিদ্রা রুপিয়াছে এবং তেরেণ্ডার বীজ বুনিয়াছে। তাহার পর অগ্রহায়ণে ধান্যের বীজ বুনিয়াছে এবং বৈশাখের শেষে যে বৃষ্টি হইল তাহাতে আউশধান্যের বুননের শেষ করিয়াছে। কোন২ স্থানে ঐ বৃষ্টিপ্রযুক্ত বৈশাখে নীল বোনা গিয়াছে কিন্তু গাছের পুষ্টির নিমিত্তে আর বৃষ্টি না হওয়াতে ঐ সকল শুকিয়া গিয়াছে। রাইয়তেরা ফাল্গুনে নীল এবং অগ্রহায়ণে নীচ ভূমির ধান্য নিড়াইয়াছে এবং ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে সময় উত্তম হইলে ঐ২ ক্ষেত্র বড় উত্তম

দেখা যায়। উচ্চ ভূমিতে রাইয়তেরা প্রথম বোনা আ উশ ধান্য নিড়াইতেছে পূর্ব্বে অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত তাহার কিছু হানি হইয়াছে কিন্তু পুনরায় এই বৃষ্টিতে তাহা ভাল দেখা যাইতেছে। কাপাসের ক্ষেত্রেরও নিড়ান হইল এবং গাছ বড় উত্তম দেখা যাইতেছে পুরণিয়া জিলাতে কাপাসের অত্যল্প ক্ষেত করা যায়। বীজ আপ্রিলের মধ্যে বোনা গিয়াছে।

এই মাসে চীনাব্যতিরেকে অন্য শস্য কাটা যায় নাই চীনা অতিনীচ ভূমিতে মার্চের প্রথমে বোনা গেলে এই বৎসর ফসল কিছু ভাল হইল কেমনা কিঘিয়াতে কমবেশ ৫/ পাঁচ মোন উৎপন্ন হইল।

২৬ মাই বর্ষার আরম্ভ হইল এবং জিলার উত্তর পূর্ব্ব ভাগেতে এমত ভারি বৃষ্টি হইল যে তাহাতে পর্ব্বতীয় নদীতে যে নীল বোনা গিয়াছিল তাহার যথেষ্ট হানি হইয়াছে।

জুন ও জুলাই।

জুনের প্রথমাবধি জুলাইয়ের ২০ দিনপর্য্যন্ত। মাইয়ের শেষেতে যে বৃষ্টি হইল তাহাতে রাইয়তেরা বৈশাখী নীলের বুনন সমাপ্ত করিল। ঐ নীল কিছু বিলম্বে হয় কিন্তু যে ভারি বৃষ্টি হইল সেই বৃষ্টিপ্রযুক্ত ভাল হইতে পারিবেক কেমনা অন্য বৃষ্টি না হওয়াতে তাহার হানি এখন হইবেক না। এই বৃষ্টিপ্রযুক্ত রাইয়তেরা অগ্রহায়ণে ধান্যের বুনন সমাপ্ত করিয়াছে এবং রোপা ধান্যের বীজতলা করিয়াছে এই জিলার কোন২ স্থানেতে ধান্য রোপণ অনেক ভূমিতে করা যায়।

রাইয়তেরা উচ্চ ভূমি মক্কা ও জনারা ও মড়ুয়া বুনিবার নিমিত্তে প্রস্তুত করিতেছে এবং বীজ পুনর্ব্বার বৃষ্টি হইলে বোনা যাইবেক।

জুনের ২ অবধি ১৩ পর্য্যন্ত আকাশ উত্তমরূপে নির্ম্মল হইয়াছিল। কখন২ বৃষ্টি। মাই মাসেতে যে মোচরা ও আউশ ধান্য বোনা গিয়াছে রাইয়তেরা তাহা নিড়াইরাছে এই সময়ে ধান্য ও নীলের ক্ষেত বড় তাজা দেখা যাইতেছে।

নীচ ভূমিতে মার্চ মাসের প্রথমে সে২ ধান্য বোনা যায় তাহার মধ্যে মুগের বীজ বোনা যায়। তাহার শস্য এখন পাকা। গত দশ দিনাবধি রাইয়তেরা তাহা সংগ্রহ করিতেছে তাহা পাকিলে অন্য২ ফসলের মত গাছ তোলা যায় না কিন্তু স্ত্রী ও বালকেরা তাহার শিমড়া বাছিয়া২ তোলে ধান্যের সহিত বোনা এই কলাই উত্তম ক্ষেত্রেতে দুই মোন উৎপন্ন হইতে পারিবেক বর্ষাকাল আরম্ভ হইলে তাহা পচিয়া যায়।

জুনের ১৩ তারিখঅবধি সময় উচ্চ ও শুষ্ক ভূমির বড় উপকারক হইয়াছে। ঐ২ ভূমিতে থাকা ধান্য বড় তেজস্বী দেখা যায় বৃষ্টি প্রায় সর্ব্বদা ও কখন২ ভারী তৎপ্রযুক্ত রাইয়তেরা অনেক ধান্য রুপিয়াছে এবং প্রথম যাহা বোনা গিয়াছে এখন তাহা বড় উত্তম দেখা যাইতেছে। বৃষ্টিতেও আউশ ধান্যের বড় উপকার হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহা প্রথম বোনা গিয়াছে এখন তাহার শীষ বাহির হইতেছে তাহা দেখিলে বুঝা যায় যে তাহার উৎপন্ন অধিক হইবেক। এখন শস্য ভাল হইবার কারণ নির্ম্মল সময়ের আবশ্যক। ভারি বৃষ্টি হইলে তাহার হানি হইবেক কিন্তু কখন অল্প বৃষ্টি হইলে তাহার উপকার হয় এবং তাহার পরে যাহা বোনা যাইবেক তাহারো উপকার হইবেক।

ভূমি নিত্য অত্যার্দ্র হওয়াতে আদা ও হরিদ্রার কিছু ক্ষতি হইল। রাইয়তেরা একবার ইহার নিড়ান করিয়াছে কিন্তু তাহাতে বড় ফল হয় নাই কেননা তাহার শিকড় তারি জলেতে মৃত্তিকায় বসিয়া গিয়াছে এবং তাহা নিড়

নের পর যদি ভারি জল না হইত তবে হরিদ্রা ও আদার গাঁইট বাড়িত এখন তাহা হয় নাই কিন্তু ক্ষেত্রসকল গাছে তে পূর্ণ হইলে বড় তেজস্বী না হইলেও কিছু কাল শুষ্ক সময় হইলে ঐ২ ক্ষেত্র ভাল হইতে পারিবেক কেননা তাহার অনেক সময় অবশিষ্ট আছে।

রাইয়তেরা আষাঢ়ী নীলের বুনন সমাপ্ত করিয়াছে নিত্য অতিশয় বৃষ্টিপ্রযুক্ত প্রথম বোনা নীলের বৃদ্ধির ন্যূনতা হইল এবং অনেক নীলক্ষেত্রের নিড়ান এক্ষণে হয় নাই এই পর্য্যন্ত বড় ক্ষতি হয় নাই কিন্তু তাহার বৃদ্ধিহওনের নিমিত্তে শুষ্ক সময়ের আবশ্যক। অধিক বৃষ্টি হইলে অনেক নীলের নাশ হইবেক এবং কোন২ স্থানে তাহার কিছু এখন হরিদ্রাবর্ণ দেখা যায়।

মক্কা এবং মড়ুআ গত মাসে বোনা গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টির আধিক্যপ্রযুক্ত প্রতিবৎসর যত মড়ুআ বোনা যায় তত এ বৎসর বোনা যায় নাই।

আগামি বৎসরের নিমিত্তে রাইয়তেরা ভূমি চসিতেছে এবং জনুরা ও কুলত্থ কলাইয়ের নিমিত্তে উচ্চ ও শুষ্ক ভূমি প্রস্তুত করিতেছে ঐ২ দ্রব্যের বীজ আগামি মাসে বোনা যাইবেক।

এই মাসে ফাল্গুণী নীলব্যতিরেকে অন্য কোন দ্রব্য কাটা যায় নাই এবং সর্ব্বদা বৃষ্টিপ্রযুক্ত তাহার বড় ক্ষতি হইতেছে উচ্চ ভূমি কিছু চিক্কণ হয় তৎপ্রযুক্ত ভারি বৃষ্টির পর জল তাহাতে অনেক ক্ষণ থাকে সেইহেতুক তাহাতে বোনানীল গাছ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার উৎপন্ন তাহাতে কম হয়।

নীচ ভূমিতে থাকা নীল রাইয়তেরা এই মাসে কাটিয়াছে এবং শেষে বোনা ধান্যের নিড়ান করিয়াছে। উচ্চ ভূমিতে বালকারি রাইয়তেরা যত বুনিয়াছে তত তাহারা বুনিতে পারে নাই কেননা নীল গাছ ঐ সকল ভূমিতে

ছিল এবং তাহা কাটা গেলে পর তৎক্ষণে নদীতে বড় বন্যা আইল এখন ঐ গাছ সব কাটা গেলেও ঐ জল কিছু থাকিতে তাহারা ধান্য বুনিতেছে। ঐ২ ভূমিতে ধান রোপণের উপযুক্ত সময়ের আরম্ভ হইয়াছে এবং ভূমিতে শীঘ্র যদি পুনর্ব্বার নদীর জল এমন না বাড়ে যে বোনা নূতন গাছ ডুবিয়া যায় তবে তাহাতে অতিশয় ফসল হইবেক।

কোন২ স্থানে বন্যা হওয়াতে নীচ ভূমির ধান্য পুইয়া ছড়ানেতে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। তাহার অনেক গাছ ক্ষুদ্র হওয়াপ্রযুক্ত জলের নীচে পড়িল ও তাহাতে পচিয়া গেল। বন্যা এত শীঘ্র হওয়ার অপেক্ষা না করিলে রাইয়তেরা সামান্য কালের পূর্ব্বে বীজ বুনে নাই এবং তাহার অনেক নিড়ান হয় নাই কিন্তু এত বৃষ্টি যদি না হইত তবে ক্ষতি অতিরিক্ত হইত কেননা জলের আধিক্যপ্রযুক্ত উচ্চ ভূমিতে যে ধান্য বোনা গিয়াছিল তাহা এমত বাড়িয়াছে যে বন্যা আসাপ্রযুক্ত তাহার কিছু ক্ষতি হয় নাই এবং এখন জলের কিছু হ্রাস হওয়াতে তাহা আরো বাড়িবে এবং ঐ ভূমেতি উত্তম ফসল হইবেক।

নীচ ভূমিতে বাসকারি রাইয়তেরা নীল কাটাব্যতিরেকে গত ২০ দিন প্রায় অন্য কোন কর্ম্ম করেঁ নাই। নদীর জলের এমত বৃদ্ধি হইয়াছে যে সকল দেশেতে বন্যা হইয়াছে বড় কুশী নদীর নিকটে যে সকল নীচ ভূমিতে ফাল্গুণী নীল বোনা গিয়াছিল সেই সকল কাটা গিয়াছে।

ঐ প্রকার ভূমিতে বন্যাপ্রযুক্ত কেবল অত্যল্প ক্ষতি হইল কেননা যেমন জলের বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমন গাছ কাটা গেল অতিশয় বৃষ্টিপ্রযুক্ত পাতার হরিদ্রা রঙ্গ হওয়াতে তাহার বড় ক্ষতি হইয়াছে নীল কুঠীওয়ালাদের অন্য এক ক্ষতি হইয়াছে অর্থাৎ বন্যার জলহইতে তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্তে নীচ ও উচ্চ ভূমিতে যে বাঁধ হইয়া

ছিল তাহা পাকিবার পূর্ব্বে কাটা গেল। এই বৎসর নী লক্ষেতেতে রাইয়তেরদের কি নীলকুঠীর কর্ত্তারদের কিছু লাভ নাই। নীচ ভূমিতে থাকা রাইয়তেরদের পশু চরাণের নিমিত্তে উচ্চ ভূমিতে পাঠান গিয়াছে এবং রাইয়তেরা ধান্য বুনিবার নিমিত্তে ভূমি প্রস্তুতকরণের কারণ যত বল দের আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত ঘরের নিকটে রাখে না।

এই জিলাতে স্মার্ত্ত কালের মধ্যে যেৎ ভারি বৃষ্টি হই য়াছে তাহার অধিক এই বৎসর হইল। গত মাসে বৃষ্টি ব্যতিরেকে ৪৮ দণ্ড এক সময়ে ছিল না এইপ্রযুক্ত অতি শীঘ্র নদী ও নালাসকলের জল উথলিল এখন সকল লো ক নির্ম্মল সময় অধিক প্রার্থনা করে।

জুলাই আগস্ত ও সেপ্তম্বর।

২৫ জুলাইঅবধি ৮ সেপ্তম্বরপর্য্যন্ত।

২৫ জুলাইঅবধি আঁগস্তের ৬ তারিখপর্য্যন্ত অতিশয় বৃষ্টি হইল তৎপ্রযুক্ত ধান্য রুপিবার কারণ যেৎ ভূমি কর্ষ নো প্রস্তুত করা যায় নাই এৎ উচ্চ ভূমিতে রাইয়তেরা ধান্য রুপিয়াছে।

যে আঊশ ধান্যের শীস বাহির হইতে লাগিল তাহার কিছু ক্ষতি অতিশয় বৃষ্টিতে হইল কিন্তু ৭ তারিখঅবধি অধিক বৃষ্টি না হওয়াতে ঐ প্রকার অনেক ধান্য পাকিয়া আছে এবং ঐ ভূমিতে রাইয়তেরা যত উৎপন্ন অপেক্ষা করিল তত হইবেক। ২৫ আগস্তঅবধি তাহারা তাহা কাটিতেছে অকাটা অনেক এখন আছে কিন্তু শস্য পূর্ণ হই লে তাহার বিষয়ে আর ভয় নাই।

উচ্চ ভূমিতে রোপা ধান্য অত্যুত্তম দেখা যাইতেছে এবং অগ্রহায়ণে তাহার অতিরিক্ত ফসল হওয়ার ভরসা আছে এখন অধিক বৃষ্টি হওয়াতে তাহার বড় বৃদ্ধি হ

ইতেছে এই বৎসরেতে উচ্চ ভূমিতে যেমন ধান্য হই য়াছে তেমন প্রায় কখন হয় নাই তদতিরিক্ত উচ্চ যেং স্থানেতে অল্প লাভজনক শস্যের ক্ষেত হইয়াছিল ঐ সকল ভূমিতে এখন ধান্যের ক্ষেত হইয়াছে আউশ ধান্য যে ভূ মিতে ছিল ঐ ধান্য কাটা গেলে ঐ ভূমিতে তৎক্ষণাৎ চাস দেওয়া গিয়াছে এবং অন্য ধান্য রোপা গিয়াছে বৃষ্টি এইং কর্ম্মের নিমিত্তে বড় উপকারক হইয়াছে।

অতিশয় বৃষ্টিপ্রযুক্ত আদা ও হরিদ্রার ক্ষেতের বড় ক্ষতি হইয়াছে বিশেষতঃ আদার কেননা অতিজলেতে তাহার ক্ষতি শীঘ্র হয় কেবল অত্যন্ত ও বড় শুষ্ক স্থানেতে তাহার ফল হইবে এবং অনেক স্থানেতে যদি রাইয়তেরা যত বু নিয়াছে তত পাইতে পারে তবে বড় ভাল। হরিদ্রা আদার মত মন্দ হইবে না কিন্তু তাহারো ক্ষতি হইয়াছে এবং কোনং স্থানে তাহা পচিয়া গিয়াছে।

২৫ আগস্তের পরে অনেক নীলকুঠীতে আসাঢ়েতে বো না নীলের মহনি করিতে আরম্ভ করিয়াছে আগস্তের প্রথ মে যে বৃষ্টি হইল তাহাতে ক্ষেতের বড় ক্ষতি হইল এবং যত বোনা গিয়াছে তাহার তৃতীয়াংশ নষ্ট হইল। এই জিলাতে ঐ প্রকার নীল প্রতিবৎসর যত বোনা যায় এই বৎসর তাহার অতিরিক্ত বোনা গিয়াছিল এবং যাহা বা লীময় উচ্চ ভূমিতে বোনা গিয়াছিল তাহার ফসল ভাল হইয়াছে এবং সময় যদি ভাল হয় তবে গাছ কাটনের প র অনেক বীজ সেখানে পাওয়া যাইবেক কেননা যে গাছ নীলের হৌজের নিমিত্তে ক্ষুদ্র হওয়াতে অনুপযুক্ত ছিল তা হা বীজের নিমিত্তে রাখা গিয়াছে এবং অপেক্ষা করা যা য় যে অনেক নীলকুঠীর কর্ত্তারদের আগামি বৎসরে যত বীজের আবশ্যক হইবেক তাহা আপনারদের কুঠীতে পা ইতে পারিবেন।

আগস্তের ৭ তারিখের পর যে নির্ম্মল সময় হইল তাহা

তে রাইয়তেরা জনারার বীজ বুনিয়াছে এখন তাহার গাছ ভাল দেখা যাইতেছে।

সেপ্তম্বরের ১ অবধি রাইয়তেরা সর্ষা বুনিবার নিমিত্তে ভূমি চসিতেছে। অন্যং বৎসরে যেং ভূমিতে সর্ষা* বোনা যাইত এই বৎসরে সে ভূমিতে ধান্য রোপণপ্রযুক্ত সর্ষার ক্ষেত কম হইবেক সর্ষার ভূমি অত্যন্ত নম হওয়ার আবশ্যক এবং তাহা প্রস্তুত করিবার সার এবং অন্যং কর্ম্মের আবশ্যক হইলে তাহার বদলে অন্য ভূমিতে ভাল হয় না।

এই মাসেতে ধান্যব্যতিরেকে যে ফসল কাটা যায় তাহা মক্কার ফসল। কোনং স্থানে তাহার ফসল ভাল হইল কিন্তু বৃষ্টির আধিক্যপ্রযুক্ত প্রায় সর্ব্বত্রে কিছু কম।

নীচ ভূমির ধান অত্যুত্তম দেখা যাইতেছে জুলাইয়ের শেষাবধি আগস্তের ১০ পর্য্যন্ত রাইয়তেরা উচ্চ ভূমিতে ধান্য রুপিয়াছে এবং তাহার পর বন্যার হ্রাস হইলে ধান্য বড় তেজস্বী হইল জল বহুকাল থাকাপ্রযুক্ত অনেক স্থানেতে ধান্যের নাশ হওয়ার বড় ভয় হইল কিন্তু জলের হ্রাস হওনের পরে যে উত্তম সময় হইল তাহাতে পুনর্ব্বার ঐ ধান্য উঠিয়াছে এখন আর একবার বন্যা হইয়াছে এবং তাহাতে তাহার নাশহওনের সম্ভাবনা কিন্তু যদি জলের হ্রাস শীঘ্র হয় তবে তাহার রক্ষা হইবেক।

---

* সর্ষা দুই প্রকার। শ্বেত সর্ষা এবং লাল সর্ষা। এই জিলাতে শ্বেত সর্ষার নাম পুর্বিতোরি এবং লাল সর্ষার নাম লোহনতোরি প্রথমোক্ত প্রকার সর্ষা ফিবিঘাতে ৮০ সিক্কা ওজনের ৮/ মোন হইতে পারে তাহা অত্যুত্তম ভূমিতে বোনা যায় এবং তাহার সিঞ্চনের আবশ্যক। লাল প্রকার সর্ষার উত্তম ভূমির আবশ্যক কিন্তু শ্বেত সর্ষার প্রকারের মত উত্তম নহে তাহা সিঞ্চনের আবশ্যক নাই এবং উৎপন্ন কমবেশ ফিবিঘা ৫/ মোন। তিন সের শ্বেত সর্ষাতে এক সের তৈল হয় লাল সর্ষার সাড়ে তিন সেরেতে এক সের তৈল হয় কিন্তু তৈল দুইতে একপ্রকার হয়।

সেপ্তম্বরের ১ অবধি নীচ ভূমিতে বাসকারি রাইয়তেরা বন্যাতে অনষ্ট আউশ ধান্য কাটিতেছে এবং তাহার উৎপন্ন উচ্চ ভূমিতে থাকা ধান্যের উৎপন্নের তুল্য। নদীর জলের হ্রাসানন্তর তাহারদের অন্য অল্প কর্ম্ম হইলে প্রথম বোনা ধান্যের মধ্যে এবং উচ্চ ভূমিতে বোনা মোটছা ধান্যের মধ্যে যে জঙ্গল হইয়াছিল তাহা নিড়াইল।

২৫ জুলাইঅবধি ৩১ পর্য্যন্ত কখনং বৃষ্টি হইল। ১ আগস্তঅবধি ৭ পর্য্যন্ত প্রায় পূর্ব্ব দিগহইতে বায়ু ও ঝড় ও বৃষ্টি। কখনং ভারী তাহার পর ১৫।১৬।১৭ তিন দিনপর্য্যন্ত সময় নির্ম্মল হইল তদনন্তর বড় ঝড় ও ভারি বৃষ্টি। তাহার পর ৮ সেপ্তম্বরপর্য্যন্ত আকাশ নির্ম্মল কিন্তু কখনং বৃষ্টি।

বড় কুশী নদীর জল গত বৎসর যেপর্য্যন্ত উঠিয়াছিল এই বৎসর তাহার ৪ ইঞ্চ কম উঠিল কিন্তু ঐ নদী যেখানে পদ্মার সহিত মিলে ঐ অঞ্চলে অতিবড় বন্যাপ্রযুক্ত রাইয়তেরদের বড় হানি হইল।

ফসল সর্ব্বত্র অত্যুত্তম কিন্তু শস্য অতিশয় দুর্ম্মূল্য। তাহা অন্য জিলাতে অনেক ধান্য রফ্তানী করণপ্রযুক্ত হইল। শস্য যত শীঘ্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে তত শীঘ্র অন্যত্র বিক্রয়ের নিমিত্তে পাঠান যায়।

সেপ্তম্বর ও অক্তোবর।

৮ সেপ্তম্বরঅবধি ৪ অক্তোবরপর্য্যন্ত। ৮।১৫ সেপ্তম্বরের মধ্যে রাইয়তেরা জনারার ভূমির বীজ বুনিতে সমাপ্ত করিল এবং তাহারদের ভূমি কুলত্থকলাইয়ের কারণ প্রস্তুত করিল সে সকল ২৬ তারিখের পূর্ব্বে বোনা গিয়াছে।

এই দুই প্রকার ফসলের নিমিত্তে সময় বড় ভাল। বৃষ্টিকালে যে ফসল হয় অর্থাৎ বর্ষাতী ফসল তাহার অধিকাংশ এই দুই প্রকার শস্য।

যে জনারা প্রথম বোনা গিয়াছে তাহা এখন দুই ফুট উচ্চ এবং বড় উত্তম দেখা যাইতেছে। এই বৎসরে অধিক বৃষ্টিপ্রযুক্ত সাতানা বৎসরে যেং ভূমিতে ফসল হইতে পারে নাই এমন অনেক ভূমিতে এই বৎসর জনারার বীজ বোনা গিয়াছে।

বালীময় ভূমিতে যে মড়ুয়ার বীজ বোনা গিয়াছিল তাহার মধ্যে যত নষ্ট হয় নাই তাহা এখন ভাল দেখা যাইতেছে।

বিসুদের পরে যে উত্তম সময় হইল তাহাতে রাইয়তেরা ধানের বীজ বুনিবার নিমিত্তে ও ভূমি প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে বড় যত্ন করিয়াছে এবং তাহারা খেতটি প্রস্তুত করিয়াছে এবং রোপণ করিবার নিমিত্তে যে ভূমি উপযুক্ত তাহাতে চাষদেওন ও মাগদেওনেতে বড় চেষ্টা করিয়াছে বৃষ্টি এখন হইলে ঐ বীজবুননে বড় বিলম্ব হইবেক এবং তাহাতে বড় ক্ষতি হইবেক কেননা শস্যের বৃদ্ধির পূর্ব্বে ঐ গাছ কিছু বড় হওয়াতে কিছু উপকার হয়। ১৫ আষাঢ়ের পরে ধান্যের বীজবুননের উত্তম সময় এবং ২৫ তারিখের পর রোপণ করণের সময়, শ্রাবণের আরম্ভাবধি মধ্য পর্য্যন্ত ১০ দশ দিন উপযুক্ত।

বৃষ্টি হওয়া না হওয়ার নিশ্চয় রাইয়তেরা কর্ম্ম করে এবং যেপর্য্যন্ত আর বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে পর্য্যন্ত বীজ বুনে না। বীজবুননের পরে যদি বৃষ্টি হয় তবে সে বৃষ্টি অত্যল্প হইলেও ক্ষুদ্র গাছের অতিহানি হয় এবং যেং ক্ষেত্রেতে জল না হয় তাহার ফল যেং ক্ষেত্রেতে বৃষ্টি হয় তাহার ফলহইতে অতিরিক্ত হয়। এই সময়েতে মৃত্তিকা শুষ্ক হয় এবং অত্যল্প বৃষ্টি হইলে সেই মৃত্তিকা আঁটিয়া যায় তাহাতে মৃত্তিকা বড় শীতল হয় এবং গাছ রোগা দেখা যায় তাহার পর যদি উত্তম সময় হয় তবে তাহার কিছু বৃদ্ধি হইতে পারিবে কিন্তু এই ভূমির উত্তম ফ

ভাবপ্রযুক্ত যেং উত্তম গাছের অপেক্ষা করা যায় তদ্রূপ উত্তম হইতে পারে না কেননা ঐ সকল ভূমি প্রস্তুত করিতে বড় যত্ন করা যায় এবং সে ভূমি অত্যুর্ব্বরা।

সেপ্তম্বরের ১৫ দিনের পূর্ব্বে আউশ ধান্যসকল কাটা গিয়াছে। ঐ ফসলেতে রাইয়তেরদের বড় লাভ হইতে পারিবেক।

২৬ সেপ্তম্বরঅবধি যে উত্তম সময় হইল তাহাতে রাইয়তেরা আদা ও হরিদ্রার ক্ষেত্রেতে কর্ম্ম করিয়াছে প্রায় প্রতিদিন যে বৃষ্টি হইল তাহাতে ঐ ক্ষেতের নিম্নানের [illegible] প্রকার হইল ঐং ক্ষেত প্রায় নষ্ট হইয়াছে এবং কেবল বালীময় ভূমিতে ঐং গাছ কিছু ভাল দেখা যাইতেছে। এখন বৃষ্টি হইলে তাহার আরো ক্ষতি হইবে মৃত্তিকা যত শুষ্ক হয় তত তাহার নূতনং গাঁইট বাহির হইতে পারে।

উচ্চ ভূমিতে যে ধান্য রোপণ গিয়াছে তাহা বড় উত্তম এবং বিবেচনা করিয়া জানা যায় যে তাহাতে বড় উত্তম ফসল হইবেক।

যে ঘাসের ভূমি নদীর নিকটস্থওয়াতে এক দুই ফুট জলের নীচে থাকিত ঐ ভূমিতে রাইয়তেরা কলাই বুনে। [illegible] সকালে তাহারা ধান্য ঘোড়াতে খায়। বিষুবের সময়ের [illegible] প্রযুক্ত এবং তাহার উপরে ঘাস হওয়াপ্রযুক্ত অতি [illegible] তাহার অঙ্কুর হয় এবং নরম ভূমিতে শিকড় বিলক্ষণ লাগে এবং ঘাসের সহিত বড় বাড়ে। এই সময়েতে ঐ ভূমির ঘাস অতিবড় হওয়াতে পশুতে তাহা খায় না তাই তাহাতে জড়াইয়া দিলে লোকেরা ঐ ঘাসের মধ্যে যায় না এবং ঐ কলাই খাইবার উপযুক্ত হইলে লোক তাহার বড় ক্ষতি করে না এবং ঘাস কলাই সমুদয় মহিষের খাইবার নিমিত্তে শীতকালপর্য্যন্ত রাখা যায় কেবল

ঐ নবৃক্ত কলাই ঘাসের সহিত গরুর খাইবার কারণ কাটে। আর কেহ২ দিসেম্বর কি জানুআরিপর্য্যন্ত তাহা রাখে এবং তাহার শস্য মাড়িয়া বেচে আর ঘাস তখন পশু চরাণের নিমিত্তে উত্তম। এমন সময়ে ঐ ঘাসের বড় আব শ্যক হয়। বর্ষাকালের শেষে যদি অধিক বৃষ্টি হয় তবে তাহাতে ঐ কলাই এবং বর্টীতে বন্যা হেতুক দমন জন্যে তাহার বড় ক্ষতি হয় এবং কলাইয়ের উপরে বন্যা থাকিলে গাছ মরিয়া যায়।

আষাঢ়ী নীলের ফুল এখন হইতেছে ও তাহার ফল ধ রিতেছে এই বৎসরে নীলের বীজের উত্তম সময় হইল প্র থম যে বড় কঠিন সময় হইল তাহাতে যে গাছ মারা যায় নাই তাহাতে অধিক বীজ হইতে পারিবে।

১০ সেপ্তম্বর অবধি কুঠীতে নীল মহলী স্থগিত হইল যে অনেক নীলের গাছ যাতিক্ষুদ্র এবং কোটের উপযুক্ত ন হে তাহা বীজের নিমিত্তে রাখা গিয়াছে। ঐ গাছ এবং যে গাছ কাটা গিয়াছে তাহার নূতন ডাল ডালকু পে বাড়িতেছে এবং গত মাসে যে উত্তম সময় হইল তৎ প্রযুক্ত বড় ফসল হইবেক তাহাতে আগামি বৎসরের বুনানের নিমিত্তে যত বীজের আবশ্যক তাহা আপনারদের কুঠীতে হইবেক।

১৫ তারিখঅবধি যে রাইয়তেরা নীচ ভুমির চাস করে তাহারা এই বৎসরের অতিরিক্ত বৃষ্টিপ্রযুক্ত যেং জঙ্গলা গাছ ধান্যের মধ্যে উঠিয়াছে এবং ক্ষেতের ক্ষতি করিতেছে তাহা কাটিতেছে। একবার বৃষ্টি হইলে নীচ ভুমির ধান্যের বড় উপকার হইতে পারিবেক কেননা ধান্যের গাছ কিছু বড় হইলে তাহার একং গাঁইটেতে নূতনং শিকড় হয় এবং বন্যার জল ক্রমেং হ্রাস হইলে ঐ শিকড় ক্রমেং ঐ ভুমিতে লাগে কিন্তু যদি এমত অতিশয় বৃষ্টি হয় যে তাহাতে বন্যা হয় তবে যেং শিকড় ভুমিতে লাগিয়াছে

এবং শিকড় উপড়ানপ্রযুক্ত অনেক শস্য শুকিয়া যাইবেক অথবা থাকিলে অত্যল্প ও ক্ষুদ্র শস্য তাহাতে হইবেক।

এই জিলার পূর্ব্ব দেশের সম্বাদ পশ্চিম দেশহইতে সেই খবর আইসে তাহার তুল্য উত্তম এবং তাহাতে বিচার করা যায় যে এই বৎসর অতিবড় ফসল হইবে এই সময়ে যেই উত্তম শস্য ও কলায়ের ক্ষেত্র হইয়াছে এই দেশের অনেক বৎসর নিবাসি লোকেরা বলে যে তাহার বড়ত্ব ও উত্তমত্বপ্রযুক্ত এমন ক্ষেত্র কখন তাহারা দেখে নাই।

যেই মৃত্তিকা পর্ব্বতহইতে ভাসিয়া আইসে এবং বন্যার সহিত মিলিয়া যায় এবং বন্যা আসিতে লাগিলে ভূমিতে বসে শেষ বন্যা ঐ মৃত্তিকাময় হয় তাহাতে ভূমিতে যে ফসল থাকে তাহার বড় উপকার। ঐ প্রকার ভূমিতে যে শস্য রোপা যায় তাহা উচ্চ ভূমিতে রোপা শস্যের দুই তিন সপ্তাহ পরে রোপা গেলেও বড় শীঘ্র তাহা উত্তম দেখা যায়।

পূর্ণিমার পরে বড় কুশী নদী এবং অন্য২ নদী হ্রাস হইলে আপন২ স্থানস্থ হয়। যে নূতন চর হইয়াছে তাহার বড় স্রোতপ্রযুক্ত যে নূতন২ চর করা গিয়াছে এবং যৎপ্রযুক্ত নদী পুরাণ স্থান ছাড়িয়া নূতন২ পথে যায় তাহার পূর্ব্ব বালীর উপর এখন পাঁক পড়িয়াছে এবং যেই লোক দখল করিতে চাহে তাহাতে তাহারদের কলাই ছড়ানেতে দখল করা যায় ঐ কলাই নরম পাঁকেতে পড়িলে অতিশীঘ্র উঠে এবং ভূমির উর্ব্বরাত্বপ্রযুক্ত অতিশয় ফলবান হয়।

সেপ্তম্বরের ৮ অবধি ১৩ তারিখপর্য্যন্ত কখন২ বৃষ্টি হইল কিন্তু ভারী নয়। মধ্যে২ ভালমতে রৌদ্র হইল। ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত বায়ু অতিরিক্ত এবং বড় বৃষ্টি। তাহার পর এই তারিখপর্য্যন্ত সময় নির্ম্মল ও অতিরৌদ্র ও কখ

নং বড় গ্রীষ্ম। এখনও বর্ষাকালের শেষ হয় নাই। ১০ অক্টোবরের পূর্ব্বে তাহার শেষের অপেক্ষা করে না তাহা উপযুক্ত কেননা কখন২ অক্টোবরের ২০ অবধি ২৫ পর্য্যন্ত বর্ষানিবৃত্তি হয় না।

অক্টোবর।

অক্টোবরের ৪ অবধি ৩১ পর্য্যন্ত। ১৬ তারিখে রাইয়তেরা তামাকু রুপিতে আরম্ভ করিল ও ২৮ তারিখে তাহা সমাপন করিল। তাহার পরে ঐ ক্ষেত্র নিড়াইল এবং যে কোন তামাকের গাছ মরিয়াছিল সেখানে নূতন গাছ রোপা গেল এখন ক্ষেত্র উত্তম দেখা যাইতেছে।

ঐ তারিখঅবধিও গাজরের বীজ বোনা গিয়াছে শীত কালেতে পশুর ভক্ষণের কারণ গাজরের ক্ষেত্র করে। রাইয়তেরদের মত লাঙ্গল অনুসারে এক দুই বিঘা গাজর বুনে।

বড় শুষ্ক ভূমিতে কোন২ রাইয়ত ৫ তারিখে সর্ষার বীজ বুনিতে আরম্ভ করিল কিন্তু সামান্য উচ্চ ভূমিতে ১২ তারিখে। এখন তাহার শেষ হইয়াছে।

২০ তারিখে উচ্চ ভূমিতে গোম বুনিতে আরম্ভ হইল।

প্রথম বোনা সর্ষা ও গোম উত্তম দেখা যাইতেছে এক সপ্তাহের মধ্যে যদি বৃষ্টি হয় তবে তাহাতে বড় উপকার হইবেক বৃষ্টি না হইলে এই ভূমির ফসল জলের অভাবপ্রযুক্ত ক্ষুদ্র হইবেক।

দোআঁশ মাটির ভূমি রাইয়তেরা যব ও মটর ও মসূরের নিমিত্তে চষিতেছে সর্ষা ও গোমের সকল বীজ বুনিলে পর ঐ২ বীজ বোনা যায় কেননা ঐ২ বীজ কিছু অধম এবং আর্দ্র ভূমিতে বোনা যাওয়াপ্রযুক্ত কিছু বিলম্ব হইলেও

ক্ষতি নাই যেহেতুক অন্য ভূমির আর্দ্রতা যত কাল থাকে
তাহার অধিক কাল এই ভূমির আর্দ্রতা থাকে।

নীলের বীজের ফসল এখন প্রায় পূর্ণ হইয়াছে যেং
কোয়েতে সকলের উত্তম বীজ উৎপন্ন হয় তাহা পাকিলে
শুষ্কতাজনক রোগেতে প্রায় কিছু ভয় নাই। যদি ফুল ঐ
রোগেতে রোগী হয় তবে কোষোৎপাদনব্যতিরেকে প
ড়ে আর কোষ হইলে তাহাতে পর্ণ বীজ হয় এইপ্রযুক্ত
গত কতক বৎসর নীলের বীজেতে এই জিলায় লাভ হয়
নাই। ফুল ফুটনের আরম্ভাবধি সময় শুষ্ক ও নির্ম্মল হই
লে এবং যে কুআসাতে বিষুবের পরে শেষে ফুটা ফুলের
হানি হয় এমন কুআসা না হইলে বীজের বড় উপকার
হয়। সকলের শেষে যাহা কাটা গিয়াছে এবং যাহার
ফুল এখন ফুটিতেছে মাত্র তাহাতে সন্দেহ। এখন সকল
দেখিয়া ও বিবেচনা করিয়া বুঝা যায় যে এই ফসল উত্তম
হইবেক। প্রথমতঃ বড় ক্ষতি হইল বটে কিন্তু এই জিলা
তে গত ৭ বৎসরপর্য্যন্ত যত নীলের বীজ উৎপন্ন হইয়া
ছে তাহাহইতে অধিক উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে।

বর্ষাতী ফসল অর্থাৎ জনারা ও কুলথ ও কলাইয়ের ক্ষেত
অত্যুত্তম ও তেজস্বি দেখা যাইতেছে। জনারা এখন প্রায়
পূর্ণ। আগামি দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহার শীষ বাহির হ
ইবেক ও কুলথ ও কলাইয়ের ফুল এখন ফুটিতেছে। এখন
অল্প বৃষ্টি হইলে ঐ২ ক্ষেতের বড় উপকার হইবেক এবং ন
হিলে শুষ্ক ভূমিতে বোনা গাছের ক্ষতি জলাভাবপ্রযুক্ত হ
ইবেক।

এই মাসের প্রথমাবধি রাইয়তেরা আদা ও হরিদ্রার ক্ষেত
নিড়াইতে বড় যত্ন করিয়াছে। বর্ষাকালে যাহা মরে নাই
বিষুবঅবধি বৃষ্টি না হওয়াপ্রযুক্ত তাহা বলবান হইয়াছে
অপেক্ষিতহইতে হরিদ্রার ক্ষেত উত্তম দেখা যাইতেছে। অ
ল্প বৃষ্টি হইলে কিছু ক্ষতি হইবে না কেননা এক মাসপর্য্যন্ত

যে পশ্চিমা বায়ু বহিয়াছে তাহাতে ভূমি বড় শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে।

উচ্চ ভূমিতে রোপা সকল প্রকার ধানের এখন শীস হইয়াছে। যেং প্রকার অধিক আউশ হইয়াছে তাহার না না হইয়াছে এবং ১৪ দিনের পর তাহা কাটিবার যোগ্য হইবেক। শুষ্ক এবং মধ্যম ভূমিতে যাহা রোপা গিয়াছে তাহা শুকিয়া গিয়াছে এবং ৮।১০ তারিখে বৃষ্টি না হওয়াতে তাহার শস্য হইবার ভরসা নাই তাহা হইলে শীস বাড়িতে পারিত। কিন্তু এখন ঐ প্রকার অনেক ধানের উপর বৃষ্টি হইলেও তাহার বড় ফল হইবেক না কেননা শীস ক্ষুদ্র এবং দানা বড় কম হইবেক। কিন্তু সকল ধান্য দেখিয়া বিবেচনা করিয়া বোধ যাইতেছে যে ফসল বড় উত্তম। আগামি সপ্তাহের মধ্যে যদি একবার বৃষ্টি হয় তবে তাহার বড় উপকার হইবেক তাহার পূর্ব্বে হইলে অপকার হইবেক বোনা ধানসকল আগামি মাসের শেষে কাটিবার যোগ্য হইবেক অন্যং বৎসরে ধানা যে সময় পাকে এই বৎসরে তাহার কিছু পূর্ব্বে পাকিয়াছে।

এই মাসে মজুরাবাড়িরেকে অন্য কোন ফসল কাটা যায় নাই তাহা মাসের আরম্ভে কাটা গিয়াছে এবং ফসল ভাল হইয়াছে।

১৮।২০ তারিখে নীচ ভূমিবাসি রাইয়ত শস্যের বীজ বুনিতে আরম্ভ করিল এবং এখনও তাহা বুনিতেছে।

ঐ প্রকার ভূমিতে গোম বোনা আরম্ভ আর এক সপ্তাহের মধ্যে হইবেক এবং নীচ ও আদ্র ভূমিতে যেং লোক ওটের বীজ বুনে তাহার আরম্ভও ঐ সময়ে হইবে এখন ঐ ভূমি অতিশয় আদ্র। আদ্র ভূমিতে ঐ বীজ বোনা গেলে ঐ গাছ পীতবর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার তেজ হয় না।

যেং নীচ ভূমির নীল কাটা গিয়াছে অথবা যে ভূমির

ধান্য বন্যাহওয়াতে উপড়ান গিয়াছে তাহা সর্ষা ও মটর ও যবের নিমিত্তে এক্ষণ চসিতেছে। আগামি সপ্তাহে সর্ষা বোনা যাইবে এবং মটর ও যব তাহার পর। নীচ ভূমির মৃত্তিকা দোআঁশ হইলে মটর ও যবের ক্ষেত্র বহু পরং উত্তম হয়।

অতিনীচ ভূমিতে অগ্রহায়ণে যে ধান্য রোপা গিয়াছে তাহার শীস এখন বাহির হইতেছে কিন্তু নীচভূমিতে থাকা ধান্যের কেবল গাছ বাড়িতেছে। জিলার দক্ষিণ ভাগে এখন শস্য হইতেছে এবং আগামি সপ্তাহে কাটিতে আরম্ভ হইবেক। যে বোনা ও রোপা ধান্যের শীস হইয়াছে তাহাতে অত্যুত্তম ফসল হইবার মত দেখা যাইতেছে। অল্প দিনের মধ্যে অল্প বৃষ্টি হইলে শস্য কিছু ভাল হইবে কিন্তু না হইলেও বড় ক্ষতি হইবেক না।

এই মাসের প্রথমে নীচ ভূমির ধান্য ক্ষেত্রহইতে জল নির্গমনের সময়ে রাইয়তেরা খেসারি ও মটর ও রাইয়ের বীজ তাহাতে ছড়াইয়াছে। ভূমিতে অত্যল্প জলথাকনের সময়ে ঐ বীজ ধান্যের মধ্যে ছড়াইয়া যায়। সে বীজের অঙ্কুর হয় এবং ধান্য কাটা গেলে অতিশয় বাড়ে এবং ঐ ভূমিতে তাহার দ্বিতীয় ফসল হয়। কাটা ধান্যের নাড়াতে ঝাঁকনি ধরে এবং ঐ প্রকার নদীর নিকটস্থ উত্তমভূমিতে খুনিলে লাঙ্গলেতে চসা গেলে যেমন উত্তম ফসল হয় তেমন হয়।

সেপ্তম্বরমাসে ঘাসের মধ্যে এবং নূতন চরে বোনা কলাই ইত্যাদি বড় উত্তম দেখা যাইতেছে কেননা বর্ষাকালের পর কুশী নদীর জল উথলে নাই।

৪ চৌথা তারিখঅবধি জল হয় নাই। সকল নদীর জল সামান্য বৎসরহইতে কিছু কম দেখা যাইতেছে কেননা সময় বড় শুষ্ক হইয়াছে ও পশ্চিমা বায়ু এবং বড় গুমা।

রাইয়তের ক্ষেতের সকল কর্ম্মের নিমিত্তে সময় বড় উত্তম হইয়াছে কেননা তাহারদের চাস দেওয়া ও বোনার কিছু বাধা হয় নাই। অত্যল্প ব্যতিরেকে শুষ্ক সময়েতে ক্ষেতের কিছু ক্ষতি হয় নাই। অনেক স্থানে তাহার বড় বৃদ্ধি হইল এই সকল বিবেচনা করিয়া বুঝা যায় যে ইহাহইতে রাইয়তেরদের আর উত্তম সময় হয় নাই এখন কিছু বৃষ্টি হইলে এবং তাহার পর নির্ম্মল সময় হইলে সকল ফসল বড় উত্তম হইবেক।

নবেম্বর।

১ অবধি ৩০ পর্য্যন্ত। এই মাসের আরম্ভে রাইয়তেরা গোমের বুনন সমাপ্ত করিয়াছে এবং তাহার পর মটর ও কলাই ও মসুর ও যব ও ওট বুনিয়াছে।

মাসের শেষের পূর্ব্বে ঐ২ সকল দ্রব্যের কারণ যে ভূমি প্রস্তুত ছিল তাহাতে ঐ বীজ বোনা গেল এবং পশুকে এক মাস বিশ্রাম দিবার নিমিত্তে এবং যে২ লোক চসিতেছিল তাহারা ধান্য কাটনের নিমিত্তে লাঙ্গল সরে রাখিয়াছে। ১০ তারিখঅবধি উচ্চ ভূমির এবং ২০ তারিখঅবধি নীচ ভূমির ধান্য রাখিতে আরম্ভ করিল এখন সর্ব্বত্র কাটিতেছে।

সর্ষা ও গোম ও মটরের ক্ষেত ভাল দেখা যাইতেছে কিন্তু একবার বৃষ্টি হইলে শুষ্ক ভূমিতে বোনা ঐ২ দ্রব্যের ভাল হয় কেননা এ বৎসরে ঐ প্রকার অনেক ভূমি চসা গিয়াছে যেহেতুক চসন ও বীজবুননের সময় উত্তম ছিল।

নীলের বীজ এখন পাকিতেছে এবং ভাল দেখা যাইতেছে বিশেষতঃ যে গাছ কাটা যায় নাই ঐ গাছের। কাটা নীলেতে বীজ বড় হয় নাই কেননা নূতন পল্লব বড় হইল না এবং বীজ অনেক নাই। যে নূতন পল্লব হইল তাহাও অত্যল্প হইল। এবং ভূমি শুষ্ক হইল একারণ বীজ পূর্ণ

হয় নাই। অকাটা যে গাছ ছিল তাহার বীজ পূর্ণ ছিল এবং যে সময়ে কাটা ছিল সে সময়ে তাহার কিছু ক্ষতি হয় নাই।

মাসের আরম্ভে রাইয়তেরা তামাকু ও শ্বেত সর্ষা ও গাজর ও কুসুমের ক্ষেত্র নিড়াইতেছিল। কর্ম্মশূন্য লোকেরা যে সময়ে আদা ও হরিদ্রার ক্ষেত্রেতে আর্ বার নিড়ান করিল শুষ্ক সময়প্রযুক্ত এই২ ক্ষেত্রের বড় উপকার এবং গত কিছু কাল যেমন মন্দ দেখা গিয়াছিল তেমন মন্দ হইবে না।

সকল প্রকার কলাই ও কুলথ ও জনারার এখন ফুল হইতেছে। যাহা প্রথম বোনা গিয়াছিল তাহাতে দানা হইতেছে। ঐ২ সকল ক্ষেত্র বড় ভাল দেখা যাইতেছে।

ডিসেম্বর।

১ অবধি ৩১ পর্য্যন্ত। ১২ তারিখপর্য্যন্ত এই মাসে চসন কি বীজবুনন অত্যল্প হইয়াছে রাইয়তেরা ধান্য কাটিতে যত্ন করিল। তাহার পর তাহার শেষপর্য্যন্ত তাহা মাড়নেতে।

ক্ষেত্র দেখিয়া যেপ্রকার অনুমান করা গিয়াছিল তদপেক্ষা কম এবং তাহাহইতে মন্দ ধান্য হইয়াছে। যে ভূমিতে ধান্য বোনা গিয়াছিল ঐ ভূমির কিছু চিক্কণতাপ্রযুক্ত ধান্য উত্তমরূপ উৎপন্ন হইল এবং তাহার আর্দ্রতাপ্রযুক্ত ভূমি উত্তম ছিল। কিন্তু বিহনের সময়ে বৃষ্টি কম হওয়াপ্রযুক্ত উক্ত ভূমিতে যে ধান্য বোনা গিয়াছিল তাহা কম হইয়াছে। নীচ ভূমির ধান্যেরও ক্ষতি হইয়াছে এবং অনেক স্থানে অতিশয় ক্ষতি কেমনা যথেষ্ট বিচালী হইলেও উপযুক্ত উৎপন্নের পঞ্চমাংশের অধিক উৎপন্ন হইল না। জলের অভাবপ্রযুক্ত যে নূতন শিকড় ডাঁটার গাঁইটহইতে নির্গত হইয়াছিল তাহা লাগিতে পারিল না ঐ শিকড় বা

স্থিরহওনের সময়ে জল নির্গত না হওয়াপ্রযুক্ত ভূমিতে লাগিতে পারিল না এবং আসল শিকড়েতে যে পুষ্টি ছিল তাহা এত লম্বা গাছের বৃদ্ধির নিমিত্তে উপযুক্ত হইল না। অতএব অনেক শীস পূর্ণ হইল না এবং যেং শীস হইয়াছিল তাহার শস্য ভাল হইল না।

এইহেতুক এই উত্তম ভূমিতে সামান্য ফসলের অর্দ্ধেকহ ইতে অধিক হয় নাই।

এইং কারণপ্রযুক্ত ধান্যের ফসল এই বৎসরে এত ভূমি বুনন ও রোপণপ্রযুক্ত যেমন অনুমান করা গিয়াছিল তদ্রূপ উৎপন্ন হয় নাই কিন্তু এই সকল হানি হইলেও যা হা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা গত ৫ বৎসরের হারহইতে অ ধিক। মাসের শেষভাগে জনার। কাটা গিয়াছে এবং তা হার উৎপন্ন ভাল হইয়াছে সেপ্রকারও কলাই ও কুলথের ক্ষেত্র কুসনের সময় কিছু ক্ষতি না হইয়া বড় উত্তম হই য়াছে।

সর্ষা বিশেষতঃ যাহা নীচ ভূমিতে আছে এই মাসেতে যে বৃষ্টি হইল তাহাতে তাহার হানি হইল। শুষ্ক ভূমিতে থাকা সর্ষার এমন ক্ষতি হয় নাই কিন্তু সে সময়ে যে সর্ষার ফুল ধরিয়াছিল তাহারি ক্ষতি হইয়াছে।

যে গোম ও মটর ও কলাই ও যব ও ওট্‌ আর্দ্র ভূমিতে বোনা যায় নাই ঐ সকলের উপকারি এ বৃষ্টি হইল যে অ নেক গোম বুননের সময় বড় ভালহওয়াপ্রযুক্ত এ বৎসর উচ্চ ভূমিতে বোনা গিয়াছিল তাহাতে তাহার বড় রক্ষা হ ইল এবং এখন তাহার বড় ফসল হওয়ার ত্রুটি হইতে পা রিবে না।

নীলের বীজকাটন এ মাসের মধ্যে আরম্ভ হইল এবং তাহা ভাল দেখা যাইতেছে। যে লোকেরা নীল বড় নীচে কাটে নাই কিন্তু বীজ হইবার কিছু গাছ রাখিয়াছিল তা হারা আগামি বুননের নিমিত্তে যথেষ্ট উত্তম বীজ পাইবেক।

যে নীল গাছ কাটা যায় নাই তাহার বীজ অত্যুত্তম আর শিমড়া বীজেতে পূর্ণ। কাটা গাছের ক্ষেত্র ভাল নয় এবং শিমড়া ছোট ও অল্প বীজধারী হওয়াপ্রযুক্ত বড় লাভজনক হইবেক না কিন্তু যে বীজ আছে তাহা ভাল। এই জিলাতে এই বৎসর যে বীজ পাকা আছে তাহাতে নীল হইলে যে লাভ হইত তত্তুল্য লাভ হইবেক অতএব ছোটের নিমিত্তে যে গাছ কাটা গিয়াছে তাহা এবং নীল গাছ ছোটই হওনের সময় অতিশয় বৃষ্টিপ্রযুক্ত অনেক মারা যাওনেতে দৃষ্টি রাখিয়া ইহার লাভ উপযুক্ত গণ্য হয়।

উচ্চ ভূমিতে আদা ও হরিদ্রা প্রায় পাকা। হরিদ্রার ডাঁটা এখন পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

সর্ষাব্যতিরেকে সকল রবিফসল বড় ভাল দেখা যাইতেছে এবং তাহা পাকিবার কারণ আর বৃষ্টির অপেক্ষা নাই আর বৃষ্টি হইলেও তাহার অধিক পত্র হইবেক এবং পাতা অধিক হওয়াপ্রযুক্ত ফুল কম হইবেক তাহাতে শস্য ঊন হইবেক অতএব বৃষ্টি হইলে তাহার ক্ষতি হইবেক।

এই মাসে বড় শীত হইয়াছে বিশেষতঃ বৃষ্টির সময় ও বৃষ্টির পর। ১৯ অবধি ২৩ তারিখপর্য্যন্ত প্রাতঃকালের ৮ ঘণ্টার সময় তর্ম্মোমেতর আবরণে থাকিলেও ৫২ ক্রমের অধিক ছিল না। ১০ তারিখে ভারি বৃষ্টি হইল বিশেষরূপে জিলার পূর্ব্বাংশে। পরে ২৫ ও ২৭ তারিখে দক্ষিণ দিগে বৃষ্টি হইল কিন্তু উত্তর ও পূর্ব্ব দিগে শিলাবৃষ্টি হইল তাহাতে সর্ষার বড় হানি হইল।

শীতপ্রযুক্ত অনেক গরু মারা পড়িয়াছে। এই জিলার সর্ব্বত্র রাইয়তেরদের অনেক বলদ মরিয়াছে। বৃষ্টি ও বন্যাপ্রযুক্ত তাহারদের খাইবার ঘাস ছিল না এইপ্রযুক্ত ইহা হইল। তদতিরিক্তও ধান্যরোপণের নিমিত্তে ভূমি প্রস্তুতকরণে তাহারদের অধিক শ্রম হইল তাহাতে

বড় দুর্ব্বল হওয়াতে এই মাসে যে শীত হইল তাহা সহিতে পারিল না। যেং বলদ মরে নাই তাহারা বড় দুর্ব্বল হইয়াছে সুতরাং অনেক কর্ম্ম করিতে পারে না অতএব আগামি বৎসরের নিমিত্তে ঐ গরুতে ভূমি চসিতে এখন দেওয়া যায় নাই। অনেক লোকের অর্দ্ধ বলদ বরং তাহার অধিকও মরিয়াছে এবং সর্ব্বত্র এই প্রকার মরণপ্রযুক্ত রাইয়তেরদের অন্য গরু বড় দুর্লভ হইবেক এবং দুর্লভতাপ্রযুক্ত তাহার মূল্য এত অধিক হইবে যে তাহারদের ভূমিচসনের উপযুক্ত বলদ কিনিতে পারিবে না।

১৮২৪ সালের জানুআরি ও ফেব্রুআরি।

১ জানুআরি অবধি ৭ ফেব্রুআরিপর্য্যন্ত। জানুআরির প্রথম সপ্তাহে রাইয়তেরা ধান্য আছড়াইতে বড় যত্ন করিল তদবধি যেং লোকের বলদ কর্ম্ম করিতে পারিল সেং লোকেরা ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল। ঐ মাসের শেষে সকল স্থানে বড়িতে লাগিল।

জানুআরির সকল সময়ে এবং এই তারিখপর্য্যন্ত রাইয়তেরা নীল ও কাপাস ও দুই প্রকার ধান্য এবং চিনার নিমিত্তে ভূমি প্রস্তুত করিতে যত্ন করিয়াছে। যেং ভূমিতে অনেক নাড়ী আছে তক্ষেত্রতে যে শুষ্ককারি পশ্চিমা বায়ু বহিতেছে তাহাতেও ঐং ভূমি শুষ্ক হয় নাই তৎপ্রযুক্ত এবং দিসেম্বর মাসে যেং বৃষ্টি হইল তৎপ্রযুক্তও চাস দেওয়া এ বৎসর বড় দুষ্কর হয় নাই।

ইহাতে রাইয়তেরদের যথেষ্ট ফল হইল কেননা তাহাতে তাহারদের ভূমি শীঘ্র প্রস্তুত হইল তাহা যদি না হইত তবে দিসেম্বর ও জানুআরি মাসের প্রথমে তাহারদের পশুরদের যে বড় হানি হইল তৎপ্রযুক্ত তাহারদের অত্যল্প ভূমি চসা হইত।

ফেব্রুআরির ১ তারিখে রাইয়তেরা চিনা বুনিতে আ

বস্তু করিল তাহা সকলের নীচ ও আর্দ্র ভূমিতে বোনা যায় বিশেষতঃ যে ভূমির ধান্য ডুবিয়া গিয়াছিল ঐ ভূমিতে।

জানুআরির মধ্যাবধি রাইযুতেরা উক্ত ভূমির লাল সর্ষা এবং ফেব্রুআরির ১ তারিখঅবধি নীচ ভূমির সর্ষা উপাড়িতেছে এখন তাহা প্রায় সকল উপড়ান গিয়াছে এবং শুষ্ক ভূমিতে শ্বেত সর্ষা এখন পাকিতেছে।

সর্ষার ফলহওনার সময়ে যে বৃষ্টি পুনঃ২ হইল তৎপ্রযুক্ত এ বৎসর তাহার ফসল কম হইবেক আর্দ্র ভূমিতে যাহা হইল তাহা অতিশয় মন্দ।

আদা ও হরিদ্রা জানুআরির শেষে তোলা গিয়াছে। হরিদ্রা ভাল হইল কিন্তু শুষ্ক বালীময় ভূমিতে যাহা রোপা গিয়াছিল তদ্ব্যতিরেকে আদা ভাল হয় নাই। গত বৎসরের নিত্য বৃষ্টিপ্রযুক্ত যে২ ভূমির আদা ও হরিদ্রা নষ্ট হইয়াছিল ঐ বালীময় ভূমি কিন্তু তাহার তুল্য সকে অত্র এর সাধারণ উৎপন্ন বড় কম হইয়াছে এবং আদা ত্রিশ সের টাকায় ক্ষেত্রে বিক্রী হইতেছে। ঐ২ ভূমিতে যে ভেরেণ্ডা গাছ রোপা গিয়াছে তাহাতে ফুল ধরিয়াছে ও উত্তমরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে।

গোম বড় তেজাল ও উত্তম দেখা যাইতেছে এবং সকল শীস প্রায় নির্গত হইয়াছে। ক্ষেত্রের মটর ও কলাই ইত্যাদির ফুল ধরিয়াছে ও গাছ তেজাল ও উত্তম দেখা যাইতেছে তাহার কারণ এখন বৃষ্টির আবশ্যক নাই বৃষ্টি হইলে তাহার ফলের হানি হইবেক এবং তাহার উৎপন্ন কম হইবেক। নীচ ভূমির যব ও ওট বড় উত্তম দেখা যাইতেছে।

রবিফসল এখন যে প্রকার উত্তম দেখা যাইতেছে তেমন প্রায় কখন হয় নাই এবং এ মাসে বৃষ্টি না হইলে তাহার বিষয়ি ভরসা নিরর্থক হইবেক না।

উচ্চ চরাণী ভূমিতে প্রায় ঘাস নাই এবং নীচ ভূমিতে ধান্যের নাড়াসকল চাসকরাতে উপড়ান গেলে অথবা ছোট খেসারির গাছ তাহার মধ্যে হইলে পশুর খাইবার কারণ অত্যল্প দ্রব্য থাকে অতএব বলদের আহারের নিমিত্তে জানুআরির শেষ সপ্তাহেতে সময় ভাল হইলে রাইয়তেরা গাজর উপড়াইতে লাগিয়াছে।

জানুআরির ১ পহিলা তারিখে ভারি বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি জিলার উত্তর ভাগে হইয়াছিল কিন্তু জিলার দক্ষিণ ভাগে অল্প বৃষ্টি। ১৫ তারিখপর্য্যন্ত অতিশীত। তদনন্তর শীতের হ্রাস হইল।

সময় এখন যেমন আছে তেমন ২০ তারিখপর্য্যন্ত যদি বৃষ্টির চিহ্ন না হয় তবে উচ্চ ভূমিতে নীল বুনন আরম্ভ হইবেক। তদনন্তর একবার বৃষ্টি হইলে কৃষির সকল কার্য্যের উপকার হইবেক এবং ক্ষেতে যেং গাছ আছে তাহার ফুল ঝরিলে অধিক শস্য অল্প বৃষ্টিহওয়াতে হইবেক।

আগামি বৎসরের জন্যে যে সকল কৃষিকর্ম্মের আবশ্যক তাহার নিমিত্তে এপর্য্যন্ত সময় সদা উত্তম। সেপ্তেম্বর মাসে যে বৃষ্টি হয় তাহাতে বড় হিত হইল তাহা যদি না হইত তবে যে ভূমির চাস এখন হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক চসা হইত না।

শরৎকালের বৃষ্টি অত্যল্প হওয়াপ্রযুক্ত নদী ও অন্যং জলাশয়ের জল কম হইয়াছে। যে ভূমিতে বন্যা হইয়াছিল সে ভূমি এখন অতিবড় শুষ্ক। নীলকুঠীর সাহেবেরা এ বৎসর উত্তম ভূমিতে অবিলম্বে বীজ বুনিতে পারিবেন তাহাতে সামান্য বৎসরে যে সময়ে নীল বুনিতে আরম্ভ করে তাঁহার পূর্ব্বে আরম্ভ করিতে পারিবেক এবং ইহাতে তাহারদের ফল হইবেক।

ফেব্রুআরি ও মার্চ।

৭ ফেব্রুআরিঅবধি ২৫ মার্চপর্য্যন্ত। ফেব্রুআরির ৭ তারিখঅবধি রাইয়তেরা নীচ ভূমিতে চিনা বুনিল। এ বৎসরে এপ্রকার শস্য অনেক বোনা গিয়াছে।

এই মাস ও মার্চ মাসের সকল সময়ে রাইয়তেরদের সর্ব্বদা কর্ম্ম হইয়াছিল এবং ধান্য ও নীল ও কাপাস ও আদা ও হরিদ্রাইত্যাদির নিমিত্ত ভূমি প্রস্তুত করিতে বড় যত্ন করিয়াছে।

কোন২ স্থানে উপযুক্ত বৃষ্টি হইলে নীলকুঠীর কর্ত্তারা ২৫ ফেব্রুআরিঅবধি উচ্চ ভূমিতে নীল বুনিতে আরম্ভ করিল কিন্তু সে বৃষ্টি কেবল অল্প স্থানেতে হওয়াপ্রযুক্ত বুননের আতিশয্য হয় নাই।

৫ মার্চঅবধি জিলার সর্ব্বত্র ফাল্গুণী নীল বুনিতে আরম্ভ করে এবং তাহার অনেক বোনা গিয়াছে। নদীর নিকটবর্ত্তি নীচ ভূমি অন্য বৎসরাপেক্ষা এ বৎসরে শুষ্ক হইয়াছে অতএব রাইয়তেরা ঐ ভূমিতে বীজ বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বীজ বুনন এইপ্রকার অবিলম্বে হইলে ভাল ফসলের অপেক্ষা করা যাইতে পারিবেক।

গত ৭ সপ্তাহপর্য্যন্ত ক্ষুদ্র নীলগাছের রক্ষার নিমিত্তে সময় বড় উত্তম হইল। রাত্রিতে পূর্ব্বীয় বায়ু ও শিশির ছিল কিন্তু ১৫ তারিখের পর শুষ্ক পশ্চিমা বায়ু নিরন্তর বহিয়াছে এবং সকল আর্দ্রতা শুকিয়া গিয়াছে এবং যে ভূমিতে বুননের সময়ে অল্প আর্দ্রতা ছিল সময় প্রকারান্তর না হইলে তাহাতে থাকা অনেক ক্ষুদ্র গাছ মরিবে।

মার্চের আরম্ভে রাইয়তেরা কাপাসের বীজ বুনে গাছ এখন বাড়িয়াছে ও তেজাল দেখা যাইতেছে।

মার্চের মধ্যাবধি রাইয়তেরা নদীর নিকটবর্ত্তি নীচ ভূ

মিতে ধান্য বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে ঐ ধান্যের সহিত তা হারা মুগ কলাই বুনে।

যেং উচ্চ ভূমি উপযুক্তরূপে নরম তাহাতে রাইয়তেরা চাস দিয়াছে এবং যেং ভূমি কিছু কাল হইতে হাসিল ছিল এবং যাহা পূর্ব্বের চাসদেওয়াপ্রযুক্ত অত্যল্প মেহনতে আউশ ধান্য ও নীলের কারণ প্রস্তুত করা যায় তাহা তাহারা করিয়াছে এবং আদা ও হরিদ্রার ভূমিতে চাস দিয়াছে।

ফেব্রুআরির পূর্ব্বার্দ্ধে রাইয়তেরা শ্বেত সর্ষা কাটিয়াছে এবং তদনন্তর ঐ সকল মাসে তাহা ও লাল সর্ষা মাড়িতেছে এই দুই ফসল কম হইল এবং যে ভূমিতে সে উৎপন্ন সামান্য হয় তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের অধিক হয় নাই।

ফেব্রুআরির প্রথম সপ্তাহাবধি রাইয়তেরা তামাকু কাটিতে লাগিল সামান্যতঃ যত ভূমিতে তামাকু রোপা যায় এ বৎসর তাহার অতিরিক্ত ভূমিতে রোপা যাওনপ্রযুক্ত তাহার উৎপন্ন মধ্যম হইয়াছে কিন্তু তাহার গুণ কিছু কম। তাহার কারণ এই যে তাহা রোপণানন্তর শুষ্ক সময় হইল তাহাতে উপযুক্তমত বাড়িতে পারিল না। এই জিলাতে যে ভূমিতে তামাকু রোপে তাহা বালীময় এবং ক্ষুদ্র গাছ রোপণানন্তর বৃষ্টির আবশ্যক তাহাতে গাছ বৃদ্ধি পায় এবং তাহার পর আপনি বাড়ে।

এই বৃষ্টি বিলম্বে হইলে এবং গাছের বৃদ্ধির প্রতিবন্ধ করা হইলে ঐ গাছ অতিশীঘ্র পাকে কিন্তু তাহার পাতা চৌড়াইত্যাদি হয় না।

মার্চের প্রথম সপ্তাহাবধি উচ্চ ভূমির রাইয়তেরা এবং ২০ তারিখঅবধি নীচ ভূমির রাইয়তেরা গোমের ফসল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে সামান্য বৎসরাপেক্ষা গোম

এ বৎসর উত্তম হইযাছে। ফেব্রুআরির শেষে যে বৃষ্টি হইল তাহাতে গোম এবং রবি ফসলের সকল প্রকার দ্রব্য আরো উত্তম হইল এবং সমপূর্ণ শস্য হইল।

১০ তারিখঅবধি মটর ও মসূর ও মসিনা উপড়ান গিয়াছে এবং ২০ তারিখঅবধি যব ও ওট কাটা গিয়াছে এই সকল ফসল উত্তম হইল বিশেষরূপে যে যব ও ওট আর্দ্র ভূমিতে রোপা গিয়াছিল। যেং স্থানেতে খেসারি বোনা গিয়াছে তাহা পাকিতেছে ও তাহার ফল উত্তম হইযাছে গত বৎসরের খেসারির ক্ষেত নষ্ট হওয়া প্রযুক্ত বুননের সময় বীজ দুর্লভ হইল সে কারণ প্রতিবৎসর যত খেসারি বোনা যায় তত বোনা যায় নাই।

এই বৎসর শীত দীর্ঘকালস্থায়ী হইল তৎপ্রযুক্ত ধান্য ও নীলের বীজবুননে গত তিন বৎসরহইতে বিলম্ব হইল কিন্তু আর্দ্রনীচ ভূমিতে বোনা গিয়াছে। শীত মার্চ মাসের ১৪ । ১৫ পর্য্যন্ত থাকিল তদনন্তর প্রকারান্তর হইয়াছে।

ফেব্রুআরির ২৫ তারিখে জিলার উত্তর ও পূর্ব্ব ভাগেতে বৃষ্টি হইল তাহার পর মার্চের প্রথমে সেং স্থানে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি হইল ঐ বৃষ্টি কেবল স্থানেং হইল কিন্তু কোনং স্থানে রাইয়তেরদের কর্ম্ম সাধনোপযুক্ত হইল।

১৩ তারিখঅবধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও তপ্ত প্রচণ্ড পশ্চিমা বায়ু বহিল। বুঝি অল্প দিনের পরে বৃষ্টি হইতে পারে। এখন কৃষিকর্ম্মের নিমিত্তে তাহার বড় আবশ্যক। যদি মাসের শেষে বৃষ্টি না হয় তবে অনেক কর্ম্মের বাধা হইবেক কেননা ভূমি এমন শুষ্ক ও শক্ত হইবে যে ধান্য ও নীলক্ষেতে উপযুক্ত মত চাস হইতে পারিবে না এবং শেষে যেং বীজ বোনা গিয়াছে তাহা অতিকোমলহওয়া

প্রযুক্ত বড় শুষ্কতা সহিতে না পারিলে তাহার বড় ক্ষতি হইবে।

সে কারণপ্রযুক্তও চিনার ক্ষেত ভাল হইবে না এখন ভূমি নীচ হওয়াপ্রযুক্ত যেং স্থানে আর্দ্রতা না থাকে সে স্থানের গাছ শুকাইয়া যাইতেছে।

গত বৎসর রাইয়তেরদের সকল কর্ম্মের নিমিত্তে যেমন সময় উপযুক্ত ছিল তেমন এ বৎসর হইল না এবং ক্ষেত্রের গাছ তেমন উত্তম দেখা যায় না।

মার্চ ও আপ্রিল।

২৫ মার্চঅবধি আপ্রিলের শেষপর্য্যন্ত। এই মাসে যে অতিশয় শুষ্ক সময় হইল তাহাতে কৃষির সকল কার্য্যের ব্যাঘাত হইল সকল দেশের সকল ভূমি অতিশয় শুষ্ক কেবল অতিনীচ ভূমিতে গাছের ক্ষতি হয় নাই।

সামান্য বৎসরেতে এই সময় রাইয়তেরা আউশ ও অগ্রহায়ণের ধান্য ও ফাল্গুণী নীলবুনন সমাপ্ত করিয়া থাকে কিন্তু এ বৎসর যে ভূমির দাদন দেওয়া গিয়াছে তাহার তৃতীয়াংশ প্রায় এখনো বোনা যায় নাই এবং ভাদ্রের ফসলের নিমিত্তে কেবল অতিনীচ ভূমিতে বুনন হইল সামান্যতঃ যত নীল বোনা যায় এ বৎসরে তাহার অত্যল্প অংশ বোনা গিয়াছে এবং অনার্দ্রতাপ্রযুক্ত অগ্রহায়ণে অধেক বীজ বোনা গেল না।

আপ্রিলের প্রথম সপ্তাহপর্য্যন্ত নীচ ভূমির নীল ও ধান্য রাইয়তেরা বুনিতেছিল যাহা বোনা গিয়াছে অনার্দ্রতাপ্রযুক্ত তাহার অনেক এখন বাড়ে নাই ভাদ্রের ফসল যে নীচ ভূমিতে বোনা গিয়াছে সে ভূমির উত্তমতাহওয়াপ্রযুক্ত তাহার গাছ কিছু ভাল হইয়াছে এবং অগ্রহায়ণের ফসল যে চিক্কণ ভূমিতে বোনা যায় তাহাহইতে ভাল হইয়াছে।

গত ১৫ দিনের মধ্যে উচ্চ ভূমির অনেক গ্রামের রাই য়তেরা লাঙ্গলচলন নিবর্ত্ত করিয়াছে কেননা ভূমি এমত শুষ্ক হইয়াছে যে চলা যায় না। আউশ ধান্য যে ভূমিতে বোনা যায় এবং আদা ও হরিদ্রার ভূমি এবং অবশিষ্ট নীলের ভূমিসকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং একবার ভাল বৃষ্টি হইলে তাহাতে বীজ বোনা যাইবে।

উচ্চ ভূমিতে প্রায় সকল আউশ ধান্যইত্যাদি হয় কিন্তু এ বৎসরেতে প্রায় তাহার কিছু বোনা যায় নাই এবং নীচ ভূমিতে অগ্রহায়ণের ধান্যেরও এইমত। যদি ইহার পর অধিক জল হয় তবে শেষ বোনা ধান্য বন্যাতে ডুবিয়া যাইবেক।

১৫ তারিখঅবধি বীজ বোনা যায় নাই যদি বৃষ্টি অতি সত্বরে না হয় তবে সকল দেশেতে বড় ভয় হইবেক কেননা ইহার পরে বীজবুননের বিলম্বহওয়ার প্রতিকারের নিমিত্তে উত্তম সময় না হইলে ধান্যের ফসল বড় কম হইবেক এবং তাহাতে দুর্ভিক্ষের ভয় উপস্থিত হইবেক।

১৫ অবধি রাইয়তেরা নীচ ভূমিতে বোনা কালগুণী নীলের ভূমি নিড়াইতেছে। গাছ এখন ভাল দেখা যাইতেছে কিন্তু যে ভূমিতে নীল বুনিতে কয়ার ছিল তাহার অর্দ্ধেক ভূমিতে নীল বোনা যায় নাই এবং কোনং কুঠীর এক বিঘার গাছ এখন নাই ফেব্রুআরি মাসে যে বৃষ্টি হইল তৎপ্রযুক্ত যাহারা উচ্চ ভূমিতে বীজ বুনিয়াছে ঐ গাছের বড় ক্ষতি হইয়াছে আর যাহা বোনা গিয়াছে তাহার অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়াছে। গত বৎসরে নীলের গাছ যেমন দেখা গেল এবং এ বৎসরে যেমন দেখা যাইতেছে তাহা খতাইয়া বড় ভেদ দেখা যায়। বোধ হয় যে গত বৎসর যত ভূমিতে নীল বোনা গিয়াছিল তাহার অর্দ্ধেক এখন বোনা গিয়াছে। ঐ ভূমি অতিনীচ ভূমি আর গাছ বড় নয় কিন্তু নদীর নিকটবর্ত্তি ভূমিতে তাহা ভাল দেখা যাইতেছে।

যেং নীলকুঠীর ঐ প্রকার অনেক ভূমি আছে তাহারদের অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক কিন্তু ঐ ভূমির মধ্যে অনেকেতে বীজ বোনা যায় নাই এবং এমত সময় গতহওয়াতে ঐ ভূমিতে গাছ ভালহওয়ার ভরসা দিনেং কম হইতেছে প্রতিবৎসর যে বন্যা হয় ঐ বন্যার পূর্ব্বে ঐ নীলগাছ কাটনের উপযুক্ত ভরসা কেবল শীঘ্র বৃষ্টিহওয়ামূলক।

মার্চের শেষে গোম ও যব ও ওটসকল কাটা গিয়াছে যব ও ওট মাজামাজি হইল। গোম বড় উত্তম হইল। খেসারি আপ্রিলের শেষে উপড়ান গেল ইহার উৎপন্ন বড় ভাল হইয়াছিল। এই মাসে তৈলপীড়নের নিমিত্তে রাইয়তেরা ভেরেণ্ডা গাছ কাটে। এ বৎসর অতিদীর্ঘকালীন অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত বীজ ক্ষুদ্র হইয়াছে।

চিনা ফসল সমুদয় নষ্ট হইল ও যত বীজ বোনা গিয়াছে তত ফল প্রায় পাইবেক না চিনার অনেক গাছ এমত মন্দ ছিল যে তাহাতে গরু ছাড়িয়া দিয়া খাওয়াইয়াছে এবং অন্য কোন কর্ম্মের নিমিত্তে ভূমিতে চাস দিয়াছে চিনার বীজ যেঅবধি বোনা গিয়াছে সেইঅবধি কিছু বৃষ্টি হয় নাই। নীচ ভূমিতে যেং ক্ষেত্র ছিল তাহাতে শীস অতিক্ষুদ্র এবং কোঁকড়া। বৃষ্টি না হওয়াপ্রযুক্ত গাছ বাড়িতে পারিল না এবং উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে তাহার শস্য পাকিয়াছে। রাইয়তেরা এখন তাহা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ বৎসরে অনেক ভূমিতে এই শস্য বোনা গিয়াছিল।

গত মাসে দিনে অতিগ্রীষ্ম এবং রাত্রি ও প্রাতঃকালে শীত। প্রায় নিত্য পশ্চিমা বায়ু ও কখনং প্রচণ্ড। নদীর জল অত্যল্প আর বিলের জল এমন শুষ্ক হইল যে সামান্য বৎসরে মে মাসের শেষে প্রায় কখন এমত হয় নাই।

---

১ প্রকরণ।

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ২১ সেপ্তম্বর তারিখের পঠিত প্রধান সাহেবেতে রচিত আরম্ভক বাক্য।

যে সকল কর্ম্মেতে কিছু২ লভ্য আছে তাহার মধ্যে কৃষি কর্ম্মহইতে উত্তমতর ও ফলদতর ও সুখদতর ও মনুষ্যের অত্যুপযুক্ত অন্য কোন কর্ম্ম নাই ইতি কিকরো।

হে মহাশয়েরা আমারদের কার্য্যের বিবরণের প্রথম পুস্তক ছাপাইবার নিয়ম আপনারা করিয়াছেন অতএব তদারম্ভকারি অল্প২ বাক্যের দ্বারা গ্রন্থের পূর্ব্বে আমার কিছু লিখিবার আবশ্যক হইল আমি জ্ঞান করি যে এই বিষয়ের উপযুক্ত বাক্য রচনা করিতে পারিলে অন্য কোন কর্ম্ম এই রচনার মত আমার সুখদ নহে কিন্তু আমার অসামর্থ্যহেতুক খেদ হয় যে এই রচনারূপ কর্ম্ম আমারদের যে আদরণীয় প্রধান সাহেব এই দেশহইতে কিছু কালের নিমিত্তে গমন করিয়াছেন তাঁহার দ্বারা করা যায় নাই তাঁহার দীর্ঘকালীন কার্য্যের ভদ্রাভদ্র দর্শন এবং এত বিষয়ে তাঁহার অতিশয় জ্ঞানের দ্বারা এই কার্য্যের উপযুক্ত যেরূপ বাক্যরচনা হইত তাহাতে হিন্দুস্থানের কৃষিকর্ম্মের বিষয়ের অতিবড় জ্ঞান প্রকাশ পাইত এবং তাহাতে আমারদের এই জায়মান সম্প্রদায়ের বিষয় সফল হইত অন্য২ বিষয়ের মধ্যে তিনি ভূমির স্বত্ব ও দখলের বিষয়ে অত্যুত্তম জ্ঞানোপদেশ করিতে পারিতেন এবং নিরূপিত সময়ের নিমিত্তে প্রজারদের পাট্টাপ্রভৃতিদ্বারা ভূমি দখল যেরূপ ভালমত হইত এবং তদ্ধেতুক অতিরিক্ত বিশ্বাস এবং

কৃতকার্য্যেতে তাহারা কৃষিকর্ম্ম করিতে পারিত এইং য়ে তিনি অনেকং লিখিতে পারিতেন।

ভিন্নং ব্যক্তির অতিশয় যত্ন এবং সম্প্রদায়ের কর্ম্মসাধনের নিমিত্তে যেং উপায় হয় তাহা খুটাইং খিয়া সুস্পষ্ট বোধ হয় যে সম্প্রদায়ের এমত বড় উপা তা যে প্রায় সকল ভারি কর্ম্ম বিশেষ কর্ম্মসাধনার্থে য়েতে এখন করা যাইতেছে সম্প্রদায়ের নানা প্রকার ; কিন্তু সহজে বোধের নিমিত্তে দুই বর্গে বিভিন্ন করা তেছে অর্থাৎ যেং সম্প্রদায়ের বিষয় ন্যায় এবং ঈশ্ব সত্তা পূজার বর্দ্ধনরূপ এবং যেং সম্প্রদায়ের বিষয় বি র্দ্ধনরূপ ঐ দুইপ্রকার সম্প্রদায়েতে যেং সকল ফল তাহা এমত গুরুতর যে অল্পবিবেচক লোকও ঐদ্বি অবোধ থাকিতে পারিবে না।

গত অত্যল্প বৎসরপর্য্যন্ত ভূমির কৃষিকর্ম্ম বিদ্যা... প্রায় গণ্য ছিল না এবং ইংগ্লণ্ডদেশেও তাহা ... লোকবর্গেতে সমর্পিত হইয়াছিল যে তাহারা ... ভ্রমণ করিতে এবং ঐ দূরদেশস্থ ভূমির কৃষি এবং ... আয়োজনের প্রকার বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিতে সমর্থ ... এবং তাহারা ভাবি সন্দিগ্ধফলক অথচ অধিক ... কর্ম্মে খরচ করিতে পারিল না এবং সামান্যত ... জন্মস্থানের নিকটস্থ ভূমির কৃষিকর্ম্ম যেপ্রকারে ... হারা ঐ কৃষিকর্ম্মের বিষয়ে এমত কুবিবেচনা ... তাহার অন্যমত কৃষিকরণ দেখিয়া প্রায় বোধ ... যে তাহা অতিশয় অজ্ঞানের কর্ম্ম। বিদ্যাতে বর্দ্ধিতমন... তক জনের এবং যাহাতে কার্য্যের পরিপাটী হয় এ... কর্ম্মে ব্যয় করিতে সমর্থ কতক ধনবান লোকের যত্নে বিবেচনামূলক কৃষিকর্ম্মের প্রকার এমত ফলজনক হইল। তাহাতে তাহার উদ্যোগ জন্মিতে লাগিল এবং কৃষিক সেইপর্য্যন্ত যে অপমানযুক্ত হইয়াছিল সেই অপমান তাহাতে দূর করা গেল এবং সকল লোকের মনে এই।

বেচনা হইল যে কৃষিকর্ম্মে পূর্ব্বে যে মনোযোগ করা গিয়াছিল তাহাহইতে অধিক মনোযোগ উচিত।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালে ব্রিটনীয় প্রধান সভাতে কৃষিকর্ম্মোপকারক এবং দেশের মঙ্গলবর্দ্ধনকারি বোর্ড স্থাপিত হইলে যেং মহাশয়েরা পূর্ব্বে বিদ্যার দ্বারা ভূমির কৃষিকরাতে মনোযোগহেতুক আদরণীয় ছিলেন তাঁহারদের আরও অতিরিক্ত যত্ন জন্মিল এবং তাহাতে অধিক ভূম্যধিকারি অন্যং জনেরা তাঁহারদের ভাবি বিষয়ের শিক্ষার্থে তাঁহারদের সহিত মিলিলেন তাহার ফল এই যে ভূমির কৃষিকর্ম্ম বিদ্যার উপাধিপ্রাপ্ত হইল এবং তদন্তর্গত সকল বিষয় অতিমনোযোগার্হ এবং বিদ্যার মত সাধনীয় কর্ম্মস্বরূপ জানা গেল। পূর্ব্বকালে ভূমির কৃষিকর্ম্মের সহিত যে নানা বিষয়ের অত্যল্পরূপে সম্বন্ধরাখা বোধ হইয়াছিল তাহা এক্ষণে কৃষিবিদ্যার সকল ভারি কর্ম্মের সম্পাদকরূপে বোধ হইল এবং যেং সকল জ্ঞানের প্রকাশ উত্তরোত্তর হইত তাহা সকলের বুদ্ধিগোচরকরণার্থে এবং অন্য লোকেরা আপনং সাধ্যানুসারে ঐ নূতন প্রাপ্তব্য সকল জ্ঞান পাইবার উদ্যোগ জন্মানার্থে রচিত অনেক পুস্তক শীঘ্র প্রকাশিত হইল।

অন্যং বিষয়ের মধ্যে ইংগ্লণ্ডের নানা প্রদেশে কৃষিকর্ম্মের অবস্থার বিষয়ে সকল লোকেরদিগকে জ্ঞান দিবার উপযুক্ত যেং সকল মনোহর কথা লেখা গিয়াছিল তাহাতে কেবল ঐ জ্ঞান হইল না কিন্তু ইউরোপের অন্যং দেশে কৃষিকর্ম্মের অবস্থার বিষয়ের কথাও জানা গেল এবং ভূমি ফলবতীহওয়ার যোগ্যতা যেপ্রকারে আরো বাড়িতে পারে তাহাও প্রকাশ করা গেল।

ইংগ্লণ্ডদেশে কৃষিকর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান গত দুইশত বৎসর যেমত ছিল তদপেক্ষা তদ্বিষয়ের অল্প জ্ঞান এখনও হিন্দুস্থানে আছে কেননা ইংগ্লণ্ডদেশে কৃষিকর্ম্ম অল্পজ্ঞানি এবং আপনারদের পূর্ব্ব ব্যবহার ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক

লোকেরদের হাতে পড়িলেও তাহারা কৃষিকর্ম্মকরণার্থে যেং যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়াছিল তাহা হিন্দুস্থানেতে এখন যেং লাঙ্গলপ্রভৃতি ব্যবহার করা যায় তাহাহইতে অত্যুত্তম ছিল এবং তৎকালে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের যে অবস্থা ছিল এবং এক্ষণে তাহারদের যে অবস্থা আছে তাহার অন্তর হিন্দুস্থানের কৃষিকারি লোকেরদের ইদানীন্তন অবস্থার এবং গত দুই শত বৎসর ইংগ্লণ্ডদেশীয় ঐং প্রকার লোকেরদের অবস্থার অন্তরের তুল্য নহে।

হিন্দুস্থানে ভূমির কৃষিকর্ম্মেতে প্রায় কিছু আদর করা যায় না এবং তদ্ব্যবহারি লোক এদেশীয় লোকেরদের মধ্যে মূর্খতম এবং তাহারদের ইদানীন্তন অবস্থা থাকিলে তাহারদের কার্য্যের দ্বারা অধিক প্রাপ্তি হইলেও তাহারদের সম্মান বাড়িতে পারিবে না তাহারদের নীচাবস্থা এবং অপ্রতিকার্য্য ব্যবহারপ্রযুক্ত তাহারা প্রায় সর্ব্বদা দেনাদার থাকাতে অন্যান্য লোকের বশতাপন্ন হয় তাহাতে তাহারা দরিদ্র ও নিরাশ ও এমত নিরুদ্যোগী হয় যে যত্ন করিতে তাহারদের কিঞ্চিন্মাত্র বাসনা থাকে না।

অতএব হিন্দুস্থানের কৃষিকর্ম্মের সম্প্রদায়স্থাপন অনেক জনের বিবেচনায় অতিশয় উপযুক্ত বোধ হইল এবং তাহাতে উদ্যোগকরণের কারণ অত্যল্প জ্ঞান করা গেলেও সেই উদ্যোগ করা গেল এবং তাহার ফল পূর্ব্বের অপেক্ষণীয় ফলহইতে বড় হইল।

হিন্দুস্থানের কৃষিকর্ম্মের অনুকূল যে ইউরোপীয়েরা আছেন তাঁহারা অল্পসংখ্যকহওয়াপ্রযুক্ত এবং তাঁহারদের বাসস্থানের অস্থৈর্য্যপ্রযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় যে ধনি ও মানি লোকেরা ঐং বিষয়েতে অধিক বিদিতরূপে খ্যাত আছেন তাঁহারদের দৃষ্টিতে ইহা নূতনহওয়াপ্রযুক্ত এবং কোন কর্ম্মের প্রথম উদ্যোগবিষয়ে যেং সন্দেহ ও পরিবাদ হয় তৎপ্রযুক্ত এই কর্ম্মের আরম্ভের সময়ে যত লোকের প্রয়োজন তত লোক একত্রকরা দুষ্কর হইল এই প্রতি

বন্ধক এখন গেল আমারদের পূর্ব্ব গবর্নর্ জেনরল লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের সহায়তাতে এবং হিন্দুস্থানের কৃষিক র্ম্মসম্পর্কীয় সকল উদ্যোগ সফল করিতে শ্রীমতী লেডি হে ষ্টিংসের যে উদ্যোগ ছিল তাহাতে এবং প্রজারদের মঙ্গল বর্দ্ধনকারি প্রত্যেক উদ্যোগের সহায়তা করিতে প্রস্তুত দে শকর্ত্তৃত্বকারিরদের ঔদার্য্যপূর্ব্বক উপকারেতে এই সকল প্রতিবন্ধক দূর করা গেল এবং তাহাতে এই সম্প্রদায়ের কা র্য্য এমত মত জন্মিয়াছে যে তাহাতে বড় উত্তম ফল হই বার প্রত্যাশা হইতেছে আর অতিশয় কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক কহি যে লার্ড ও শ্রীমতী লেডি হেষ্টিংস এই সম্প্রদায়ের সহিত যে সম্পর্ক রাখিতেন তাহা শ্রীযুত লার্ড ও শ্রীমতী লেডি আমহের্ষ্টও অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে স্বীকার করিলেন তাহা তে বোধ হয় যে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ইউরোপীয় ও এতদ্দে শীয় লোকেরদের যথেষ্ট ফল হইতে পারিবেক।

এই সম্প্রদায়স্থাপনের পূর্ব্বে তাহার তাৎপর্য্য এক নিশা নেতে প্রকাশ করা গেলেও তাহার মধ্যবর্ত্তি লোকেরদের মধ্যে এই সকল তাৎপর্য্যসাধনের প্রকারের বিষয়ে ভি ন্ন২ বিচার হইল অত্যাদরণীয় এবং বিদ্বান কতক জ নের বিবেচনা হইল যে এক অতিবড় কৃষির উপযুক্ত ভূমি তে ইউরোপেতে ব্যবহৃত কৃষিকর্ম্মের সকল প্রকার প্রকাশ করা যায় এবং কৃষিকর্ম্মোপকারক এবং তৎকর্ম্মোপযুক্ত অস্ত্র যন্ত্রইত্যাদি ঐ কর্ম্মে ব্যবহার করা যায় এবং যাহাতে বিদ্বান এক ইউরোপীয়ের কর্ত্তৃত্বের অধীন পশুপালন এবং পশু পুষ্টকরণের উত্তম প্রকার প্রকাশিত হয় এমত ভূমির জোত হইলে সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক আমার বিবেচনা এই যে ইহার ভারি প্রতিবন্ধক আছে কেননা এই প্রকার ভূমির জোতেতে তৎস্থানে অনেক ফল হইতে পারে ইহা স্বীকার করিলেও সন্দেহ আছে যে তাহার উপ যোগিতার ত্রুটি হইবে এবং তাহা করণের নিমিত্তে যে ব্যয়ের আবশ্যক তাহাতে সম্প্রদায়ের সকল পুঁজির অ

তিরিক্ত টাকাও ব্যয় হইবে কেননা ইহা দুর্জ্ঞেয় যে এত অল্পধনবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কার্য্যের; পরীক্ষার নিমিত্তে অধিক ব্যয়সাধ্য কর্ম্ম করা যায় আর তাহা যদি সাধ্য হয় তথাপি তাহার উপযোগিতার বিষয়ে সন্দেহ আছে কেননা এমন কোন এক স্থান নাই যে তাহাতে হিন্দুস্থানে যেং সকল দ্রব্য কৃষিকর্ম্মেতে উৎপন্ন হয় সেই সকল দ্রব্যের উত্তমরূপে জন্মানের কারণ যে নানা প্রকার ভূমি এবং স্থিতি এবং উষ্ণশীতলতা ইত্যাদির আবশ্যক তাহা পাওয়া যায় এবং ইংগ্লণ্ডদেশে যে অতিবড় জোতেতে কৃষিকর্ম্ম উত্তম প্রকার করা যায় সে সকল এতদ্দেশীয় প্রজারদের অতিশয় ক্ষুদ্র জোতেতে হইতে পারে না কেন না অন্য প্রতিবন্ধক না থাকিলে তাহারদের দরিদ্রতামাত্রে তাহারা ঐ কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হয় এবং ইংগ্লণ্ডদেশপ্রভৃতি যেং দেশে কৃষিকর্ম্মোপকারক সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত ফল হইল সেং দেশে ঐং সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোকেরা কৃষিকর্ম্মসম্পর্কীয় সকলবিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে যত্ন করিয়াছেন এবং তাহার পর তাহার মধ্যে সকল লোকের হিতার্থে উপযুক্ত কথা পরিপাটী করিয়া লিখিয়া ছাপাইবার উদ্যোগ করিয়াছেন। জ্ঞানই বল এই বাক্যেতে ইউরোপীয় এবং হিন্দুগ্রন্থকারিরদের একবাক্যতা আছে অতএব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোকেরা এই প্রকার জ্ঞানসংগ্রহ এবং প্রকাশকরাতে বিদ্বান লোকের মত কর্ম্ম করিয়াছেন এবং কৃষিকর্ম্মের প্রত্যেক অংশে যেং কর্ম্মের সুগম প্রকার জানা গেল তাহাতে বোধ হয় যে এই প্রকার বল অল্প হয় নাই কিন্তু ভূমির কৃষিকর্ত্তৃসম্পর্কীয় সকল লোকেরদের অত্যুত্তম অবস্থান্তর জন্মাইয়াছে এবং তাহার ফলবৃদ্ধি এখনও হইতেছে এবং যেপর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে তাহাই এখনও বোধগম্য হয় নাই হিন্দুস্থানে এই প্রকার জ্ঞান কৃষিকারক লোকেরদের মনে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হইলে যেং উত্তম ফল হইবে তাহার পূর্ব্ববিবেচনাতে হে মহাশয়েরা আমারদের শ্রম

অতিশয় সফল হইবে অন্যং দেশে যেং প্রকার ব্যবহারে তে এমত প্রত্যক্ষ ফল হইয়াছে তাহাহইতে উত্তম প্রকার ব্যবহার আমরা করিতে পারি না এবং আমার ভরসা হয় যে এই সম্প্রদায়ের মহাশয়েরা নিত্য এই তাৎপর্য্যের অনুগামী হইবেন।

স্বীকারকরণ আবশ্যক যে আমারদের বিবরণের পুস্তক এক ভাষার অতিরিক্ত ভাষায় লিখনে ও ছাপানে সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত ব্যয় হইবে কিন্তু ইহাতে দেশের মঙ্গলবৃদ্ধি অবশ্যই হইবে কেননা কৃষিকর্ম্মসম্পর্কীয় বাক্যের বৃদ্ধি এবং তদ্বিষয়ক লোকেরদের জ্ঞানবৃদ্ধিও তাহাতে হইবে এবং এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা ইহার কোনং পত্র বিশেষতঃ আপনারদের লিখিত পত্র তর্জমাকরণীয় ভাষাতে লিখিলে ঐ ব্যয়ের ন্যূনতা হইবে ইহা করণেতে তাঁহারা আপনারদের মনের বাক্য জন্মদেশীয় ভাষাতে বিদেশীয়েরা যে প্রকার লিখিতে পারেন তাহাহইতেও উত্তমরূপে অবশ্য লিখিবেন এবং আমার বিবেচনায় তাঁহারদিগের সংকাবিতাতে আমরা ভরসা রাখিতে পারি।

যেং কর্ম্মসাধনোপায় পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত উপায় যে এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোক করিতে পারেন তাহা বুঝা যায় না বলক্রমেতে কার্য্যসাধন করার সামর্থ্য আমারদের নাই আর যদিও থাকে তাহাতে কার্য্য করা বড় অজ্ঞানের কর্ম্ম হয় এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মহাশয়েরা উত্তমং প্রকারে শস্য অথবা কৃষিকরণোপকারক নূতন অস্ত্রযন্ত্রাদি ক্রয় ও দান করিতে পারেন না আর পারিলে ঐ অস্ত্রযন্ত্রাদির ব্যবহারকরণ এবং ঐ উত্তম শস্যের ক্ষেত্রকরণ দেশের সর্ব্বত্র প্রজারদের ইচ্ছা না হইলে ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

কৃষিকারক নূতন প্রকার যন্ত্রের অথবা কৃষিকর্ম্মের নূতনং প্রকারের প্রবেশকরণবিষয়ে জ্ঞাতব্য যে তাহাতে ফলজননের নিমিত্তে ঐং সকল যন্ত্রাদি দেশের অবস্থার অনু

সায়িহ্ওনের প্রয়োজন আছে কৃষিকারকেরদের উত্তম ঘর এবং তাহাতে অতিবড় শস্যরাখণের গোলাআদি এবং শস্যমর্দ্দনের যন্ত্র এবং সকল প্রকার পশুপালন ও পশুপুষ্টকরণের নিমিত্তে উপযুক্ত বাসইত্যাদি এবং মাখন পানির করিবার উপযুক্ত স্থান এবং ইংগ্লণ্ডদেশের যেং কর্ম্মাদিতে এত ফল হইয়াছে সে সকল হিন্দুস্থানের মধ্যে যে অতিবড় জোত আছে তাহাতেও অনুপযুক্ত হইবে কর্ম্মসিদ্ধির প্রকার সফল হইবার কারণ ক্রমিক ও অমিশ্রিত রূপে এবং সামান্য কৃষিকারকেরদের সুলভ্য এবং তাহার বিষয়ে যেং বিবরণেতে সামান্য লোক তাহার উপযোগিতা জানিতে পারে ঐং নূতন প্রকার এমত বিবরণযুক্ত হইবার আবশ্যক। হিন্দুস্থানবাসি ধনবান মহাশয়েরা কৃষিকার্য্যেতে যখন মনোযোগ করিবেন এমন সময় হইলে ইউরোপের মধ্যে যেংফল উৎপন্ন হয় তদ্রূপ ফল তাঁহারদের উদ্যোগেতে সুন্দররূপে অপেক্ষা করা যাইবে ঐং দেশে যেং যন্ত্রেতে এবং কৃষিকর্ম্মের যেং প্রকারেতে এত ফল হইয়াছে ঐং যন্ত্রাদিতে এবং ঐং প্রকারেতে তাহারা কর্ম্ম করিতে পারে অতএব অগত পথে গমন করিতে এবং অনিশ্চিতফলককল্পনাতে বড় ব্যয় করিতে তাহারদের আবশ্যক হইবে না ইউরোপেতে যেং কর্ম্মকরণের প্রকারেতে এত মঙ্গল জন্মিয়াছে ঐ মহাশয়েরদের ঐং প্রকার কর্ম্মকরণ দেখিয়া নীচ লোকেরদের ভক্ষণার্থে অতিরিক্ত পশুপুষ্টিকরণেতে এবং ঐ পশুরদের প্রতিপালনেতে এবং বাজারে বিক্রয়করণার্থে তাহারদের পুষ্টিকরণের জন্যে খাসাদি জন্মানরূপ কৃষিকর্ম্মদ্বারা উৎপাদনীয় অনেক বিষয়েতে এখন যে ন্যূনা আছে তাহা দূর করা যাইবে।

এইপর্য্যন্ত অতিবড় বন জমীদারেরদের হানিরূপ বোধ হইল আর তাহা ফলরূপ বোধ হইল না ঝাড় লতাদি কোন কর্ম্মের উপযুক্ত বোধ হইল না এবং জ্বলনার্থে এবং গৃহের অন্য কর্ম্মের নিমিত্তে কেবল বড় বৃক্ষ কাটা যায় এবং

আমি জানি না যে কর্ম্মের উপযুক্ত বৃক্ষরোপণাদিতে অগ্র বা বনের যে২ স্থানে কোন বৃক্ষ নাই সে২ স্থানে অল্প বৎসরের মধ্যে যাহাতে ফল হইবে তেমন বৃক্ষরোপণে কিছু মনোযোগ হইল এই২ সকল বিষয় প্রায় প্রকৃতিস্থ হইয়াছে কিন্তু লতা গুল্মাদি ক্ষুদ্র বৃক্ষ কাটা গেলে এবং বিক্রয়ার্থে আটি করা গেলে এবং সেই সকল ভূমি উপযুক্ত বৃক্ষেতে আচ্ছাদিত হইলে জানা যাইবে যে ঐ২ অরণ্য বড় লাভজনক হইবে এবং ঘরের ছাউনির উপযুক্ত লম্বা যে২ খড়েতে উত্তম সার অতিসহজরূপে জন্মে তাহা যদি কাটা যায় এবং প্রজার গ্রামের নিকটস্থ এক স্থানে আনা যায় এবং উপযুক্ত কর্ম্মে লাগান যায় তবে তাহাতে অল্পলাভ হইবে না কিন্তু যে২ বিল বর্ষাকালেতে ডুবিয়া যায় এবং অন্য কালে লম্বা ঘাসাদিতে ঢাকা যায় প্রায় সে সকল ভূমিতে শীতকালে যব ও গোম ও মসিনা ও সরিষা ও নানা প্রকার কলাই স্বচ্ছন্দে জন্মান যায় এবং বেণা ও অন্য দুই তিন প্রকার ঘাস নরম হইবার সময়ে পশুতে খায় অতএব চৈত্র বৈশাখে যদি ঐ২ ঘাস কাটাইয়া শুকিয়া রাখা যায় তবে পশুদের উপযুক্ত আহার হয় ঐ ঘাসোৎপাদক ভূমি পরিষ্কারকরণেতে এবং তাহার কৃষিকরণেতে অথবা তাহার ঘাস প্রতিবৎসর উপযুক্ত সময়ে কাটিয়া শুষ্ককরণেতে দুই ফল হইবে অর্থাৎ ফসলজন্মান এবং যে২ হিংসুক জন্তুর থাকাতে বনে প্রজারদের কৃষিকর্ম্মকরণ দুষ্কর ঐ২ জন্তুর দূরীকরণ।

লাভজনক নূতন২ শস্যাদি যদি দেশেতে আনা যায় এবং যে ভূমিতে এখন কৃষি করা যায় তাহার অতিরিক্ত ভূমিতেও কৃষি করা যায় এবং যদি জঙ্গলী মহিষইত্যাদি হিংসুক জন্তুর দমন অথবা নাশ করা যায় তবে ধনি লোকেরদের ভূমির মূল্যবৃদ্ধি হইবে এবং প্রজারদের মঙ্গলবৃদ্ধি হইবে এবং হিন্দুস্থানের মধ্যে যে২ কল্যাণ এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই তাহাও সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া যাইবে এবং ঐ২ কর্ম্মেতে

এবং তদ্রূপ অন্যং সাধ্য কর্ম্মেতে এই সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে এবং এদেশীয় লোকেরদের আপনং ফলাফলের সম্পর্কীয় কর্ম্মের বিষয়ে অজ্ঞান অথবা ভ্রান্তিব্যতিরেকে ইহার অন্য প্রতিবন্ধক কি আছে ভূমিই কৃষিকরণোপযুক্ত এবং লোকেরা তৎকৃষিকরণক্ষম কিন্তু ইহার সাধনের নিমিত্তে তাহারদের কর্ত্তব্যতার জ্ঞান তাহারদিগকে দিতে হইবে এবং তাহাতে উদ্যোগ জন্মাইতে হইবে।

যেং লোকেরা ব্যবহারের দাস এবং যাহারদের জ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছা এবং উদ্যোগের অভাব এই প্রকার আছে যে তাহাতে লোকেরদের প্রতি কথিত কোন নূতন কথার লাভ কি হানির বিষয়ে জিজ্ঞাসাকরণের বাধা আছে এবং যাহারা আপনারদের দুরবস্থাতে নিরুদ্যোগরূপ নিরাকাঙ্ক্ষাতে থাকে এমন লোকেরদের মধ্যে অতিপ্রত্যক্ষ ফলদায়ক বিষয়েতে জ্ঞানবৃদ্ধি অত্যল্প হইবে অতএব প্রথমতঃ এই সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত ফলের ভরসা রাখা উপযুক্ত নয় কিন্তু আশা করিয়া শ্রমকরা উপযুক্ত। ফল শীঘ্র না হওয়াতে তাহার নৈরাশ্য উপযুক্ত নয় তাহার উদ্যোগ পুনঃং করা এবং তাহার বৃদ্ধিকরা উপযুক্ত এবং তাহার উদ্যোগের ফল একবার দেখা গেলে প্রত্যাশা রাখা যাইতে পারে যে এমত প্রশংসিত সাধনের ব্যবহারকরার বৃদ্ধি ক্রমেং হইবে এবং শেষেতে তাহার অত্যুদ্যোগ সহায়েরদের ভরসার অতিরিক্ত ফলও হইবে।

উদ্যানের কৃষিকরা এই সম্প্রদায়ের এক তাৎপর্য্যও আছে এবং আমার বিবেচনাতে তাহা গুরুতর তাৎপর্য্য কিন্তু বাগানের কৃষিকরণ এবং ক্ষেত্রের কৃষিকরণবিষয়ে আমি সম্প্রদায়ের ব্যয়েতে জোত ইত্যাদিকরণের প্রতিকূল আমার জ্ঞান এই যে কর্ম্মের যত পরীক্ষা হয় তাহা কর্ম্মকারি ব্যক্তির নিজ ব্যয়েতে হওয়া উপযুক্ত এই এক বিষয় হইলে আমি প্রত্যয় করি যে এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত প্রত্যেক মহাশয় হিন্দুস্থানে জাত সকল প্রকার তৃণ ও পু

ক্ষেত্রের গুণবৃদ্ধিকরণে সন্তুষ্ট হইবেন কেবল তাহা নয় কিন্তু অন্যং দেশহইতে ঐ প্রকার দ্রব্য আনানেতে এবং ঐং কর্ম্মসাধনের নিমিত্তে যেং প্রকার করা যায় তাহার সাধনের বিবরণেতেও সন্তুষ্ট হইবেন।

লণ্ডন নগরস্থ উদ্যানের কৃষিকর্ম্মোপকারক সম্প্রদায়ের অতিবড় এবং অধিকব্যয়সাধ্য এক উদ্যান আছে ইহা আমি জানি এবং অন্যং ঐং প্রকার সম্প্রদায়ের ঐং প্রকার উদ্যান হইতে পারিবে কিন্তু ঐং সম্প্রদায় ভিন্নং সম্প্রদায়ের মত থাকে এবং ঐং দেশের অতিধনি লোকেতে ঐ ব্যয় স্বচ্ছন্দরূপে করা যায় হিন্দুস্থানের উত্তমব্যবস্থার বৃদ্ধি এইমত হইলে তাহাতে মানি ও ধনি অনেক মহাশয়েরা তত্তুল্য অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইবেনতাহাতে হিন্দুস্থানের মঙ্গলেচ্ছুক প্রত্যেক জনের আনন্দ হইবে কিন্তু তাহা হইলে ঐ সম্প্রদায় এবং ক্ষেত্রের কৃষিকরণ সম্প্রদায়ের ভিন্নং গুন আর ভিন্নং সম্প্রদায়ের মত সকল কর্ম্মকরণেরও আবশ্যক হইবে ইতি।

২ প্রকরণ।

আকটিন সেক্রেটারি সাহেবের প্রতি শ্রী ডাক্তর টৈট্লরের এক পত্র।

আলাহাবাদ সন ১৮২০ তাং ১৫ মাই।

হে মহাশয়

গত দিবসের ডাকের দ্বারা ক্ষেত্রের ও বাগানের কৃষিকর্ম্মবিষয়ক বর্ণনীয় পত্র পাইয়া অতিশয় সন্তোষপূর্ব্বক আমি জানিতে পাইলাম যে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২৯ সেপ্তেম্বরের মিররনামক ইশ্তিহারের কাগজের রচনাকর্ত্তার প্রতি আমি এমন সম্প্রদায় করিবার নিমিত্তে এক পত্রে

যে কথা লিখিয়াছিলাম তাহা এদেশীয় এবং ইউরোপীয় লোকেরদের মঙ্গলার্থে তোমার উদ্যোগের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে কেননা এই দুই বর্গের মঙ্গল এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আছে ক্ষেত্রে কৃষিকরণ সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়ে অতিসন্তোষপূর্ব্বক আমার ঐক্য আছে এবং তাহারদের মধ্যগত এক জন হইবার কারণ আমার নাম লিখিতে প্রার্থনাকরণের দ্বারা জানাই যে আমার যত্ন [illegible] এবং তাহার ঐ প্রকারকরণে যত ক্ষমতা আছে সেই পর্য্যন্ত তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্তে এবং তাহার অন্তর্গত লোকের বিবেচনায় হিতকারি বিষয়সিদ্ধকরণে আমি কার্য্য করিতে মনোযোগ করিব।

এই দেশের ক্ষেত্রে কৃষিকরণকর্ম্মের বিবেচনা করিতে আমার এপর্য্যন্ত অত্যল্প ক্ষমতা হইয়াছে এবং তদ্বিষয়ে আমার বিবেচনা কেবল যশোহর জিলায় এবং আলাহাবাদের নিকটবর্ত্তি স্থানের সহিত সম্পর্ক রাখে কিন্তু এই অত্যল্প ক্ষমতার দ্বারা [illegible] অল্প বিবেচনা করিয়াছি তাহাতে আমার মনে [illegible] স্থির হয় যে এই দেশের কর্তৃত্বের মঙ্গলকারি [illegible] এবং এতদ্দেশীয় সকল জাতীয় লোকেরদের মঙ্গলসম্বন্ধায় এই সম্প্রদায়ের কর্ম্মের মত অন্য কোন কর্ম্ম নাই।

বঙ্গদেশীয় ভূমিতে আবাদ না করাতে যে গভীর এবং বৃহৎ বিল হয় তাহাতে ধান্য [illegible] হইবার যে জলের আবশ্যক তাহাহইতে গভীর জলেতে ধান্য উৎপন্ন হয় এবং এইহেতুক বঙ্গদেশীয় সকল প্রকার ধান্য বিশেষতঃ আউশ ধান্য রোগা হইয়া যায় এবং ফ্রান্সদেশেতে এরগট নামেতে খ্যাত রোগেতে রোগা [illegible] বীজের স্বভাব ইহাতে প্রকারান্তর হইলে তাহার [illegible] জনক উপযুক্ত বস্তুর ন্যূনতাহওয়াপ্রযুক্ত সেই ধান্যেতে শরীরের পুষ্টির গুণের ন্যূনতাহয় এবং কেবল পুষ্টিকর গুণ ন্যূন হয় তাহা নয় কিন্তু বিষগুণক নূতন২ রসায়নের [illegible] গুণ জন্মে

এবং তদ্ধেতুক ধান্য মনুষ্যের অথবা পশুরদের খাদ্য হই লে বিষতুল্য হয় বঙ্গদেশজাত ধান্যের এ প্রকার অধমত্ব ও নের ফলের কথা কহা আমার আবশ্যক নয় কেননা যে সাঙ্ঘাতিক রোগ প্রায় তিন বৎসরপর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের সর্ব্ব ত্র হইয়াছে তাহাতে তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যায় শিনাঙ্গ ও মরিসিয়স ও কাদিজ ও আমেরিকা ও পশ্চিম ইণ্ডিয়া ইত্যা দি যেং স্থানে এদেশীয় ঐ প্রকার কুপথ্য ধান্য পাঠান গি য়াছে সেই সকল দেশেতে ঐং প্রকার রোগ জন্মিয়াছে এবং সাক্ষাৎ পরীক্ষার দ্বারাও জানা যায় যে ঐ প্রকার ধান্য এই প্রকার বিষতুল্য হইয়াছে যে কোন পশু ঐ ধান্য ভক্ষণ করিলে পর দশ দিনের মধ্যে মারা যায় কিন্তু এই রোগের নাশকত্বপ্রযুক্ত বড় খেদের বিষয় বটে তথাপি যত বৎসর ধান্যের ভূমি পরিষ্কৃত না হইয়া অচল জলেতে বৎসরং ডুবিয়া যায় এবং যেং ভূমি তাহার কৃষিকরণ উপযুক্ত নয় এমত ভূমিতে বুনা যায় তত বৎসর এই ভয়ঙ্ক নক বিপদ্ অবশ্য হইবে।

আলাহাবাদে আমি বজরানামক শস্যেতে বিশেষরূপ মনোযোগ করিয়াছি ঐ উত্তম শস্য শরৎ কালে পাকে এবং তাহার বিশেষ ও অতিবড় নাশক আশ্চর্য্য ক্ষিগুল অথবা কিন্দুর নামে এক রোগ আছে আমাব্যতিরেকে ব জরার এই প্রকার রোগ যে আর কেহ দেখিয়াছেন্ তাহা আমি জানি না কেননা রোগা ধান্য ভক্ষ্যের নিমিত্তে গ্র হণকরণ বিষয়ে আমি তদ্বিষয়ে রচ্যমান পুস্তকে যাহা লি খিতেছি তদ্ব্যতিরেকে যে অন্য কোন গ্রন্থকর্ত্তা তাহা লি খিয়াছেন তাহা আমি জানি না বজরার বীজ যখন পাকি তে লাগে তৎকালে উপরের উক্ত রোগ তাহাতে সংলগ্ন হয় প্রত্যেক বীজ ফুলিয়া আপন স্বভাবে যত বড় হয় তা হার তিনগুণ বড় হইয়া যায় ও তাহার রঙ্গ চক্‌চকিয়া সবুজ এবং তাহা নরম হয় এবং তাহা কাটিয়া গেলে তাহার মধ্যে কেবল কয়লার মত কাল ও দুর্গন্ধ গুঁড়ার মত বস্তু

থাকে ফলতঃ মনুষ্যাদিতে যেমন ফোলন ও যেমন জ্বলন ও পচাং যা হয় তেমন শস্যেতে এ রোগ থাকে আমি বিচার করিয়া দেখিলাম যে এ রোগের কারণ এই হঠাৎ বৃষ্টি কি অতিশয় শিশির পতনানন্তর প্রখর রৌদ্র হইলে তদন্তর্গত রস শীঘ্র শুকিয়াযাওনপ্রযুক্ত বীজের তাপ নিরাকরণ করা যায় এবং মনুষ্যাদি শরীরের এই প্রকার অবস্থা হইলে যেমন তাহার মাংসাদির নাশ হয় তেমন ইহাতে বীজের নাশ হয় কিন্তু আমি নিশ্চয় কহিতে পারি না যে কিন্দোলের কারণ কেবল এই কিন্তু সেই বিষয় অতি গুরুতর কেননা প্রতিবৎসর অনেক বজরার এই প্রকার রোগ হয় এবং রোগা গাছ অরোগী গাছহইতে পৃথক্ করিতে এদেশীয় লোকের কিছু যত্ন নাই।

আমি এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছি তাহা অন্য কেহ লেখেন নাই এবং তদ্বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই কিন্তু আমারদের ও আমারদের পরিজনেরদের জীবন তৎসম্বন্ধীয়হওয়াপ্রযুক্ত এই দীর্ঘ পত্র তোমার নিকটে লিখিয়াছি এবং ঐ সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির নিমিত্তে আমার যে অতি বড় বাঞ্ছা সে কথা এবং আমার শক্ত্যনুসারে তাহার উপকার করিতে ইচ্ছা জানাইতেছি ইতি।

শ্রী রাবর্ট টৈট্‌লর।

৩ প্রকরণ।

পরিশিষ্টের তৃতীয় প্রকরণের লিখিত জিজ্ঞাসাতে শ্রী ডাক্তর টৈট্‌লরের উত্তর।

আমি যে আলাহাবাদ জিলাতে এখন বাস করিতেছি ঐ জিলার বিশেষ চিহ্ন বৎসরের এক অংশে অতিশয় শুষ্ক

তা অন্যাংশে অতিশয় আর্দ্রতা এই জিলাতে বিশেষরূপে তিন ঋতু হয় অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও বর্ষা ও শীত এবং ইংগ্লণ্ড কিম্বা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে যেমন ঐ তিন ঋতু বর্ণনা করা যায় তদ্রূপে এই স্থানেও বর্ণনীয় আছে সূর্য্যের উত্ত রায়ণে অর্থাৎ চৈত্রের প্রথমার্দ্ধে গ্রীষ্মকালের আরম্ভ হয় এবং আষাঢ়ের প্রথমার্দ্ধপর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয় তাহার পর ব র্ষাকালের আরম্ভ হয় গ্রীষ্মকালের চিহ্ন অতিশয় শুষ্কতা ও বড় ঝড় তাহাতে ভূমি অতিশয় তপ্ত হয় ও ক্ষুদ্র গাছসক ল পুড়িয়া যায় এবং অনেক স্থানের তৃণাদি শুষ্কপ্রায় দে খা যায় এবং সেইং স্থানের ভূমি বালুকাময় মরুভূমির মত দেখা যায় চৈত্রের পূর্ব্ববর্ত্তি কএক মাসে পশ্চিম বায়ু বহে কিন্তু গ্রীষ্মের কারণরূপ সূর্য্যের পার্শ্বের আকাশের সূ ক্ষ্মতা হওয়াপ্রযুক্ত ঐ বায়ুর অতিশয় বৃদ্ধি হয় এবং আ কাশমণ্ডলের অধঃস্থ অংশ ভূমিহইতে নূতনং তাপ পা ওয়াতে গ্রীষ্মবায়ুনামেতে খ্যাত ঐং অতিশয় বায়ুর স্রো তঃ হয় কিন্তু ঐ বায়ুর বর্দ্ধমান তাপ পূর্ব্বোক্ত কারণমূলক এবং ঐ বায়ুর অন্তর্গত কোন গুণহেতুক নয় ইহার প্রমাণ এই যে প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল ও রাত্রিতে ঐ বায়ু শীত ল হয় এবং কখনং শরীরেতে শীতানুভব হয় এবং দিন বর্দ্ধমান হইলে এবং তাপ অতিরিক্ত হইলে কখনং ঐ বায়ু মনুষ্যের মুখেতে আঘাত করিলে শীতের মত জ্ঞান হয় এবং আমি ঐ তপ্ত বায়ু টাটিব্যতিরেকেও শীতলরূ পে জ্ঞান করিয়াছি ঐ গ্রীষ্ম বায়ু প্রাতঃকালের দশ ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হইয়া বৈকালের পাঁচ ঘণ্টার সময়ে তাহার শেস হয় তাহা বহনের সময়ে তর্ম্মমেতরনামক যন্ত্র ছায়া তে রাখা গেলে ফারিনহৈতের একশতবারঅবধি একশত কুড়ি ক্রমপর্য্যন্ত হয় এবং ঘরের অতিশয় শীতল স্থানে দুই প্রহরের সময়ে প্রায় কখন ৯০ ক্রমের কম হয় না গত দিন অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৮ আপ্রিলে তর্ম্ম মেতর যন্ত্রছায়াতে যে স্থানে বায়ু বহিতে পারে সে স্থানে

প্রাতঃকালের ৮ ঘণ্টার সময়ে ৭০ ক্রমেতে রহিল এবং দুই প্রহরের সময়ে ১০০ ক্রমেতে থাকিল।

আষাঢ়ের প্রথমাবধি বর্ষাকালের আরম্ভ এবং তাহা আশ্বিনের প্রথমপর্য্যন্ত প্রায় থাকে কখনং অতিশয় বৃষ্টিহওয়াতে নীচ ভূমিসকল ডুবিয়া যায় এবং উচ্চ ভূমিতে এমত নালা কাটা যায় যে তাহা দিয়া অতিবড় জল নীচ ভূমি এবং নদীতে বহিয়া যায় কোনং স্থানে জল ভূমির উপর একমাসপর্য্যন্ত থাকে তাহার পূর্ব্বে তৃণ কিছু মাত্র দেখা যায় না কিন্তু এই মত জল হইলে সকল স্থান অতি বর্দ্ধমান তৃণাদিতে ঢাকা যায় ঐ সময়ে মেঘগর্জ্জন এবং বিদ্যুৎ ঘনং হয় এবং বৃষ্টির মধ্যসময়ে কখনং বায়ু বহে না এবং শরীরেতে গ্রীষ্মের আতিশয্যেতে দুঃখানুভব হয়।

অগ্রহায়ণের প্রথমার্দ্ধে শীতকালের আরম্ভ হয় এবং ফাল্গুণের শেষপর্য্যন্ত তাহা থাকে এই সময়ে কখনং রাত্রিতে ভর্ম্মমেতর যন্ত্র জলজমাটহওয়ার ক্রমপর্য্যন্ত নীচে পড়ে ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের জানুআরিমাসে আমার বাগানে এক মৃন্ময় পাত্রস্থ জল জমাট টাকার মত পুরু হইল এই সময়ে আকাশমণ্ডলের নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত কখনং রৌদ্র প্রখর হয় এবং তাহাতে আর্দ্র ভূমিহইতে অতিশয় বাষ্প উদ্গত হয় ঐ বাষ্প রাত্রিতে শীতপ্রযুক্ত ভারী হইয়া শিশিররূপে পুনর্ব্বার পড়ে এবং তাহাতে ভূমি এবং সকল তৃণাদির পত্র আর্দ্রহওয়াপ্রযুক্ত তৃণাদির বৃদ্ধি গ্রীষ্মের আরম্ভপর্য্যন্ত হয় কখনং ঐ শিশির এমত বহুল হয় যে তাহাতে শস্যাদির হানি হয় এবং রবি ফসলে ম্লতাখ্য রোগ জন্মে এই জিলার যেং স্থানে আমি গিয়াছিলাম সেখানে কখনং অতিশয় ঝড়বৃষ্টি হয় তাহাতে ভূম্যুৎপন্ন দ্রব্যের নাশ হয় ইঙ্গরেজী ১৮২০ সালের মাই মাসে অতিশয় ঝড়হওয়াতে আমার বাগানের অতিফলিত বৃক্ষের সকল ফল দশ মিনিটের মধ্যে পতিত হইল নির্ব্বাততাপ্রযুক্ত অতিশয় গ্রীষ্মহওনানন্তর এপ্রকার ঝড় প্রায়ই হয়

কেননা বিশেষ কোন প্রদেশে তাহাতে বায়ু অতিশয় লঘু হয় এবং তজ্জনিত আকাশের ন্যূনতা দূর করিবার নিমিত্তে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু স্রোতের মত বহিয়া যায় উপরের উক্ত বড় দুই ক্রোশ পরিমিত স্থান লইয়া হইল এবং সেই স্থানে যত তৃণাদি ছিল তাহার নাশ হইল।

দ্বিতীয়তঃ। আলাহাবাদের সন্নিহিত যেং ভূমি আমি দেখিয়া বিচার করিয়াছি তাহা দুই প্রকার প্রথম কাঁকরের উপর পতিত রাঙ্গা ধোআট মাটি অথবা বালী দ্বিতীয় প্রকার যে কাল অথচ তৃণজনক উত্তম ভূমি নদীর নিকটে আছে বিশেষরূপে যমুনার নিকটে ঐ ভূমি আমি যেং ভূমি কখন দেখিয়াছি তাহার মধ্যে অতিশয় শস্যজনক ঐং ভূমি কখনং অনেক ক্রোশপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া উত্তম সমভূমি হয় আর একপ্রকার ভূমি এই জিলার সর্ব্বত্র উচ্চ স্থানে পাওয়া যায় তাহা বর্ষাকালানন্তর অতিশয় শস্যাদিজনক কিন্তু আমার বিচারে তাহাতে জাত তৃণাদি যমুনার পারের উৎকৃষ্ট ধোআট মাটিতে উৎপন্ন তৃণাদিহইতে তিক্ত আমার বিবেচনায় এই জিলার নীচের থাকের ভূমি চিক্কণ অথবা চূণের পাথর কিন্তু আপনার প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এই বিষয়ে আমি কিছু কহিতে পারি না অনেক স্থানেতে ভূমি নদীর জলহইতে বড় উচ্চ কিন্তু তাহাতে পর্ব্বত নাই থাকিলেও আমি তাহা জ্ঞাত হই নাই।

তৃতীয়তঃ। বড় নদী অর্থবা যমুনা ও গঙ্গা থাকাতে এই জিলার উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়াদিকরণ বড় সুগম ঐং নদীতে অনায়াসে জিলার এক স্থানহইতে অন্য স্থানে দ্রব্য লইয়া যাওয়া যায় এই প্রকারে এই জিলার উৎপন্ন বস্তু স্থানেং লইয়া যাওয়া যায় কিন্তু কতক স্থলপথেও যায়।

চতুর্থতঃ। এক জমীদারের দ্বারা আমি জ্ঞাত হইয়াছি যে নূতন ভূমির কারণ অর্থাৎ যে ভূমিতে জঙ্গল আছে এমত ভূমির যে খাজানা দেওয়া যায় তাহা বিঘাপ্রতি ।০ চারি আনা আবাদী ভূমির সামান্য খাজানা বিঘাপ্রতি ৩। ৪

টাকা বিশেষ কোনং স্থানে ৯ টাকা করিয়াও বি ঘাভূমি আছে ইহাহইতে অধিক খাজানা এই জিলার কোন ভূমিতে দেওয়া যায় না ঐ জমীদারও আমাকে ক হিলেন যে ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন ভার প্রজারদের প্রতি আইসে না সরকার এবং প্রজার মধ্যবর্ত্তী জমীদার সর্ব্বদা থাকিয়া সরকারকে খাজানা দেয় প্রজার ভূমিতে দখল তাহার জমীদারের সহিত হওয়া পাট্টানুসারে হয় এবং যত কাল ভূমির খাজানা দেয় এবংপাট্টার মত কার্য্য করে তত কাল ভূমিহইতে বেদখল হইতে পারিবে না কিন্তু ইহার অন্যথা হইলে বেদখলের যোগ্য হইবে পূর্ব্বে পাট্টা না লইলে জমীদারের ইচ্ছাব্যতিরেকে প্রজার সে ভূমিতে দখলকরার অন্য কোন কারণ নাই।

পঞ্চমতঃ। জোতের নিশ্চিত পরিমাণ নাই এবংএক শত বিঘাবধি হাজার বিঘাপর্য্যন্ত জোত হইতে পারে জমীদার প্রজাকে যত ভূমি ঠিকা করিয়া দেয় তত ভূমির খাজানা তা হার স্থানে পাইতে পারে যদি প্রজা চারি বিঘা ভূমি ঠিকা করিয়া লয় তবে ঐ চারি বিঘার খাজানা তাহার দিতে হইবে কিন্তু যদি আপনি তিন বিঘার অধিক চাস করি তে না পারে তবে অবশিষ্ট এক বিঘা আর কাহাকেও চাসকরণার্থে দিতে পারে ইহা হইলে পেটাও প্রজা তাহা কে ঐ এক বিঘার খাজানা দেয় ও প্রজা আপনি পাট্টানু সারে জমীদারের খাজানার দায়ী হয়।

ষষ্ঠতঃ। ভূমি সেচনের আবশ্যক হইলে তাহা কূপ এবং পুষ্করিণীআদির নিকটে নালা করিয়া সিউনিইত্যাদিতে জল তোলনদ্বারা ভূমি সেচন করা যায় এই প্রকার জল সেচন যেং স্থানে হইতে পারে সে সকল ভূমিতে এইরূপে জল সেচা যায় কিন্তু এই জিলায় গ্রীষ্মকালেতে জল অতি শয় দুর্লভ এবং যে প্রকারে ভূমি সেচন করা যায় তাহা আমার বিবেচনায় অত্যজ্ঞান এবং অনুপযুক্তরূপে করা যায়।

সপ্তমতঃ। চাকর রাখিতে যাহারদিগের যোত্র আছে তাহারা কৃষিকর্ম্মের নিমিত্তে চাকর রাখে চাকরের মাহিয়ানা মাসভাং দুই টাকাঅবধি ৩ টাকাপর্য্যন্ত প্রজারা প্রাতঃকালাবধি এক প্রহরপর্য্যন্ত কর্ম্ম করে এবং মধ্যাহ্ন কালে রৌদ্রের প্রাখর্য্যপ্রযুক্ত এক প্রহর বিশ্রাম করে এবং বৈকালে কৃষিকর্ম্ম করে ঘরের কর্ম্ম অবকাশ ও আবশ্যক মতে হয় যে সময়ে মনুষ্য ক্ষেত্রের কর্ম্ম করে ও যে সময়ে বিশ্রাম করে ঐ২ সময়ে পশুও বিশ্রামাদি করে।

অষ্টমতঃ। পশ্বাদি শব্দেতে ইংগ্লণ্ডদেশে যাহা২ বলা যায় তাহা এই জিলাতে প্রায় কেহ জানে না তাহার উদাহরণ এই যে লোক ভূমির কৃষি করে সে মুর্গী ও হাঁস ও শূকরইত্যাদির পালনে কিছু মনোযোগ করে না ঐ কর্ম্ম বিশেষ কতক২ জাতীয় লোক করে মুসলমানেরা মুর্গীইত্যাদি পোষে এবং হিন্দুর অতিবড় নীচ জাতি শূকর ইত্যাদির পালন করে। গরু আর মহিষের দ্বারা কৃষি কর্ম্ম হয় এক যোড়া বলদ অথবা মহিষেতে কিছু যত্ন করিয়া দশ বিঘার আবাদ করিতে পারে অর্থাৎ বর্ষাকালানন্তর হরিৎ পাঁচ বিঘা এবং বর্ষাকালের আরম্ভে ধান্যাদির পাঁচ বিঘা পশুজাতির উত্তমতার বৃদ্ধিতে কিছু মনোযোগ করা যায় না ইংগ্লণ্ডদেশে দুগ্ধ মাখন পনিরের নিমিত্তে যাহা দেড়ি শব্দেতে খ্যাত আছে এমত কোন কর্ম্ম এ জিলাতে নাই কিন্তু গোপালন ও দুগ্ধ বিক্রয় কর্ম্মকারি লোক আছে এক গরু প্রতিদিন অর্দ্ধ সেরঅবধি ৩ সেরপর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয় পনির এ জিলাতে করা যায় না এবং মাখন কেবল ইউরোপীয়েরদের জন্যে করা যায় ১ সের দুগ্ধহইতে এক ছটাক ঘৃত পাওয়া যায় সাক্ষাৎ গরু দোহাইয়া ষোল সের খাটি দুগ্ধ এক টাকাতে আমি পাই এই জিলার মধ্যে ১ টাকাতে বত্রিশ সের দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং যে জলমিশ্রিত দুগ্ধ বাজারে বিক্রয় হয় তাহা এ দেশীয় লোককে টাকায় কুড়ি সের দেয় কেবল এক প্রকার মেষ এ জিলাতে

আছে তাহা বঙ্গদেশীয় মেষহইতে বড় এবং তাহার নাম গাড়ল দুম্বনামক অতিবড় পুচ্ছযুক্ত এক প্রকারমেষ কতক লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখে কথিত আছে যে এই পশু আরব দেশহইতে আনা যায় কিন্তু তাহা কেপের মেষহইতে ভিন্ন নয় আলাহাবাদের উর্ণা উত্তমরূপে খ্যাত আছে কিন্তু আমি জানি না যে তাহা কম্বলবুনন ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ম্মে লাগে পশু পুষ্ট হয় এবং কসায়েরদের স্থানে বিক্রয় করা যায় ঐ কসায়েরা পুষ্ট বলদ অথবা ভেড়া কি ছাগল পাইলেই কিনে হননার্থে পশু পুষ্টিকরণ অনেক লোক করে না এবং এই সময়ে আলাহাবাদের বাজারে গোস্ত বড় দুর্ল্লভ ঘাস তৃণআদি যে সময়ে পাওয়া যায় সে সময়ে চরাণির নিমিত্তে পশুপাল এক রাখালের জিম্মায় রাখা যায় কিন্তু যবের ভুষি এবং কলায়ইত্যাদি এবং বিলোরানামে খ্যাত কাপাসের বীজেতে গৃহে পশু পুষ্ট হয় আলাহাবাদের গোমাংস বিক্রয়কারক প্রধান এক কসাই কেবল আমাকে কহিল যে গত পৌষ মাসে সে পঞ্চাশ বলদ মারিল তাহার মধ্যে সে কসাই আপনি পাঁচ ছয় বলদের পুষ্টি করিয়াছিল এবং তাহার ভ্রাতারা অবশিষ্ট বলদের পুষ্টি করিয়াছিল ঐ জন কলায়েতে এবং যবের ভুষিতে এবং মসিনার খলিতে এবং বিলোরাতে ঐ সকল পশু পুষ্ট করিল ঐ২ বলদ ইউরোপীয়েরদের নিমিত্তে মারা গেল কিন্তু ঐ সময়ে ঐ জন বাজারে বিক্রয়করণার্থে প্রতিদিন ৫০ বলদ মারিল ঐ শেষোক্ত পশুর পুষ্টি করিতে যত্ন না করিয়া যে স্থানে কিনিতে পাইল সেখানে তাহা কিনিল এই সময়ে ঐ জন প্রায় কোন পশু মারে না সে মানুষ আপনাকে অতিবড় মনুষ্য জ্ঞান করে এবং অন্য যে কসাইরা মেষ ছাগলপ্রভৃতি মারে তাহারদিগকে বড় তুচ্ছ করে ভেড়ার কসাই আমাকে কহিল যে ইউরোপীয়েরদের নিমিত্তে সে মাসে২ ।১০ ।১২ ভেড়ার পুষ্টি করে এবং বাজারে বিক্রয়ার্থে যাহা মারে তাহার পুষ্টিকরণব্যতিরেকে

গ্রামস্থ লোকের স্থানে কেনে ভেড়ারা কেবল কলায়েতে পুষ্ট হয় কেননা তাহারা ধান্য খাইলে কৃশ হয়।

নবমতঃ। ভূমির কৃষির নিমিত্তে যে অস্ত্রযন্ত্রাদি ব্যবহার করে তাহা অত্যল্প অর্থাৎ একখান কাষ্ঠের লাঙ্গল বীজ মৃত্তিকাতে ঢাকনের নিমিত্তে মই নিড়ানের নিমিত্তে খোঁড় এবং ফসল কাটিবার কারণ কাস্তা। ভূমির কৃষিকর্ম্ম বড় জাতীয় লোকেতে সর্ব্বদা তুচ্ছ করে এবং তাহা কেবল অতিনীচ জাতীয় লোকের উপযুক্ত কর্ম্ম জ্ঞান করে সুতরাং তাহা ঐ প্রকার লোকেতে সমর্পিত হয় কিন্তু কৃষিকর্ম্মে যদি লোকেরদের মনোযোগ হয় তবে আমার সন্দেহ নাই যে উত্তম জাতীয় কতকং লোক আপনং ভূমির কৃষিকর্ম্মের উত্তমতার বৃদ্ধিতে উদ্যোগ করিবে।

দশমতঃ। এই জিলাতে কৃষিকর্ম্ম মনুষ্যের যত্নাপেক্ষা ভূমির উর্ব্বরাত্বে সিদ্ধ হয় ভূমির উর্ব্বরাত্ব গ্রামের নিকটস্থ ফসলেতে প্রত্যক্ষ জানা যায় কেননা সেখানকার ভূমিতে নিত্য সার দেওয়া যায় এবং যেং স্থানে সার দুর্লভ সে স্থানে অত্যল্প ফসলহওয়াতে ভূমির অনুর্ব্বরাত্ব জানা যায় এই জিলাতে যব গোম কলায় জোআর বজরা মসিনাইত্যাদি বাহুল্যরূপে উৎপন্ন হয় অল্প দিন হইল এই জিলাতে ওট্ বোনা গিয়াছে এবং তাহা ভালরূপে বাড়ে তাহার একতাপক্ক গাছ আপনকার নিকটে পাঠাই তাহা দেখিয়া জ্ঞাত হইবেন এ দেশীয় লোক তাহাকে বিলায়তী যাউ বলে এই জিলাতে বৎসরে দুই ফসল জন্মে অর্থাৎ খরিফ ও রবিখরিফেতে উৎপন্ন বজরা ধান্য জোআর মক্কা ও মাকড়াইত্যাদি এই সকলের বীজ বর্ষাকালের আরম্ভে ভূমি উপযুক্তরূপে আর্দ্র হইলে বোনা যায় এই ফসল ভাদ্রের মধ্যহইতে কার্ত্তিকের শেষপর্য্যন্ত কাটা যায় প্রথম মক্কা কাটা যায় শেষে জোআর খরিফ ফসল কাটা গেলে পর যব গোম কলায় অরহর ওট্ মটর কাপাস মসিনাইত্যাদি রবি ফসলের বীজ বুননের নিমিত্তে ভূমি প্রস্তুত করা যায়

এই সকল অগ্রহায়ণ ও পৌষেতে বোনা যায় এবং ফাল্গুণ ও চৈত্রেতে কাটা যায় গোম অপেক্ষা যব অধিক বোনা যায় কিন্তু গোম আর যব এই দুই আমার বিচারে উত্তম প্রকারে এই জিলাতে হয় সামান্যতঃ কহি সেখানে ধান্য অতিশয় মন্দ হয় প্রতিবৎসরে অনেক ধান্য সম্পূর্ণরূপে পক্ব হওনের পূর্ব্বে কাটা যায় এই বৎসর ফাল্গুণমাসে আমি দেখিলাম যে হরিৎ ও সর্ব্বপ্রকার অপক্ব যবের বড়২ ক্ষেত কাটা এবং আটি করা গিয়াছিল ইহা বাজারে পশুর আহারের কারণ বিক্রয় হয় যে ভূমিতে এই বৎসরে যে প্রকার শস্য বোনা যায় তাহার পর বৎসরে ঐ প্রকার শস্য ঐ ভূমিতে বোনা যায় না কিন্তু তৃতীয় বৎসরে ঐ প্রকার বীজ পুনর্ব্বার ঐ২ ভূমিতে বোনা যায় নানাপ্রকার বীজ এক ক্ষেতে বোনা যায় আর কখন২ হাতেতে জঙ্গলী গাছ উপড়ানেতে অথবা খুরপানামক এক অস্ত্রেতে উপড়ানেতে ভূমি কিছু [illegible] আলাহাবাদের নিকটে জ্বালানি ও অন্য [illegible] গাছ অনেক বোনা যায় এবং তামাকু [illegible] সব্জি ও অন্য২ শাক প্রভৃতি বোনা যায়।

একাদশতঃ। কখন২ জঙ্গলী ভূমির আবাদ হয় কিন্তু মন্দ ভূমি ভাল করিতে কোন উদ্যোগ করা যায় না কত জঙ্গলী ভূমি ঐ জিলাতে আছে তাহা আমি কহিতে পারি না এই দেশেতে জলনিবারণার্থে বাঁধকরণের আবশ্যক নাই।

দ্বাদশতঃ। কার্ত্তিকাবধি চৈত্রপর্য্যন্ত আলাহাবাদের চতুর্দ্দিকস্থ দেশসকল শস্যাদিতে পরিপূর্ণ হয় কোন২ ক্ষেতেতে বিশেষ জলের নিমিত্তে বেড়া দেওয়া যায় প্রায় সকল ভূমিতে আলি নাই কিন্তু কোন পাথর কি অন্য কোন চিহ্নেতে বিভিন্ন হয় অতিশয় বৃষ্টি হইলে অতিশয় জল ক্ষেত্র হইতে নির্গত করিবার কারণ নালা কাটা যায়।

ত্রয়োদশতঃ। আলাহাবাদশহরে এবং তন্নিকটস্থ গ্রামেতে লভ্য সকলপ্রকার মলইত্যাদিরূপ সার সকল ভূমিতে

দেওয়া যায় তাহা মেথরইত্যাদি লোকের স্থানহইতে এক টাকাতে চারি পাঁচ গাড়ি কেনা যায় বার চৌদ্দ গাড়ির ভরা এক বিঘা ভূমিতে উপযুক্ত মত সার হয় সার দেওয়ার প্রকার এই ভূমি লাঙ্গলেতে ছয় কি আট বুঁরুল নীচে খোঁড়া যায় পরে ঐ সার সীরলিতে রাখা যায় এবং তাহার পর ঐ চসা মৃত্তিকার সহিত একত্র করা যায় প্রতিবৎসর এই কর্ম্ম রবির ফসলের ক্ষেতে বীজদেওনের পূর্ব্বে করা যায় খরিফ ফসলের বীজ বুননের পরে ভেড়া রাত্রিকালে ক্ষেতে থাকনদ্বারা তাহাতে সার দেওয়া যায় সকলেরি বিচারে ঐ পশুর সার ভূমির অধিক উপকারি।

চতুর্দ্দশতঃ। পশুর ভক্ষণার্থে ঘাসুয়া ভূমির নিমিত্তে এই জিলাতে কোন ভূমিতে কোন উদ্যোগ করা যায় না কিন্তু যেং ভূমি খরিফ কি রবি ফসল উৎপন্নকরণের অনুপযুক্ত জ্ঞান করা যায় তাহা জঙ্গলীরূপে থাকে এবং তাহা হইলে ঐ ভূমিতে যেং তৃণাদি অনায়াসে হয় তাহাতে পশু ইত্যাদি মেলা চরে পশুর ভক্ষণার্থে ঘাস কখন শুষ্ক করা যায় না কিন্তু বড়ং উলুখড়ইত্যাদি ঘর ছাওনের নিমিত্তে বিক্রয় করা যায়।

পঞ্চদশতঃ। আলাহাবাদের নিকটে বাগান করা যায় ঐং বাগানে ইউরোপীয় অনেক দ্রব্য উত্তমরূপে উৎপন্ন হয় এই স্থানেতে আমার উদ্যান কোন প্রকারে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল নয় কিন্তু তাহাতে নীচে লিখিতব্য বৃক্ষাদি জন্মে অর্থাৎ নানাপ্রকার কাগজ ও কমলা। বীজপূর দাড়িম্ব বাতাবী নেবু আঞ্জির লিচি ও পেয়ারা ও সপ্তালু ও শিবা দ্রাক্ষা আতা পেঁপিয়া কলা জাম কুল আম্র নটিয়াশাক ঝিঙ্গা পটোল সদল আর্টিচোক টেপারিয়া পিঁয়াজ রসুন বিলাতী আলু মূলা পানীরাই হালিম সেজপাত পুদিনা সর্ষা কপি ফুলকপি বার্ত্তাকু মটর কুমড়া শিম গাজর পার্সলি পেঙ্ক অন্যং ফুলের গাছ মারিগোল বিলাতী মেন্দি যূঁই করবীর ইত্যাদি।

আমার বিবেচনায় সালগ্রাম ও বিলাতী আলু ও মটর ও শিম ও ফুলকপি ইউরোপের ঐং গাছের মত উত্তম এবং তাহার উত্তমতার বৃদ্ধি আরং অতিশয় হইতে পারিবে এইসকল শীতকালে জন্মে লিচিফল অল্পং হয় আমি পুনঃং স্ত্রাবেরি আমার বাগানে জন্মাইতে উদ্যোগ করিলাম কিন্তু আমার বাগানের ভূমিতে তাহা ভাল হয় না যমুনার নিকটস্থ কাল মাটিতে তাহা উত্তমরূপে জন্মে সালগ্রাম ও পিঁয়াজ মুসলমানেরা জন্মায় কেননা হিন্দুরা জাতির ভয়ে তাহা খায় না কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় লোকেতে এই জিলাতে আনীত বিলায়তী আলু প্রথম আনয়নের সময়ে ব্রাহ্মণেরা জাতিযাওনের ভয়ে খাইতে অসম্মত হইলেও এখন সকল হিন্দুতে তাহা খায় আমার বিবেচনা এখানকার কোনং শাকইত্যাদি তিক্ত এবং প্রায় সকলে কহে যে প্রথম বৎসরানন্তর ইউরোপীয় [illegible] জাত দ্রব্যের তিক্ততা রস হয় কিন্তু আমার বিবেচনায় এই দোষের প্রতিকার কৃষিকরণের [illegible] হইতে পারে এবং ইউরোপ দেশে যে প্রকারে উ[illegible] উৎপন্ন শাকাদির উত্তমতার বৃদ্ধি করা যায় তদ্রূপে [illegible] শাকাদি করিলে করা যাইতে পারে।

ষোড়শতঃ। ফলোৎপাদক যে বাগান এদেশে করা যায় তাহাতে প্রায় আম্র ও জাম [illegible] বৃক্ষও থাকে আম্র এবং আতা অত্যুত্তম এবং [illegible] অতিবড় সুরস দ্রাক্ষা অতিভাল শিবা ফল অল্প হয় এবং অনেক আয়াসেতে তাহা উৎপন্ন হয় সপ্তালু অনায়াসে জন্মে ও কেহ তাহা ভক্ষণে কিছু অসম্মতি প্রকাশ করে না বেল ফল ও তুত এই জিলাতে পাওয়া যায় গাছের কলমের পৈবন্দি কেহং করিতে পারে কিন্তু নূতন প্রকার গাছ এদেশে আনিতে এ দেশীয় কোন লোক কিছু উদ্যোগ করে না।

সপ্তদশতঃ। কর্ম্মার্থে বৃক্ষের বাগানের জ্ঞানবিষয়ে অত্যল্প জ্ঞানপ্রাপ্ত আছি আম্র ও তেঁতুল ও [illegible] ও নিম

ও অশ্বত্থ ও বটইত্যাদি অনেক গাছ প্রায় সর্ব্বত্র আছে খর্জ্জরাদি বৃক্ষ ঐ স্থানে পাওয়া যায় গুল্মাদি জ্বালানি কার্য্যব্যতিরেকে অন্য কোন কার্য্যে লাগে না কিন্তু জ্বালানি কাষ্ঠ আলাহাবাদে দুর্লভ এবং বহুমূল্য।

অষ্টাদশতঃ। কৃষি কর্ম্মের উত্তরোত্তর উত্তমতাহওনের প্রতিবন্ধক দেশীয় লোকেরদের নিরুদ্যোগ এবং এই বিষয়ে ইউরোপীয়েরদের অত্যল্প মনোযোগ ইউরোপীয়েরা যদি ভূমির কৃষি করিতে আরম্ভ করেন এবং এদেশীয় লোকের দিগকে ঐ২ কর্ম্ম উত্তরোত্তর উত্তমতাহওনের প্রকার এবং তাহাতে যে২ ফল হইতে পারে তাহা এদেশীয় লোকেরদিগ কে জানান তবে এখন কৃষি কর্ম্ম যে প্রকার চলিতেছে তা হাঅপেক্ষা অধিক হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই এ বং প্রায় সকল লোকের তাহাতে অগণনীয় লাভ হইবে।

ঊনবিংশতিতমতঃ। এই জিলার নীচ লোকেরদের শরী রাদি দেখাতে বুঝা যায় যে তাহারদের সুখ অত্যল্প তাহারদের ঘর অতিশয় অসুখজনক এবং তাহারদের শরীরের প্রকাশেতে কেবল দুরবস্থা ও অতিশয় দরিদ্রতা প্র কাশ হয় অল্প ময়লা লেকড়াতে যদি বস্ত্র নামের যোগ্য হয় হবে এই প্রকার বস্ত্রান্বিত এবং কখন২ উলঙ্গ ও অতিকৃ শ ও দেখাতে অতিদরিদ্র অনেক ভিক্ষুক আলাহাবাদের রাস্তাতে দেখা যায় পূর্ব্ব কালের ঐশ্বর্য্যের চিহ্নের ম ধ্যে শহরের প্রতি স্থানেতে অতিশয় ক্ষুদ্র মৃত্তিকার দেও য়ালের ঘর দেখা যায় তাহাও পতনোন্মুখ হইয়াছে এ বং বৃষ্টিইত্যাদির দ্বারা ঐ২ দেওয়াল ভগ্ন হইলে তাহা দূর করিতে কিম্বা পতিত ঘরের স্থানে অন্য ঘর করিতে কে হ উদ্যোগ করে না এই অতিশয় নিরুদ্যোগ ও আলস্যপ্রযু ক্ত সর্ব্বত্র পতিত ও নষ্ট নগরের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং উত্ত ম দেশের প্রধান নগরের উপযুক্ত রাজধানীর ন্যায় তাহা দেখা যায় না কিন্তু ঐ নগর হিন্দুস্থানের বাণিজ্যের নি মিত্তে সর্ব্ব স্থানহইতে উত্তম এখন উক্ত ঐ২ কথা এই

জিলার মধ্যে আমি যে প্রত্যেক নগর ও গ্রাম দেখিয়াছি তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে সুখের অভাব এবং দৈন্য এবং ঘরে ও রাস্তাতে ময়লা এবং লোকেরদের নিরুদ্যোগ ও অজ্ঞান ও আলস্য নগরের ও তত্রস্থ লোকেরদের বিশেষ চিহ্ন।

কিছু সন্দেহ নাই যে এই অতিদুরবস্থা এতদ্দেশীয় ধনবান লোকেরদের অতিশয় [illegible] এবং দেশের কর্তৃত্বকারি আইনের অস্পষ্টতাতে ও অভাবেতে এবং দেশনিবাসি সকল লোকের অজ্ঞান ও আলস্য ও নিরুদ্যোগেতে জন্মিয়াছে অতএব ইউরোপীয় লোকেরদের উদ্যোগ যেপর্য্যন্ত এদেশে উপযুক্তরূপে প্রকাশ না করা যায় এবং উপযুক্ত নিয়মানুসারে ইউরোপীয়েরা আপনারদের মনের ও শরীরের বল ও প্রভাব প্রকাশ করিতে না পান সে পর্য্যন্ত দেশের হানি এবং রাজকরের হানির নিমিত্তে এই দুরবস্থা থাকিবে এবং উত্তরোত্তর বাড়িবে আমি যে বিবেচনার দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহা এই এই জিলার মধ্যে যে কোন স্থানে [illegible]করণক্ষম ইউরোপীয় কোন জন আছেন সেখানে তিনি এতদ্দেশীয় অনেক জনেতে বেষ্টিত থাকেন এবং তাহারা আপনারদের উপজীবিকা ও আপনারদের পরিজনের উপজীবিকা ঐ ইউরোপীয়হইতে স্বচ্ছন্দে পায় এবং যাহারা ইউরোপীয়েরদের চাকরী করে তাহারা আপনারদের পরিজন প্রতিপালনকরণসমর্থ কিন্তু কর্ম্ম রহিত ঐপ্রকার অন্য লোকের দিনপাতের উপায় নাই উদাহরণার্থে এক জন ইউরোপীয় লোকের বার জন চাকর আছে ইহারদের একং জনের পোষ্য চারি জন অতএব অত্যল্প বেতনপ্রাপ্ত এক জন ইউরোপীয় লোক পঞ্চাশ জনের অন্নদাতা হন এবং তাঁহার চাকরী না থাকিলে ঐং লোকেরদের উপজীবিকার অভাব হয় এই স্থানেতে এক জন ইউরোপীয় লোকের তুলার গাঁইট বন্দিকরণের নিমিত্তে দুইটা প্রেস আছে যে সময়ে ঐ প্রেসের কর্ম্ম চলে

সেই সময়ে এক শতঅবধি দুই শত লোকপর্য্যন্ত তাহাতে প্রতিপালিত হয়। এবং এই লোকেরা অন্য স্থানে মজুরের কর্ম্ম না পাইলে উপজীবিকারহিত হয় অতএব এই দেশীয় লোক অত্যল্প নীচ লোকের প্রতিপালন করেন এপ্রযুক্ত যদি প্রতিস্থানে অধিক ইউরোপীয়েরা থাকেন এবং তাঁহারা ভূমির অধিকার পান এবং কারখানা করণদ্বারা এ দেশের মঙ্গলবৃদ্ধি করিতে অনুমতি পান তবে তাহাতে ইদানীন্তন দুরবস্থা দূরকরণ অবিলম্বে হয় এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের কর্তৃত্ব নিষ্কণ্টকে থাকা এবং তাহার কর বৃদ্ধিকরার উপকারক হয় এই বিষয়েতে বিবাদ নাই ইতি।

৩ প্রকরণ।

যমুনা নদীর দুই পার্শ্বেতে উৎপন্ন গোমবিষয়ি কথা।

শ্রীযুত মেজর জেনরল হার্ড্বিকেতে লিখিত।

বুন্দেলখণ্ডের কটিয়ানামক গোম।

আশ্বিনের প্রথমাবধি কার্ত্তিকের আরম্ভপর্য্যন্ত বর্ষাকালীন জলেতে আক্রান্ত যমুনার দুই পার্শ্বস্থ ভূমির জল শুষ্ক হইলে তাহাতে ঐ প্রকার গোম বোনা যায় ভূমিতে কেবল একবার চাস দেওয়া যায় এবং তাহার সীরলিতে গোম বোনা যায় প্রথম লাঙ্গলেতে যে সীরলি হয় ঐ লাঙ্গলের পশ্চাৎ বীজবপনকারি এক জন যাইয়া ঐ সীরলিতে বীজ ছড়ায় এবং তাহার পশ্চাৎ দ্বিতীয় এক লাঙ্গল যায় এবং অন্য সীরলিকরণদ্বারা প্রথম সীরলির উপর মৃত্তিকা ফেলে তাহার পরে মৃত্তিকা চৌরস করিয়া তাহাতে মই দেয় তাহার

পরে আর কোন কর্ম্ম করা যায় না কৃষিকারক ঐ গোম পা কিবার কারণ বৃষ্টি এবং শিশিরের অপেক্ষা করে চৈত্রের আরম্ভে ঐ ফসল কাটনোপযুক্ত হয় ঐ গোম উত্তম মৃত্তি কাতে পাঁচ ছয় ফুট উচ্চ হইয়া উঠে এবং যমুনার জল যে পর্য্যন্ত উথলিয়া যায় সেই সকল ভূমিতে ইহার আবাদ অ ধিকরূপে করা যায় বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে অন্য যেং নদীর জল ঐ প্রকারে উঠে ঐং নদীর তীরে গোম উৎপন্নকরণের উপযুক্ত ভূমিতে ঐ ঐরূপ গোম যথেষ্ট বোনা যায় বালী ময় উচ্চ ভূমিতে কখনং বোনা যায় কিন্তু তাহাতে জল সেঁ চিয়া না দিলে কখন ফসল উৎপন্ন হয় না।

এই গোমেতে যে সুজি হয় তাহা ঈষৎ রক্তবর্ণ কিন্তু ঐ দেশীয় লোকেরা তাহা অতিপুষ্টিকর ও সুজীর্ণ জ্ঞান করে ইতি।

দাউদী অর্থাৎ দেশীয় গোম।

দোআবের সর্ব্বত্র সামান্য যে গোম বোনা যায় তাহা উপরের উক্ত জাতীয় উত্তম প্রকার গোম তাহা এই সময়ে পাওয়া যায় না কিন্তু আমার বিবেচনায় উত্তম ও দ্বিতীয় প্রকারের ভেদ কেবল কৃষিকরণেতে হয়। ১৮২১ সাল ১২ মাই।

---

৪ প্রকরণ।

জিজ্ঞাসাতে শ্রীযুত স্তর্লিঙ্গ সাহেবের উত্তর।

ক্ষেত্রের কৃষিকরণ সমাজের সেক্রেতারি শ্রীযুত ডাক্তর উইল্যম কেরি সাহেব মহাশয়েষু।

আমি তোমার প্রেরিত পত্র পাইয়াছি এবং যেং বি

ষয়েতে আমার মনোযোগ প্রার্থনা করিয়াছ সেই২ বিষয়ে আমি যে যৎকিঞ্চিৎ জানি তাহা তোমাকে লিখিতে সন্তুষ্ট আছি ঐ জিজ্ঞাসার মধ্যে কোন২ জিজ্ঞাসা অতিসূক্ষ্ম এবং এই জিলা ও নর্ম্মদা নদীর নিকটবর্ত্তি অন্য২ জিলাতে কৃষি করণবিষয়ে যে২ জ্ঞান ও দক্ষতা আছে তাহা অধিক না হইলে তাহার উত্তর হইতে পারিবে না অতএব আমি তাহার উত্তর দি নাই।

১ জিজ্ঞাসা। তুমি যে জিলায় থাক তাহার গ্রীষ্মাগ্রীষ্মের বিশেষ লক্ষণ কি এই জিজ্ঞাসার অভিপ্রায় এই যে তাহার আর্দ্রতা কি শুষ্কতা কি তাহা শৈত্য ও গ্রীষ্ম আর তাহা বায়ুতে আবৃত কিম্বা অনাবৃত এই সকলের কি পরিমাণ এবং ঐ ভূমির উৎপন্ন এবং তাহাতে যে২ ফল হয় তাহার সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল কি সম্পর্ক রাখে।

উত্তর। এই দেশ অধিক শুষ্ক তাহার অতিরিক্ত গ্রীষ্ম নাই ও অধিক শৈত্য নাই বর্ষাকালের প্রথমাবধি শীতানুভব হয় এবং তাহা ফাল্গুণের অর্দ্ধেকপর্য্যন্ত থাকে তাহার পর অতিশয় গ্রীষ্ম হয় উত্তর ও দক্ষিণ দিগে এই জিলা পর্ব্বতেতে আবৃত উত্তর পার্শ্বে নর্ম্মদা নদীর নিকটবর্ত্তি পর্ব্বত এবং দক্ষিণপার্শ্বে মহাদেবনামক পর্ব্বত যে পর্ব্বত শ্রেণীর উপর থাকে তাহাতে আবৃত। পশ্চিম দিগে কোন আবরণ নাই এবং বৃষ্টি ও ঝড়ের সময়ব্যতিরেকে অন্য সময়ে বায়ু সর্ব্বদা সেই দিগহইতে বহে ঝড় বৃষ্টি হইলে অনিয়মিতরূপে সকল দিগহইতে বহে পূর্ব্বদিগেও কতক২ পর্ব্বতেতে তাহা আবৃত আছে আমি জ্ঞান করি যে এই অবস্থা তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের অতিশয় উপকারক কেননা আরোগ্যকারক বায়ু তাহাতে বহে এবং বড় অপকারক পূর্ব্বীয় বায়ু নিবৃত্ত হয় এবং উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিগের পর্ব্বতেতে নিবারিত হয়।

২ জিজ্ঞাসা। ঐ মৃত্তিকা কি প্রকার তাহা কি চি

স্তুণ কি চূর্ণিয়া কি বালীময় তাহার নীচে থাকং কিপ্রকার তাহার ঊর্দ্ধতা কি পরিমাণ তাহাতে ডুবা ভূমি থাকে কি উর্ব্বরা সমভূমি কি পর্ব্বত সেই দেশ যদি পর্ব্বতময় তবে ঐং পর্ব্বতের ঊর্দ্ধতা কিপর্য্যন্ত এবং ক্ষেত্রের নিমিত্তে তাহার উপযোগিতানুপযোগিতা কি।

উত্তর। আমার বিবেচনাতে ঐ মৃত্তিকা চূর্ণজনক ভারি বৃষ্টির পর তাহার উপর যাওয়া দুষ্কর কেননা সামান্য মানুষের ভরে তাহার পা চারি আঙ্গুল তাহাতে বসিয়া যায় ভূমি শুষ্ক হইলে অতিশক্ত হয় এবং এক মাস রৌদ্র হইলে অতিরিক্ত ফাটিয়া যায় এবং ঐ ফাটাপ্রযুক্ত ও বর্ষাকালে যে গর্ত্ত করা যায় তৎপ্রযুক্ত তাহাতে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে ব্যামোহ হয়।

এই উত্তম কাল মাটির নীচে ঈষৎ শুষ্ক মৃত্তিকা থাকে ঐ মৃত্তিকা শক্ত এবং উপরিস্থ মৃত্তিকাহইতে ভিন্ন তাহার মধ্যে অনেক বালী এবং চূণের পাথর। দাক্ষিণাত্য পর্ব্বতের তলহইতে নর্ম্মদা নদীপর্য্যন্ত সকল অতিশয় বড় এক সম ভূমি এবং মাঘ ও ফাল্গুণ মাসে ঐ ভূমির সর্ব্বত্র অতিশয় বর্দ্ধমান নানা প্রকার শস্যেতে পরিপূর্ণ উত্তম ক্ষেত্র থাকে তাহার তিন দিগ বেষ্টনকারি পর্ব্বতের ঊর্দ্ধতার বিষয়ে আমি যথার্থ কহিতে পারি না কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহা সমুদ্রের জলহইতে কএক শত ফুট্ উচ্চ এবং তাঁহার নিকটবর্ত্তি পর্ব্বত ও তাহাহইতে উচ্চতর এই জিলাতে স্থিত পর্ব্বতীয় ভাগেতে উত্তম ফসল জন্মে এবং অনেক নিম্ন ভূমি আছে তাহাও ঐ সমভূমিহইতে কিছু মন্দ নয়।

৩ জিজ্ঞাসা। উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়াদিকরণের কিং উপায় আছে ঐ জিলার দূরপ্রদেশহইতে বড়ং নগর পর্য্যন্ত জলপথেতে স্বচ্ছন্দে লইয়া যাওয়া যায় অথবা স্থল পথে লইয়া যাওয়া যায়।

উত্তর। এই জিলার উৎপন্ন বস্তুর বিক্রয়াদিকরণ বড়

দুষ্কর কেননা সকল দ্রব্য খুশ্কীপথেতে লইয়া যাওয়াতে সর্ব্বদা অধিক ব্যয় হয় এবং ঐ দ্রব্য বিক্রয় না হইলে তাহার বহনি খরচ কখনং অধিকও হয় এই জিলার উৎপন্ন শস্য জবলপুর ও নাগপুর ও সাগরে বিক্রয় করা যায় এবং তাহার উৎপন্ন কাপাস মীরজাপুরে বিক্রয় হয়।

৬ জিজ্ঞাসা। জলসেচনের কোন নিয়মিত প্রকার আছে কি না যদি থাকে তবে তাহা ধান্যভূমিমাত্রেতে অথবা ঘাস ও অন্যং দ্রব্যোৎপাদক ভূমিতে করা যায়।

উত্তর। এক প্রকার জলসেচনের উপায় আছে এবং তাহা কেবল ধান্যভূমিতে করা যায় না কিন্তু গোমের ফসল উৎপাদনের উপকারকও হয় এই প্রকার ভূমিতে কখনং বৎসরে দুই ফসল জন্মে ধান্যের এক ও গোম কি কলাইয়ের এক ফসল। অতিরিক্ত পরিমাণের ক্ষেতের চতুর্দ্দিগে পগার করা যায় তাহাতে বর্ষাকালে জল আটক হয় এইহেতুক ভূমি জলেতে উত্তমরূপে আর্দ্র ও বর্ষাকালের শেষেতে এমত সারপ্রাপ্ত হয় যে লাঙ্গল তাহার উপরে দিয়া বীজ ফেলিবামাত্র অত্যল্প শ্রম ও ব্যয়েতে উত্তম ফসল উৎপন্ন হয় কেবল সামান্য শাকইত্যাদি উৎপাদক বাগানেতে কূপের জল ভূমির কৃষির নিমিত্তে তোলা যায় এবং তাহা হইলে পারসীদেশের যন্ত্রেতে করা যায়।

৯ জিজ্ঞাসা। কৃষিকর্ম্মের নিমিত্তে কিং অস্ত্রযন্ত্র ব্যবহার করা যায় সামান্য যে অস্ত্রযন্ত্রাদিতে কর্ম্ম করা যায় তাহার উত্তমাতার বৃদ্ধিকরণার্থে অথবা তাহাহইতে অধিক কর্ম্মসাধক অন্য অস্ত্রযন্ত্রাদি আনিতে উদ্যোগ হইয়াছে কি না তুমি কি এমন ধনবান উদ্যোগি লোককে জান যে আপনং অধিকারভূমিতে অধিক উত্তম অস্ত্রাদির দ্বারা কর্ম্ম করিতে মনোযোগ করিবেন।

উত্তর। এই জিলাতে দুই প্রকার লাঙ্গল আছে এক টা সোজা চলে অন্য তের্চ্চা হইয়া চলে প্রথম প্রকার লাঙ্গল নাড়াদি পরিষ্কারকরণের নিমিত্তে এবং ভূমি পরিষ্কৃত হইলে তাহা চসিবার কারণ দ্বিতীয় প্রকার। শস্য পক্ক হইলে কাস্ত্যা দিয়া কাটা যায় এবং গরুর দ্বারা ধান্য মাড়িয়া সারা যায় যে অস্ত্রযন্ত্রাদি সামান্যতঃ ব্যবহার করে তাহার অধিক উত্তম করা অথবা তাহাহইতে ফল সাধক দ্রব্য আনয়নার্থে উদ্যোগ করা গিয়াছে কি না ইহা আমি জানি না নিঃসন্দেহে অনেকে ঐ যন্ত্রাদির ব্যবহারেতে কিছু ফল পাওয়া যাওনবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইলে তাহা ব্যবহার করিবে।

১০ জিজ্ঞাসা। ভূমির কৃষিকরণের অবস্থা কি এবং কিং প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং একং প্রকার দ্রব্য কত ভূমিতে জন্মে ভিন্ন ফসলের বুনন ও কাটনের সময় কি ফসলের পর্য্যায় কি করা যায় এবং সে পর্য্যায় কি প্রকার ক্ষেত কি জঙ্গলহইতে পরিষ্কার করা যায় এবং কি উপায়েতে।

উত্তর। ভূমি উত্তমরূপে কৃষিকরা যায় এবং তাহাতে গোম ধান্য কলায় মটর মসূর মুগ জোআর তিল অড়হর ও কাপাস উৎপন্ন হয় গোম ও কলায়ইত্যাদি প্রায় তুল্যরূপে বোনা যায় ইহাহইতে মসূর অল্প বোনা যায় সামান্যতঃ এই তিনেতে শীতকালের ফসল হয় এই প্রকার শস্যব্যতিরেকে পর্ব্বতে কোদা আর কুটকিনামক অন্য দুই প্রকার দ্রব্য বর্ষাকালের আরম্ভে বোনা যায় কাপাসের ক্ষেত্রকরণের অধিক বৃদ্ধি হইতেছে এই বৎসরে ত্রিশ হাজার মোন কাপাসউৎপন্ন হইয়াছে এবং এই জিলাহইতে পাঠান গিয়াছে দুই ফসল বৎসরে হয় এক বর্ষাকালের শেষে অন্যের আরম্ভ ফাল্গুণের আরম্ভে হয় আর কখন ফালগুণের অর্দ্ধপর্য্যন্ত হয় এই দেশীয় লোক ফসলের পর্য্যায়েতে যেং ফল হইতে পারিবে তাহা জ্ঞাত নহে কিন্তু অনুভবে

তে তাহারা জানে যে সকলহইতে উত্তম ভূমিতে গোম বুনিতে হয় এবং যে ভূমির এমত গুণ নাই তাহাতে কলায় ইত্যাদি বোনা যায় কলায়াদি বুননের পূর্ব্বে নূতন ভূমিতে কোদা ও কুটকিইত্যাদি বোনা যায় লোকে বুঝে যে কলায়ইত্যাদি বুননপ্রযুক্ত ভূমি ক্রমেতে এমতং উত্তম হয় যে শেষে বর্ষাকালের পর তাহাতে গোম উৎপন্ন হইতে পারে। জঙ্গল উপড়ানের উপযুক্ত ক্ষুদ্র এক অস্ত্রেতে ভূমি নিড়ান যায় কাপাস ও জোআরের ক্ষেত্রেতে নিড়ানের অধিক আবশ্যকতা শীতকালে যেং ফসল হয় তাহাতে তাহার আবশ্যকতা নাই কেননা জঙ্গল বর্ষাকালে যেমন বড় হইয়া উঠে শীতকালে তেমন উঠে না।

১১ জিজ্ঞাসা। জঙ্গলী ভূমি আবাদ করিতে এবং সামান্য ভূমি উত্তরোত্তর উত্তম করিতে কিছু মনোযোগ করা যায় কি না তোমার নিবাস জিলার মধ্যে কত জঙ্গলী ভূমি এবং তাহা কিপ্রকার। জলনিবারণার্থে বাঁধ করা যায় কি না এবং তাহা করণের প্রকার কি।

উত্তর। এই জিলাতে প্রায় জঙ্গলী ভূমি নাই কোনং গ্রামের সকল ভূমিতে সর্ব্বদা কৃষি করা যায় না। ভূমি অধিক উত্তম করিতে উপরের উক্ত জলসেচনব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় করা যায় না এই জিলার কোনং স্থানে বাঁধ করিবার নিমিত্তে অনেক ব্যয় হয় লোকেরা মনে করে যে জল আটক হইলে ভূমি ক্রমেং উত্তম হয় এবং তাহাতে খরচ কম হয়।

১২ জিজ্ঞাসা। তোমার চতুর্দ্দিক্‌স্থ দেশের অবস্থা কি। জোতের ভূমিসকল পৃথক্ হইয়া বেড়েতে বেষ্টিত অথবা মাঠেতে ভিন্নং প্রজারদের ভূমি মিশ্রিত। অতিরিক্ত জল নালার দ্বারা বাহির করিতে কি কিছু মনোযোগ আছে এবং অধিক জল বাহির করিবার কারণ কিং উপায় করা যায়।

উত্তর। আমার চতুর্দ্দিক্‌স্থ দেশসমুদায় সমভূমি স্থানেং

নালার নিকটে জলের বেগেতে মাটি কাটা যায় এবং বর্ষা কালে ঐ স্থান দিয়া জল বহিয়া যায়। পৌষ মাঘ ফাল্গুণ মাসে যত দূর দেখা যায় তত দূর উত্তম ক্ষেত্রব্যতিরেকে আর কিছু দেখা যায় না। প্রতিগ্রামের চতুর্দ্দিগে অনেক বৃক্ষ আছে। দুই গ্রামের মধ্যবর্ত্তি স্থানেতে অত্যল্প বৃক্ষ আছে কেননা ঐ ভূমি সর্ব্বদা শস্যেতে পরিপূর্ণা। জোতের ভূমি বেড়াতে বেষ্টিত নাই আষাঢ়ে অনেক ক্রোশের মধ্যে প্রায় এক ক্ষেত্রের বেড়া দেখা যায় না অতএব সামান্য মাঠের মধ্যে প্রজা ও জমীদারের ভূমি মিশ্রিত থাকে। অতিরিক্ত জল বাহির করণের নিমিত্তে কিছু মনোযোগ করা যায় না এবং এদেশেও তাহার কিছু আবশ্যকতা নাই কেননা অতিরিক্ত জল হইলে ক্ষুদ্রং নালাতে বাহির হইয়া যায়।

১৩ জিজ্ঞাসা। সারদেওনের কোন বিশেষ প্রকার আছে কি না। কিংপ্রকার সার ভূমিতে দেওয়া যায় এবং তাহা কি অবস্থাতে দেওয়া যায় এবং বিঘাপ্রতি কত।

উত্তর। এই জিলাতে কোন প্রকার সার ভূমিতে দেওয়া কি তাহা ব্যবহার করা য়ায না এবং তাহার আবশ্যকতাও নাই।

১৪ জিজ্ঞাসা। ঘাসের নিমিত্তে তোমার জিলাতে কোন ভূমি ও কত এবং কিপ্রকার ভূমি অর্থাৎ উচ্চভূমি কি নদীর নিকটস্থ ভূমি। ঐ ঘাস কাটিতে এবং পশ্বাদির পালনকরণার্থে শুষ্ককরাতে কিছু মনোযোগ করা যায় কি না। ঘাসোৎপাদক ভূমির উত্তরোত্তর উত্তম করার এবং ঘাস শুষ্ককরার এবং পশুইত্যাদি তাহাতে প্রতিপালন করার কিং উপায় আছে।

উত্তর। প্রত্যেক গ্রামেতে কতক ভূমি ঘাসোৎপত্তির নিমিত্তে রাখা যায় কিন্তু তাহা কত ইহা নিশ্চিত কহা যায় না পর্ব্বতেতে অতিরিক্ত ঘাস উৎপন্ন হয় এবং তাহা কাটিয়া পশুপালনের নিমিত্তে এবং ঘর ছাওয়ার নিমিত্তে

ব্যবহার করা যায় ইংগ্লণ্ডদেশে যেং প্রকার ঘাস শুষ্ক করা যায় তাহা কেহ জানে না কিন্তু নদীর নিকটস্থ ভূমিতে পশুপালনার্থে বড় উত্তম ঘাস উৎপন্ন হয় তাহা আপনি শুষ্ক না হইলে প্রায় কাটা যায় না এবং তাজা ও বর্দ্ধমানাবস্থাতে কাটা না যাওয়াতে তাহার অনেক গুণের হানি হয়।

১৫ জিজ্ঞাসা। তোমার নিবাস জিলার মধ্যে শোভার্থে উদ্যানকরণেতে কিছু উদ্যোগ আছে কি না এবং ইউরোপের উৎপন্ন বস্তু সেখানে উত্তমরূপে বাড়ে কি না ইউরোপীয় শাকাদি বর্ষাকালে তোমার জিলাতে বাড়ে কি না বীন ও মটর ও কবি ও ফুলকবি ও সালগামইত্যাদি ইউরোপীয় গাছের বীজ কি পাকে এবং তাহার উত্তম গুণ থাকে কি উত্তরোত্তর অধম হয় ইউরোপে যে প্রকারে ঐ সকল বৃক্ষাদির গুণবৃদ্ধি করা যায় তোমার জিলায় তদ্রূপ করা যাইতে পারে কি না।

উত্তর। উদ্যানের কৃষিকরাতে কিছু মনোযোগ নাই দোআব ও আগরা ও বরেলী জিলাতে উদ্যান যেরূপে করা যায় তদপেক্ষা এই জিলাতে অল্প করা যায় আমার বিবেচনায় বীন ও মটর ও কবি ও ফুলকবি ও সালগামইত্যাদির বীজ অবশ্য পাকিবে ইহাহইতে সাত দিবসের পথে সাগর জিলায় ঐং গাছেতে বীজ পাকে এবং সে দ্রব্য উত্তম হয় সেখানে বৎসরে নয় মাস মটর ও কবি ও ফুলকবি অনায়াসে পাওয়া যায় আমার বোধ হয় যে মটর কখনং বর্ষাকালে হয় কিন্তু অন্য সময়াপেক্ষা সেই সময়ে মনোযোগকরণ আবশ্যক।

১৬ জিজ্ঞাসা। ফলোৎপাদক উদ্যানেতে কিছু মনোযোগ করা যায় কি না। কিং ফল সেখানে উৎপন্ন হয়। কলম লাগান কি টীকাদেওন কি বীজ বুনিয়া নূতন ফল পাওয়াতে কিছু মনোযোগ করা যায় কি না। অন্যং দেশ

হইতে নূতন ২ জাতীয় বৃক্ষ আনিতে কিছু উদ্যোগ আছে কি না।

উত্তর। শাকের বাগান করিতে এদেশীয় লোকের কিছু ইচ্ছা নাই ফলের উদ্যান করিতেও সেই প্রকার।

১৭ জিজ্ঞাসা। বন এবং কার্য্যার্থে বড় কাষ্ঠজনক অরণ্য কি প্রকার। কর্ম্মোপযুক্ত বৃক্ষের নূতন২ বাগান করা যায় কি না এবং করিতে হইলে কি প্রকারে করা যায় ঐ জিলাতে কর্ম্মের নিমিত্তে কোন্ জাতীয় বৃক্ষ অধিক লাগে এবং তাহার উদ্যান করিলে কি প্রকারে বৃক্ষেতে অধিক লাভ হইবে ঝাড় লতাইত্যাদি কর্ম্মের উপযুক্ত বোধ হয় কি অকর্ম্মণ্যরূপে ফেলা যায়।

উত্তর। এই জিজ্ঞাসার উত্তরের নিমিত্তে আমি কহিতে পারি যে আবলুস ও সেগুণ ও শিশু পাওয়া যায় পর্ব্বতের উপরে অনেক প্রকার বৃক্ষ আছে কিন্তু সকলের উত্তম বৃক্ষ চন্দ্রারা জিলাতে পাওয়া যায় এই জিজ্ঞাসার অন্য২ কথার উত্তর আমি দিতে পারি না কেননা কর্ম্মার্থ বৃক্ষের বাগান নাই এবং বৃক্ষের মূল্য নাই যে কেহ বৃক্ষ কাটে সে জন ঐ বৃক্ষ আপনার জ্ঞান করে।

১৮ জিজ্ঞাসা। ক্ষেত্রের কৃষিকরণের বৃদ্ধির কিং প্রতিবন্ধক এবং তাহার প্রতিকার কিং প্রকারে হইতে পারে।

উত্তর। ক্ষেত্রের কৃষিকর্ম্মেতে এই দেশীয় লোকেরদের সহজে দূরীকরণযোগ্য যে দোষ আছে এ বিষয় বিদিত না হইলে আমি প্রতিকারের কথা কহিতে পারি না।

১৯ জিজ্ঞাসা। তোমার চতুর্দ্দিক্স্থ প্রজাসকলের সুখবৃদ্ধি এবং তাহারদের আরোগ্য এবং সামান্যতঃ তাহারদের মঙ্গলবৃদ্ধি কিপ্রকারে হইতে পারিবে এই বিষয়ে তোমার জ্ঞান কি।

উত্তর। সরকারের কর সমুদয় দিলে পর প্রজারদের

যে সংস্থান থাকে তাহা রক্ষা করিলে তাহারদের সুখবৃদ্ধি অবশ্য হইবে জমীদারেরা যে উপদ্রব করে তাহাহইতে নানা প্রকারে তাহারদের রক্ষা করা আবশ্যক তাহারদের ধনইত্যাদি রক্ষিত হইলে পর তাহারদের আরোগ্য ও সুখ অনায়াসে হইতে পারিবে।

,২০ জিজ্ঞাসা। এই বিষয়ে জ্ঞান পাওয়া যাওনের ও অন্যং লোককে দেওয়া যাওনের উত্তম প্রকার কি ইহাতে তোমার কি বিবেচনা।

উত্তর। আমার বিবেচনায় এই সমাজ যেং উপায় করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা এই বিষয়ে জ্ঞান পাওয়া ও দেওয়ার উত্তম প্রকার। আমি জ্ঞান করি যে কৃষিকরণবিষয়ক জ্ঞানদেওয়া তাহার পাওয়াহইতে সুগম হইবে পূর্ব্ব ব্যবহারাপেক্ষা প্রত্যেক নূতনং প্রকার কৃষিকর প্রজারদের তাৎকালিক ও নূতন ধনের আকর হয় সেই জন্য কর্ম্মের অল্পতার দ্বারা কিম্বা ফসলের বৃদ্ধি ও বাহুল্যের দ্বারা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ন্যূন ব্যয়েতে জন্মাইতে পারে কখনং নূতনং প্রকার শস্য এবং অন্য যেং উৎপাদনীয় দ্রব্য অন্য দেশহইতে অতিশয় ব্যয়েতে আনা যায় তাহার বুনন প্রভৃতিতে এবং তাহার ক্ষেত্র করাতে তাহার আয়ের বৃদ্ধি হইতে পারিবে। উদ্যানের কৃষিকারকজন যেং প্রত্যেক নূতন বস্তু পাইতে পারে তাহার দ্বারা আপন সুখও ভোজনীয় দ্রব্যের বৃদ্ধি করে যেং নূতন প্রকার বৃক্ষ কি গুল্ম কি শাক কি অন্য দেশহইতে আনীত অন্যং দ্রব্য আপন উদ্যানে বিলক্ষণরূপে বাড়াইতে পারে তাহাতে তাহার অতিশয় সন্তোষ জন্মে তাহার উদ্যানের ভূমির ভদ্রাভদ্রবিষয়ে বিশেষরূপে তাহার মনোযোগ হয় এবং যে কোন উপায়েতে ঐ উদ্যানের গুণবৃদ্ধি হইতে পারে তাহাতে অবশ্য উদ্যোগী হয় বাগানের কৃষিকরাতে যেং অব্যয়নীয় ও অক্ষয় সুখ হয় এই সংসারেতে তত্তুল্য অন্য কোন সুখ নাই। পূর্ব্বকালীন এবং

ইদানীন্তন খ্যাত্যাপন্ন মনুষ্যেরা আপনং উদ্যানের লাভক রিতে অতিশয় যত্ন করিয়াছেন এবং সিংহাসনে উপ বিষ্ট হইলে কিম্বা অন্য কোন উচ্চপদপ্রাপ্ত হইলে যেমন সুখ ওমান হয় এ কর্ম্মেতে তাহার অধিক সুখ ও মান হই বেক।

এতদ্দেশীয় লোকেরা আপনং লাভে তৎপরহওয়াপ্র যুক্ত কৃষিকর্ম্মের উত্তমতার বৃদ্ধির যেং উপায় আছে তাহা তে উদ্যোগ করিবেন তাঁহারদের পূর্ব্বপুরুষেরদের কৃষিক র্ম্মের প্রকারান্তরহওয়াতে এবং এতৎকালের উত্তম প্র কার করাতে যে ফল তাঁহারা দেখিবেন তাহাতে ঐ পূর্ব্ব প্রকারের ত্যাগ ও নূতন প্রকারের গ্রহণ করিবেন। প্রথমে সাহসিক লোকেরা উত্তম কর্ম্মকরণের পথে যাইবেন পরে বিবেচক লোক তাঁহারদের পথের অনুগামী হইবেন। ইউ রোপে বিদ্যাশিক্ষার এক নূতন এবং উত্তমপ্রকার আছে অর্থাৎ বিদ্যাগ্রহণের সহিত ক্ষেত্রের কর্ম্মকরণ জ্ঞানযোগ করণ। আমার বিবেচনায় এই প্রকার বিদ্যাদানেতে কৃষি কর্ম্মবিষয়ক উত্তম জ্ঞান সর্ব্বত্র দেওনের উপায় হইবে অতএব এই দেশেতে ইহার পর এ সম্প্রদায়ের উদ্যোগেতে যে কোন বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় তাহা স্বিৎসরদেশস্থ হফ্বেলেতে যে খ্যাত্যাপন্ন বিদ্যালয় আছে তাহার মত করাই আমার পরামর্শ। ঐ প্রকার বিদ্যাদান যদি এ দেশেতে করা যায় তবে আমার বিবেচনায় তাহার নানা প্রকার ফল হইবে আমারদের সরকারে এতদ্দেশীয় প্রজার দের মধ্যে ক্ষেত ও উদ্যানের কৃষিকরণজ্ঞান সর্ব্বত্র দেওনে তে যেরূপ প্রজারদের মঙ্গলবৃদ্ধি হইবে এমন ফলদ অন্য কোন সাধন আমি জানি না এইপ্রকার বিদ্যাদানপ্রিয় এক জনের বাক্যের দ্বারা আমি এই রচনার শেষ করিব ঐ বা ক্য এই যে পরের উপকারিতার্থে যেং উত্তম বিবেচনা হ ইল তাহার মধ্যে লাঙ্গলের কর্ম্মের সহিত বিদ্যাগ্রহণো পায়ের যোগকরা সকলহইতে উত্তম ইতি।

৫ প্রকরণ।

শ্রীযুত দাউদ স্কটসাহেবের কৃত বীজরক্ষণের নূতনপ্রকারের বিষয়।

শ্রীযুত কৃষিসমাজীয় সমূহ সাহেব মহাশয়েষু।

বাগানের উপযুক্ত বীজ যাহাতে থাকে তাহার রক্ষার এক প্রকার কৃষিকর্ম্মের সম্মুদায়ের নিকটে আমি জানাইতে প্রার্থনা করি সে প্রকার এই অগ্নিতে শুষ্ক ভুষি অথবা কয়লার গুঁড়া অথবা আকাশমণ্ডলের জলাকর্ষণকারি অন্য কোন বস্তুর সহিত ঐ বীজ শিশিতে রাখণ। তাহার প্রমাণার্থে আমি এখন ১৮২০ সালের মার্চ্চ মাসে স্কটলণ্ড হইতে পাঠান সালগামের বীজেতে পূর্ণ এক শিশি পাঠাই সেই সকল বীজের গাছ বাড়িবে না বটে কিন্তু তাহার অনেক বাড়িবে এবং আমার স্মরণে আইসে যে গত দুই বৎসর যখন ঐ বীজ বঙ্গদেশে পঁহুছিল তখন তদবস্থ ছিল।

ঐ ভুষি অথবা কয়লা বালীর নীচে রাখিয়া বড় তপ্তকরণাবশ্যক অর্থাৎ ভুষিপ্রায় কালহওয়াপর্য্যন্ত এবং কয়লা লালহওয়াপর্য্যন্ত এবং তাহার পর কর্কদেওয়া শিশিতে শীতলহওয়ার আবশ্যক তাহার পর ঐ বীজ শিশিতে রাখা যাইবে এবং আকাশ যেপ্রকারে তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে এমন করিয়া বদ্ধ করিতে হইবে এবং শীত ও গ্রীষ্মের হঠাৎ পরিবর্ত্তনেতে যে হানি হয় তাহা নিবারণার্থে ঐ২ শিশি তূলাতে ঢাকিয়া এক বাক্সে রাখিতে হইবেক।

কোনপ্রকার শস্যের ভুষি অথবা গুঁড়া এই কর্ম্মের উপযুক্ত যত প্রকারের পরীক্ষা করিয়াছি তাহা তপ্তকরণানন্তর আকাশেতে অনাবৃত রাখাতে শতকরা ২০ ভাগের অধিক ভারপ্রাপ্ত হয় কিন্তু আমার বিবেচনাতে কয়লা উত্তম কেননা অন্য বস্তু যত জলাকর্ষণ করে ঐ কয়লা তত জল আকর্ষণ না করিলেও আপনি মতান্তরহওনযোগ্য হয় না।

আমি এখন যে বীজ পাঠাই তাহা ১৮২১ সালের জানুআরি মাসে শুষ্ককরণানন্তর ভর্জ্জিত ওটমিলের সহিত রাখা গিয়াছিল এবং এই মাসের প্রথমপর্য্যন্ত তাহা খোলা যায় নাই ঐ সময়েতে পাঠান অন্য২ প্রকার বীজ গত অক্তোবর মাসে বোনা গেল এবং উত্তমরূপে বাড়িল।

কোচবেহার। শ্রীযুত দাউদ স্কটসাহেবস্য।
১৮২১ সাল ১২ আক্তোর।

৬ প্রকরণ

সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রীযুত লেষ্টরসাহেবের লিখিত পৈবন্দকরণের নূতন একপ্রকার অর্থাৎ এই কর্ম্ম যে দেশেতে করা গিয়াছে এমন দূরদেশেতে অনপেক্ষণীয় বৃক্ষবর্দ্ধনের প্রকারের বিষয়ের অল্প কথা এবং বৃক্ষের পৈবন্দকরার নূতন এক প্রকারেরও কথা।

শ্রীযুত কৃষিসমাজীয় সমূহসাহেব মহাশয়েষু।

আলীগড়ের রাজপথে মীরটের দক্ষিণে ঐ মীরটহইতে ২০ ক্রোশান্তরে নওয়াব বাহাদুরখানের নিবাসস্থান অর্থাৎ

মল্লাঘরে আমি মৃত্তিকানির্ম্মিত ক্ষুদ্র এক গড়ের নিকটে তাম্বু ফেলিলাম পশ্চিমদেশের সর্ব্বত্র বাহাদুরখান লার্ড লেকের যুদ্ধের উপকারি এতদ্দেশীয় এক সরদাররূপে খ্যাত হই য়াছেন এবং ঐ দেশীয় ঘোড়ার উত্তমতর বৃদ্ধিতে মনো যোগহেতুক এবং সামান্যতঃ ইউরোপীয় লোকেরদের বি বেচনা ও ব্যবহারানুসারে কর্ম্মকরণহেতুক সুখ্যাত হইয়া ছেন।

আরং কর্ম্মের মধ্যে তিনি উদ্যানের কৃষিকর্ম্মেতে মনো যোগী। আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার উদ্যানের সর্ব্বত্র গেলাম এবং তাহাতে ক্ষুদ্র মিষ্ট নেবূর গাছের এক ক্যারি দেখিলাম তাহাতে প্রত্যক্ষ বোধ হইল যে অন্য বড় বৃক্ষের ক্ষুদ্র ডাল ছিল এবং আমি বিবেচনা করিলাম যে তাহা চীনের প্রকারেতে প্রস্তুত করা গেল অর্থাৎ আঙ্গটির মত ডালের ছাল উঠানেতে এবং তাহাতে যেপর্য্যন্ত নূতন শিকড় না হয় সেপর্য্যন্ত তাহার উপরে দেওয়া মৃত্তিকার পিণ্ড নিত্য আর্দ্রকরাতে শিকড় হয় হইলে পর ঐ ডাল কা টা যায় এবং তাহা স্বতন্ত্র বৃক্ষ হয়।

এইপ্রকার কর্ম্মকরা এখানে এমন সামান্য যে তাহার বিষয়ে কথা কহা প্রায় উপযুক্ত নয় কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম দেশে ঐপ্রকার প্রায় কেহ করে না এবং ঐপ্রকার শুষ্কদে শে তাহা করণও এমন সুগম নয় যে আশ্চর্য্য বোধব্যতিরে কে তাহা তদ্দেশীয় জনের বাগানে দেখা যায়।

আমি তাহার এক বৃক্ষ উপড়াইতে এক জনকে আজ্ঞা দি লাম এবং আমি যেরূপ বিবেচনা করিয়াছিলাম তদ্রূপে তাহা করা গেল এবং শিকড় ঐ আঙ্গটিকরা ছালের উপর ডালহইতে বাড়িল এবং অধঃস্থ ছালহইতেও কিছুং বাড়িল।

আমি নওয়াবকে সে বিষয়েতে জিজ্ঞাসা করিলাম এবং তাহাতে জানিতে পারিলাম যে ঐ কর্ম্মে পটু তাঁহার এক

মালী ছিল এবং আমার প্রার্থনায় তাহার পর অল্প মাসের মধ্যে ঐ মালির কুটুম্ব দুইজন আমার নিকটে পাঠাইলেন এবং তাহারা আমার নিকটে অনেককাল ছিল তাহার মধ্যে এক জন ১২ টাকা অন্য জন মাসে ৬ টাকা করিয়া মাহিয়ানা পাইত। প্রধান মালী পৈবন্দকরার বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে উত্তমরূপে বিদিত ছিল এবং বলিল আমি অনেক গূঢ়প্রকার জানি যে তাহাতে ফলের রসের উত্তমতার বৃদ্ধি আশ্চর্য্যরূপে নানাপ্রকার সারইত্যাদি দেওয়াতে সিদ্ধ হয় সে জনও গোলাবের জলকরা এবং তাহার আতরকরার সরদারী করিল উত্তর ও পশ্চিমদেশে অসম্ভব এক প্রকার পৈবন্দকরা ঐ লোক জানিত কিন্তু তাহার বিষয়ে আমি ছাপার বেওরা কখন দেখি নাই ঐ বেওরা জানা নাই এই পত্রের অভিপ্রায়।

যে সময়ে বৃক্ষের ছাল অনায়াসে কাষ্ঠহইতে পৃথক্ করা যায় সেই সময়ে অপক্ক এক ক্ষুদ্র ডালের কিছু উপযুক্ত এক কুঁড়ির উপরে কাটিয়া সেই জন ঐ কুঁড়ির আধবুরুলের নীচে আঙ্গটীর মত চারি দিগে কাটিল তাহার পর হাতে এক কাপড় জড়াইয়া ঐ কুঁড়ির কিছু হানি না হয় এতদর্থে সাবধান হইয়া ঐ ছাল উঠাইল তাহার পর নীচে থাকা কুঁড়ির ঐ প্রকার করিল।

যত কুঁড়ির আবশ্যক হয় তত সংগ্রহ করিয়া এক ঠোঙ্গাতে অল্প জলে রাখিয়া যে২ গাছের উপর পৈবন্দী করিতে হয় তাহার কাছে গিয়া তাহা যে স্থানেতে ঐ ছালের আঙ্গটীহইতে অল্প কম হয় এমত স্থানেতে গাছের আগা কাটিয়া যে স্থানে পৈবন্দী করিবে সেই স্থানে ঐ আঙ্গটী পরিমিত স্থানের ছালের চারি দিগে দাগ দিয়া ক্ষুদ্র২ অংশ করিয়া চিরিয়া ঐ ছাল তুলিলে ঐ আঙ্গটী তাহাতে সংযুক্ত করে ঐ ছাল পুনর্ব্বার তাহার উপরে দিয়া এবং কিছু কাদা দিয়া সূতাতে জড়াইয়া রাখে কিন্তু কুঁড়ির উপরে কাদা দেওয়া যায় না।

এই পৈবন্দকরা অতিসুগম এবং অতিসফল প্রকার।

ঐ লোকেরা এই কর্ম্ম করিতে কোন ইউরোপীয়দ্বারা শিক্ষিত হইল ইহা জ্ঞান করিয়া তাহারদিগকে পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমরা এই কর্ম্ম কোথায় শিখিলা কিন্তু তাহারা স্পষ্ট করিয়া কহিল যে অস্মার্ত্তকালাবধি ঐ২ কর্ম্ম তাহারদের পুরুষপরম্পরা জ্ঞাত হইল এবং ঐ বিষয়ে আমাকে প্রবঞ্চনাকরাতে তাহারদের কিছু ফল নাহওয়াপ্রযুক্ত আমি বুঝিলাম যে তাহারা সত্য কথা কহিল।

ঐ লোকেরা মুসলমান এবং জয়পুরনগরজাত এবং তাহাও আশ্চর্য্য কেননা মুসলমানের বিজ্ঞ মালির জন্মস্থান হিন্দুস্থানের অন্য কোন স্থানেতে হওয়া আশ্চর্য্য নয় কিন্তু দেবপূজাসক্ত হিন্দুলোকেতে পূর্ণ জয়পুরনগরে এমত লোকের জন্মহওয়া আশ্চর্য্য।

এই অল্প কথাতে লোকেরদের যে জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে তাহাতে আমার বড় ভরসা নাই কিন্তু অল্প জ্ঞানজনক কথা হইলেও আমি তাহা লিখিয়া পাঠাই ইতি।

১৮২১ সালের ৮ সেপ্তেম্বর। শ্রীযুত উলিয়ম লেষ্টর সাহেবস্য।

৭ প্রকরণ।

শ্রীযুত বাবু রাধাকান্তদেবকৃত চব্বিশপরগণার কৃষিকর্ম্মের বিবরণ।

আর্য্য শ্রীযুত উলিয়ম কেরি কৃষি সমাজীয় প্রতিনিধি কর্মকর্তৃমহাশয়েষু।

৪৪ শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের ২৪ পরগণার বিষয়।

কএক মাস গত হইল আপনি যে মুদ্রাঙ্কিত পত্র আমার নিকট প্রেরণদ্বারা কৃষিবিদ্যা এবং উদ্যানবিদ্যার নানা সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যুত্তর ইত্যবসরে লিখিতেছি। এই উত্তর আপনকার নিকট পাঠাইতে যে অনিবার্য্য কারণে বিলম্ব হইয়াছে এবং কৃষিসভারোহণের যে সম্বাদ আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে আমি রাত্রে উপস্থিত হইতে পারি নাই তন্নিমিত্তে অগ্রে আপনকার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

১ প্রথম। জিলা চব্বিশপরগণার ভূমির বিশেষ গুণ আর্দ্রতা এবং শীতোষ্ণ সমভাব ফাল্গুণ মাসাবধি আষাঢ়পর্য্যন্ত বায়ু এবং বারি সলবণ এবং শ্রাবণাবধি মাঘ পর্য্যন্ত লবণাক্ত নহে ভূমির উৎপন্ন মধ্যম।

২ দ্বিতীয়। এই জিলার ভূমির প্রকৃতি নানা প্রকার কোনং স্থানে উপরিভাগ কর্দ্দমময় এবং উপরি ভাগের নীচে ধূলিময় এবং অন্যান্য স্থানের বহির্ভাগ বালুকাময় অধোভাগ কর্দ্দমময়। এ জিলায় গভীর জলা এবং উর্ব্বরা ভূমি আছে কিন্তু পর্ব্বত নাই।

৩ তৃতীয়। কৃষকেরা অভ্যন্তর দেশে অর্থাৎ মফঃসলে শস্য বিক্রয় করে এবং ব্যাপারিরা তাহা নগরে লইয়া যায় জিলার দূরদেশহইতে প্রধানং নগরে শস্যপ্রেরণ জলপথে বড় সুগম কিন্তু এই জিলার মফঃসলহইতে রাজধানীতে লইয়া আসিবার ডাঙ্গাপথেরও সুসঙ্গতি আছে।

৪ চতুর্থ। শালিভূমির রাজস্ব ফি বিঘা ইং ।।০ আট আনা লাং ২ টাকা ও উচ্চ ভূমির কর ইং ১।০ লাং ১৸০ ও বাস্তুভূমির রাজস্ব ২ টাকা কিম্বা ২।।০ টাকা এবং ঐ ভূমির উর্ব্বরাত্বানুসারে ফি বিঘা ন্যূনাতিরেক ৩ বা ৪ টাকা কর হয় নিয়মিত বাজে আদায় অর্থাৎ মাথট পার্ব্বণী ভেটী মাড়চা চৌথ সেলামি বাঁটা ইত্যাদি যাহা প্রজারা তাহারদিগের খাজানাভিন্ন পূর্ব্বে দিত তাহার মধ্যে কতক

প্রজাদিগের জমাভুক্ত হইয়াছে এবং কতক রাজ্যাধিপতি দ্বারা রহিত হইয়াছে। প্রজাদিগের রাজস্ব দিয়া ভূমি ভোগকরণের নিদর্শন পাট্টা ও জমাবন্দি এবং নূতন প্রজারা পাট্টা সনন্দ আমলনামাপ্রভৃতি তাহারদিগের ভূমিভোগের নিদর্শন রাখে এবং ভূস্বামির নিকট কবুলতি লিখিয়া দেয়।

৫ পঞ্চম। রাইয়তী ভূমির সাধারণ পরিমাণের নিশ্চয় নাই ইং ১ বিঘা লাং ১০০০ বিঘান্যূনাতিরেকে যাহা তাহারদিগের নামে জমাবন্দিতে লেখা যায় তাহাই প্রজারা ভোগ করে এবং তাহারা নিজে কিম্বা ভাগে ভূমি যোত করে অথবা কোন্ নিয়মে ও কোন্ হারে তাহারদিগের পেটাও প্রজাকে ভূমি বিলি করে এবং সেই ভূমির রাজস্ব জমাবন্দিমুরতে দেয়। এক প্রজা ভূমি পরিত্যাগ করিলে অন্য প্রজাকে ঐ ভূমি সাবেক জমায় অথবা যে বেশী জমা বর্ত্তমান পাট্টাদার স্বীকার করে সেই জমায় মোকররি কিম্বা মিয়াদি পাট্টায় বিলি করা যায়।

৬ ষষ্ঠ। এ জিলায় বৃষ্টির জলের দ্বারা শস্যের উপকার হয় কদাচিৎ জলসেচনের আবশ্যক হয় যখন প্রয়োজন হয় তখন পুষ্করিণী খাল অথবা নদীহইতে সেচনীদ্বারা জল তুলিয়া বীজ তলায় এবং ধান্য ও অন্য শস্যক্ষেত্রে লইয়া যায় কিন্তু তৃণভূমিতে জলসেক করে না।

৭ সপ্তম। কৃষিকর্ম্মের সাধারণ নিয়ম এই ধনী এবং মান্য গৃহস্থলোক ইং ৪ জন লাং ১০ জন ভৃত্য অথবা মজুর সময়ানুসারে আবশ্যকমতে নিযুক্ত করে এবং যথাযোগ্যকালে ভূমিচাস করায় দীন কৃষাণেরা স্বয়ং কর্ম্ম করে তাহারদিগের ক্ষেত্রকর্ম্মের সময় ইং প্রাতঃকাল লাং দুই প্রহর এবং ইং তৃতীয় প্রহর লাং সন্ধ্যা ঐকালপর্য্যন্ত তাহারদিগের গরুও শ্রম করে তাহারদিগের গৃহকার্য্যের সময় তাহারদিগের অবকাশাধীন। এই জিলাতে ১ বিঘা

জমি ন্যূনাতিরেকে ১ টাকাতে সুসময়ে আবাদ হইতে পারে। ৮ জন অথবা ১০ জন মজুর এবং ১০ কিম্বা ১২ লাঙ্গল প্রতিদিন ১ টাকায় ভাড়া পাওয়া যায়।

৮ অষ্টম। পশুরূপ সম্পত্তির প্রভেদ গরু ছাগল মহিষ ভেড়া গাদাইত্যাদি প্রথমোক্ত দুই পশু অন্যাপেক্ষা অধিক সামান্যরূপে প্রতিপালন করে। এ জিলায় প্রতিদিনের কর্ম্মে প্রত্যেক লাঙ্গলে সাধারণরূপে দুই গরু আবশ্যক হয় তাহারদিগের দ্বারা ১০। ১২ বিঘা ভূমি উপযুক্ত সময়ে চষা যায় গ্রাম্য পশুর উত্তম সন্তানোৎপত্তির বিষয়ে মনোযোগ করা যায় না। যেস্থানে গোপগণের বসতি সেই স্থানে দধিমন্থনশালা আছে এক২ গাই গড়ে প্রায় /২ সের দুগ্ধ দেয় কোন২ গাই /৷৷ সের কেহবা /৫/৬ সের দুগ্ধ দেয় কিন্তু ইহা সচরাচর নহে। /১ সের দুগ্ধে /৷০ এক পোআ কিম্বা ৶১০ সাড়ে তিন ছটাক ছানা ও / এক ছটাক মাখন ও ১৭৷ সাড়ে তিন কাঁচ্চা অথবা ১৬৷ সওয়া তিন কাঁচ্চা ঘৃত জন্মে। দুগ্ধ আবর্ত্তন করিয়া তাহাতে চিনি সংযোগ করিয়া হিন্দুদিগের নিমিত্তে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে ইউরোপীয় লোকের নিমিত্তে বঙ্গদেশের কোন২ স্থানে পনির হয় কিন্তু এ জিলায় হয় না। গ্রীষ্মদ্বারা স্বয়ং অথবা দম্বলসংযোগে দুগ্ধ বসিলে মন্থন করে তাহাহইতে মাখন পাওয়া যায় ঐ মাখন প্রথম জলপূর্ণ এক পাত্রে রাখে পরে শুষ্ক পাত্রে রাখে ঐ মাখন অগ্নিতে জ্বাল দিয়া শীতল হইলে ঘৃত হয়। এ জিলাতে মেষ খর্ব্বাকার এবং অল্প লোমযুক্ত কলিকাতার এক জন কম্বলিয়া কহে যে তাহার প্রত্যেক মেষহইতে /৷ পোআ অথবা ৷/০ ছটাকের অধিক লোম পায় না। হত্যার নিমিত্তে পশুরদিগকে হৃষ্টপুষ্ট করণে হিন্দুগণ মনোযোগ করেন না। ইং মাঘ লাং আষাঢ় পশুসকলকে ক্ষেত্রে চরিয়া খাইবার নিমিত্তে ছাড়িয়া দেয় যখন ক্ষেত্রে ধান্য জন্মে অর্থাৎ ইং শ্রাবণ লাং পৌষ তাহারা কাটা ঘাস ও বিচালি ও খলি ঘরে খায়।

বৃহজ্জাতীয় নর পশুর সহিত ক্ষুদ্র পশুর পাল তুলিয়া তাহারদিগের উত্তম সন্তানোৎপত্তির চেষ্টা কখন২ করিয়া থাকে।

৯ নবম। কৃষিকর্ম্মের ব্যবহার্য্য অস্ত্র লাঙ্গল কোদালি নিড়ানি বিদামই কাস্তিয়াপ্রভৃতি ঐ সকল অস্ত্র উত্তম করিবার অথবা অন্য উপকারকাস্ত্র ব্যবহার করিবার চেষ্টা করা যায় নাই আমি জানি নাই যে কোন বর্দ্ধিষ্ণুলোক উত্তম অস্ত্রের দ্বারা আপন ভূমিতে পরীক্ষা করিবেন কিন্তু আমি অনুমান করি যদি ঐ সকল অস্ত্র সুলভ এবং গুণকারক হয় তবে সর্ব্বজনকর্ত্তৃক ব্যবহার্য্য হইবে।

১০ দশম। সম্বৎসরের মধ্যে শস্য কাটিবার তিন সময় তাহাকে সামান্যরূপে খন্দ বলে যথা চৈত্রখন্দ অর্থাৎ হরিৎ খন্দ। ভাদ্রখন্দ অর্থাৎ আশুখন্দ। পৌষখন্দ অর্থাৎ হৈমন্তিক খন্দ। এ জিলাতে প্রধান শস্য ধান্য ইহার এক জাতি আউশ অর্থাৎ আশু ইহা অত্যল্প জন্মে এবং যাহার নাম আমন তাহা অধিক ও উত্তম জন্মে নিম্ন জলাতে আশুধান্য উত্তম জন্মে না কিন্তু আমন উত্তম হয় আশু ধান্য চৈত্রে অথবা বৈশাখে বপন করে শ্রাবণে অথবা ভাদ্রে ছেদন করে এবং আমনধান্য ফাল্গুণে অথবা চৈত্রে জলাভূমিতে বীজবপন করে আষাঢ়ে অথবা শ্রাবণে রোপণ করে এবং সময়ানুসারে অগ্রহায়ণে কিম্বা পৌষে ছেদন করে। আশু ধান্য গড়ে ৫/ ৬/ কিম্বা ৭/ মোন ফি বিঘায় জন্মে আমনন্যূনাতিরেক ৮/ ৯/ মোন জন্মে। আড়াই মোন অথবা তিন মোন ধান্য ঢেঁকীতে কাঁড়াইয়া তুষ পৃথক্ করিলে এক মোন চালু খাদ্যোপযুক্ত পাওয়া যায়। আশু ধান্য ছেদন করিলে পর সেই ক্ষেত্রে সরুণ এবং উত্তরণনামক আমনধান্য কখন২ বপন করে প্রথমোক্ত ধান্য অগ্রহায়ণে পশ্চাদুক্ত ধান্য কার্ত্তিকে পক্ব হয়। নানা প্রকার কলায় অর্থাৎ তেওড়া মসূর কৃষ্ণমুগ সর্ষা মসিনা যব এবং ধনিয়া মৌরী যমানীপ্রভৃতি উচ্চভুমিতে আশ্বিনে

অথবা কার্ত্তিকে বপন করে এবং মাঘে অথবা ফাল্গুণে ছেদন করে এই সকল দ্রব্য এক বিঘাতে গড়ে ইং ১॥০ লাং ২॥০ মোন জন্মে। বৈশাখে পাট বপন করে এবং ভাদ্রে ছেদন করে শণ আষাঢ়ে বপন করে ভাদ্রে ছেদন করে ইক্ষু বৈশাখে রোপে মাঘে ব্যবহার করে কচু এবং শকরকন্দ আলু বৈশাখে রোপণ করে আশ্বিনে ব্যবহার করে তামাকু আশ্বিনে বোনে ফালগুণে কাটে হরিদ্রা পেঁয়াজ রশুন এবং আদা বৈশাখে রোপণ করে মাঘে ব্যবহার করে কাপাস কার্ত্তিকে বোনে জৈষ্ঠে তোলে এবং পটল কার্ত্তিকে বোনে মাঘে তোলে। এই সকল সামগ্রী উচ্চ ভূমিতে বৎসরে একবার জন্মে বার্ত্তাকু শশা ফুটী লাউ লঙ্কা মূলাইত্যাদি বৎসরে দুইবার জন্মে কলা পান নারিকেল বাঁশইত্যাদি বার মাস জন্মে কিন্তু কলা ফলিলে পর তাহার ঝাড় নষ্ট হয়। ক্ষেতের ঘাস বিদা ও নিড়ানীদ্বারা পরিষ্কার করা যায়।

১১ একাদশ। পতিত ভূমিচাষকরণের এবং অন্যান্য ভূমি পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমকরণের যত্ন করা গিয়া থাকে কিন্তু এ জিলার পতিত ভূমির পরিমাণ কালেক্টরের সিরিস্তা অবলম্বনাধীন অনুমান হয় কালেক্টরসাহেব ইহার হিসাব দিতে পারিবেন। পতিত ভূমির সংখ্যা বন ধামার গোচারণ গোভাগাড় এবং উষরভূমি। লোকেরা কালেক্টরের স্থানে পাট্টা লইয়া জঙ্গল ক্রমেং আবাদ করিয়াছে ধান্যক্ষেত্রে লোণাজল প্রবিষ্ট না হইবার নিমিত্তে ভেড়ী বন্দি হইয়া থাকে এবং ঐ সকল ভেড়ী আবশ্যকমতে জল আনিবার ও বাহির করিবার নিমিত্তে স্থানেং কাটিয়া দেয় অর্থাৎ ইং অগ্রহায়ণ লাং আষাঢ় ভেড়ী বন্ধ থাকে এবং ইং শ্রাবণ লাং কার্ত্তিক খোলা থাকে। ভেড়িবন্দির প্রকার এই শুষ্ক সময়ে অধিক মৃত্তিকা সঞ্চয় করে এবং নদীর ধারে কাঁড়ি করিয়া রাখে এবং অনেক খোঁটা ও চাঁচ

প্রভৃতি জলপথে পুতিয়া মাটী ও জঞ্জাল দিয়া ভাটার সময়ে ভরাট করে ইহার বিস্তারিত ভেড়িবন্দির অধ্যক্ষ সাহেব কে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারে।

১২ দ্বাদশ। এদেশের অবস্থা যেমত পূর্ব্ববিবরণ করা গিয়াছে প্রায় সেইমত। উচ্চ ভূমিতে যে ক্ষেত্র আছে তাহা কোনং স্থানে সাধারণরূপে পগারে বেষ্টিত তথাচ নানা প্রজার ধান্যক্ষেত্র পরস্পর মিশ্রিত কিন্তু তাহা চিনিবার নিমিত্তে আলি খোঁটা বেণার ঝাড়ইত্যাদি বিশেষ চিহ্ন আছে। ভূমির অপরিমিত জল নির্গত করিবার উপায় উপরের ধারায় লেখা গিয়াছে।

১৩ ত্রয়োদশ। ভূমিতে সারদেওয়া রীতি আছে কলিকাতার নিকটে পচা গোবরের সার অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে এবং অন্যান্য স্থানে পুরাতন মাটিয়া দেওয়ালের মাটি ও পুষ্করিণীখননের মৃত্তিকা এবং পশ্চিম দেশে মনুষ্যের বিষ্ঠা ব্যবহার হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে ঝুড়ি করিয়া সার লইয়া যায় এবং চারি দিগে ছড়িয়া দিয়া লাঙ্গল চসিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করে। ন্যূনাতিরেক প্রায় আধমোন সার এক বিঘা ভূমিতে দেয়।

১৪ চতুর্দ্দশ। এ জিলাতে নিম্ন এবং উচ্চ অল্প গোচারণ ভূমি আছে তাহাব্যতিরেকে অন্য তৃণভূমি নাই। তৃণচ্ছেদন করিয়া শুষ্ক ঘাসকরণের চেষ্টা করা যায় না কিন্তু ঘাসুড়িয়ারা কলিকাতাহইতে মফঃসলে ঘাস কাটিতে যায় যে উলু তৃণ ঘর ছাইতে লাগে তাহার ভূমিব্যতিরেকে যে নবীন ঘাস পশুরদিগকে দেওয়া যায় তাহা রোপণদ্বারা ভূমি উর্ব্বরাকরণের ফল অজ্ঞাত। উলু ঘাস জন্মাইবার নিমিত্তে আর কিছু করা যায় না কেবল প্রতিবৎসর ঐ ঘাসের গোড়া দগ্ধ করা যায়। শুষ্ক ঘাস অন্য কোন পশুকে খাওয়ান যায় না কেবল ইঙ্গরেজেরদিগের যে স্থানে বসতি সে

ইস্থানে ঘোড়াকে খাওয়ায়। ইং মাঘ লাং জ্যৈষ্ঠ গয্যন্দি মাঠে ঘাস খায় অন্য সময়ে বিচালি খায়।

১৫ পঞ্চদশ। এ প্রদেশে ব্যবহার এবং শোভার নিমিত্তে উদ্যানকরণের যথেষ্ট ইচ্ছা আছে এবং বিলাতী ফল উৎপন্ন হইতেছে কিন্তু ঐ সকল ফলের বীজ পরিপক্ক হয় কি না ও স্বাভাবিক গুণ আছে কি না ও বিকৃত হয় কি না ইহা যাঁহারা বিলাতে এবং বঙ্গদেশে তাহা দেখিয়াছেন এবং আস্বাদন করিয়াছেন তাঁহারা ভাল জানেন। আমি অনুমান করি দেশীয় নানাজাতীয় ফল এবং বৃক্ষ উত্তম করা যাইতে পারে কিন্তু বিলাতে তাহা কিপ্রকারে করে আমি অবগত নহি।

১৬ ষোড়শ। ফলের বাগানের প্রতি মনোযোগ করা গিয়া থাকে। যে২ প্রধান ফলবৃক্ষ রোপণ করা যায় তাহার নাম এই নারিকেল গুবাক তাল বাতাবী নেবু খর্জ্জুর আম্র কাঁঠাল গোলাবজাম জাম পেয়ারা দাড়িম আনারস কুল নানাপ্রকার নেবু ও রম্ভা পিচ লিচুইত্যাদি। ধনি লোক এই সকল ফলের মধ্যে কতক ফল কলমের দ্বারা অথবা বীজের দ্বারা নানাপ্রকার নূতন সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইবার মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং অন্য দেশহইতে নূতন প্রকার ফল আনিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এস্থানে সংপ্রতি আম্র এবং কুলগাছের কলম অতিসাধারণ হইয়াছে।

১৭ সপ্তদশ। এ প্রদেশে কাষ্ঠ উৎপত্তি করিবার উদ্যোগ নাই। বাহাদুরী কাষ্ঠের নূতন বন করা যায় না এবং তাহার চেষ্টা করিবার রীতি নাই এ জিলার দক্ষিণ পূর্ব্ব অঞ্চলে যে বন আছে তাহার প্রধান কাষ্ঠ হিন্তাল আলি কেসুর কৃপা গরাণ বাণি কেওড়া খলশী গেঁউয়া সুন্দরীইত্যাদি। কাঁঠাল গাছ কাটিয়া যে তক্তা করে তাহা উত্তম

এবং আম্র জাম শিমূলপ্রভৃতির তক্তা অধম। ঝাড়ী জঙ্গল বহুমূল্য বোধ করা যায় না কখনং ফেলিয়া দেওয়া যায়।

১৮ অষ্টাদশ। কৃষিকর্ম্মের বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি সলভ মূষিক পক্ষীইত্যাদি কালিক উৎপাত সাময়িক উৎপাতশান্তির উপায় স্বস্ত্যয়ন এবং বন্যানিবারণের উপায় ভেড়ি। শস্যখাদক পশু ও কীটের নিমিত্তে পূর্ব্ব সাবধান হওয়া যায় এবং ভূমি উর্ব্বরা করিবার কারণ ভূমি শুষ্ক ও আর্দ্র করা এবং তাহাতে সারদেওয়া অধিক ব্যবহার আছে।

১৯ ঊনবিংশতি। যদ্যপি কৃষাণদিগের ব্যবসায় উত্তমরূপে চলে ও তাহারদিগের ভূমির শস্যবৃদ্ধি হয় এবং যদি ভূম্যধিকারী ও রাজকর্ম্মাধ্যক্ষগণ ও ব্যবসায়ি লোক দ্বারা তাহারা ক্লেশ না পায় তবে তাহারদিগের সুখ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি হইতে পারে আর এই সকলকারণে ও লোণা জল প্রবেশনিবারণে তাহারদিগের শরীরের কুশল হইতে পারে।

২০ বিংশতি। আমি অনুমান করি যে কালেক্টর ও নীলকর ও উদ্যানবিদ্যাজ্ঞ ও কৃষক ও জমীদার ও প্রাচীন কানুনগোর সন্তানদিগের সহিত লিখনপঠন ও কথোপকথন ও সহবাস করিলে এবং এই সকল বিদ্যার সংস্কৃত ও পারসী ও ইঙ্গরেজী গ্রন্থ সংগ্রহ করিলে এবং আবশ্যক মতে ঐ সকল গ্রন্থ নানাদেশভাষায় তরজমা হইলে এই কর্ম্মোপযুক্ত বিদ্যার লাভ ও বিস্তার হইতে পারে।

ভারতবর্ষের কৃষিকর্ম্মবৃদ্ধি করিবার আপনার হিতেচ্ছা এবং প্রশংসনীয় পরিশ্রমসিদ্ধির নিমিত্তে অন্তঃকরণের সহিত প্রার্থনাপূর্ব্বক আমি এই পত্র সমাপ্ত করিলাম।

কলিকাতা ভবদাজ্ঞানুবর্ত্তি ভৃত্য শ্রীরাধাকান্ত দেবস্য

১৮ সেপ্তেম্বর ১৮২১ সাল।

৮ প্রকরণ।

জুমলাদেশের উৎপন্ন ধান্যের ক্ষেত্রকরণ বিষয়ে।

নেপালদেশের উত্তরপশ্চিম কোণে হিমালয়ের নিকটে কাটমান্দাহইতে সপ্তাহের পথ জুমলাদেশ আছে। ঐ দেশের কিছু ধান্য শ্রীযুত গার্ডন সাহেবের প্রার্থনাতে কাটমান্দা রাজধানীর রাজসম্পর্কীয় লোকের দ্বারা পাওয়া গেল এবং তাহার সহিত নীচের লিখিত লিপি আইল।

জুমলাধান্যবুনন ও তাহার ক্ষেত্রকরণের নিমিত্তে যত ধান্য বুনিতে চাহ তত ধান্য লইয়া শীতল এক স্থানে রাশি কর এবং ভিজা মৃত্তিকা এবং উত্তম সার একত্র করিয়া তাহাতেঐ রাশি সমুদয় ঢাক দশবার দিনের মধ্যে ঐপ্রকার ঢাকা ধান্যের অঙ্কুর হইবেক এবং অঙ্কুর হইলে বুননের উপযুক্ত হয়। যে ভূমিতে ঐ ধান্য বুনিতে হয় তাহা নীচের লিখিত মত প্রস্তুত করিতে হইবে প্রথমে তাহাতে জল দিয়া যেপর্য্যন্ত মৃত্তিকা জলের সহিত মিশ্রিত না হয় সেপর্য্যন্ত তাহাতে চাস দিতে হইবেক ভূমি এই প্রকারে প্রস্তুত হইলে সেই ধান্য তাহার উপর ছড়াইয়া দিলে তাহাতে উত্তম ধান্য হইবে। তাহার পর ক্ষেত্রে জলের অভাব হইলে বিবেচনামতে সেঁচিতে হইবেক।

উপরের লিখিত কথাতে পর্ব্বতীয় এক প্রকার ধান্যের বর্ণনা ও তাহার ক্ষেত্রকরণের প্রকার লেখা গিয়াছে এবং শ্রীযুত নাতানিএল ওয়ালিক সাহেবের নামেতে আমারদের সমাজেতে ঐ ধান্যেতে পূর্ণ এক বাক্স দিতে লিখিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে আমি এই বিষয়ে লিখিতাম কিন্তু সে স

ময়ে নানা প্রতিবন্ধক ছিল এখন আমার বাঞ্ছা এই যে তুমি এই ধান্যের বিবরণ কোনপ্রকারে পরের হিতার্থে জানাও এবং আপনার নিমিত্তে কিছু চাহিয়া লও।

হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণদেশে যে এ ধান্যের কিছু ফল হইবে তাহা আমি জানি না।

১৮২১ সাল ১৯ সেপ্তেম্বর। শ্রীযুত উলিয়ম লেস্তর সাহেবস্য।

৯ প্রকরণ।

শ্রীযুত রবের্ট টৈট্লর সাহেবকৃত কিন্দোলরোগের বিষয়।

কৃষিসমাজের সেক্রেটারি শ্রীযুত ডাক্তর উলিয়ম কেরি সাহেব মহাশয়েষু।

কিন্দোলনামক যে রোগেতে প্রতিবৎসর বজরার অনেক গাছ মারা যায় তাহাতে রোগা কতকং গাছ কৃষিকর্ম্মের সমাজীয় সাহেবদিগকে জানাইবার নিমিত্তে আপনকার নিকটে পাঠাই ঐ রোগ এই বৎসরে অন্যং বৎসরাপেক্ষা অধিক হইয়াছে এবং আর্দ্রহওয়াতে ঐ রোগ জন্মে এই সময়ে শিশির অতিশয় এবং বর্দ্ধমানশীস গাছের উপরে বহুকাল থাকে।

এ রোগ নিঃসন্দেহে স্মতরোগের মত কিন্তু কোনং লক্ষণ প্রযুক্ত জানা যায় যে তাহা নয় বিশেষতঃ বীজবর্দ্ধনই মনুষ্য ও পশুর শরীরে জ্বলনপ্রযুক্ত যে ফুলন তাহার ন্যায় কিন্তু এই বিশেষ যে স্মতরোগেতে রোগা যবের শীসেতে তাহা দেখা যায় না।

এই রোগ এইপ্রকার ব্যাপক হইলেও আমি জানি না যে আমার পূর্ব্বে কেহ তাহার কোন কথা লিখিয়াছেন এবং আমার রচিত মর্বস ওরৈজিয়সবিষয়ক পুস্তকে যা হা আমি লিখিয়াছি তদ্ব্যতিরেকে যে তাহার বিষয়ে কোন কথা ছাপা হইয়াছে ইহা আমি জানি না।

কৃষিসমাজীয় সাহেবেরা যদি এই বিষয় মনোযোগার্হ জ্ঞান করেন তবে তাহার বিষয়ে আমি যত জানিতে পারি সে সকল কথা তাঁহারদিগকে জানাইতে আমার অতিশয় তুষ্টি আছে।

আলাহাবাদ। শ্রীযুত রবের্ট টৈট্লর সাহেবস্য।
১৮২১ সাল ৯ অক্তোবর।

১০ প্রকরণ।

শ্রীযুত রবের্ট টৈট্লর সাহেবের করা বাঞ্জিলোনামক রোগের কথা।

কৃষিসমাজীয় সেক্রেটারি শ্রীযুত ডাক্তর উলিয়ম কেরি সাহেব মহাশয়েষু।

অল্প দিন হইল এক মাজির দ্বারা আমি কিন্দোলরোগ যুক্ত কএক বজরা পাঠাইয়াছি তাহার অতিরিক্ত এখন বা ঞ্জিলোনামক রোগেতে রোগা বজরার এক শীস পাঠাই এই রোগ ভারি বৃষ্টি ও শিশিরপ্রযুক্ত অতিরিক্ত আর্দ্রতার দ্বারা গাছের ফলজনক অংশের নাশহওয়াতে জন্মে আ মি শুনিতে পাই যে বজরা এই বৎসর অধিকরূপে এইপ্র

কার রোগেতে রোগা হইয়াছে এবং তাহার এক শীস কৃষিসমাজীয় সাহেবদিগের নিকটে সুগ্রাহ্য হইবেক ইহা জ্ঞান করিয়া আমি আহ্লাদপূর্ব্বক আপনকার নিকটে পাঠাই।

আলাহাবাদ শ্রীযুত রবের্ট টৈট্‌লর সাহেবস্য।
১৮২১ সাল ১২ অক্তোবর।

---

১১ প্রকরণ।

পাটনাহইতে প্রেরিত খর্ব্বগাছে জাত এক প্রকার মটরের বিবরণ কৃষিসমাজীয় প্রধান শ্রীযুত উলিয়ম লেস্তর সাহেবের কৃত ও প্রেরিত তাহার কিছু মটর।

শ্রীযুত কৃষিসমাজীয় সাহেবসমূহ মহাশয়েষু।

গত অল্প বৎসরের মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয় বীজহইতে পাটনাতে যে এক প্রকার খর্ব্বগাছে জাত মটরের ক্ষেত্র করা গিয়াছিল তাহার কতকং ফল কৃষিসমাজের সাহেবেরদের নিকটে দি।

ঐ মটর মারোফাতনামক মটরহইতে অল্প ক্ষুদ্র এবং ইহার স্বাদ তাহাহইতে মন্দ নয় নীচের লিখিত কথাতে তাহার ভদ্রাভদ্রতা জানা যাইবে।

এ শীতকালে প্রথমবার বোনা এই প্রকার কতক মটরেতে এই গাছ উৎপন্ন হইল।

এ শীতকালে প্রথমবার বোনা সে মটরের বুনন ও অঙ্কুর ও ফুলধরণ ও পক্কহওনসময়ে আমি তাহা দেখি নাই কিন্তু

১৫ দিসেম্বর আমি আর কতক বীজ বুনিলাম সেই বীজ ২৪ দিসেম্বরেতে বাড়িয়াছিল আমি জ্ঞান করি যে অঙ্কুর হওনের এত বিলম্ব কেবল ভূমির শুষ্কতাপ্রযুক্ত হইল ১২ জানুআরিতে ঐ মটরের ফুল ধরিল ১৬ জানুআরিতে ঐ সকল অতিশয় ফুলবিশিষ্ট হইল আজি প্রাতঃকালে তাহার ফল বিলক্ষণ দেখা গেল। অল্প দিনের মধ্যে ভক্ষণোপ যুক্ত হইবেক প্রথমবার বোনা মটর ৩। ৪ দিসেম্বরেতে খা ইবার কারণ তোলা গেল আমি জানি যে মজুরের অভা বেতে বুনিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল কিন্তু সে তারিখ আ মি নিশ্চয় জানি না।

এইপ্রকার মটর এক হাতের অধিক উচ্চ না হইলে তাহা খাড় রাখিবার কারণ ধঞ্চ্যাপ্রভৃতির প্রয়োজন হয় না তা হার সারি আরো ঘন হইতে পারে এবং তাহার মধ্যে২ মারোফাত মটর বোনা যাইতে পারে ঐ মারোফাত মটর খর্ব্ব গাছে জাত মটর ভক্ষণোপযুক্ত হইবার পূর্ব্বে এমত বাড়িবে না যে তাহাতে ঐ খর্ব্ব গাছে জাত মটরের হানি হয় এবং যে স্থানে ভূমি ও স্বর্ণ প্রায় তুল্যমূল্য হইয়াছে এমত স্থানের বিষয়ে এ অতিশয় ভারি কথা।

১৮২২ সাল ২৩ জানুআরি। শ্রীযুত উলিয়ম লেস্তর সাহেবস্য।

১২ প্রকরণ।

শ্রীযুত ডাক্তর উলিয়ম কেরি সাহেব মহাশয়েষু।

এই জিলাতে ফসল এখন পাকিতেছে তাহার কতক২

রোগাটিয়া শস্য কৃষিসমাজীয় সাহেবদিগকে জ্ঞাপনার্থে আপনার নিকটে পাঠাই।

১ প্রথম। ৩০ জানুআরিপর্য্যন্ত শস্য যে অত্যুত্তমরূপে থাকিতেছিল ইহা দেখা গেল। ২৯ তারিখে আমি বড় যত্ন করিয়া ক্ষেতের গাছ বিবেচনা করিয়া রোগের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। ৩১ তারিখের রাত্রিতে বড় ঝড়বৃষ্টি এবং মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ হইল এবং তাহা তদবধি এ পর্য্যন্ত পুনঃ২ হইতেছে তের্ম্মমিতর যন্ত্র ৬০ অবধি ৭০ ক্রমপর্য্যন্ত হইয়াছে যবের এই বড় রোগ ঐ ঝড়বৃষ্টি মূলক এবং গত বৎসরেও ভারি বৃষ্টির পর ঐ প্রকার হইয়াছিল গত বৎসরে কেপ গুড হোপ ও সান্তহেলেনাতে তদ্রূপ রোগেতে ক্ষেতের গাছ রোগা হইয়াছিল এই সমাচার পাওয়া গিয়াছে এই নাশক রোগ আমার বিবেচনামত ক্ষেতের কৃষিকর্ম্মের বিষয়ে সিন্‌ক্লের সাহেবের কৃত পুস্তকে উক্ত কোন রোগের মত নয় ঐ পুস্তকের ২ দ্বিতীয় বালমের পরিশিষ্টেতে ৩৫ নম্বরেতে রোগের বিষয় লেখা আছে।

২ দ্বিতীয়। এই রোগ ইউরোপেতে ঐং শস্যনাশক ব্লৈং নামেতে খ্যাত রোগের মত হইয়াছে ইহা জ্ঞান করা যায়। যে বৃষ্টিতে যবের হানি হইল তদনন্তর তৎক্ষণে ঐ রোগ গোমেতে উপস্থিত হইল কিন্তু হিন্দুস্থানেতে যব যেমন বৃষ্টিইত্যাদিতে হননীয় তেমন গোম নহে।

৩ তৃতীয়। গোমেতে এই রোগ শীঘ্র নাশকারি কুই ইত্যাদি অন্য পোকাহইতে উৎপন্ন হয় এই বৎসর অনেক শস্য তাহাতে নষ্ট হইয়াছে।

শ্রীযুত রবের্ট টৈট্লর সাহেবস্য।

আলাহাবাদ ১৮২২ সাল ৩ ফেব্রুআরি।

১৩ প্রকরণ।

আর্য্য শ্রীযুত উলিয়ম কেরি কৃষিসমাজীয় প্রতিনিধি কর্ম্মকর্ত্তৃ মৎপ্রিয় মহাশয়েষু।

গত ২০ মার্চ্চের বৈঠকে কৃষিকর্ম্মের সভাধ্যক্ষ শ্রীহট্টদেশের রাজস্বের বৃত্তান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা আমি নীচে লিখিতেছি। ১৭৮৪ সনে সিক্কা ২৩৩৯২৪ টাকা ও ১৭৮৭ সনে সিক্কা ২২৯৮৫১৶ ও ১৭৮৮ সনে সিক্কা ১৩৩৩৫১।৴৫৻ ও ১৭৮৯ সনে ৮৪৪৩২৫ কাহন কৌড়ির কাত তঙ্কাপ্রতি ৫৷৶ পাঁচ কাহন দশ পণের হারে সিক্কা তঙ্কা ১৫০১০২৩৷৶১ শ্রীহট্টদেশের বার্ষিক রাজকর ছিল।

১৮০৯ সনের ১২ জানুআরিতে কলিকাতা গাজেটনামক সমাচারপত্রে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ হয় তাহাতে লেখে শ্রীহট্টের অবশিষ্ট রাজস্ব সিক্কা টাকায় জিলা ঢাকার কালেক্টরের ভাণ্ডারে পাঠাইবার নিমিত্তে ১৮০৯ সনের ১ মার্চ্চঅবধি ১৮১২ সনের ২৯ ফেব্রুআরিপর্য্যন্ত চুক্তি করিয়া লইবার মুদ্রিত প্রার্থনাপত্র লওয়া যাইবেক তাহাতে ঐ রাজস্বের সংখ্যা লিখিত ছিল না একারণ আমি তাহার সংখ্যা কহিতে পারি নাই কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে এইক্ষণে ঐ দেশের রাজস্ব কৌড়িতে না দিয়া সিক্কা টাকায় দেয় আবকারী ও ইষ্টাম্পের করভিন্ন ৩০৪০০০টাকা উৎপন্ন হয়।

সকলে বোধ করেন যে ভূম্যধিকারী অর্থাৎ জমীদারবর্গ প্রজাদিগের স্থানে অন্যায় করিয়া অধিক রাজস্ব লয় এ কারণ আমি নিবেদন করিতেছি যদবধি ব্রিটিন্‌দেশীয় বিধি ও ব্যবস্থা এ প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছে তদবধি এই সুস্নিগ্ধ

ও সুবিচারযুক্ত রাজ্যাধীন ছোট বড় ভাবলোক কেহ কাহার প্রতি কোন দৌরাত্ম্য ও উপদ্রব করিতে ভীত হইয়াছে অতএব জমীদারেরা আপন প্রজাদিগের প্রতি অন্যায় কর গ্রহণ করিতে পারে না কারণ এতাদৃশ কর্ম্মের প্রকৃতানুসন্ধান বিচারস্থলে তৎক্ষণাৎ হয় এবং বাস্তবিক সম্ভ্রান্ত লোক ও মহাকুলোদ্ভব আপন পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করেন অতএব জমীদার অন্যায় রাজস্ব লয় এই বোধের মূল আমি অনুমান করি যে প্রজারা তাহারদিগের পাট্টাপেক্ষা অধিক ভূমি ভোগ করিলেও শালি ভূমিকে বাগাত কিম্বা বাস্তু প্রভৃতি করিলে ও পরগনার নিয়মিত হারের ন্যূন রাজস্ব দিলে জমীদারেরা অধিক রাজস্ব দাওয়া করে তাহাতে প্রজারা ভূস্বামির নামে সর্ব্বদা অভিযোগ অর্থাৎ নালিশ করে। যদ্যপি জমীদারদিগের এই সকল দাওয়া যথার্থ ও ন্যায্য তথাপি প্রজারা ধর্ম্মাধিকরণে অর্থাৎ আদালতে নালিশ করিয়া দাওয়াহইতে মুক্ত হইবার যত্ন করে এই সকল বিবেচনা দ্বারা আমি ভরসা করি যে অধিক কর গ্রহণাপবাদ সর্ব্বান্তঃকরণহইতে বিশেষতঃ বিচারকর্ত্তাদিগের মনহইতে দূর হইতে পারে যে তাহাতে এতদ্রূপ বিষয়ে উভয় পক্ষের পক্ষপাতশূন্য বিচার হইতে পারে ইতি কলিকাতা ১৮২২ সাল ২০ মে।

শ্রীরাধাকান্ত দেবস্য।

---

১৪ প্রকরণ।

মর্ফ্রিয়াবিষয়ক কথা।

কৃষি সমাজীয় শ্রীযুত সেক্রেটারি সাহেব মহাশয়েষু।

যে আজ্ঞা আপনি আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন তা

হার পরীক্ষাবিষয়ের কথাপ্রেরণে এত বিলম্বহওয়াতে আমার অতিশয় লজ্জা হইয়াছে।

গত জুন মাসেতে আমি ঔষধশালাতে থাকা চর্চরসাহেবকে কতক আফীন দিয়াছি এবং শ্রীযুত সরেন্দ্রেরণরসাহেবের লিখিত প্রকারানুসারে তাহাতে মর্ফিয়া উৎপন্ন রিতে আজ্ঞা দিয়াছি আপনকার প্রেরিত আফীন কেবল ৪২ কুঁচ ছিল তাহাহইতে ক্রিস্তলৈন অর্থাৎ লবণইত্যাদি আকারযুক্ত যে মর্ফিয়া পাইয়াছি তাহা এত অল্প যে তাহার পরিষ্কারকরণার্থে যে কর্ম্মের আবশ্যক তাহা করিলে তাহার কিছু থাকিত না।

বোটানিক উদ্যানহইতে প্রাপ্ত ৩০০ কুঁচ আফীনহইতে যে দশ কুঁচ মর্ফিয়া পাওয়া গেল তাহা আপনকার নিকটে পাঠাই তাহার লবণাকৃতিতা উত্তম বটে কিন্তু রঙ্গ কিছু ঘোর।

প্রাপ্ত দুই প্রকার মর্ফিয়া আস্বাদেতে এবং দর্শনেতে উত্তম আমার বিবেচনা এই যে শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন আফীন হইতে অধিক মর্ফিয়া জন্মে।

শ্রীযুত জেম্‌স হের সাহেবস্য।
১৮২২ সাল ১১ সেপ্তম্বর।

---

১৫ প্রকরণ।

শ্রীযুত উলিয়ম লেস্তর সাহেব মহাশয়েষু।

গার্ডন সাহেব আমাকে কহিয়াছেন যে তুমি মুসা তেক্সতিলিস অর্থাৎ সূতাজনক কলাগাছহইতে আবাকা অর্থাৎ মানিলাহেম্প প্রস্তুতকরণের প্রকার জানিতে চাহিতেছ আর

আমি তদ্বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ জানি তাহা এবং ঐ হেম্পের এক নমুনা এবং তাহা প্রস্তুতকরণে যে অস্ত্রের আবশ্যক তাহার এক অস্ত্র আপনকার নিকটে পাঠাই আমি প্রথমে জানাই যে মানিলাহইতে প্রায় বহ্নি কোণের দিগে আন্দাজী ২০ ক্রোশ অন্তর কামারমিস জিলাতে প্রায় সকল আবাকা প্রস্তুত হয় অতিশয় দূর দেশপ্রযুক্ত আমি তাহা অধিক প্রস্তুত করিতে দেখি নাই কিন্তু আমার সাক্ষাৎ তাহা পুনঃ২ প্রস্তুত করা গিয়াছিল এবং আমি আপনিও তাহা প্রস্তুত করিয়াছি।

সামান্য কলাগাছের ক্ষেত যেরূপে করা যায় তদ্রূপে এবং সেই প্রকার ভূমিতে এই কলাগাছের ক্ষেত করা যায় মোচা ফেলিবার পূর্ব্বে ঐ গাছ কাটা যায় এবং তাহার পেটুআর ছাল অন্তর করা যায় এবং ৪ আঙ্গুল চৌড়া করা গেলে কাষ্ঠপ্রভৃতির উপরে রাখা যায় তাহার পর যে পর্য্যন্ত কেবল পাট না থাকে সেপর্য্যন্ত বাঁশের চেঁচাড়িতে তাহা চাঁচা যায় পরে ঐ পাট ধুইয়া রৌদ্রেতে শুকান গেলে বিক্রয়ের উপযুক্ত হয়। সেই ছালের বহির্ভাগের খেই কিছু মোটা হইলে তাহাতে রসারসিপ্রভৃতি হয় এবং ভিতরী যে সরু খেই থাকে তাহাতে বস্ত্র ও কপর্ধুল করা য়ায় ও ঐ দেশীয় লোক সর্ব্বদা ঐ বস্ত্র পরে আমি জ্ঞান করি যে সূক্ষ্ম বস্ত্র করিতে হইলে তাহা সাফ করিবার কারণ অল্পক্ষণ চূণের জলেতে রাখে কিন্তু তাহা নিশ্চয় কহিতে পারি না কিন্তু পরীক্ষা করিলে অনায়াসে বুঝা যাইবে।

ফিলিপিন উপদ্বীপের আবাকা বাণিজ্যের অত্যুত্তম দ্রব্য কেননা তাহাতে অত্যুত্তম রসারসি করা যায় এবং চীনদেশের মোটা গ্রাসক্লতের তুল্য বস্ত্র তাহাতে করা যায় গত অল্প বৎসরের মধ্যে তাহার অনেক সেই দেশ হইতে জাহাজে রফ্তানী হইয়াছে এবং ঐ পাটের লম্বাই এবং সৌন্দর্য্য ও শক্তহওয়াতে আমার সন্দেহ নাই যে

তাহা জ্ঞাত হইলে তাহার মূল্য ক্রমে বাড়িবে এবং ঐ রসি উত্তমরূপে পাকান গেলে তাহার মূল্য অধিক হইবেক মা নিলাদেশেতে প্রস্তুত করা রসারসি বর্ষাকালেতে বড় শক্ত হয় ঐরূপ শক্তহওয়া কেবল পাকানের দোষেতে হয় সে স্থানকার পাকানের প্রকার এই প্রথমতঃ তিন খেই করি য়া পাকাইয়া তাহা তেখেইয়া করে অর্থাৎ নয় গুণ হয় আমার বিবেচনায় প্রথমতঃ তিন খেই না করিয়া নয় কি বার খেই করিয়া তাহা তেখেইয়া করিলে এতাবতা সাতা ইশ কি বত্রিশগুণ করিলে ঐ দোষ থাকিবে না আমি জাহা জের কর্ত্তা ছিলাম ও সেই জাহাজে এই দুইপ্রকার রসি ছিল আমার নিজ আজ্ঞাতে করা ৯। ১২ খেইযুক্ত রসি এ বং সর্ব্বতোভাবে গাঁজাগাছের রসির মত নরম হইল।

ঐ রসির উপর তার বিলক্ষণরূপে দেওয়া যায় এবং জাহাজের নীচ ভাগে থাকা রসির নিমিত্তে আমি তাহা ব্যব হার করিয়াছি।

বাঁশের চেঁচাড়ি মাঝেতে ধরা যায় এবং তাহার ফাটা তে সে আবাকা দেওয়া যায় আর সেই চেঁচাড়ি নীচে টানি লে-এককালে দুই দিগে চাঁচা হয়।

তোমারদের বাগানের নিমিত্তে আমি এই সময়েও অল্প বীজ পাঠাই এবং জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্তে তোমার যে উদ্যোগ আমার বাঞ্ছা যে সেই উদ্যোগ সফল হয়।

সুখসাগরের সন্নিহিত আমীরপুর ১৮২২ সাল দিসেম্বর। — শ্রীযুত হেনরি পিডিণ্টন সাহেবস্য।

১৬ প্রকরণ।

কৃষিসমাজের সেক্রেটারি শ্রীযুত ডাক্তর নাতানিএল ওয়ালিকসাহেব মহাশয়েষু।

মানিলা উপদ্বীপে যে অনেক লোকের বধ হইয়াছিল ঐ বধের সময়ে বাঁচিয়াছিলেন যে শ্রীযুত পিডিণ্টনসাহেব তাঁহার নিকটহইতে পাওয়া মানিলা হেম্পের প্রস্তুতকরার প্রকারবোধক এক পত্র কৃষিসমাজের সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত করিতে আপনাকে প্রার্থনা করি এবং ঐ হেম্প প্রস্তুতকরণের এক যন্ত্রও দি এবং অন্য এক যন্ত্রও দি কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ কিম্বা আমার অবোধ্য।

সুখসাগরের নিকটনিবাসি ঐ সাহেবের আরো এক পত্র আমি পাইয়াছি ঐ পত্রেতে মানিলা হেম্প প্রস্তুতকরণের অধিক বিবরণ লিখিত আছে এবং তাহার সহিত ঐ হেম্পের কিছু নমুনা ছিল কিন্তু সে পত্র ও সে হেম্প কোন স্থানে রাখিয়াছি তাহা এখন পাইলাম না।

অতএব আমার বাগানেতে উৎপন্ন নীচের লিখিত দ্রব্যেতে প্রস্তুত করা হেম্পের নমুনা আমি উপস্থিত করি।

১ প্রথম মুসা সাপিএন্তম অর্থাৎ সামান্য কলা।

২ দ্বিতীয় মুসা অর্ণাতা।

৩ তৃতীয় য়ুকা সুপর্ব্বা।

৪ চতুর্থ মুসা তেক্সতিলিস।

ঐ পাট অদ্য সূর্য্যোদয়ের সময়েতে একটা গাছহইতে কাটিয়া প্রস্তুতকরা গেল আমি বেলা নিশ্চয় কহিতে পারি না কিন্তু দশ ঘণ্টার সময়ে আমার গৃহে আনা গেল এবং

রৌদ্রেতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহার ফোড়াই করা যায় নাই ইহার মধ্যে কতকটা চাবুকের রসির ন্যায় সরু রসীতে নির্ম্মাণ করা গেল এবং তাহার কিছু ইংগ্লণ্ডদেশে পাঠান গিয়াছে আমার ঘরের মেরামতহওয়াপ্রযুক্ত দ্রব্য সকল গোলমাল হইয়াছে অতএব তাহার অবশিষ্ট আমি এখন পাইতে পারিলাম না অতএব কৃষিসমাজের সাহেবেরদের ইহার পরে বৈঠকহওনের সময়ে উপস্থিত করিব।

এই বিষয় ক্ষেত্রের কৃষিকর্ম্ম এবং বাণিজ্যের বিষয়ে অধিক সম্পর্ক রাখে অতএব আমি এই বিবরণ কৃষিসমাজের সাহেবেরদের নিকটে জানাই আর উদ্যানে থাকা দেশি পুরাতন কলাগাছেতে নির্ম্মিত হেম্পেতে ঘরের আবশ্যক সকল কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারিবেক অতএব তাহাতে যত খরচ হয় ঐ খরচ অন্য কোন বিষয়েতে লাগিবেক।

শ্রীযুত উলিয়ম লেষ্টর সাহেবস্য।

১৮২৩ সাল ১২ মার্চ্চ।

১৭ প্রকরণ।

সেক্রেটারি সাহেবের করা পিনাঙ্গ উপদ্বীপের প্রজারদের বাহুল্যাবাহুল্যের বিষয়ের এবং ঐ দেশে আফীন যে মূল্যেতে খুজরা বিক্রয় হয় তাহারও কতক বিবরণ।

১৮২৩ সাল ১২ মার্চ্চ

তারিখ পঠিত।

শ্রীযুত কৃষিসমাজীয় সাহেবসমূহ মহাশয়েষু।

নীচের লিখিতব্য বিবরণ কৃষিসমাজের সাহেবদিগের ম নোযোগার্হ হইবেক ইহা জ্ঞান করিয়া আমি তাহা এখন উপস্থিত করি। দৈনিক বিষয়ের বহী অর্থাৎ রোজনামাহ ইতে এই বিষয় তোলা গিয়াছে এবং সে কথা পরিপাটী করিয়া লিখিবার সময় না থাকাপ্রযুক্ত আমি ভরসা করি যে কৃষিসমাজের সাহেবেরা ঐ২ কথার সংক্ষেপ এবং অল্পব্যাপকত্বদোষ ক্ষমা করিবেন। ইহার পরে কোন সম য়ে ঐ২ বিষয় এবং সিঙ্গাপুর ও পিনাঙ্গ উপদ্বীপের সম্ব ন্ধীয় অন্য২ বিষয়ের বিশেষ লিখিত এমত পত্র উপস্থিত করিব যে তাহাতে কৃষিসমাজীয় সাহেবদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারিবে।

বক্তব্য যে আমি ঐ বিষয়ে যাহা২ জানি তাহার জ্ঞান উচ্চপদস্থ বিদ্বান্ এক সাহেবের স্থানে পাইয়াছি এবং পিনাঙ্গ উপদ্বীপের কৃষিকর্ম্ম এবং বৃক্ষাদিবিষয়ক জ্ঞানপা ওনের যত্নেতে ঐ উপদ্বীপের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ফিলিপ্স্ সাহেব আমার বড় উপকারক হইয়াছেন। আমি যে কিছু কাল সে খানে ছিলাম সে সময়ে তিনি নীচের লিখিত দুই পত্রের বিবরণ আমাকে জানাইলেন। এক পত্রেতে গত বৎসরের ৩০ জুনপর্য্যন্ত ঐ উপদ্বীপস্থ প্রজারদের বাহুল্যাবাহুল্য জা না যায় অন্য পত্রে আফীন যে মূল্যেতে খুজরা বিক্রয় হয় তাহার বিবরণ আছে। পূর্ব্বোক্ত পত্র এবং তাহার পূর্ব্ব বৎসরের অর্থাৎ ১৮২১ সালের বিবরণপত্র খতাইয়া বি লক্ষণরূপে বোধ হয় যে প্রজারদের বৃদ্ধি পূর্ব্বের কোন এক বৎসরাপেক্ষা অতিশয় হইয়াছে এবং ঐ দেশের কর্ত্তৃত্বকা রি সাহেবেরা ঐ উপদ্বীপের সম্মুখবর্ত্তি ক্বেদাদেশের প্রজা রদের এবং কৃষিকর্ম্মের বৃদ্ধির নিমিত্তে যে২ উদ্যোগ করি তেছেন তাহাতে নিশ্চয় জ্ঞান হয় যে ঐ উপদ্বীপ ও তা হার অধীন সকল স্থানের কর্ত্তৃত্ব ও বাণিজ্যের দ্বারা ইহার

পুর্ব্বে যেরূপ গৌরব ছিল তাহাহইতে অধিক গৌরব হই বেক।

১৮২২ সালের ৩০ জুনপর্য্যন্ত শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের আজ্ঞানুসারে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত কান্তর সাহেবের দ্বারা পিনাঙ্গ উপদ্বীপ ও তাহার অধীন অন্য২ স্থানের প্রজারদের ফর্দ্দ করা গিয়াছে তাহা নীচে লেখা যা যাইতেছে।

মালাই ও বগীয়।	১৯৭৬৭
আচিনীয়।	৪৫৪
বাতাক।	৮৬৭
চীনীয়।	৮৮৫৬
চুলীয় অর্থাৎ মালবার ও তৈলঙ্গ ইত্যাদি দেশহইতে আগত লোক।	৬৫৭
বঙ্গদেশীয়।	১৫৩৮
বর্ম্মা ও শ্যামদেশীয়।	৮৬২
আরবীয়।	১৫০
আরমানী।	১৯
পারসী।	১৩
দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান।	১০২৬
কাফর।	১১৮
গমনাগমনকারি লোক আন্দাজী।	২০০০
দেশীয় সৈন্য ও তাহার অনুগত ও তত্র প্রেরিত অপরাধি লোক।	৩০০০
ইউরোপীয় ও তাহারদের সন্তান। ...	৪০০
	৪৫১২৭

ঐ২ প্রজারা ঐ উপদ্বীপের নীচে লিখিত জিলাতে বাস করে।

জর্জতৌন।
জেলুতং।
তেলক আয়ের রাজা ..
গ্লুগার। ... ...
সঙ্গেঙ্গ ক্লুআঙ্গ। ...
পশ্চিম জিলা। ... ... } পিনাঙ্গ উপদ্বীপেতে থাকা ৩৬৮৮৫

কেবালা মুদা। ... ...
তেলক আয়ের তাবার
ঐপ্র ... .
জুরু ... ... } পৈন্তবেল্‌সলি ৭৯৫৪

পুলো জেরেজা।
পুলো ক্রা। } উপদ্বীপ। ২৮৮
পুলো রেমন।

৪৫১২৭

ক্লেদাদেশ এবং লার্কার্বিদেশহইতে এই উপদ্বীপ ও তাহার অধীন দেশেতে ১৮২২ সালের ৩০ জুনপর্য্যন্ত যেং লোক আসিয়াছে তাহার সংখ্যা নীচে লেখা যাইতেছে।

ক্লেদা মালাই।	৪১১৮
চীনীয়।	৬২
লার্কার্বি মালাই।	১৯৪৪
	৬১২৪

মন্তব্য। গত ৬ ছয় মাসের মধ্যে এতদ্দেশীয় দুই তিন হাজার প্রজা বাড়িয়াছে এবং অন্য দেশহইতে লোকেরদের আগমনদ্বারা আমি জ্ঞান করি যে আরো কতক কাল এইরূপ বৃদ্ধি হইবেক প্রজারদের এইরূপ বৃদ্ধি কেবল মালাইলোকেতে হইল গত দিসেম্বরমাসাবধি চূলীয় ও চীনীয় ইত্যাদি লোক কম হইয়াছে কিন্তু প্রতিবৎসরে কর্ম্মোপযুক্ত সময়ে এইং লোকেরদের হ্রাসবৃদ্ধি হয় এবং সেপ্ত

ম্বর ও অক্তোবরমাসে করমণ্ডলদেশহইতে এবং দিসেম্বর ও জানুআরি মাসে চীনদেশহইতে জাহাজের আগমন প্রযুক্ত ঐ২ দেশীয় প্রজার অধিক বাহুল্য হইবেক।

পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট
শ্রীযুত কাল্টর সাহেবস্য

এখন আমার বিবেচনার দ্বিতীয় বিষয় আরম্ভ করি অর্থাৎ ঐ উপদ্বীপে আফীনের ব্যয় ও খুজরা বিক্রয় এবং ঐ২ বিষয়ে কেবল বিশেষ অল্প কথা কহিব আমার বিবেচনায় শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের আফীনের বাণিজ্য উত্তম রূপে বিচারিত হইয়াছে এবং অত্যুপযুক্ত কেননা ঐ দ্রব্যের অতিশয় উচতিপ্রযুক্ত প্রজারদের বিনাশ হয় অতএব তাহা দুর্ম্মূল্যহওয়াতে লোকেরদের রক্ষা হয়। এই স্থানেতে আফীন কেবল সুখভোগের এক সাধন সুখভোগের যে২ সাধন আছে সে সকলহইতে আফীন দোষজনক ও নিরর্থক অতএব চিকিৎসার নিমিত্তে তাহাতে যে উপকার হয় তাহা না কহিয়া সুখভোগের বিষয়ের কিছু কথা কহি। চিকিৎসার নিমিত্তে তাহা অত্যল্প খরচ হয় কিন্তু খাইবার ও হুকাতে খাইবার নিমিত্তে তাহার অতিশয় খরচ হয়। পিনাঙ্গ উপদ্বীপে প্রতিবৎসর তদ্দেশবাসি মালাই ও চীনীয় লোকেরদের নিমিত্তে ২৮ সিন্দুক আফীন আমদানী হয় ঐ আফীনের বিকারেতে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার চান্দুনামক এক বস্তু উৎপন্ন হয় ঐ ২৮ সিন্দুকের সকল আফীনেতে যত চান্দু করা যায় তাহা আমি কহিতে পারি না কিন্তু এখন কহি যে কোম্পানি বাহাদুর প্রতিমাস তাহাহইতে ৩০০। ৪০০ ডালর রাজকর পান অর্থাৎ যাহারা এই বস্তুর খুজরা বিক্রয়করণের অনুমতিপত্র পায় তাহারদের স্থানে বৎসর২ ইং ৩৬ হাজার লাং ৪৮ হাজারপর্য্যন্ত ডালর পান। হুকাতে খাইবারনিমিত্তে প্রস্তুতকরা উপরের উক্ত চান্দুর এক হুন পাঁচ

পয়সাতে খুজরা বিক্রয় হয় তাহাতে সিন্দুকপ্রতি ৮০০০ আট সহস্র ডালর উৎপন্ন হয়। এবং ক্বেদাদেশে এক হুন আফীন ৬ পয়সাতে বিক্রয় হয় অর্থাৎ ৯৬০০ নয় হাজার ছয় শত ডালর এতাবতা প্রায় ২০০০০ বিশ হাজার সিক্কা টাকা আফীনের সিন্দুকপ্রতি পড়ে অতএব যে ২৮ সিন্দুক আফীন প্রতিবৎসর সেখানে আমদানী হয় তাহার মূল্য ৫৬০০০০ টাকা। ইজারা দেওয়াতে যত টাকা উৎপন্ন হয় যদি তাহা ইহার সহিত যোগ করা যায় তবে ৬৫৬০০০৲ টাকা হয় ফিসিন্দুকের মূল্য ৪০০০৲ টাকা ধরিয়া ২৮ সিন্দুকে ১১২০০০৲ টাকা হয় তাহা উপরের উক্ত ৬৫৬০০০৲ টাকার সহিত যোগ করিলে একুনে ৭৬৮০০০৲ টাকা অর্থাৎ ৩৮৪০০০৲ ডালর হয় এবং এত টাকা মত্ততা ও পাগলহওয়ার সুখের নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র উপদ্বীপস্থ এবং তাহার অধীন স্থাননিবাসি আফীনখাদক লোকেরা প্রতি বৎসর দেয় ঐ আফীনখাদকেরা এই জগতের ক্ষুদ্র এক অংশ।

ঐ আফীনের আসল মূল্য এবং তাহার খুজরা বিক্রয়ের মূল্যের যে অতিশয় ভেদ তাহা অত্যাশ্চর্য্য শ্রীযুত ক্রাফর্ড সাহেবের রচিত ইন্দিয়ন আর্কিপেলগোবিষয়ক বিবরণপুস্তকের তৃতীয় বালমের ৫১৮ পৃষ্ঠাতে জানা যায় যে আফীনের আসল মূল্য অর্থাৎ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের যত খরচেতে এক সিন্দুক আফীন প্রস্তুত হয় তাহার প্রত্যেক সিন্দুকেতে বঙ্গদেশে ১১২৲ টাকা করিয়া খরচ হয় উপরের লিখিত কথাতে জানা যায় যে আফীন খাদকেরা ঐ আসল মূল্যের অতিরিক্ত শতকরা ২৪০০০। ২৫০০০৲ টাকা দেয় এবং তাহারদের বড় ভাগ্য এত অধিক টাকা দিতে হয়।

উপরে লিখিত বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিবার কারণ আমি চীনের ওজনের কথা লিখি।

৭০ সারের নিমিত্তে চূণের ব্যবহার করার বিষয়।

১০ হুনেতে এক চু হয়।
১০ চুতে এক তেল হয়।
১৬ তেলেতে এক কাটী হয়।

সাড়ে সাত কাটীতে আফীনের এক বড়ি হয় এবং এক সিন্দুকেতে ৪০ বড়ি থাকে।

১৮২৩ সালের ১২ মার্চ্চ।
শ্রীযুত নতানাএল ওয়ালিক সাহেবস্য।

১৮ প্রকরণ।

সারের নিমিত্তে চূণের ব্যবহার করা এবং জেনেবাশহ্রবাসি দিকান্দোল সাহেবের দ্বারা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের কলিকাতা নিকটস্থ বোতানিক বাগানেতে প্রেরিত ভাঁটাময় নতন এক প্রকার কবিশাকবিষয়ক সেক্রেটারি সাহেবকর্ত্তৃক প্রেরিত এক পত্রের কথা।

১৮২৩ সালের ১০ সেপ্তম্বরে পঠিত।

শ্রীযুত কৃষিসমাজের প্রধান সাহেব মহাশয়েষু।

এই দেশেতে ক্ষেত্রের কৃষিকারক ও উদ্যানের কৃষিকারকের সমক্ষে বিবেচনীয় যে২ সকল বিষয় উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে ভূমির উর্ব্বরত্বের বৃদ্ধির উপায়হইতে অন্য কোন বিষয় প্রায় বড় নাই এই অতিবৃহৎ দেশনিবাসিরদের এই বিষয়ে অত্যল্প জ্ঞান ও তাহাকরণে নিরুদ্যোগ আছে অতএব ভূমির উর্ব্বরত্ব এবং প্রায় আর২ ভারি বিষয়

মনুষ্যের উদ্যোগ কি বুদ্ধিব্যতিরেকে স্বয়ং হয় অতএব মরু ভূমি কি মাঝারি ভূমির উর্ব্বরত্বকরণে এই সমাজের সাধনোপযুক্ত বিষয়ে এবং লোকেরদের হিতকারি পরীক্ষার দ্বারা বিবেচনাসিদ্ধ কার্য্যসমূহহইতে প্রায় মনে উদয় হইতে পারে না ইহা বিচার করিয়া আমার ভরসা হয় যে ভূমিতে সারদেওয়ার নিমিত্তে চূণ ভাল কি না এ বিষয়ে সিলটের বাকারি চূণের দ্বারা শ্রীযুত কোম্পানির বোতানিক বাগানেতে যে ফলজনক পরীক্ষা হইল তাহার অল্প বিবরণ সমাজের সাহেবেরদের নিকটে গ্রাহ্য হইবেক নানা কর্ম্মেতে ব্যস্তহওয়াপ্রযুক্ত কেবল তাহার স্থূল বিবরণ লিখি কিন্তু আমার আশা আছে যে ইহার পরে ঐ বিষয় পুনর্ব্বার লিখিতে আরম্ভ করিলে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিব।

এই বাগানের দ্বিতীয় বীজতলার বিস্তারকরা অনেক দিনাবধি অত্যাবশ্যক হইয়াছে অতএব তাহা করিবার নিমিত্তে তন্নিকটস্থ পুষ্করিণীর উত্তরদিক্‌স্থ কিছু ভূমির উর্ব্বরতা বড় বিচার না করিয়া ঐ বীজতলার অন্য ভূমির নৈকট্যপ্রযুক্ত তাহা আমি ঠাহরাইলাম কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ ভূমি বাগানের অন্যং ভূমিহইতে উর্ব্বরা এবং অন্যং ভূমির মত লোণা নয় আর ত্বরা না করিলে এই বর্ষাকালের আরম্ভের সময়ে ঐ ভূমিতে গাছ রুপিতে পারিতাম না।

উত্তমরূপে খোঁড়া এবং দেড় হাত নীচে দাঁড়া করা এক বিঘা বার কাঠা ভূমিতে চূণ মাপা ফেরার এক শত বার ফেরা পচাপাতইত্যাদি ছড়ান গিয়াছে। এবং তাহাতে কুড়ি মোন অর্থাৎ এক মোন পাঁচ সেরী ফেরার ষোল ফেরা সিলটের উত্তম প্রকার চূণ ছড়ান গিয়াছে এই কর্ম্ম এবং কোদালীতে ঐ দুই বস্তু উল্টাপুল্টাকরণের কর্ম্ম দুই দিনেতে করা গেল তাহার পর সেই ভূমির দাঁড়া যত নীচে করা গিয়াছিল তত নীচে লাঙ্গলেতে পুনঃ২ চসা গেল

এবং ভূমির এমত পাইট করা গেল যে ভূমি এবং পচা পাত ও চূণ বিলক্ষণরূপে মিশ্রিত হইল এই কর্ম্মকরণে আমি যত কাল স্থির করিয়াছিলাম তাহাহইতে অধিককাল লা গিল কিন্তু মার্চ্চ মাসের ১৫ তারিখে সে সকল প্রস্তুত হইল তাহার পর আকাশের শক্তিনিবারণার্থে এবং যেং দ্রব্য ভূমির সহিত মিশ্রিত হইল তাহা অতিশীঘ্র না পচে এ জন্যে ভূমির উপর রোল টানা গেল এবং উত্তমরূপে পিটান গেল তাহার পর অমনিই থাকিল।

২ জুন তারিখে আমরা ঐ প্রকার প্রস্তুতকরা ভূমির কে আরি করিতে এবং তাহাতে গাছ রুপিতে আরম্ভ করি লাম এবং তাহার পর গাছ যে প্রকার বাড়িয়াছে তাহা দেখিয়া মনে অত্যন্ত আহ্লাদ হইল আমি পূর্ব্বে যাহাং দেখিয়াছি তাহাহইতে ইহা অত্যাশ্চর্য্য হইল তাহার প্রমাণার্থে আমি এখন সমাজের সাহেবেরদের নিকটে উপ স্থিত করিবার নিমিত্তে মে মাসেতে বোনা বীজেতে উৎপন্ন এবং জুলাই মাসের আরম্ভে ঐ নূতন ভূমিতে রোপা দোপা টীর এক গাছ পাঠাই তাহা তিন ফুট উচ্চ এবং তাহার ডাঁ টা লম্বা নয় কিন্তু অত্যাশ্চর্য্য অর্থাৎ ভূমির নিকটে ডাঁটার বেড় ১২।। সাড়ে বার ইঞ্চ এবং প্রথম ডালের নীচের বেড় ১৪।। সাড়ে চৌদ্দ ইঞ্চ এই অতিশয় উর্ব্বরতার অন্য প্রমাণে ঐ দোপাটী গাছের ডাঁটাহইতে উৎপন্ন অতিবড় অনেক নামনা। এই গাছের অতিশয় বৃদ্ধিপ্রযুক্ত আমি বোধ করি যে তাহার সকল ফুল একহারা কেননা তাহাহইতে ছোট দোপাটী অন্যং অনেক গাছের ফুল দোহারা।

পূর্ব্বোক্ত কথাতে জানা যায় যে হিন্দুস্থানের এইং প্র দেশে সারের নিমিত্তে চূণ উত্তম এবং তাহার খরচের আ ধিক্য না হওয়াপ্রযুক্ত আমার মনস্থ এই যে শাকইত্যা দি উৎপন্ন করিবার ক্ষুদ্র বাগানের নিমিত্তে উপরে লিখিত

সারদেওয়ার প্রকার অন্যং সকল প্রকারহইতে ফলদ ঐ সারের খরচ এই। কুড়ি মোন চূণের দাম শতকরা ৭০ টাকা হইলে ১৪ টাকা হয়। এই বর্ষাকাল গত হইলে আমি বিশেষরূপে লোণা ও বালিয়া ভূমিতে পচাপাতইত্যাদি নানা দ্রব্যেতে মিশ্রিত করিয়া চূণ দেওয়াতে যে ফল হইতে পারিবে তাহা নিরূপণ করিতে মনস্থ করি।

এই পত্র শেষকরণের অল্প দিন পূর্ব্বে এই দেশেতে প্রেরিত নূতন এক প্রকার কবিশাকের কতকং ডাল আমি মহাশয়েরদের সমীপে উপস্থিত করি আমার বিবেচনায় এই কবি লণ্ডনশহরের হর্ত্তিকলতুরাল সোসৈএটির ত্রান্সাকস্যনের দ্বিতীয় বালমের ৩১৪ পৃষ্ঠাতে উত্তম এক পত্রের মধ্যেতে মর্গনসাহেবের বর্ণিত সহসুমস্তক কবি অথবা শূদ্‌মিলনানামক বিশেষ এক প্রকার।

তাহা যাহা হউক আমার বিবেচনায় এই কবির প্রাপ্তিতে আমারদের বড় ফল হইবেক তাহার ক্ষেতকরাতে যত আশ্বাস দেওয়া যাইতে পারে তাহা দেওয়া উপযুক্ত তাহার বীজ গত বৎসরের জুলাই মাসে জেনেবা নগরবাসি দিকান্দোলনামক সাহেবের দ্বারা আমার নিকটে প্রেরণ করা গেল এবং তৎক্ষণে বাগানেতে বোনা গেল এখন তাহার গাছ সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চ ও তাহার ডাঁটার বেড় ছয় ইঞ্চ।

ডাল রোপণেতে তাহার বৃদ্ধি অনায়াসে হয় এবং বৎসরের যে সময়েতে শাকইত্যাদি দুর্লভ ঐ সময়েতে তাহার নরম ডাল উত্তম ও সুস্বাদু ইহা আমি কহিতে পারি।

শ্রীযুত নাতানাএল ওয়ালিক সাহেবস্য।

১৯ প্রকরণ।

কাশ্মীর ও তাহার নিকটস্থ দেশের ফলজনক বৃক্ষের বিষয়ে শ্রীযুত মুরক্রফ্ট সাহেবের লিখিত।

১৮২৩ সালের ১৩ অক্টোবরেতে পঠিত।

কৃষিসমাজের সেক্রেটারি শ্রীযুত নাতানাএল ওয়ালিক সাহেব মহাশয়েষু।

আমি আপনার নিকটে লাদাখদেশের উৎপন্ন রুটিজনক শস্য এবং অন্যং গাছের বীজ পাঠাই তাহার বিশেষ কথা পূর্ব্বে আমি কোম্পানির বোতানিক বাগানের অধ্যক্ষ সাহেবস্বরূপ আপনকার নিকটে যেং পত্র পাঠাইয়াছি ঐং পত্রে পাইবেন।

এইং গাছ হিন্দুস্থানের মধ্যস্থিত ইংগ্লণ্ডীয় অধিকৃত প্রদেশহইতে অতিশীতল দেশে জাতহওয়াপ্রযুক্ত ঐ দেশে বোনা গেলে তাহার সকল গুণ থাকে কি না ইহাতে সন্দেহ কিন্তু ইহার মধ্যে নানাস্থানের গ্রীষ্মাগ্রীষ্মানুসারে অনেক গাছ বিশেষতঃ পীত লূসের্ণের ঐ প্রকার স্বভাবযুক্তহওয়ার শক্তি দেখা যায় ঐ লূসের্ণেতে অনেক জল দিলে গ্রীষ্ম বিলক্ষণরূপে সহে।

তোমার সমাজের স্থাপনকরা হিন্দুস্থানস্থ বৃটনীয় অধিকৃত দেশের অতিহিতকারি এক বিষয় জ্ঞান করা যায়

কেননা তাহাতে এদেশীয় লোকেরদের অবস্থা উত্তরোত্তর উত্তম হইবেক এবং ভূমির ফলোৎপাদকত্বের বৃদ্ধি এবং তদ্দ্বারা রাজকরের বৃদ্ধি অবশ্য হইতে পারিবেক।

বোধ করা যায় যে দেশের কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবেরদের এবং প্রজারদের মধ্যে থাকা বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মজ্ঞ ও ব্যয়রহিত কর্ম্মকারি জনের স্বরূপ এই সমাজ হইবে বিশেষতঃ কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবদিগকে নানাপ্রকার উত্তম পরামর্শ দেওয়াতে এবং কর্ম্মাদির ফল পরীক্ষাতে যেং হানি হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে প্রজাকে উত্তমরূপে করা পরীক্ষার জ্ঞাপনেতে সমাজের সাহেবেরা ঐ দুইয়ের উপকারক হইবেন।

উদ্যানের কৃষিকর্ম্মে সমাজের সাহেবেরদের অনুরাগহওনহেতুক আাম ফলজনক বৃক্ষপাওনের উপায় এবং সর্ব্বত্র দেওনের নিমিত্তে অল্প খরচেতে তাহা সঞ্চয় এবং উৎপন্নকরণের উপায়ও কিছুং লিখি।

সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি জ্ঞান করি যে কাশ্মীরদেশে যেং ফলোৎপাদক বৃক্ষ আছে তাহার নানাপ্রকার হওয়াহেতুক এবং ঐ দেশহইতে তাহা অনায়াসে পাওয়া যাওন এবং ঐ সকল বৃক্ষ অন্য দেশে অনায়াসে প্রেরণ হওনহেতুক এবং অতিগ্রীষ্মদেশেতে থাকনের অর্থে যে স্বভাবের আবশ্যক হয় তাহা জন্মাইবার নিমিত্তে সকল দেশহইতে কাশ্মীর উপযুক্ত স্থান।

প্রথম অর্থসাধনের নিমিত্তে কাশ্মীরদেশে যেং ফলের বৃক্ষ আছে তাহার কিছু বিবরণ লেখা কর্ত্তব্য।

কাশ্মীরদেশে যেং ফল নরম ও আটাযুক্ত তাহা এইং সেব ও পটঙ্গ ও বুমজন্তু ও শপ্তালু ও আপ্রিকত ও প্লম ও চেরী ও তুত।

কাশ্মীরদেশের শক্তকোষযুক্ত ফলের প্রভেদ দাড়িম্ব ও আখরোট ও বাদাম ঐ দেশের সকলপ্রকার ফল বিবেচনা করিয়া বুঝা যায় যে তদ্দেশীয় লোক বাগানের কর্ম্মেতে অধিক মনোযোগ করিয়াছে কিন্তু এ পত্রেতে অলিখিতব্য কারণপ্রযুক্ত সকলের উত্তম প্রকার ফলবৃক্ষ অন্যং দেশে প্রেরিত না হইলে কিম্বা ঐ দেশের যে অবস্থান্তর হওয়ার সম্ভাবনা নাহি তাহা নহিলে অল্প দিনের মধ্যে ঐং বৃক্ষ অপ্রাপ্য হইবেক।

সেব ফল দুই প্রকার অর্থাৎ একপ্রকার বাগানেতে রোপা যায় ও অন্য প্রকার জঙ্গলে জন্মে। বাগানে জাতের বিশেষ নাম কদুসরী ও সফরকন্দী ও আম্বুী ও কির্ম্মাণি ও খটুন ও মুঅম্বুীবন্য অর্থাৎ পৈবন্দ না করা সেব সফেদ ত্রেলা ও লাল ত্রেলা ও জম্বুজী। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মধ্যে কোনং জাতির অম্লরস অধিক ও কোনং জাতির মিষ্টরস অধিক আর কোনং প্রকারে এই দুই রসমিশ্রিত থাকে কিন্তু সামান্যতঃ যত সেবফল আমি দেখিয়াছি তাহা ফ্রান্স ও ইংগ্লণ্ডীয় সেবফলের মত উত্তম নহে।

ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকার ফলের আকারেতে নানারূপ এবং তাহারদের বর্ণ হরিৎ ও পীত ও লাল এবং এই তিন রঙ্গ নানাপ্রকার মিশ্রিত। বৃদ্ধিতে ও আকারেতে ও রঙ্গেতে আম্বুী নামক সেব ঐ জাতীয় ফলের মধ্যে অত্যুত্তম ও সুদৃশ্য এবং তাহার খোসা অতিপাতলা এবং অক্টোবর মাসে পাকা হইলেও আমি আপ্রিল মাসে তাহা উত্তমরূপে রক্ষিত দেখিয়াছি।

কাশ্মীরদেশজ সেবফল কাঁচাখাইবার নিমিত্তে ইউরোপ দেশের অত্যুত্তম সেবফলের মত নহে কিন্তু ভাজা কর্ম্মের নিমিত্তে প্রায় কদলিননামক ফলের তুল্য এবং রস নির্গত

করিয়া সৈদরনামক শরাব বানাইবার নিমিত্তে নানাপ্রকার ফল উত্তমরূপে দেখা যায়।

সৈদর বানাইবার জন্যে বিশেষ কোন প্রকার বলিবার প্রয়োজন হইলে আমার বিবেচনায় ত্রেলানামক সেব হিন্দুস্থানে যদি ভালরূপ থাকে তবে তাহা অত্যুপযুক্ত এবং তাহার রস রেডস্ত্রেকনামক ইংগ্লণ্ডীয় সেবের রসের তুল্য হইবেক এবং সফেদ ত্রেলার রস স্বর্ণ পিপীনের রসের ন্যায় হইবেক।

এই বৃক্ষবর্দ্ধনের বিষয়ে কহা উপযুক্ত যে টীকাদেওয়া ও পৈবন্দকরা এই দুই প্রকার ব্যবহার করা যায়।

এই দেশে পটঙ্গনামক উক্ত পেরের প্রভেদ লেখা যাইতেছে উদ্যানজ নাক ও গোশবুবু ও কোতরনল ও গোলবী ও কাগজী ও নাশপাতী। বন্য সিকটঙ্গ ও টঙ্গচ ও বেহুট চঙ্গও খরটঙ্গচ।

আমি পাকা কেবল এক প্রকার পেরফল দেখিয়াছি এবং তাহা গুণেতে শুক্ল বিউরের ন্যায় কিন্তু তাহার তুল্য উত্তম নহে।

লাদাখদেশে জার্গনেল ও ক্রেষাণনামক পটঙ্গ পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ দেশেতে পেরের গাছ না জন্মনপ্রযুক্ত বোধ করা যায় যে ঐ দুই প্রকার গাছ কাশ্মীরদেশহইতে আনীত।

ক্বিন্স অর্থাৎ বুমজন্তু তিন প্রকার তুর্স ও শরীণ ও বেদানা।

কাশ্মীরদেশের সকলপ্রকার সেবের বৃক্ষেতে যথেষ্ট ফল জন্মে এবং এই কথা ক্বিন্সেতেও বিশেষরূপে প্রমাণ হয় এবং তাহার রস ইউরোপীয় ক্বিন্সের রসাপেক্ষা অত্যুত্তম অতএব উপযুক্তরূপে তাহার কর্ম্ম করিলে তাহাতে

অত্যুত্তম মার্মালাদ করা যাইতে পারিবেক এবং এখন তা হাতে উত্তম মিঠাই করা যায়।

চুলুননামক পিচফল দুইপ্রকার একের বীজ তিক্ত ও অন্যের বীজ মিষ্ট কিন্তু সেই ফল উত্তম নহে।

ভোতান্তের আপ্রিগটের নাম চের ও ভোটচের কিন্তু তাহা অত্যুত্তম নহে।

বালতীনামক শুক্লবর্ণ আপ্রিকট ঐ প্রকার ফলের মধ্যে অত্যুত্তম তাহার ফল আয়ুনামক স্থানের খালুন অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রির বাগানেতে উত্তমরূপে পাকে কিন্তু অতিদূরস্থহওয়াপ্রযুক্ত তাহা অতিদুর্লভ ও তাহা পাওয়াতে অধিক খরচ লাগে।

কটাচনামক অতিবড় একপ্রকার আপ্রিকট ফল পাওয়া যায় কিন্তু তাহা বর্ষাকালে পাকে অতএব তাহাতে পোকার ডিমহওয়াতে সর্ব্বদা নষ্ট হয়।

প্লমফলের অধিক প্রকার নাই এবং এই সময়ে পাকা না হওয়াপ্রযুক্ত তাহার বিষয়ে নিশ্চয় কহিতে পারি না। হরিতবর্ণ সজ্জানামক এক প্রকার গ্রীনগেজনামক প্লমের মত কিন্তু তাহার মিষ্ট রস টকেতে উপযুক্তরূপে মিশ্রিত নয়।

লাহোরের কিল্লাতে জুমা মসজিদের বাগানে ক্ষুদ্র ফলজনক হিন্দুস্থানহইতে সকলের উত্তম প্লমগাছ আছে এই ফল বিশেষ একপ্রকার এবং চেরি নয় ও প্লম নয় কিন্তু ঐ দুইয়ের গুণ তাহাতে বর্ত্তে।

এই দেশে চেরির নাম গ্লাস কহে তাহা তিন প্রকার দুই প্রকার বিগারু ও মেদুকনামক চেরির তুল্যপ্রায় তৃতীয় নিঃসন্দেহে মোরেল চেরি তাহার ফল ইউরোপদেশে জাত ফল হইতে ক্ষুদ্র এবং বন্য চেরি ও আপ্রিকট নানাপ্রকার হয়।

দ্রাক্ষা নানাপ্রকার হয় অন্য দেশহইতে আনীত ও দেশজাত। প্রথম প্রকারের নাম মস্কা ও সাহেবী ও হুসেনী ও কি শমিশী ঐ শেষোক্ত প্রকার জহাঙ্গীর কাবোলনামক বাদশাহকর্ত্তৃক আনীত। যেং প্রকার বাগানেতে রোপা যায় তাহা পামতিল ও তাক্রি ও উপমাহি ও বড় কাওয়াড় ও নিকা কাওয়াড় ও কাচিবূর ও কানাহেপী ও হার্দচ ও কাচুহোসেনী। বন্য দ্রাক্ষা দেজা ও কাওয়া দচ ও আম্বরবারি প্রথমোক্ত চারিপ্রকার অত্যুত্তম কিন্তু কহা যায় যে কাবোলদেশেতে জাত ঐ প্রকার ফল তাহাহইতেও উত্তম।

উত্তরস্থ পর্ব্বতের দক্ষিণদিগ পূর্ব্বে দ্রাক্ষালতাতে পূর্ণ ছিল এবং হিন্দুর কর্ত্তৃত্বের সময়ে অনেক দ্রাক্ষারস করা গেল জহাঙ্গীর বাদশাহের অধিকারসময়পর্য্যন্ত এই কর্ম্ম করা গেল অথবা তাঁহার দ্বারা পুনর্ব্বার তদ্বিষয়ে উদ্যোগ হইল কখনং সেখানে কিছু ব্রাণ্ডী শরাব চোআন যায় এবং উপযুক্তরূপ কর্ম্ম করিলে তাহা কোনিয়াক ব্রাণ্ডীর তুল্য হইতে পারে।

তুত নানাপ্রকার বড় ফল ও ছোট ফল ও মিটা ও অম্ল ও গোল ও লম্বা ও স্তম্ভাকৃতি ও কাল ও শুক্ল ও সবীজ ও বীজরহিত।

মিঠা প্রকার বটা ও সেয়া ও সফেদ ও বটনী। অম্ল প্রকার শাহতুত ইউরোপ অথবা হিন্দুস্থানে জাত কোন তুত কাশ্মীরদেশীয় মিষ্ট প্রকার তুতের তুল্য নহে এবং তাহার রসেতে নানাপ্রকার শরাব করা যায় শাহতুত ইউরোপের তত হইতে উত্তম কেননা তাহাহইতে বড় ও অধিক রসযুক্ত এবং তাহার অম্লতা অত্যুত্তম এবং ঔষধের মত রস তাহাতে থাকে না এই ফল পাকা খাইলে অথবা তাহার শরাব কি সির্কা করিলে তাহা হিন্দুস্থানস্থ লোকের অত্যুপকারক হইবেক।

দাড়িম্বের নীচের লিখিত প্রকার দুহান ও জলালাবাদী ও কাটিদেহন ও হুদেহন ও জিগ্রী। ইহার মধ্যে কোনং জাতীয় রস অত্যুত্তম ও সে ফল অতিবড়।

বাদাম অত্যুত্তম নহে। আখরোট চারিপ্রকার অর্থাৎ কনকদনু এইপ্রকার বন্য ও কোন কর্ম্মার্হ নহে। এবং উআণ্টুও দুনু ও কাগজী। শেষোক্ত তিন প্রকার বাগানে রোপা যায় তাহার মধ্যে কাগজী অত্যুত্তম কিন্তু তাহার কোষ অতিপাতলাপ্রযুক্ত তাহার শস্য বুলবুলেতে খায়।

কাশ্মীরে মাসুলের ঘরের বিবরণপত্র দেখিয়া জানা যায় যে প্রতিবৎসর মনুষ্যেতে ভুক্ত সকল আখরোটভিন্ন তাহার তৈল ও খলিতে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা উৎপন্ন হয় আর বন্দুকের কাষ্ঠের কারণ আখরোটের কাষ্ঠ ব্রিটনীয় আখরোটের কাষ্ঠতুল্য।

কাশ্মীরদেশে যেং ফলের বৃক্ষ বাহুল্যরূপে পাওয়া যায় তাহার প্রচুর কথা কহা গিয়াছে সেই কথা সম্পূর্ণরূপে লেখা যায় নাই বটে কিন্তু যাহা লেখা গিয়াছে তাহাতে সমাজের সাহেবেরা ঐং বৃক্ষপাওনের উপায় বিবেচনা করিতে পারিবেন কিন্তু তাঁহারা জ্ঞান করিবেন যে কাশ্মীরদেশ ও ব্রিটনের অধীন হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তি এক স্থানের উদ্যানের কারণ আবশ্যক সেই গাছ রুপিবার নিমিত্তে ও যে পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের অতিরিক্ত গ্রীষ্ম সহিতে না পারে সেপর্য্যন্ত সেখানে থাকিবেক এবং ইহার সাধনার্থে এক উত্তম স্থান প্রস্তুত আছে অর্থাৎ শাহলামরসংজ্ঞক পিঞ্জৌরনামক যে বাগান অলিমর্দ্দন খানের পুত্র ফিদাই খান করিয়াছেন ঐ দুই জন পূর্ব্বে কাশ্মীরদেশের অধ্যক্ষ ছিলেন।

প্রশস্ত এক মাঠের চতুর্দ্দিগে অত্যুত্তম অভগ্ন এক প্রাচীর আছে আমি সেই ভূমি জরিপ করি নাই বটে কিন্তু আন্দাজে বুঝি যে তাহা দুই শত বিঘার কম হইবে না এবং দেশের

পরিমাণজ্ঞ এক জন আমাকে কহিয়াছে যে ঐ ভূমি তাহার দ্বিগুণ হইবেক আমার উক্ত কেবল এই ভূমি বড় প্রশস্ত এবং প্রস্তরের দেওয়ালেতে ভিন্নীকৃত ও দক্ষিণদিগে ক্রমেতে নিম্ন পাঁচ বন্দ ভূমি এই বাগানের মধ্য দিয়া এক নদী বহিয়া যায় তাহার দুই ধারের পোস্তা প্রস্তরনির্ম্মিত এবং তাহার জল নির্ম্মল সুস্বাদু ও শীতল এবং ঐ নদীর দুই পার্শ্বে নর্দ্দমাকরণেতে ঐ বাগানের পাঁচ খণ্ডে অনায়াসে জল দেওয়া যাইতে পারে।

এই সময়ে এই বাগানেতে কেবল বড় এক নেবুগাছ ও কতক লম্বার্দি পপ্লর গাছ ও কতক গোলাবের গাছ ও পোস্ত ও লার্কস্পরের পাঁচ ছয় কেয়ারি এবং সাত আট ঘুড়ী বাস্‌া উৎপন্ন করিবার নিমিত্তে রাখা আছে তাহাতে দুই ক্ষুদ্র কিন্তু উত্তম ঘর এবং চাকরপ্রভৃতির থাকিবার ঘর তাহার দরওজার নিকটে আছে এবং সেই সকল স্থানের প্রাচীরইত্যাদি ভগ্ন নয় এই বাগান এবং তাহার নিকটবর্ত্তিদেশে পটিআলরাজের অধিকার কিন্তু তিনি কখন সেখানে থাকেন না প্রতিবৎসর তাঁহার বৈদ্যের কর্ম্মের নিমিত্তে কএক সের গোলাবফুল তাহাতে উৎপন্ন হয়।

আমি বিবেচনা করিয়া লিখি যে আমার বোধানুসারে পটিআলের রাজা অতিসন্তোষপূর্ব্বক এই বাগান হিন্দুস্থানের সরকার চাহিলে তাঁহার স্থানে বিক্রী করিবেন কেননা পূর্ব্বোক্ত লাভব্যতিরেকে তাহাতে অন্য কোন লাভ নাই এবং গাজীপুরহইতে এক তোলা আতর পাইলে তাহা অধিক বোধ হয় কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহার নিকটবর্ত্তি গ্রামের উপযুক্ত খাজানা দিয়া পাট্টা করিয়া লওয়া উপযুক্ত কেননা তন্নিবাসি লোকেরা উদ্যানের কর্ম্মে রত এবং ঐ বাগানের মজুরী কর্ম্ম করিবে এবং কাশ্মীরদেশে যে ফলের বৃক্ষ পাওয়া যায় সেই সকল ঐ স্থানহইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া যাইবেক।

ঐ প্রস্তরের পোস্তাবিশিষ্ট নদী প্রায় মজিয়া গিয়াছে

কিন্তু জঙ্গলের মধ্য দিয়া জলের স্রোত বহিবার এক পথ আছে এবং অত্যল্প খরচেতে ঐ নদী এমত সুন্দর করা যাইতে পারিবেক যে ঐ বাগানের সকল কর্ম্মের উপযুক্ত হইতে পারিবেক এবং তাহাতে লক্ষং বৃক্ষ শীঘ্র অন্যত্র পাঠাইবার কারণ প্রস্তুত হইতে পারিবেক ঐ বাগানের আবশ্যক সকল কর্ম্মসাধনের নিমিত্তে এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষ ও দুই জন সারজন আর এক জন বাঙ্গালী সরদার মালী ও কথনং কতকং মজুরের আবশ্যক হইবেক আর কাশ্মীরদেশ হইতে বীজ ও কলমইত্যাদি লইয়া যাওয়াতে বড় খরচান্তরহইতে পারিবেক না।

পিঙ্গৌর কাশ্মীরহইতে ২৩ দিনের পথ সুবাতুহইতে দক্ষিণদিগে ৩ দিনের পথ এবং দিল্লীহইতে ৯ দিনের পথ।

আমি যত দেশ দেখিয়াছি সেই সকল দেশের অপেক্ষা ফলের বৃক্ষ পাইবার নিমিত্তে কাশ্মীরদেশ অত্যুত্তম এবং মধ্যবর্ত্তি পিঙ্গৌরনামক এক স্থান গাছ রাখিবার কারণ উত্তম পিঙ্গৌরের বিষয়ে বিচারান্তরের হেতু নাই কিন্তু কাশ্মীর দেশ ঐ কর্ম্মের উপযুক্ত হইলেও কাবলদেশেতে তাহাহইতে উত্তম কতক ফলের বৃক্ষ পাওয়া যাইতে পারে কাশ্মীরের ফলের বিবরণকরণের দ্বারা আমি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি এবং ইহার পরে কাশ্মীরের ফলহইতে কাবলের ফল উত্তম দেখা গেল আমি তদ্বিষয় সমাজীয় সাহেবদিগকে জানাইব।

এখন উদ্যানের কর্ম্মের সম্পর্কীয় জলের উপর বাগান করিবার কিছুং কথা লিখি বৃটনের অধিকৃত হিন্দুস্থান দেশে মনুষ্যের ভক্ষণীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিবার নিমিত্তে জলেতে ক্ষেত করা যায় না কিন্তু কাশ্মীরদেশে জলেতে যথেষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হয় ইহার প্রমাণার্থে আমি এক পত্র বৃটনীয় কৃষিসম্পর্কীয় সাহেবদিগের সমীপে পাঠাইয়াছি তাহার সংক্ষেপ কথা লিখি।

কাশ্মীরদেশস্থ জলা ভূমির কিনারায় নানাপ্রকার লম্বা ঘাসইত্যাদি ও অন্যং জলজ গাছ আছে এবং ঐ বড়ং বিলেতে অল্প জল ও চর অনেক স্থানে আছে গ্লাদিওলস নামক এক গাছের গুণ এই যে তাহার শিকড় চারিদিগে অতিশয় বাড়িলে জড় হইলে একটা জালের মত হয় এবং কাশ্মীরের উদ্যানকর্ত্তারা তাহাতে যথেষ্ট ফল পায়।

অতিশয় হিম গত হইলে মার্চ্চ মাসে যখন জল অল্প থাকে তখন সেই উদ্যানের মালী কাস্ত্যা ও কোদালিতে জলের নীচে দুই হস্ত পরিমিত ঐ ঘাসইত্যাদির শিকড় কাটে এবং তলহইতে তাহা পৃথক্‌ করিলে দুইটা বেড়ের মত রেখা করা যায় তাহার অভিপ্রায় এই যে তাহা এক ভাসমান কেয়ারি হয় আন্দাজ তাহা দুই ফুট নীচে ও ছয় ফুট চৌড়া ও একশত ফুট লম্বা প্রথমে তাহা বড় তাগা ও অনায়াসে ছেঁড়া যায় এবং তাহা রুদ্ধ না করিলে বাতাসেতে কি জলের স্রোতেতে অনেক দূর বহিয়া যায়। উদ্যানের মালী আপন প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্তে তাহা ইদু পার্শ্বেতে কোদালীতে ঠেলিয়া একত্র করে এবং ছয় ফুট আন্দাজ চৌড়া হইলে তাহার উপরে যেং ঘাসইত্যাদি পড়িয়া থাকে তাহা কাটিয়া তাহার উপরে ছড়াইয়া দেয় এবং অন্যং ঘাস নলইত্যাদি তাহার উপর রাখিলে অনেক লোক হাঁটুতে ঠেলিয়া তাহা শক্ত করে এই সকল কর্ম্ম হইলে এবং ঐ ঘাসইত্যাদি কিছু শক্ত হইলে পর সেই বিলের তলাহইতে মৃত্তিকা আকর্ষণ করিয়া রাখা যায় এবং ঐ ভাসমান বাগান করিবার স্থান যদি মালির ঘরহইতে দূর হয় তবে আপনার নৌকার সহিত তাহা বাঁধে এবং সেই বিলের নিকটবর্ত্তি আপন ঘরের নিকটে তাহা টানিয়া লইয়া যাওয়া যায় এবং দুইটা মজবুত খুটি তাহার দুইদিগে পুতিলে তাহা স্থির থাকে।

তাহার পর ঐ মালী বিলের তলে যেং ঝাঁজিইত্যাদি

থাকে তাহা আপনার নৌকায় থাকিয়া একটা বেঁকা লগী দিয়া জড় করিয়া উঠাইয়া নৌকাতে রাখে এবং নৌকা পূর্ণ হইলে ঐ সকল ঝাঁজিইত্যাদি নীচে দুই ফুট চৌড়া উপরে এক ফুট একটা পাগড়ির আকারের মত করিয়া সেই সকল জড় করে এবং তাহার পার্শ্বে নীচ ভাগে আন্দাজী দশ বুরুল পুরু। ও উপর ভাগ ৮ বুরুল পুরু তাহার মধ্যস্থ শূন্য ভাগ চারী বুরুল নীচে ও ৮ বুরুল ওসার ঐ শূন্য ভাগ বিলের নীচহইতে আকৃষ্ট মৃত্তিকাতে পূর্ণ করা যায় এবং তাহার উপরি ভাগ নীচ ভাগহইতে কমহওয়া প্রযুক্ত তাহার আকারান্তর হয় না।

এই পাগড়ীর আকার ভাসমান বাগানে সশা ও খরবুজ ও তরবুজইত্যাদি জন্মাইবার কারণ হয়। ভূমি হিমশূন্য হইলে ঐ গাছের বীজ বুনিয় দর্ম্মাতে ঢাকা যায় এবং তাহার দুই পত্র নির্গত হইলে এক২ পাগড়ীতে তিনটা গাছ রোপে ঐ বাগানের মধ্যে পাগড়ীর মতাকৃতি তিন শ্রেণী রাখা যায় তাহাতে ঐ পাগড়ীর চারি দিগে যে২ গাছ থাকে তাহা লম্বা ও চৌড়াইতে ছয় ফুট স্থান ব্যাপিয়া থাকে পার্শ্বস্থ দুই শ্রেণীতে সশা ও মাঝের শ্রেণীতে খরবুজ রোপা যায়।

জুন মাসের আরম্ভে সশার ফল কিছু ক্ষুদ্র হইলে তুলিবার উপযুক্ত এবং পয়সায় তিনটা করিয়া বিক্রয় হয় গ্রীষ্ম বাড়িলে ফল অতিরিক্ত এবং শস্তা হয় শেষে দশ অথবা ২০ টা পয়সায় পাওয়া যাইতে পারে।

সশা ইং ৫ লাং ৭ ইঞ্চ লম্বা ইং দেড় লাং দুই ইঞ্চ চৌড়া যে প্রকার সশা এই রূপে বোনা যায় তাহার গাত্র চিক্কণ এবং তাহাতে কাঁটাপ্রভৃতি থাকে না এবং ইউরোপদেশে যে রঙ্গেতে তাহা পসন্দ করে ঐ রঙ্গ তাহাতে নাই।

উক্ত আছে যে সামান্যতঃ প্রত্যেক গাছে ত্রিশ ফল উৎ

পন্ন হয় অর্থাৎ প্রত্যেক পাগড়িতে ৯০ কি ১০০ একশত ফল এবং প্রত্যেকের ওজন ইং। এক পোআ লাং ১/ এক সের।

তাহার সময় তিন মাস সাড়ে তিন মাস প্রত্যেক ফলের স্ত্রীফুল পূর্ণ হওয়াবধি তুলিবার উপযুক্ত সময় হওয়াপর্য্যন্ত ৭। ৮ দিন যায়। প্রথমতঃ কেবল মধ্যবর্ত্তি ডালেতে ফল হয় তাহার পর চতুর্দ্দিকস্থ সকল ডালে ফল ধরে ফলের আরম্ভের সময়ের পর তিন হপ্তার মধ্যে দুই তিন মুটা নূতন মাটি তল হইতে গাছের গোড়াতে দেয় এবং তাহার অন্য কার্য্যের আবশ্যকতা নাই।

এই প্রকারে উৎপন্ন সশার খোসা পাতলা শাঁস উপযুক্ত মত ও বীজ অল্প। জলের উপরে এই প্রকার উৎপন্ন সশা ভূমির উৎপন্ন ঐ প্রকার সশার মত তিক্ত নহে এবং তাহার শাঁস লঘুপাক এবং ঐ দেশীয় লোক ঐ২ ফল অতিশয় রূপে খাইলেও তাহাতে উদরের কিছু পীড়া হয় না।

দ্বিতীয় মাসে খরবুজের পাগড়ীর আকৃত দ্রব্যের উপর ঝাঁজির একটা ভুঁড়া করিয়া দেয় তাহাতে তাহা কিছু উচ্চ হয় প্রত্যেক খরবুজ ইং এক পয়সা লাং চারি পয়সাতে বিক্রয় করা যায় এবং এত ফল উৎপন্ন না হইলেও সশার তুল্য তাহার মূল্য হয় সামান্য যে খরবুজের গাছ করা যায় তাহার বীজ প্রতিবৎসর বালতি স্থান অর্থাৎ ভোটান্তদেশ হইতে আনান যায় তাহা তথাহইতে না আনিলে ফল ক্রমে মন্দ হইয়া যায় প্রথম বৎসরের উৎপন্ন খরবুজ ইং ৪ চারি সের লাং ৬ ছয়সের হয় কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে তাহার অর্দ্ধেক হয় না কহা যায় যে এই প্রকার উৎপন্ন খরবুজের গুণ উত্তম এবং অতিরিক্ত না খাইলে উদরের কোন পীড়া তাহাতে হয় না এবং যে লোক ঐ খরবুজছাড়া প্রায় অন্য কোন দ্রব্য না খায় তাহারদের কোন রোগ জন্মে না বরং মোটা হইবার লক্ষণ দেখা যায়।

সশার বিষয়ে কহা যায় যে প্রত্যেক পাগড়ীতে এক বৎসরে এক টাকার সশা উৎপন্ন হয়। অতএব ঐ বাগান প্রস্তুতকরার মজুরী ও সেই গাছের চৌকীদেওয়া ও ফল বাজারে লইয়া যাওয়া এই সকল খরচবাদে প্রায় আট আনা মুনাফা থাকে।

অতএব পাঁচ ছয় হাত জলের উপরে মনুষ্যের দেড় মোন ভক্ষ্য দ্রব্য পাওয়া যায় এবং তাহার মূল্য পাঁচ ছয় আনা হয় ইহাতে বুঝা যায় যে বড়২ নগরের নিকটবর্ত্তি যেং জলা এই প্রকার বাগানকরণের উপযুক্ত হয় তাহার উপরে এই প্রকার বাগানকরাতে লাভ হইতে পারিবেক।

বিবেচনার দ্বারা বুঝা যায় যে ঝাঁজিইত্যাদি গাছ ঐং জলেতে পাওয়া না গেলে তাহার পরিবর্ত্তনে বাঁশনির্ম্মিত বাজরা করিলে ও তাহার উপর শর কি খাকড়াইত্যাদি দিলে এবং তাহার উপরে দরমা ও মৃত্তিকা দিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়।

এই প্রকার ক্ষেত্রকরার ভেদ হিন্দুস্থানের নানা স্থানে ঐং প্রকার গাছ উৎপন্ন করিবার নিমিত্তে যেং ক্ষেত নদীর ধারস্থ বালীতে করা যায় তাহা অতিশয় হইলেও তাহার মূল কারণ এক অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম নলের দ্বারা জলের আকর্ষণ হয় তদ্দ্বারা ও রৌদ্রের তারেতে যে আকর্ষণ তদ্দ্বারাও নীচে থাকা মৃত্তিকার আদ্রকারি জল শিকড়েতে আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষ রক্ষিত হয়।

এই প্রকার ক্ষেত্রকরা অনেক স্থানেতে সুকর হয় এবং যেং স্থানেতে এখন জমীদারের কিছু লাভ নাই ঐং স্থানেতে মনুষ্যের ভক্ষণীয় দ্রব্য এবং বৈদ্যের কর্ম্মের ও শিল্প কর্ম্মের ও পশুপোষণের দ্রব্য উৎপন্ন করাতে তাহার যথেষ্ট ফল হইতে পারিবেক।

যে লুসের্ণ গাছের পীতবর্ণ ফুল হয় তাহার যেং গাছ

লামা যুরুনামক শুষ্ক পর্ব্বতের উপরে থাকে তাহার ও দ্রাসদেশের জলের নালার নিকটবর্ত্তি ঐ প্রকার গাছের অবস্থার ভেদ এমত দেখা যায় যে তাহা দেখিয়া মনুষ্য বিচার করিবে যে স্থানবিশেষেতে যে ভেদ হয় ঐ২ গাছের তাহার অতিরিক্ত ভেদ হইল।

পুষাতে আমার পত্রলেখাপ্রযুক্ত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা লুসের্ণের ক্ষেতেতে জল দিবার নিমিত্তে কূপ এবং অন্যাং যন্ত্র করণেতে যথেষ্ট খরচ করা গিয়াছে কিন্তু তাহা হইলেও শুষ্ক সময়ে যত জলের আবশ্যক তত পাওয়া যায় না ও তাহার পর বর্ষাকালে ঐ গাছ জলের নীচে থাকাপ্রযুক্ত মরিয়া যায়।

এখন আমি ঐ গাছের জলে থাকনের স্বভাবের বিষয়ে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার বোধ হয় যে বক্রগামি ও বার মাস যাহাতে মন্দং স্রোত বহে এমত নদীর ধারে এই প্রকার ভাসমান বাগান করা গেলে তাহাতে কূপ খননের খরচ এবং পশু ও মালির মেহনতানাব্যতিরেকে পশুর ভক্ষণীয় লুসের্ণনামক দ্রব্য অতিশয়রূপে উৎপন্নহইতে পারে।

এই বাক্যের শেষে লিখি যে কাশ্মীরদেশে ভাসমান যে উদ্যান আছে তাহার চতুর্দ্দিগে কখন শর ও খড়ইত্যাদিতে নির্ম্মিত একটা বেড় করা যায় এবং যে কপাট দিয়া নৌকাইত্যাদি যায় তাহা পাকান ঘাসের রসীতে এমত বদ্ধ করা যায় যে বিদেশীয় লোক তাহা সহজে দেখিতে পায় না।

অতিবড় ভাসমান উদ্যান কখন রাত্রিকালে চুরী করা যায় এবং কিছু দূরে লইয়া গেলে ও তদ্রূপ অন্যাং বাগানের মধ্যে রাখিলে যে দ্রব্য চুরী করা গিয়াছে তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর।

ইহার নিবারণার্থে এবং বসতিতে যেং চোরইত্যাদি দুষ্ট লোক দ্রব্যাদির হানি করিতে পারে তাহারো নিবার ণার্থে এক দুই জন আপন শরীর শরপ্রভৃতিতে গুপ্ত করিয়া নৌকাতে শয়ন করিয়া থাকে ইতি।

কাশ্মীরদেশ।

১৮২৩ সাল ৮ জুলাই।

শ্রীযুত উলিয়ম মুরক্রাফ্তস্য।

---

২০ প্রকরণ।

দ্রোজদেশে পশুপালনার্থে শুষ্ককরা প্রাঙ্গসনামক এক গাছের বিষয়ে শ্রীযুত মুরক্রাফ্ত সাহেবের লিখিত পত্র গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের হুকুমের দ্বারা সমাজের সাহেবদিগকে জ্ঞাপন করা যায়।

১৮২৩ সালের ১৯ নবেম্বরে পঠিত।

কৃষিসমাজীয় প্রধান শ্রীযুত লেম্বরসাহেব মহাশয়েষু।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমপ্রযুক্ত কৃষিসমাজের সাহেবদিগকে দিবার নিমিত্তে শ্রীযুত সেক্রেটারি লসিংটনসাহেবকে গত সেপ্তম্বরের ২৭ তারিখের প্রেরিত এক পত্রের নকল এবং তাহাতে উক্ত মুরক্রাফ্তসাহেবের এক পত্র আপনকার নিকটে পাঠাই।

শ্রীযুত ডাক্তর নাতায়নীল ওয়ালিক সাহেবস্য।

সামান্য সিরিশতাসম্বন্ধীয় সেক্রেটারি শ্রীযুত লসিণ্টন সাহেব মহাশয়েষু।

এই মাসের ২৫ তারিখের লিখিত এক পত্র পাইয়াছি এবং তাহার সহিত এক কাগজে মোড়া ঘোড়াখানার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপহইতে সরকারের প্রধান সেক্রেটারির নিকটে প্রেরিত ১৮২২ সালের ১৫ আগস্ত তারিখের লিখিত এক পত্র এবং শ্রীযুত লডলোসাহেবের নিকটহইতে ঐ ঘোড়াশালার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের সমীপে প্রেরিত গত ২ জুলাই তারিখের অন্য এক পত্র এবং দুই বাক্স পাইয়াছি জানিবেন।

২ দ্বিতীয়। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরলবাহাদুরের কৌন্সেলের হুকুমানুসারে আমি এক্ষণে ঐ দুই বাক্স খুলিয়া তাহাতে যে২ বস্তু ছিল তাহার বেওরা নীচে লিখিতেছি।

১ প্রথম। বড় বাক্সেতে প্রাঙ্গসের বীজেতে পূর্ণ বড় এক থৈলী ছিল।

২ দ্বিতীয়। ছোট বাক্সেতে তিন পুলিন্দাতে প্রাঙ্গসের তিন গাছ ছিল তাহার মধ্যে এক গাছ সামান্যরূপে সংগ্রহ করিবার সময়ের এক মাস পূর্ব্বে কাটা গিয়াছিল।

৩ তৃতীয়। এক বাক্সে আড়ে কাটা পুরাতন এক প্রাঙ্গসের মূলের উপরের ভাগ।

৪ চতুর্থ। গাছের অধোভাগযুক্ত ক্ষুদ্র তিন মূল এবং অধোভাগ রহিত চতুর্থ এক মূল।

৫ পঞ্চম। কাঁচা প্রাঙ্গসবীজের ক্ষুদ্র এক থৈলী।

৩ তৃতীয়। বীজপূর্ণ থৈলীভিন্ন এবং শেষের লিখিত বাহিরে থাকা ছাতাপড়া কতক২ বীজব্যতিরেকে আর২ সকল বীজ ও অন্যান্য বস্তু উত্তমাবস্থাতে পঁহুছিয়াছে এবং ঐ দেশহইতে কলিকাতা রাজধানী আসিবার তের মাসের পথে যে২ ভদ্রাভদ্র হইল তাহা বুঝিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হইল।

৪ চতুর্থ। এই প্রেরিত বীজইত্যাদি রক্ষা করিবার কারণ যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি কিন্তু আমার ভয় হয় যে ঐ বীজ এত পুরাণাহওয়াপ্রযুক্ত এবং বীজের অঙ্কুর করা শক্তিনাশক এই দেশের আকাশইত্যাদির দোষপ্রযুক্ত এই সময়ে প্রাপ্ত বীজহইতে গাছ উৎপন্নকরণের অপেক্ষা নিরর্থক হইবে।

৫ পঞ্চম। দুর্বোধ্য ছত্রাকার ফুলের গাছেতে না থাকা বীজ ও ককত শুষ্ক পত্র দেখিয়া আমি বিবেচনা করি যে প্রাঙ্গসনামক বৃক্ষ লাসরপিতিযম জাতির মধ্যগত বৃহৎ এক উপজাতি এবং মুরক্রাফ্‌টসাহেবের পত্রের দ্বারা নিঃসন্দেহে জানা যায় যে তাহা পশুপালনার্থে বড় উপকারক।

৬ ষষ্ঠ। ঐ গাছের উপকারকতাজ্ঞাপনকারি ঐ সাহেবের যত্ন সফল করিবার নিমিত্তে আমার পরামর্শে নীচের লিখিত মত ঐ বীজের বিলিকরা উপযুক্ত আর ঐ সাহেব আপনি উপস্থিত থাকিলে অবশ্য তাহাতে সম্মতি দিতেন।

৭ সপ্তম। আকাশের আর্দ্রতা থাকনসময়ে বাক্সতে বীজাদি বন্ধকরা উচিত নহে কিন্তু সময় কিঞ্চিদনার্দ্র হইলে অনেক প্রাঙ্গসবীজ ও তাহার শুষ্ক গাছপূর্ণ বড় দুই সিন্দুক প্রস্তুত করা আমার পরামর্শ এবং ইংগ্লণ্ডদেশে যে দুই জাহাজ প্রথম যাইবে ঐ দুই জাহাজে অবিলম্বে তাহা পাঠাইবার নিমিত্তে ঐ সিন্দুকে থাকা দ্রব্যের বিবরণ আপনকার নিকটে পাঠাইব এবং আপনকার পত্রের লিখিত হুকুমানুসারে কেপ গুড হোপের কর্তৃত্বকারি সাহেবদিগের কারণো এক সিন্দুক প্রস্তুত করিব।

৮ অষ্টম। এই সময়ে যে বীজ পাওয়া গিয়াছে সে বীজের বাহুল্যপ্রযুক্ত আমার পরামর্শ এই যে তিন চারি তোলা ছোটং মোড়ক নেপাল ও শাহারাণপুর ও কমাউন ও পূর্ব্বদিকস্থ উপদ্বীপ ও মারিসিয়স উপদ্বীপে পাঠান

যায় তাহা হইলে ভিন্নং প্রকার ভূমি এবং গ্রীষ্মাগ্রীষ্মপ্রযুক্ত এই গাছের বৃদ্ধি পাইবার যে উপকার হইতে পারিবেক তাহা করা যাইবেক ঐং বীজের যৎকিঞ্চিৎ অঙ্কর ছাড়নের শক্তি থাকিলেও তাহা ইংগ্লণ্ডদেশে জাহাজ যাইবার চারি পাঁচ মাসের মধ্যে হত হইবার সম্ভাবনাপ্রযুক্ত এই কর্ম্ম করিলে কিছুং গাছ জন্মিতে পারিবেক। যে দিন ঐ সিন্দুক পাওয়া গেল তাহার পর দিনে বাগানেতে বোনা বীজের অঙ্কুরহওয়াপ্রযুক্ত আমি তাহার সুখজনক বিবরণ লিখিতে পারিলে আমার অতিশয় সন্তোষ হইবেক।

৯ নবম। শ্রীযুত মুরক্রাফ্টসাহেবের লিপি সর্ব্বত্র জ্ঞাপনযোগ্য অতএব আমি কলিকাতা শহরের কৃষিসমাজের সাহেবেরদের সমীপে তাহা উপস্থিত করিতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের অনুমতি প্রার্থনা করি এবং ব্রিটনদেশীয় কৃষিসমাজের বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে লিখিত পত্রের নকল পাইতে প্রার্থনা করি।

১৮২৩ সাল ২৭ সেপ্তেম্বর।

শ্রীযুত ডাক্তর নাতানয়ল ওয়ালিক সাহেবস্য।

শ্রীযুত উলিয়ম বটরওয়র্ত বেলি সাহেব
মহাশয়েষু।

আমি ইম্বালদেশের চীনীয় কর্ত্তৃত্বকারিরদের নিকটে যে পত্র পাঠাইয়াছি তাহার জওয়াব পাওনের নিমিত্তে যত দিন আমার এখানে থাকিবার আবশ্যক হয় ঐ সময়েতে পরহিতার্থ কোন কর্ম্ম করিতে বাঞ্ছাপ্রযুক্ত আমি দ্রোজ দেশের উৎপন্ন যে এক গাছের বিবেচনাতে প্রায় অগ্রাহ্য বিবরণ শুনিয়াছি তাহার ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিবার নিমিত্তে ঐ দ্রোজ অর্থাৎ ইম্বালদেশে গেলাম।

২ দ্বিতীয়। এই গাছের নাম প্রাঙ্গস এবং তাহা শুষ্ক ক রিয়া রাখিলে শীতকালে মেষ ও ছাগল ও গরুইত্যা দির আহার হয় কিন্তু ঘোড়া তাহার বীজ খাইলে তাহার চক্ষুরোগ এবং কিছু কালপর্য্যন্ত অন্ধতা হয় এইরূপ জ নশ্রুতি আছে।

৩ তৃতীয়। ইস্নালে প্রায় এক মাস থাকনসময়ে ঐ গা ছের বিষয়ে নানাবিবরণ পাওয়াতে আমার সময় গেলে ও ঐবিষয়ে বৃটনদেশের কৃষি সমাজের বোর্ডের সেক্রে টারি সাহেবের নিকটে এক পত্র লিখিলাম এবং এখন প্রার্থনা করি যে ঐ পত্র শ্রীযুত কোর্ট ডৈরেক্তর সাহেবদি গের প্রধান সাহেবের পত্রের মধ্যে পাঠান যায়।

৪ চতুর্থ। আপনি ঐ পত্রের লিখিত কথা দেখিয়া যদি বিবেচনা করিতে চাহেন তবে তাহা অনায়াসে হইবার নি মিত্তে খাম না করা ঐ পত্র আপনকার নিকটে পাঠাই।

৫ পঞ্চম। পশুর আহারের নিমিত্তে প্রাঙ্গসের উষ্ণগুণ এ বং অত্যল্প কাল ঐ গাছ খাইলে তাহাতে পশু অতিশয় মো টা হয় এবং বৃটনদেশেতে যে যকৃৎস্থ ফলূকনামক পোকা অর্থাৎ ফাসিয়োলা হেপাটিকানামক কীটেতে অত্যার্দ্র সম য়ে অনেক হাজার মেষ মরে এবং তাহাতে জাত রোগে চিকিৎসার বিলম্ব করিলে অপ্রতিকার্য্য ঐ রোগজনক পো কা এই গাছ নষ্ট করে।

৬ ষষ্ঠ। গাছের শেষোক্ত গুণ যদি বৃটনদেশেতে প্রকা রান্তর না হয় এবং তাহার প্রকারান্তর হওয়ার কারণ না দেখা যায় তবে তাহা ঐ দেশে অত্যুপকারক হইবে।

৭ সপ্তম। কীটনাশকত্ব গুণ এবং তাহার অতিশয় পু ষ্টিকারকতা গুণ এবং তাহার বহুৎপাদকত্ব এবং অনা য়াসে উৎপাদ্যতা ও তাহার বহুকালস্থায়িত্ব এবং উত্তম দ্রব্যের অনুৎপাদক মরু ভূমিতে ভালরূপে থাকার বিবেচ

না করিয়া জানা যায় যে কৃষি কর্ম্মেতে উৎপন্ন দ্রব্যের ম ধ্যে ইহার তুল্য উপকারক দ্রব্য প্রায় নাই।

৮ অষ্টম। ঐ গাছ ভূমিতে বদ্ধমূল হইলে তাহার পর চাস দেওয়া কি নিড়ান কি অন্যান্য কর্ম্মের আবশ্যক নাই কেবল গাছ কাটন ও শুষ্ক করিয়া রাখণের আবশ্যক।

৯ নবম। তাহার বহুকালস্থায়িত্বের দুই প্রমাণ আমি জানি এক এই যে ৪০ বৎসর গত হইল পীতবর্ণ লুসের্ণের বীজের সহিত তাহার কতক বীজ পশ্চিম দেশে লইয়া গিয়াছে এবং কাশ্মীরের পূর্ব্ব প্রান্তে বোনা গিয়াছিল সে খানে ঐ বীজের অঙ্কুর হইল এবং ঐ গাছ এপর্য্যন্ত উত্তম রূপে আছে। দ্বিতীয় প্রমাণ কতক বীজ পূর্ব্বদেশে লইয়া যায় এবং মলবীর সন্নিহিত পর্ব্বতের উপরে বোনা যায় এবং ৪০ বৎসরপর্য্যন্ত ঐ গাছ বড় তেজস্বী থাকিল কিন্তু যে সময়েতে প্রায় বৃষ্টি কি বরফ হয় নাই এমত দীর্ঘ কালীন অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত ঐ সময়ে ঐ দেশজাত প্রাঙ্গসই ত্যাদি সকল গাছ মারা গেল।

১০ দশম। এই সকল বিবেচনা করিলে জানা যায় যে এই গাছের ক্ষেতকরাতে যে অনেক মরু ভূমিপ্রযুক্ত ব্রিট নীয়ের কৃষিকর্ম্মের অপমান হয় তাহাতে শীতকালে ভক্ষ ণীয় পশুপুষ্টিকর অনেক উত্তম দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারি বেক এবং যেং উচ্চ ভূমিতে অধিক কিছু মৃত্তিকা থাকে তাহার আধুনিক উৎপন্নহইতে তিনগুণ উৎপন্ন হইতে পারিবেক।

১১ একাদশ। যথাশক্তি আমি উপঢৌকনইত্যাদি দি বাতে ঐ গাছের অনেক বীজসংগ্রহ ও শুষ্ককরণ ও বাক্সে তে উত্তমরূপে রাখণ এবং কলিকাতায় পাঠান যেরূপে সহজ হইতে পারে তাহার উপায় করিয়াছি এবং গত্রিনামক বৈদ্যসাহেবকে সেই সকল কর্ম্ম ভালরূপে দে খিবার কারণ তাঁহাকে সেখানে রাখিয়াছি এক পীপা কা

ক্ষীরদেশ দিয়া এবং অন্য দুই পীপা বসিহাড় দিয়া আপনকার নিকটে পাঠান যাইবেক।

১২ দ্বাদশ। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে নিবেদন করি যে কেপ গুড হোপে অল্প দিনের মধ্যে বসতিকারি আমারদের দেশীয় লোক এবং ঐ দেশীয় সমুদয় লোকের উপকারক এই গাছ হইতে পারিবেক।

১৩ ত্রয়োদশ। এইপর্য্যন্ত প্রাঙ্গস গাছ স্বয়ং বর্দ্ধিত কিন্তু ঐ গাছের স্বভাব এবং যে দেশেতে ঐ গাছের ক্ষেত করা যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া উত্তমরূপে তাহার ক্ষেতকরার প্রকার স্থির করা যাইবেক কিন্তু ঐ গাছের জঙ্গলীরূপে থাকাবস্থা দেখনপ্রযুক্ত আমার এই পরামর্শ যে এক হাত অন্তর ও এক বুরুল নীচে ক্ষুদ্র গর্ত্তেতে বর্ষাকালের আরম্ভের অল্পকালপূর্ব্বে এক২ বীজ বোনা যায়।

১৪ চতুর্দ্দশ। তিন বৎসরপর্য্যন্ত ঐ গাছের উৎপন্ন অল্প হইবেক কিন্তু ঐ সময়ে তাহার মধ্যে অন্য কোন দ্রব্যের বীজ বোনা যাইতে পারিবেক কিন্তু এই গাছের ক্ষেতকরণের সহিত আর এক প্রকার বিষয়ে মনোযোগার্হ কথা নীচে লেখা যাইতেছে।

১৫ পঞ্চদশ। বিশেষ এক প্রকার ১০০ মেষ আমি কিনিয়াছি এবং তাহারদের প্রতিপালনের নিমিত্তে স্থির করিয়াছি। যত প্রকার মেষ জানা যায় তাহার মধ্যে এই মেষ অতিক্ষুদ্র কিন্তু তাহার লোমের এমত সূক্ষ্ম থেই যে মেরীণাজাতীয় মেষের লোমের তুল্য হইবেক এবং ঐ মেরীণা মেষহইতে এই২ মেষ দুঃখ সহিতে পারে এবং তাহাহইতে সুন্দর শরীর।

১৬ ষোড়শ। যে সময়ে প্রাঙ্গস গাছ কাটিবার উপযুক্ত হইবে তাহার মধ্যে এ মেষপালের কতক২ কেপে পাঠান যাইবার নিমিত্তে আপনকার নিকটে পাঠাইতে পারি

এবং ঐ লোম ও তজ্জাত বস্ত্রকরণের উপকরার্থে পৃথক রাখা যাইবার নিমিত্তে আমি ঐং মেষ কালা ও শাদা এই দুই প্রকার ভিন্নং করিয়াছি কিন্তু শুক্লবর্ণ মেষের শরীর মাত্র ঐ বর্ণ কিন্তু তাহারদের মস্তক ও প্রায় সর্ব্বদা তাহারদের পা কমলা নেবুর রঙ্গ অথবা কালা।

১৭ সপ্তদশ। ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে আমি যাহা স্থির করিয়াছি যদি তাহা সফল না হয় তবে আমি আরং মেষ কিনিবার নিমিত্তে অন্যং উদ্যোগ করিয়াছি এবং আমি যদি মরি ও আমার সকল কাগজপত্র কোন ইঙ্গরেজের হাতে যায় তবে তাহার বিবরণ ঐ কাগজপত্রেতে পাওয়া যাইবেক।

১৮ অষ্টাদশ। পূর্ব্বের লিখিত বিবেচনার কথানুসারে আমি নিবেদন করি যে ৮/। ১০/ দশ সের প্রাঙ্গসের বীজের অঙ্কুর করার শক্তিরাখণের উপায় করিয়া কোম্পানির বোতানিক বাগানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব কেপ গুড হোপের অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে পাঠান।

১৯ ঊনবিংশ। ঐ বীজের অঙ্কুর যদি উপযুক্তরূপে হয় তবে আমি রিবজিয়াস নামে কুফন দোজদেশের মহম্মদখাঁননামক চমলের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছি তদনুসারে অনেক প্রাঙ্গসের বীজ সুলভ হইবেক এবং ঐ বন্দোবস্তের বিবরণ আমি ইংগ্লণ্ডীয় কৃষিসমাজের বোর্ডের সেক্রেটারির নিকটে যে পত্র লিখিয়াছি সেই পত্রের মধ্যে পাওয়া যাইবেক।

২০ বিংশ। পীতবর্ণ লুসের্ণ ঐ দেশেতে স্বচ্ছন্দরূপে উৎপন্ন হয় ইউরোপদেশের উৎপন্ন লুসের্ণহইতে তাহা কিছু শক্ত এবং ঐ বীজ বুনিবার যে চাসের আবশ্যক তদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না ও ঐ গাছ অনেক বৎসরপর্য্যন্ত তেজাল থাকে।

২১ একবিংশ। আমি নিবেদন করি যে ঐ গাছ প্রাঙ্গস

গাছের সহিত বনেতে জন্মে অতএব এই দুই গাছ এক ক্ষেত্রে বোনা উপযুক্ত এই দুই গাছ একত্র হইলে তাহার যত উৎপন্ন তাহা উত্তম ভূমির উৎপন্ন হইতে অধিক এবং যে মরুভূমিতে অন্য২ গাছ প্রায় থাকে না এমত ভূমিতে তাহা জন্মে অতএব প্রাঙ্গস বীজের সহিত বুনিবার লুসের্ণের কতক বীজ প্রেরণকরা পরামৃশ্য।

২২ দ্বাবিংশ। আমি দুই ছালা লুসের্ণের বীজের টাকা পসকুমের হাকিমকে দিয়াছি কিন্তু প্রাঙ্গসবীজ যেমন পাকার সময়ে তোলা যায় তেমন লুসের্ণের বীজ পাকাবস্থায় তুলিবার ভরসা নাই এবং অধিক বীজের আবশ্যক হইলে আমি উপরের উক্ত হাকিমের নিকটহইতে তাহা লইতে বন্দোবস্ত করিয়াছি।

২৩ ত্রয়োবিংশ। ঐ দেশের যে জাতীয় যবের দানা পাকা হইলে অনায়াসে গাছহইতে পড়ে তাহার নাম সিরোকা অথবা নস এবং তাহার ভেদ সাতপ্রকার অর্থাৎ

ভোটান্ত নাম।	তাহার অর্থ।	বুননঅবধি কাটনপর্য্যন্ত।
১ প্রথম। নস টুগজর।	প্রত্যেক ডাঁটাতে ছয়২ বীজগুচ্ছ।	৪। ১৫ দিন।
২ দ্বিতীয়। নাকনস টুগজর।	কাল ছয়২ বীজগুচ্ছ।	৪ মাস।
৩ তৃতীয়। মেন্দোখ নস।	শুঁয়ারহিত যব।	৪ মাস।
৪ চতুর্থ। নাকনস।	কাল যব।	৪। ১৫ দিন।
৫ পঞ্চম। নস চেম।	দীর্ঘকালে পক্ক যব।	৫ মাস।
৫ ষষ্ঠ। নসগু কারমো।	সুজীর্ণ যব।	৪ মাস।
৭ সপ্তম। জোোক নস।	আশু যব।	৩।১০ দিন।

২৪ চতুর্ব্বিংশ। নসনা অর্থাৎ সামান্য যবের শক্ত হওয়াব্যতিরেকে অন্য গুণ নাই এবং উপরের উক্ত সকল প্রকার শীত গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তন বিলক্ষণরূপে সহে এবং অতিগ্রীষ্ম কি অল্প গ্রীষ্ম হইলে গাছ ভাল থাকে কিন্তু অতিগ্রীষ্ম অনেক দিন থাকিলে তাহার বিকার হয়।

২৫ পঞ্চবিংশ। তিবলদেশে এই যবের উৎপন্ন শস্য ইউরোপীয় যবের উৎপন্ন শস্যের অধিক অতএব বিবেচনা করা যায় যে আটার জন্যে এবং মালটের জন্যে ইউরো পীয় যবহইতে তাহা উত্তম হইতে পারিবেক অতএব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে প্রার্থনা করি যে উপ রের উক্ত প্রত্যেক প্রকার যবের কিছুং বীজ কেপে পা ঠান যায়।

২৬ ষড়বিংশ। প্রথম বৎসরে এই বীজের অল্প বো না পরামর্শ কেননা দিল্লীর অথবা মুলবীর সন্নিহিত উআস্কার রাজাখাঁনের নিকটে পত্র পাঠাইলে যে প্রকার যব কেপে বিলক্ষণরূপে হয় তাহার যত বীজের আবশ্যক তাহা পা ওয়া যাইবেক এবং গত দিবস তিনি বৃটনের নিমিত্তে যত যবের আবশ্যক হয় সে সকল দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

২৭ সপ্তবিংশ। কিন্তু ঐ দেশের ব্যবহারানুসারে ঐ পত্রের সহিত উপঢৌকনরূপ এক বন্দুক কি এক যোড়া পিস্তল ও তাহার সকল সরঞ্জামইত্যাদি পাঠান উপযুক্ত তাহা করিলে ইহার পর ঐ বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ হই বে এবং তাঁহার মত ঐ কর্ম্ম করিতে শক্ত ও ইচ্ছুক অন্য কোন লোককে আমি জানি না।

২৮ অষ্টবিংশ। হসুরা গোমের যেং ফসল ক্ষেতে আ ছে তাহা দেখিয়া এবং লোকের প্রমুখাৎ যে বিবরণ পা ইয়াছি তাহা শুনিয়া এবং ঐ প্রকার যে অল্প শস্য আমার হস্তগত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমি বোধ করি যে ঐ শস্যের ক্ষেত বৃটনদেশে ও কেপে করিলে অনেক লাভ হইতে পারিবেক বিশেষতঃ বৃটনদেশে এবং এই প্রকার গোম স্বাভাবিক উত্তম ভূমি অথবা সকলহইতে উত্তম সার যে মেষের নাদি তাহাতে উত্তম করা ভূমিব্যতিরেকে অন্য কোন ভূমিতে ভাল জন্মে না অতএব কেপে প্রজারা যে পর্য্যন্ত অতিরিক্ত সার জন্মাইতে না পারে সেপর্য্যন্ত সেখা নে তাহার ঐ প্রকার হওয়ার ভরসা নাই।

২৯ ঊনত্রিংশ। হসুরাদেশ এবং লাদাখদেশের যে২ স্থানে ঐ গোম বোনা গিয়াছে সেই২ স্থানহইতেও ঐ গোমের অনুসন্ধান করা গিয়াছে এবং আমার পরামর্শানুসারে এই বীজের কিছু কেপ গুডহোপে পাঠান উপযুক্ত।

৩০ ত্রিংশ। উপরের উক্ত বস্তুর মূল্য বিবেচনা করিয়া এবং ভোটান্ত ও কানাদা দেশের গ্রীষ্মাগ্রীষ্ম প্রায় তুল্য ইহা জানিয়া আমি নিবেদন করি যে ঐ২ প্রকার বীজের কিছু ঐ কানাদা দেশে পাঠান উপযুক্ত।

৩১ একত্রিংশ। আমি গত্রি সাহেবকে এই দেশে জাত রুইচিনীর কতক নানা প্রকারে প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলাম।

৩২ দ্বাত্রিংশ। এই রুইচিনীর পরীক্ষা করিয়া আমি চীনদেশহইতে লব্ধ রুইচিনীর তুল্য ভেদক তাহা জানি।

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ। কলিকাতায় যাইবার নিমিত্তে লাদাখ দেশের রুইচিনীতে প্রায় পূর্ণ এক ছালা ছিল কিন্তু ১৫ দিন গতে সুভরসানামক ঘাটে পারকরণ সময়ে ঘোড়ার পিঠ হইতে তাহা পড়িয়াছে এবং পাহাড়ের উপরহইতে থাকে২ পড়িতে২ ছালার মুখ খুলিয়া গেল তাহাতে রুইচিনী ও আমার সকল চা তজ্জি নদীর উপরে এমত বরফ পড়িয়াছিল যে তাহা এক সাঁকোর ন্যায় হইয়াছিল সেখানে ছড়িয়া পড়িল।

৩৪ চতুস্ত্রিংশ। কিন্তু আমি গত্রি সাহেবকে কহিয়াছি যে তিনি রুইচিনীর প্রস্তুত করণের উত্তম প্রকারে অর্থাৎ ঐ মূল লম্বাদিগে চিরণ তাহার পর খাদি২করণ ও তাহার ছাল উঠাইয়া ফেলনানন্তর ঐ সকল খাদি রৌদ্রেতে রাখণের দ্বারা অন্য কতক চিনী প্রস্তুত করেন কেননা এই প্রকারে প্রস্তুত করা রুইচিনী মূল উপড়ানের পর অল্প দিনের মধ্যে ঔষধার্থে ব্যবহারকরণ এবং বাক্সে বদ্ধ করিয়া রাখণের উপযুক্ত ইহা জানা গিয়াছে।

৩৫ পঞ্চত্রিংশ। রুইচিনীর গোঁদ বাহির করণেতে তাহার যে ঔষধের গুণবৃদ্ধি অথবা তাহা সুন্দররূপে রাখণ সহজে হয় ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না।

৩৬ ষট্‌ত্রিংশ। আমি যে রুইচিনীর পরীক্ষা করিয়াছি তাহার গুণের হানি অন্য দেশে পাঠানের দ্বারা যদি না হয় এবং তাহার টুকরা বড় হওয়াতে তাহার উত্তমতা বিবেচনা না করিয়া বরং তাহার ঔষধির ক্রিয়ার দ্বারা তাহার উত্তমতা বিবেচনা করা যায় তবে আমার বিবেচনায় শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর আপনারদের দেশের উৎপন্ন রুইচিনী অন্য কোন দেশহইতে আনীত রুইচিনীর কমমূল্যে বৃটন এবং ইউরোপের সকল দেশে যত অবশ্যক হয় তাহা দিতে পারেন।

৩৭ সপ্তত্রিংশ। কিন্তু চীনদেশহইতে যে রুইচিনী পাঠান যায় তাহার মত বড় টুকরার যদি আবশ্যক হয় তবে আমি বুঝি যে এই পত্রেতে যে অন্য পত্রের কথার অনুবাদ হইয়াছে ঐ পত্রের লিখিত প্রকারানুসারে কর্ম্ম করিলে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের পর্ব্বতীয় দেশের মধ্যে অল্প বৎসরেতে তাহাও হইতে পারিবেক।

মুলবী চেসের বাঁই পারস্থ উআস্কা নগর।

১৮২২ সাল ১৫ আগস্ত।

শ্রীযুত উলিয়ম মুরক্রাফ্‌ট সাহেবস্য।

২১ প্রকরণ।

রঙ্গপুরের নিকটস্থ কৃষ্ণগঞ্জের শ্রীযুত মাকডুয়াল সাহেব ২২ বৎসরপর্য্যন্ত যে দিন বৃষ্টি হইল কি না হইল তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন তাহা আমি আহ্লাদপূর্ব্বক কৃষিসমাজীয় সাহেবদিগের নিকটে পাঠাই ঐ বিবরণের যে প্রকার সূক্ষ্মহওয়া ও ঠিক হওয়ার বাঞ্ছা বিদ্বান লোকেরা করেন সেপ্রকার সূক্ষ্ম ও ঠিক হয় নাই বটে কিন্তু তাহা অনেক কালপর্য্যন্ত হইলে আমি বিবেচনা করিয়াছি যে তাহা সমাজের সাহেবদিগের নিকটে জানান উপযুক্ত।

রঙ্গামাটি।

১৮২৩ সাল ২২ দিসেম্বর।

শ্রীযুত দাউদ স্কট সাহেবস্য।

২২ বৎসর ব্যাপিয়া অর্থাৎ ১৮০০ অবধি ১৮২২ সাল পর্য্যন্ত যে দিন বৃষ্টি কি অনাবৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিবরণ।

সন।	জানুআরিমাস।	ফেব্রুআরিমাস।
১৮০০	১ দিনে অল্প বৃষ্টি প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে অতিশয় শীত ও পশ্চিমা বায়ু।	এ মাসের মধ্যে এক বার বৃষ্টি. মাসের শেষে পশ্চিমা বায়ু ও গ্রীষ্মের কিঞ্চিদ্বৃদ্ধি।
১৮০১	আকাশ মেঘাচ্ছন্ন প্রচণ্ড পশ্চিমা বায়ু ও প্রায় সমুদয় মাসে অতিশয় শীত।	গ্রীষ্মের বৃদ্ধি মাসের প্রথম ভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন শেষভাগে নির্ম্মল।
১৮০৩	২৩ তারিখে অল্প বৃষ্টি সমুদয় মাসে শীত।	গ্রীষ্মের বৃদ্ধি সমুদয় মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।
১৮০৪		১২ তারিখে ভারি বৃষ্টি মাসের মধ্যে ও শেষভাগ শীতল ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।
১৮০৫	অধিক উত্তরীয় বায়ু সমুদয় মাসে শীত ও আকাশ নির্ম্মল।	প্রাতঃকালে কুআসা মাসের মধ্য ও শেষ ভাগে আকাশ নির্ম্মল গ্রীষ্মের আধিক্য।
১৮০৭	মাসের প্রথমে আকাশ নির্ম্মল ও শীত ২০ তারিখে বৃষ্টি ও পূর্ব্বী	প্রাতঃকালে কুআসা সমুদয় মাস শীতল ও নানাদিগহইতে বায়ু

সন।	জানুআরিমাস।	ফেব্রুআরিমাস।
	য় বায়ু পর্ব্বত দৃষ্ট হয়।	বহে মাসের শেষভাগে আকাশ মেঘচ্ছন্ন।
১৮০৮	অল্প বৃষ্টি সমুদয় মাস কিছু শীতল ৩০ তারিখে অল্প ঝড়।	সমুদয় মাসে প্রাতঃকালে কুআসা সন্ধ্যাকাল ও প্রাতঃকাল শীতল ও উত্তরীয় বায়ু।
১৮০৯		২৮ তারিখে অল্প বৃষ্টি পশ্চিমা বায়ুর আধিক্য।
১৮১০	অতিশয় শীত উত্তরীয় বায়ু।	প্রথম সপ্তাহের পর গ্রীষ্মের বৃদ্ধি পশ্চিমা বায়ু
১৮১১	২০ তারিখে বৃষ্টি সমুদয় মাস শীত।	৮ তারিখে প্রকারান্তর ১৪ তারিখে অল্প বৃষ্টি শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।
১৮১২	শীতসূচক উত্তরীয় বায়ু কখন২ কুআসা মাসের শেষে প্রকারান্তর।	প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল শীতল গ্রীষ্মের বৃদ্ধি।
১৮১৩	মাসের প্রথম ভাগ নির্ম্মল শীতের সমতা নানাদিকস্থ বায়ু কখন২ কুআসা।	৬ তারিখে গ্রীষ্মের আরম্ভ আকাশ নির্ম্মল তদনন্তর মেঘাচ্ছন্ন মাসেরশেষে জানুআরি মাসেরমত অধিক শীত।
১৮১৪	এ মাসে অল্প বৃষ্টি	গ্রীষ্মের বৃদ্ধি ৬। ১৭।

সন।	জানুআরিমাস।	ফেব্রুআরিমাস।
	সময় নানাপ্রকারও শীতের আধিক্য।	১৮ তারিখে অল্প বৃষ্টি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।
১৮১৫	সমুদয় মাসে শীতের বৃদ্ধি শেষভাগে এক দুইবার বৃষ্টি।	৪। ৭। ৮ তারিখে বৃষ্টি শীতের সমতা সমুদয় মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।
১৮১৬	১১ তারিখে বৃষ্টি মাসের প্রথম ভাগে কিছু শীতের আধিক্য শেষভাগে পশ্চিমা বায়ু।	২৯ তারিখে ঝড় বৃষ্টি পশ্চিমা বায়ু।
১৮১৭	১৮ তারিখে অল্প বৃষ্টি সমুদয় মাসে কখনং কুআসা ও কখনং আকাশ মেঘাচ্ছন্নও শীতের সমতা।	এই মাসে অধিক বৃষ্টি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও শীতল।
১৮১৮	মাসের প্রথম ভাগে কুআসা ১৭। ৩০। ৩১ তারিখে বৃষ্টি মাসের শেষভাগে শীতের বৃদ্ধি।	২৫। ২৬। ২৭ তারিখে বৃষ্টি ২০ তারিখঅবধি গ্রীষ্মানুভব।
১৮১৯	এই মাসে অতিশয় শীত ২০ তারিখে প্রাতঃকালে তর্ম্মেতরযন্ত্র ৪৫ ক্রমপর্য্যন্ত উঠে।	১০ তারিখে গ্রীষ্মাধিক্য সমুদয় মাসে আকাশ নির্ম্মল।
১৮২০	মাসের প্রথম ভাগ	সমুদয় মাসে শীতের স

সন।	জানুআরিমাস।	ফেব্রুআরিমাস।
	নির্ম্মল ও শীতের সমতা শেষভাগে কুআসা ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৫৬ অবধি ৬৬ ক্রমপর্য্যন্ত উঠে।	মতা ১৫ তারিখে বৃষ্টি মাসের শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৬৩ অবধি ৭৮ ক্রমপর্য্যন্ত উঠে।
১৮২১	উত্তরীয় বায়ু অল্প কুআসা ৯ তারিখে অল্প বৃষ্টি তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৫৪ অবধি ৭০ ক্রমপর্য্যন্ত উঠে।	মাসের প্রথম ভাগে কুআসা ও শীতের আধিক্য শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৫৯ অবধি ৭২ ক্রম পর্য্যন্ত উঠে।
১৮২২	প্রথম ও ২২ তারিখ অল্প বৃষ্টি মাসের প্রথম ভাগে আকাশ নির্ম্মল শেষভাগে মেঘাচ্ছন্ন তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৫৮ অবধি ৬৮ক্রমপর্য্যন্ত উঠে।	কখনং বৃষ্টি কখনং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কখনং কুআসা তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৬১ অবধি ৭৩ ক্রমপর্যন্ত উঠে।

সন।	মার্চমাস।	আপ্রিলমাস।
১৮০০	এই মাসে বৃষ্টি হয় নাই বায়ু নানাদিগ হইতে বহে গ্রীষ্মের বৃদ্ধি।	এই মাসে পুনঃ২ ঝড় ও বৃষ্টি পশ্চিমা বায়ু।
১৮০১	১ তারিখে অল্প ঝড় মাসের শেষপর্য্যন্ত পশ্চিমা বায়ু ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।	মাসের প্রথম ভাগে তপ্ত বায়ু ২০ তারিখে অল্প ঝড়বৃষ্টি মাসের শেষ পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম ও কখনং বৃষ্টি।
১৮০৩	আকাশ নির্ম্মল ও ঈষৎ গ্রীষ্ম পশ্চিমা বায়ুর আধিক্য ৩০ তারিখেঝড়।	মাসের প্রথম ভাগ কিছু শীতল মাসে এ কবার ঝড় ও ভারি বৃষ্টি বায়ু নানাদিগহইতে বহে।
১৮০৪	বৃষ্টি নাই সমুদয় মাসে গ্রীষ্মের আতিশয্য।	মাসের প্রথম ও মধ্য ভাগে অতিশয় গ্রীষ্ম ৭২ তারিখে ঝড় মাসের শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও শীতল।
১৮০৫	উষ্ণ পশ্চিমা বায়ু প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে কিছু শীত।	৩ তারিখে ঝড় ও বৃষ্টি ১০ তারিখঅবধি মাসের শেষপর্য্যন্ত উষ্ণ বায়ু।
১৮০৭	মাসের প্রথমে অল্প বৃষ্টি শেষভাগে তপ্ত বায়ুর আরম্ভ।	তপ্ত বায়ুর আতিশয্য ২৪ তারিখে ঝড় ও ভারি বৃষ্টি ও মাসের শে

সন।	মার্চমাস।	আপ্রিলমাস।
		ষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কিছু শীতল।
১৮০৮	এই মাসে তিনবার ঝড়ও বৃষ্টি হয় মাসেরশেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।	এই বৎসরে বৃষ্টির আধিক্য প্রায় সর্ব্বদা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও গ্রীষ্ম।
১৮০৯	মাসের প্রথম ভাগে কুআসা ও কিছু শীতল শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অল্প বৃষ্টি।	আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও তিন দিন প্রাতঃকালে বড় ঝড় ২০ তারিখে অতিশয় বৃষ্টি।
১৮১০	তিনবার বড় ঝড় ও শিলাবৃষ্টি নানা দিগহইতে বায়ু বহে।	এই মাসে অধিক বৃষ্টি তিনবার ঝড় কখন২ কুআসা ১। ৭ তারিখে ভূমিকম্প।
১৮১১	এই মাসে বৃষ্টি হয় নাই পশ্চিমা বায়ু মাসের শেষপর্য্যন্ত অতিশয় গ্রীষ্ম।	তিনবার ঝড় কখন২ তপ্ত পশ্চিমা বায় এবং বৃষ্টি।
১৮১২	২ তারিখে বৃষ্টি পশ্চিমা বায়ু ২৬ তারিখে অল্প বৃষ্টি।	২ তারিখে ঝড় ৮ তারিখে তপ্ত বায়ু ৩০ তারিখে ঝড় ও বৃষ্টি।
১৮১৩	১। ১০ তারিখে ঝড় বৃষ্টি সমুদয় মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও গ্রীষ্ম বড় তপ্ত বায়ু।	দুইবার ঝড়বৃষ্টি কখন২ আকাশ নির্ম্মল ও অতিরিক্ত গ্রীষ্ম।

সন।	মার্চমাস।	আপ্রিলমাস।
১৮১৪	১ তারিখে অবধি তপ্ত বায়ু ও সমুদয় মাসে বড় গ্রীষ্ম।	মাসের প্রথম ভাগে অতিগ্রীষ্ম ১৪ তারিখে ভারি বৃষ্টি ও মাসের শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ২৫।২৬।২৭ তারিখে উষ্ণ বায়ু।
১৮১৫	প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে অল্প শীতানুভব ১৯ তারিখে অল্প বৃষ্টি।	পুনঃ বৃষ্টি ১৪ তারিখে নদীর জলবৃদ্ধি মাসের শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।
১৮১৬	২ তারিখে বৃষ্টি সমুদয় মাসে গ্রীষ্মের আধিক্য প্রচণ্ড তপ্ত বায়ু।	এই মাসে অধিক বৃষ্টি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অতিশয় গ্রীষ্ম।
১৮১৭	প্রায় সর্ব্বদা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কখন২ বৃষ্টি মাসের শেষ ভাগে তপ্ত বায়ু।	তপ্ত বায়ুর আধিক্য আকাশ নির্ম্মল মাসের শেষ ভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।
১৮১৮	সমুদয় মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এক দুইবার বড় ঝড়বৃষ্টি।	প্রায় সর্ব্বদা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও গ্রীষ্মের আধিক্য একবার ভারি বৃষ্টি তপ্ত বায়ু।
১৮১৯	১৯ তারিখে অল্প বৃষ্টি মাসের শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।	১৬ তারিখে ঝড়বৃষ্টি এই মাসে অধিক বৃষ্টি ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

সন।	মার্চমাস।	আপ্রিলমাস।
১৮২০	তপ্ত পশ্চিমা বায়ু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অধিক গ্রীষ্ম ১৮ তারিখে ভারি বৃষ্টি তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৬০ অবধি ৭১ ক্রমপর্য্যন্ত উঠে।	৪ তারিখে ঝড়বৃষ্টি এই মাসের ১৭ দিনের মধ্যে ৮ দিন ঝড়বৃষ্টি নদীর জলের অতিবৃদ্ধি ২৫ বর্ষার আরম্ভ। তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৭৬ অবধি ৯০ ক্রপর্য্যন্ত উঠে।
১৮২১	৪ তারিখ ঝড়বৃষ্টি মাসের প্রথম ভাগে কখনং বৃষ্টি শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৬৫ অবধি ৭৮ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।	এই মাসে তপ্ত বায়ুর আতিশয্য ৩০ তারিখে অল্প বৃষ্টি তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৭১ অবধি ৮৮ ক্রমপর্য্যন্ত উঠে।
১৮২২	মাসের প্রথম ভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও গ্রীষ্মের আতিশয্য শেষভাগে বড় ঝড়বৃষ্টি তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৬৯ অবধি ৮১ ক্রমপর্য্যন্ত উঠে।	১৪। ২৪ তারিখে ঝড় বৃষ্টি প্রায় সমুদয় মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অধিক গ্রীষ্ম তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৭৬ অবধি ৮৮ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।

সন।	মে মাস।	জুন মাস।
১৮০০	মাসের প্রথম ভাগে তপ্ত ও পশ্চিমা বায়ু শেষ ভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কিছু বৃষ্টি।	৭ তারিখে বর্ষার আরম্ভ কতক দিনপর্য্যন্ত বৃষ্টি ২০ তারিখে নদীর জল বৃদ্ধি মাসের শেষভাগে মেঘ ও বৃষ্টি।
১৮০৩	পূর্ব্বীয় বায়ু ৬ তারিখে ঝড় ও বড় বৃষ্টি ২০ তারিখপর্য্যন্ত আকাশ নির্ম্মল তার পর মাসের শেষ পর্য্যন্ত কখনং বৃষ্টি।	১ তারিখে বর্ষার আরম্ভ ৪ তারিখে নদীর জলের বৃদ্ধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই মাসের শেষপর্য্যন্ত অতিগ্রীষ্ম ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন নদীজলের হ্রাস।
১৮০৪	মাসের প্রথম ভাগে অধিক বৃষ্টি এ মাসে চারিবার ঝড় প্রায় সমুদয় মাসে মেঘ ২৮ তারিখে বর্ষার আরম্ভ ৩০ তারিখে নদীর বৃদ্ধি।	কখনং অল্প ও কখনং ভারি বৃষ্টি ২৬ তারিখঅবধি অতিশয় বৃষ্টি নদীর জল প্রত্যেক দণ্ডে বর্দ্ধমান।
১৮০৫	এই মাসে দুইবার ঝড় অধিক বৃষ্টি হয় নাই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও প্রায় সর্ব্বদা গ্রীষ্মের আতিশয্য।	২০ তারিখে বর্ষার আরম্ভ মাসের শেষভাগে অতিশয় বৃষ্টি নদীনালাতে বন্যা হয়।
১৮০৬		৪ তারিখে বর্ষার আরম্ভ এই মাসে অতিবৃষ্টি মা

সন।	মে মাস।	জুন মাস।
		সের পূর্ব্ব ভাগে সকল দেশে বন্যা এ মাসে প্রায় সর্ব্বদা বৃষ্টি।
১৮০৭	অতিশয় বৃষ্টি ও পুনঃ২ ঝড় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মাসের শেষভাগে কখনং রৌদ্র।	এই মাসের গ্রীষ্মে আতিশয্য হয় নাই সমুদয় মাসে কখনং বৃষ্টি ৩০ তারিখে বর্ষার আরম্ভ।
১৮০৮	মাসের শেষে বৃষ্টির আরম্ভ একবার ঝড় হয় কখনং তপ্ত বায়ু।	১১ তারিখে বর্ষার আরম্ভ সমুদয় মাসে কখনং বৃষ্টি দুইবার ভূমিকম্প।
১৮০৯	২৯ তারিখে বর্ষার আরম্ভ এই মাসে বৃষ্টির আতিশয্য আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অতিশয় গ্রীষ্ম।	১ তারিখঅবধি অতিশয় বৃষ্টি নদীর জলবৃদ্ধি একবার বড় ঝড়।
১৮১০	মাসের প্রথম ভাগে অতিগ্রীষ্ম মধ্যভাগে কখনং বৃষ্টি একবার ঝড় শেষভাগে গ্রীষ্মের আধিক্য।	২ তারিখে বর্ষার আরম্ভ এই মাসে বড় ঝড়বৃষ্টি দেশের সর্ব্বত্র বন্যা।
১৮১১	এ মাসে পুনঃ২ বৃষ্টি তিনবার ঝড় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অতিশয় গ্রীষ্ম।	২ তারিখে বর্ষার আরম্ভ বৃষ্টির কিছু অল্পতা নদীর বড় বৃদ্ধি হয় নাই দুইবার ঝড় মাসের শেষপর্য্যন্ত গ্রীষ্মের আধিক্য।

সন।	মে মাস।	জুন মাস।
১৮১২	এই মাসে অতিশয় গ্রীষ্ম দুইবার ঝড় ও পুনঃ২ বৃষ্টি ২০ তারিখে নদী বাড়িতে লাগিল।	৭ তারিখে বর্ষার আরম্ভ অল্প বৃষ্টি নদীর জলের বৃদ্ধি হয় নাই ১৯ তারিখে ভারি বৃষ্টি নদীর জলের অতিশয় বৃদ্ধি ৩০ তারিখে নদীর হ্রাস।
১৮১৩	মাসের প্রথমে অল্প বৃষ্টি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন শেষ ভাগে ভারি বৃষ্টি নদীর জল বৃদ্ধি।	৭ তারিখে বর্ষার আরম্ভ ও অতিশয় বৃষ্টি ১৫ তারিখে নদীর জলের অধিক বৃদ্ধি দেশে বন্যা হয় মাসের শেষপর্য্যন্ত কখনং বৃষ্টি।
১৮১৪	১ তারিখে বড় বৃষ্টি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও গ্রীষ্মাধিক্য ২০ তারিখে নদীর জলের বৃদ্ধি হইতে লাগিল ২৩ তারিখ জলের অতিশয় বৃদ্ধি মাসের শেষে অল্প হ্রাস।	২৪ তারিখে বর্ষার আরম্ভ বৃষ্টি অল্প ২৭। ২৮ তারিখে ভারি বৃষ্টি সমুদয় মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অধিক গ্রীষ্ম।
১৮১৫	১৪ তারিখে বড় বৃষ্টি মাসের শেষভাগে অতিবৃষ্টি ২১ তারিখে নদীর জল বর্দ্ধমান।	ঐই মাসে অতিশয় বৃষ্টি ও কখনং ঝড় নদীর জলের অতিশয় বৃদ্ধি।
১৮১৬	বৃষ্টির সমতা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অ	১১ তারিখে বর্ষার আরম্ভ বৃষ্টি অধিক নয় সমুদয়

সন।	মে মাস।	জুন মাস।
	তিশয় গ্রীষ্ম।	মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কখনং বৃষ্টি ১২ তারিখে নদীর জলের বৃদ্ধি।
১৮১৭	৪ তারিখে বড় বৃষ্টি পুনঃ২ বৃষ্টি কিন্তু ভারি নয় সমুদয় মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।	১৭ তারিখে বর্ষার আরম্ভ অধিক বৃষ্টি নয় মাসের শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কখনং বৃষ্টি ২৩ তারিখে নদীর জলবৃদ্ধি।
১৮১৮	গ্রীষ্মের আধিক্য দুইবার ভারি বৃষ্টি মাসের শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।	১৫ তারিখে বর্ষার আরম্ভ বৃষ্টি ভারি নয় মাসের সর্ব্বত্র কখনং বৃষ্টি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অতিশয় গ্রীষ্ম।
১৮১৯	সমুদয় মাসে কখনং বৃষ্টি ও কখনং ভারি বৃষ্টি ও অতি গ্রীষ্ম।	১ তারিখে বর্ষার আরম্ভ ৪ তারিখে নদীর জলের অতিশয় বৃদ্ধি এ মাসে বৃষ্টির আতিশয্য ২৯ তারিখে দেশের সর্ব্বত্র বন্যা তর্ম্মমেতঁরযন্ত্র ৮০ অবধি ৯২ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।
১৮২০	মাসের মধ্যে ১৩ দিন বৃষ্টি ১৭ তারিখে সর্ব্বত্র বন্যা তদবধি মাসের শেষ পর্য্যন্ত আকাশ নির্ম্মল তর্ম্মমেতর যন্ত্র	মাসের মধ্যে ২৮ দিন বৃষ্টি ১৭ তারিখে সর্ব্বত্র বন্যা তাহার পর ২৬ তারিখে বন্যা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অতিশয় গ্রীষ্ম তর্ম্মমেতর ৮০ অবধি

সন।	মে মাস।	জুন মাস।
	৮০ অবধি ৯০ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।	৯০ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।
১৮২১	প্রায় সর্ব্বদা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কখন২ ভারি বৃষ্টি। ৩ তিনবার ঝড় তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৮০ অবধি ৯০ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।	২০ তারিখে বর্ষার আরম্ভ অধিক বর্ষা নয় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অধিক গ্রীষ্ম নয় তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৮০ অবধি ৮৬ ক্রমাঙ্ক পর্য্যন্ত উঠে।
১৮২২	এ মাসে অতিবৃষ্টি ১৯ তারিখে নদীর জল বাড়িতে লাগিল মাসের শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কখন২ বৃষ্টি তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৭০ অবধি ৮৪ ক্রমাঙ্ক পর্য্যন্ত উঠে।	১০ তারিখে বর্ষার আরম্ভ ও বড় ঝড়বৃষ্টি ১৩ তারিখে নদীর জল উথলিল ৩০ তারিখে সর্ব্বত্র বন্যা তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৮০ অবধি ৯০ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।

সন।	জুলাই মাস।	আগস্ত মাস।
১৮০০	মাসের প্রথম ভাগে অতিশয় বৃষ্টি ১২ তারিখে নদীর জলের বৃদ্ধি মাসের শেষে নদীর জলের হ্রাস গ্রীষ্ম অতিশয় নয়।	মাসের প্রথম ভাগে আকাশ নির্ম্মল ও অতিরিক্ত গ্রীষ্ম ২০ অবধি ৩১ পর্য্যন্ত অতিশয় বৃষ্টি।
১৮০৩	সমুদয় মাসে পুনঃ২ বৃষ্টি নদীর জলের অধিক বৃদ্ধি নয়।	মাসের প্রথম ভাগে অতিশয় গ্রীষ্ম অল্প বৃষ্টি তাহার পর গ্রীষ্ম ও বৃষ্টি ২৫ তারিখে নদী বর্দ্ধমানা।
১৮০৪	১৬ তারিখপর্য্যন্ত অতিশয় বৃষ্টি দেশের সর্ব্বত্র বন্যা মাসের শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কখনঃ২ বৃষ্টি।	মাসের প্রথম ভাগে অতিশয় বৃষ্টি মধ্যভাগে অধিক গ্রীষ্ম ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন নদীর জলের হ্রাস কখনঃ২ বৃষ্টি ও অধিক গ্রীষ্ম।
১৮০৫	৫ তারিখপর্য্যন্ত অতিশয় বৃষ্টি তদবধি ২০ পর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং মাসের শেষপর্য্যন্ত কখনঃ২ ভারি বৃষ্টি।	মাসের প্রথম ভাগে পুনঃ২ বৃষ্টি মধ্য ও শেষ ভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্নও গ্রীষ্ম।
১৮০৬	মাসের প্রথম ভাগে অতিবৃষ্টি মধ্যভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও	মাসের প্রথম ভাগে অতিবৃষ্টি পরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন শেষভাগে অতি

সন।	জুলাই মাস।	আগস্ত মাস।
	গ্রীষ্ম মাসের শেষ ভাগে ভারি বৃষ্টি।	শয় বৃষ্টি ও একবার ভূমিকম্প।
১৮০৭	মাসের প্রথম ভাগে ভারি বৃষ্টি নদীর জলবৃদ্ধি এ বৎসর বৃষ্টির ন্যূনতা ও অতিরিক্ত গ্রীষ্ম।	অতিশয় গ্রীষ্ম ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বায়ু নানা দিগহইতে বহে নদীর জল তীরে উঠে নাই।
১৮০৮	মাসের প্রথম ও মধ্য ভাগে পুনঃ২ ভারি বৃষ্টি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অতিশয় গ্রীষ্ম।	প্রায় সমুদয় মাসে আকাশ নির্ম্মল ও গ্রীষ্মের সমতা ও শেষভাগে অল্প২ বৃষ্টি।
১৮০৯	দেশের সর্ব্বত্র বন্যা মাসের মধ্যভাগে অতিশয় গ্রীষ্ম শেষ পর্য্যন্ত কখন২ বৃষ্টি।	মাসের প্রথম ভাগে বড় গ্রীষ্ম কখন২ বৃষ্টি জলের হ্রাস।
১৮১০	সমুদয় মাসে বৃষ্টি কখন২ বৃষ্টি ভারি গ্রীষ্ম অতিশয়।	মাসের প্রথম ভাগে অধিক বৃষ্টি শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বড় গ্রীষ্ম।
১৮১১	সমুদয় মাসে অতিবৃষ্টি নদীর জল বৃদ্ধি মাসের মধ্যভাগে বড় গ্রীষ্ম শেষে অধিক বৃষ্টি।	মাসের প্রথম ও শেষভাগে বৃষ্টি মধ্যভাগে অতিরিক্ত গ্রীষ্ম ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।
১৮১২	এই মাসে প্রায় জল	কখন২ ভারি বৃষ্টি নদীর

সন।	জুলাই মাস।	আগস্ত মাস।
	হয় নাই কখনং অল্প বৃষ্টি ও অতি গ্রীষ্ম।	জলের অতিহ্রাস আকাশ নির্ম্মল ও অতিরিক্ত গ্রীষ্ম।
১৮১৩	আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও গ্রীষ্মাধিক্য নদীর জল হ্রাস মাসের শেষে বৃষ্টি।	এই মাসে অতিশয় বৃষ্টি ২০ তারিখে দেশে বন্যা।
১৮১৪	এই মাসে অত্যল্প বৃষ্টি নদীর জল হ্রাস প্রায় সর্ব্বদা আকাশ নির্ম্মল।	এই মাসে পুনঃ২ বৃষ্টি ১২ তারিখে নদীর জলের অতিশয় বৃদ্ধি মাসের শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও গ্রীষ্মাতিশয্য।
১৮১৫	কখনং ভারি বৃষ্টি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অতিশয় গ্রীষ্ম।	এই মাসে অতিবৃষ্টি গ্রীষ্মের আধিক্য।
১৮১৬	এই মাসে গ্রীষ্মের আতিশয্য নহে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কখনং বৃষ্টি।	মাসের প্রথম ভাগে অতিশয় বৃষ্টি নদীর জলের বড় বৃদ্ধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অধিক গ্রীষ্ম।
১৮১৭	বৃষ্টির সমতা নদীর জল উথলে নাই অতিগ্রীষ্ম প্রায় সর্ব্বদা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।	মাসের প্রথম ভাগে কখনং বৃষ্টি সমুদয় মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অধিক গ্রীষ্ম নদীর জলের হ্রাস।
১৮১৮	এই মাসের শেষ ভাগে অতিশয় বৃষ্টি নদীর জল উথলিল	কখনং ভারি বৃষ্টি সমুদয় মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অধিক গ্রীষ্ম।

সন।	জুলাই মাস।	আগস্ত মাস।
১৮১৯	সমুদয় মাসে কখ নং বৃষ্টি ৪ তারিখে নদীর জলের হ্রাস হইতে লাগিল মাসের শেষপর্য্যন্ত অধিক গ্রীষ্ম।	এই মাসে নদীর জল তীরে উঠে নাই দুই তিন বার ভারি বৃষ্টি তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৮৪ অবধি ৯২ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।
১৮২০	এই মাসে অতিশয় বৃষ্টি নদীর জলের অতিশয় বৃদ্ধি সমুদয় মাসে অধিক গ্রীষ্ম তর্ম্মমেতরযন্ত্র৭৯ অবধি ৯১ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।	মাসের প্রথম ভাগে ভারি বৃষ্টি মধ্য ও শেষ ভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৮০ অবধি ৯২ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।
১৮২১	অতিশয় গ্রীষ্ম কখনং ভারি বৃষ্টি ১৫ তারিখঅবধি নদীর জলবৃদ্ধি তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৮০ অবধি ৯০ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।	এই মাসে অতিশয় বৃষ্টি প্রায় সকল নদীর জল তীরে উঠিল তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৮১ অবধি ৯০ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।
১৮২২	৩ তারিখে নদীর জল হ্রাস মাসের প্রথম ভাগে কখন বৃষ্টি শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৮০ অবধি ৮৬ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।	কখনং বৃষ্টি ও কখনং ভারি বৃষ্টি গ্রীষ্মাতিশয্য তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৮০ অবধি ৮৬ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।

সন।	সেপ্তম্বর মাস।	অক্টোবর মাস।
১৮০০	মাসের প্রথম ভাগে অতিশয় গ্রীষ্ম ১০ তারিখঅবধি বৃষ্টি ১৬ তারিখে ভারি বৃষ্টি মাসের শেষপর্য্যন্ত কখন২ বৃষ্টি ও বড় গ্রীষ্ম।	মাসের প্রথম ভাগে অতিবৃষ্টি ২৫ তারিখে নদীর জল হ্রাসহইতে আরম্ভ হয় মাসের শেষপর্য্যন্ত অধিক গ্রীষ্ম।
১৮০৩	গ্রীষ্ম ও কখন২ ভারি বৃষ্টি মাসের শেষপর্য্যন্ত বায়ুরাহিত্য ও আকাশ নির্ম্মল।	
১৮০৪	মাসের প্রথম ভাগে অতিগ্রীষ্ম কখন২ বৃষ্টি ২০ তারিখপর্য্যন্ত অতিশয় গ্রীষ্ম তদবধি শেষপর্য্যন্ত ভারি বৃষ্টি ও পুনর্ব্বার নদীর জল বৃদ্ধি।	প্রথম ভাগে অল্প বৃষ্টি শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কিছু শীতের অনুভব ১৮ তারিখে ভোটান্তপর্ব্বত দৃষ্ট হইল।
১৮০৫	এই মাসে অতিশয় বৃষ্টি এবং সমুদয় মাসে নদীর জলের অধিক বৃদ্ধি।	মাসের প্রথম ভাগে কখন২ বৃষ্টি মধ্য ও শেষভাগে আকাশ নির্ম্মল ও গ্রীষ্ম।
১৮০৬	মাসের প্রথম ভাগে অতিশয় গ্রীষ্ম ও কখন২ বৃষ্টি পূর্ব্বীয়	অতিশয় গ্রীষ্ম ও কুআসা শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অল্প শীতা

সন।	সেপ্তম্বর মাস।	অক্তোবর মাস।
	বায়ু মাসের শেষপর্য্যন্ত অতিগ্রীষ্ম।	নুভব।
১৮০৭	মাসের প্রথম ভাগে কখনং ভারি বৃষ্টি শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অতিশয় গ্রীষ্ম।	প্রথম ভাগে কখনং বৃষ্টি শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন শীতগ্রীষ্মের সমতা।
১৮০৮	মাসের প্রথম ভাগে অতিবৃষ্টি মধ্যভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অধিক গ্রীষ্ম শেষ ভাগে কখনং বৃষ্টি।	কখনং বৃষ্টি শীত ও গ্রীষ্মের সমতা কখনং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কখনং নির্ম্মল।
১৮০৯	অল্প বৃষ্টি প্রায় সর্ব্বদা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মাসের শেষপর্য্যন্ত অতিরিক্ত গ্রীষ্ম।	কুআসা ও অধিক গ্রীষ্ম একবার ভারি বৃষ্টি মাসের শেষে শীতানুভব।
১৮১০	মাসের প্রথম বড় গ্রীষ্ম ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ২৬ অবধি ২৮ তারিখপর্য্যন্ত বড় ঝড়বৃষ্টি পুনর্ব্বার দেশের সর্ব্বত্র বন্যা।	প্রথম ও শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অতি গ্রীষ্ম মধ্যভাগে কখনং বৃষ্টি।
১৮১১	মাসের প্রথম ভাগে ভারি বৃষ্টি শেষভাগে অতিগ্রীষ্ম ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।	সমুদয় মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অধিক গ্রীষ্ম ও কখনং বৃষ্টি শেষে নির্ম্মল।

সন।	সেপ্তম্বরমাস।	অক্তোবর মাস।
১৮১২	মাসের প্রথম ভাগে আকাশ নির্ম্মল মধ্য ভাগে বড় ঝড়বৃষ্টি মাসের শেষে দেশের সর্ব্বত্র বন্যা।	আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অতিগ্রীষ্ম উত্তরীয় বায়ুর আরম্ভ মাসের মধ্যে একবার বৃষ্টি।
১৮১৩	এই মাসে গ্রীষ্ম ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।	অষ্টম ও সপ্তদশ দিনে অল্প বৃষ্টি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ২৪ তারিখে শীতের আরম্ভ।
১৮১৪	মাসের প্রথম ভাগে পুনঃ২ বৃষ্টি মধ্য ও শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অতিশয় গ্রীষ্ম।	আকাশ উত্তমরূপে নির্ম্মল সমুদয় মাসে শীতের অনুভব কেবল একবার অল্প বৃষ্টি।
১৮১৫	মাসের প্রথম ভাগে ভারি বৃষ্টি সমস্ত মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।	চতুর্থ তারিখাবধি উত্তরীয় বায়ু ও শীত সমস্ত মাসে আকাশ নির্ম্মল।
১৮১৬	আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অধিক গ্রীষ্ম মাসের শেষভাগে অধিক বৃষ্টি।	প্রাতঃকালে কুআসা উত্তরীয় বায়ু ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কখন২ নির্ম্মল মাসের শেষভাগে শীতের আরম্ভ।
১৮১৭	কখন২ বৃষ্টি প্রায় সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন অতিগ্রীষ্ম তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৮০ অবধি	মাসের প্রথম ভারি বৃষ্টি ও নদীর জলবৃদ্ধি মাসের মধ্যভাগে ঝড় ও শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘা

সন।	সেপ্তম্বর মাস।	অক্তোবর মাস।
	৯০ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।	চ্ছন্ন ও অতিশয় গ্রীষ্ম।
১৮১৮	মাসের প্রথম ভাগে অধিক বৃষ্টি শেষ ভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও নির্ব্বাত	দুইবার ভারি বৃষ্টি তাহার পর শেষপর্য্যন্ত আকাশ নির্ম্মল ও শীতানুভব।
১৮১৯	এই মাসে অতিশয় বৃষ্টি দুই বার বন্যা।	মাসের প্রথম ও মধ্যভাগে বৃষ্টি আর একবার বন্যা ২৫ তারিখাবধি আকাশ নির্ম্মল ও উত্তরীয় বায়ু।
১৮২০	২০ তারিখপর্য্যন্ত অধিক বৃষ্টি তদবধি মাসের শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কখন২ রৌদ্র তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৭৮ অবধি ৯০ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।	একবার অল্প বৃষ্টি ২০ তারিখে শীতের আরম্ভ উত্তরীয় বায়ু ও প্রাতঃকালে কুআসা তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৭২ অবধি ৮০ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।
১৮২১	১ তারিখঅবধি নদীর জলবৃদ্ধি ৫ তারিখে সর্ব্বত্র বন্যা মাসের শেষপর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অতিগ্রীষ্ম তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৮০ অবধি ৮৫ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।	মাসের প্রথম ভাগে ভারি বৃষ্টি পুনর্ব্বার বন্যা ১৪ তারিখাবধি আকাশ নির্ম্মল ও অল্প শীতানুভব তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৭২ অবধি ৮০ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।

সন।	সেপ্তম্বর মাস।	অক্তোবর মাস।
১৮২২	গ্রীষ্মের বৃদ্ধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মাসের শেষপর্য্যন্ত কখনং বৃষ্টি তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৮২ অবধি ৮৬ ক্রমাঙ্ক পর্য্যন্ত উঠে।	আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং অল্প শীষ্ম প্রাতঃকালে কখনং কুআসা ১৮ তারিখে অল্প বৃষ্টি তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৭২ অবধি ৮৪ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।

সন।	নবেম্বর মাস।	দিসেম্বর মাস।
১৮০০	মাসের প্রথম ভাগ শীতল ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কখন২ বৃষ্টি এবং অল্প কুআসা ৬ তারিখে ভূমিকম্প।	শীতের আরম্ভ প্রাতঃকালে কুআসা ও উত্তরীয় বায়ু।
১৮০৩		অতিশীত অল্প২ কুআসা মাসের মধ্য ভাগে অল্প বৃষ্টি।
১৮০৫	মাসের প্রথমে শীতের আরম্ভ উত্তরীয় বায়ু মাসের শেষ ভাগে অপরাহ্নে অধিক গ্রীষ্ম।	গতবৎসরাপেক্ষা শীতের ন্যূনতা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কখন২ কুআসা।
১৮০৬	প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে শীতানুভব মধ্যাহ্নে অতিগ্রীষ্ম আকাশ প্রায় সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন মাসের শেষভাগে শীতের আরম্ভ।	প্রাতঃকালে কুআসা সমুদয় মাসে নানাদিগহইতে বায়ু বহে ও আকাশ নির্ম্মল।
১৮০৭	শীতের আরম্ভ উত্তরীয় বায়ু পর্ব্বত দেখা যায় প্রাতঃকালে কুআসা।	এ মাসে অল্প বৃষ্টি ও অল্প শীত ও আকাশ নির্ম্মল একবার ভূমিকম্প।
১৮০৮	উত্তরীয় বায়ু শীতের আরম্ভ মধ্যা	শীতাধিক্য বায়ু নানাদিগহইতে বহে।

সন।	নবেম্বরমাস।	ডিসেম্বর মাস।
	হে অতিরিক্ত গ্রীষ্ম মাসের শেষভাগে বড় কুআসা।	
১৮০৯	প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা কালে শীত ও গ্রীষ্মের সমতা কখনং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কখনং নির্ম্মল মাসের মধ্যভাগে শীতের আধিক্য একবার ভূমিকম্প।	সমুদয় মাসে শীত গ্রীষ্মের সমভাব সময় নির্ম্মল।
১৮১০	প্রাতঃকালে কুআসা মাসের আরম্ভে শীতেরবৃদ্ধি নানাদিকস্থ বায়ু।	মাসের প্রথম ভাগে বড় কুআসা শীতজনক পূর্ব্বীয় বায়ু মাসের শেষভাগ নির্ম্মল ও শীত।
১৮১১	প্রাতঃকালে কুআসা মাসের প্রথমে শীতের আরম্ভ উত্তরীয় বায়ু।	কখনং কুআসা শীতের বৃদ্ধি।
১৮১২	সমুদয় মাসে শীতের বৃদ্ধি আকাশ নির্ম্মল।	প্রথম ও মধ্যভাগ নির্ম্মল ও শীতল শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কুআসাময়।
১৮১৩	মাসের প্রথম ভাগে আকাশ নির্ম্মল ও শীতল শেষভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন	সমস্ত মাসে উত্তরীয় বায়ু ও শীত।

সন।	নবেম্বর মাস।	দিসেম্বর মাস।
	ও কুআসা মাসের প্রথমে শীতের আরম্ভ।	
১৮১৪	৩ তারিখে শীতের আরম্ভ উত্তরীয় বায়ু প্রাতঃকালে কুআসা।	প্রাতঃকালে কুআসা সমস্ত মাসে আকাশ কখনং মেঘাচ্ছন্ন ও শীতল।
১৮১৫	প্রাতঃকালে কুআসা মাসের প্রথমে শীতের আরম্ভ সমস্ত মাসে শীত গ্রীষ্মের সমভাব।	প্রাতঃকালে কুআসা সমস্ত মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।
১৮১৬	অল্প শীত মাসের শেষে গ্রীষ্মের অল্প বৃদ্ধি।	উত্তরীয় বায়ু প্রাতঃকালে কুআসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।
১৮১৭	৫ তারিখঅবধি ২২ তারিখপর্য্যন্ত শীতানুভব ২২। ২৩ তারিখে ঝড়বৃষ্টি তদবধি মাসের শেষ পর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন শীত গ্রীষ্ম সমভাব।	সমস্ত মাসে শীত গ্রীষ্মের সমতা আকাশ নির্ম্মল।
১৮১৮	১০ তারিখঅবধি শীত প্রাতঃকালে কুআসা ও শীত অধিক নয়।	শীতের বৃদ্ধি সমস্ত মাসে আকাশ নির্ম্মল।

সন।	নবেম্বর মাস।	ডিসেম্বর মাস।
১৮১৯	১ তারিখে শীতের আরম্ভ প্রাতঃকালে কুআসা মাসের শেষপর্য্যন্ত আকাশ নির্ম্মল ও অল্প শীত।	প্রাতঃকালে কুআসা উত্তরীয় বায়ু ও মাসের শেষপর্য্যন্ত আকাশ নির্ম্মল।
১৮২০	সমস্ত মাসে আকাশ নির্ম্মল ও শীতানুভব তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৬৮ অবধি ৭৫ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।	সমস্ত মাসে অতিশীত আকাশ নির্ম্মল তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৫২ অবধি ৬৬ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।
১৮২১	৪ তারিখে শীত কালের আরম্ভ উত্তরীয় বায়ু ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৬৪ অবধি ৭০ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।	১ গ্রীষ্মেরকিঞ্চিদ্বৃদ্ধি কখন২ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তর্ম্মমেতর যন্ত্র ৫৪ অবধি ৬৮ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।
১৮২২	২০ তারিখে শীতের আরম্ভ প্রায় সমস্ত মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কখন২ নির্ম্মল তর্ম্মমেতরযন্ত্র ৬৬ অবধি ৭৪ ক্রমাঙ্কপর্য্যন্ত উঠে।	